জেমস রলিন্স

অল্টার অফ ইডেন

রূপান্তর : নাজিরুল বাশির

নোমান

bangla book's direct Link

বাগদাদ পতনের পর দু'টি ছেলে **'সিটি জু'** থেকে মালামাল লুট করে। তবে তার চাইতেও বড় ব্যাপার- কিছু মূল্যবান এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণি সেখান থেকে পশ্চিমাদের হাতে চলে যায়।

জু'র অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হয় গোপন ল্যাবরেটরি। যার খবর কেউ জানে না, তবে উদ্দেশ্য পরিষ্কার, পৃথিবীকে পাল্টে দেয়া!

সাত বছর পর লুইজিয়ানার ভেটেরিনারিয়ান **লোরনা পোল্ক** তদন্তে নামে। ঝড়ে বিধ্বস্ত এক ট্রলারে অদ্ভুত এক কার্গো খুঁজে পায়, দেখতে পায় খাঁচায় বন্দী কিছু বিলুপ্তপ্রায় মূল্যবান প্রাণি। ট্রলারের ক্রু-রা হয় হারিয়ে গিয়েছে, নয়তো মারা গিয়েছে। প্রাণিগুলোর দেহে বড় ধরণের পরিবর্তন খুঁজে পায় সে। সবার দেহেই একই রকমের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য!

পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলো প্রকৃতির কাজ নয়, এতে ব্যবহৃত হয়েছে অবিশ্বাস্য রকমের উন্নত প্রযুক্তি!

সেই ট্রলার থেকে পালিয়েছে একটি পশু, অবিশ্বাস্য তার ছোটার গতি! লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে, যে করেই হোক থামাতে হবে তাকে।

ইউ এস বর্ডার পেট্রল এজেন্ট জ্যাক মেনার্ড, যার এক অন্ধকার অতীত আছে লোরনা পোল্কের সাথে; দুজনে একসাথে নামল ঘটনার রহস্য উদঘাটনে।

অন্ধকার জলাভূমিতে শিকারে নামল জ্যাক আর লোরনা। দৃশ্যপটে এলো **'আয়রন ক্রিক'**, যাদের সবচেয়ে বড় গুণ- ***নির্মমতা***।

লোরনা কি পারবে ইডেনের বেদীতে জন্ম নেয়া এই হুমকি থামাতে? না হলে পৃথিবীর তো বটেই, মানবজাতির ভিত নড়ে উঠবে শীঘ্রই!

ISBN 978 984 91917 2 8

সিগমা ফোর্সের জন্য নন্দিত জেমস রলিন্সের নতুন উপহার।"

-বুকলিস্ট

"প্রতিটা **জেমস রলিন্স** আমাদের উপহার দেয় দুর্দান্ত মারপিট, শ্বাসরুদ্ধকর সাসপেন্স, হাই-স্টাইল অ্যাডভেঞ্চার আর ভয়ঙ্কর প্লটের একটা গল্প।"

-স্টিভ ব্যারি,
রোমানোভ প্রফেসির লেখক

"বিজ্ঞান, ইতিহাস আর সাসপেন্সের মিশেল, সাথে বুক অফ জেনেসিস'র রহস্যময় গোপন বন্ধন। এককথায় শ্বাসরুদ্ধকর ব্লকবাস্টার।"

-সানফ্রান্সিসকো ক্রনিকল

"অসাধারণ প্লট আর লেখার নাগপাশে আরেক বার পাঠককে আবদ্ধ করলেন রলিন্স।"

-সাসপেন্স ম্যাগাজিন

নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার লেখক ***জেমস রলিন্স***- আমেরিকান পশু চিকিৎসক ***জেমস পল চাইকাউস্কি***'র ছদ্মনাম। তিনি মূলত অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার/থ্রিলার লেখক হিসেবেই সমগ্র বিশ্বের কাছে সুপরিচিত।

বিশ্ব বরেণ্য এই লেখকের জন্ম ২০ আগস্ট, ১৯৬১ সালে, আমেরিকার শিকাগোতে। লেখাপড়া করেছেন *'ইউনিভার্সিটি অফ মিসৌরি'*-তে।
এই লেখকের হাত দিয়ে এসেছে- *আমাজনিয়া, আইস হান্ট, ডিপ ফ্যাদম, এক্সক্যাভেশন*- এর মত অসাধারণ সব থ্রিলার। সেই সাথে *'সিগমা ফোর্স'* সিরিজের মতো নামকরা সিরিজ তো আছেই।

সমগ্র বিশ্বে চল্লিশটির-ও বেশি ভাষায় তার লেখা বই অনূদিত হয়েছে।

বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছেন ।

অলংকরণ ঃ সামিউল ইসলাম অনিক

অল্টার অফ ইডেন

জেমস রোলিন্স

রূপান্তরঃ নাজিরুল বাশির

প্রকাশক

নাফিসা বেগম

আদী প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার,৩য় তলা, ঢাকা- ১১০০

ফোন : ০১৬২৬-২৮২৮২৭

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১৬

প্রচ্ছদ : সামিউল ইসলাম অনিক

শব্দ বিন্যাস : আদী কম্পিউটার

অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee

মূল্য : ২৮০ টাকা

Alter Of Eden Translate By Nazirul Bashir

Published by Adee Prokashon

Islamia Tower , Dhaka-1100

Printed by : Adee Printers

Price : 280 Tk. U.S. : 10 $ only

ISBN : 978 984 91917 2 8

উৎসর্গ-

আমার বোন লরিকে,

আমার সবাই তোমাকে ভালবাসি

ভূমিকা

আব্বু মাঝেমাঝে ইংলিশ আর্টিক্যাল বাংলায় অনুবাদ করার কথা বলতো, এখনও বলে। বলে যে, পড়ালেখার পাশাপাশি লেখালেখির অভ্যাস থাকা ভালো। অনেক কাজে লাগে। কিন্তু কখনো চেষ্টা করিনি। অলস তো, তাই। তবে মনে সুপ্ত ইচ্ছে ছিল সবসময়।

একদিন নীলক্ষেত থেকে রিক্সা নিয়ে ফিদাহ এবং আমি বাসায় ফিরছিলাম। ফেরার পথে অনুবাদ বইয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই আমি, কি ধরণের বই অনুবাদ করা যায় জিজ্ঞেস করতেই ফিদাহ বলল, "জেমস রোলিন্স পড়া আছে?" তখন আমি "সাবটেরানিয়ান" বইটি মাত্র শুরু করেছি, সেটাই বললাম। বলল, "অল্টার অফ ইডেন" অনুবাদ করেন। আমি পড়েছি, ভালো বই।"

বাসায় এসে পড়া শুরু করলাম, কঠিন লাগল। আসলে আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভিত্তিক স্পাই থ্রিলার এবং বিভিন্ন ফিকশন/নন-ফিকশন অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের ভক্ত। পরদিন ফিদাহকে বললাম, কঠিন লাগছে। বলল, ব্যাপার না, পড়তে থাকেন। আবার পড়া শুরু করলাম, মূল স্রোতে পড়তেই ডুবে গেলাম বইয়ে। পর পর বেশ কয়েকটি বই পড়ে ফেললাম রোলিন্সের। আসলেই রোলিন্সের তুলনা রোলিন্স নিজেই। সর্বশেষ পড়েছি "আইস হান্ট"। এরপর শুরু করলাম অনুবাদ। অভ্যাস নেই, কষ্ট হয়েছে বেশ। ফিদাহকে অনেক বিরক্ত করেছি, কি ধরণের বিরক্ত তা আমাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকুক। আর বই প্রকাশ করার ব্যাপারে সাজিদ ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। নবীন লেখক/অনুবাদকদের নিয়ে কাজ করার দুঃসাহস দেখানো বোধহয় তার পক্ষেই সম্ভব।

আমার প্রথম অনুবাদ বই এটি। সবার কাছে যাতে সুখপাঠ্য যাতে হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকার চেষ্টা করেছি। এর আগে কখনই অনুবাদ করিনি। তাই পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইলো অনুবাদের ভুলভ্রান্তি এবং অসামঞ্জস্যতা ধরিয়ে দেবার জন্য।

ধন্যবাদ।
নাজিরুল বাশির
জানুয়ারী, ২০১৬ ইং

Lost Eden Cay
Village
Habitat
Mine Field
Barricade
Villa
Helipad
Cove
Private
Marina

ACRES
Audubon Center for the Research of
Endangered Species
Mississippi
River
Employee
Parking
Loading
Dock
ACRES Lab
Complex
Road

পূর্বকথা
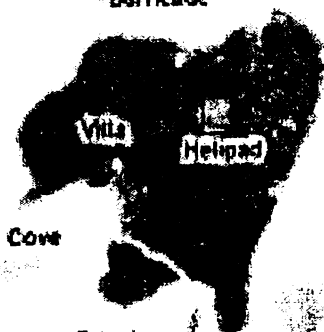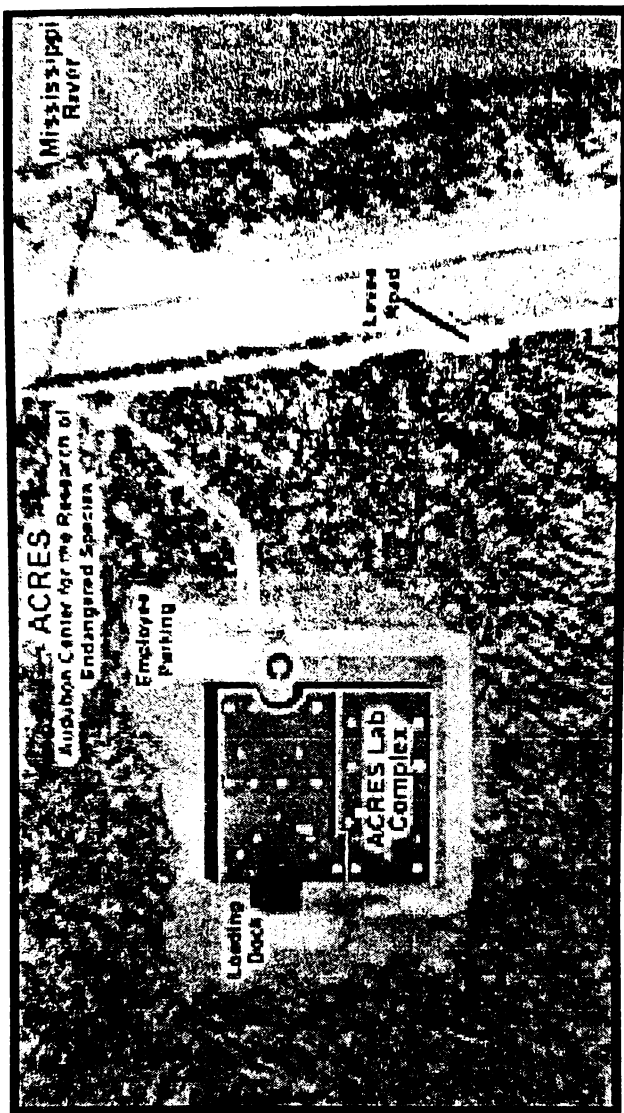
এপ্রিল, ২০০৩
বাগদাদ, ইরাক

ছেলে দুইটা দাঁড়িয়ে আছে সিংহের খাঁচার বাইরে।

"আমি ভেতরে যাব না", বলে ছোটটি বড় ভাইয়ের আরও গা ঘেঁষে দাঁড়াল, হাতটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল।

দুইজনেরই গায়ে শরীরের সাইজের চেয়ে বড় জ্যাকেট, মুখ মাফলারে ঢাকা, মাথায় উলের টুপি। সূর্য পুরোপুরি ওঠেনি, প্রাতঃকালের এই সময়টায় বেশ একটু শীত শীত লাগে।

"বারি দেখো, খাঁচাটা খালি।" দুইজনের মধ্যে বয়সে বড় মাকিন খাঁচার কালো লোহার দরজাটা ধাক্কা দিলে ভেতরের কংক্রিটের দেয়াল নজরে এল। এক কোণে কয়েকটি হাড় পড়ে আছে, ভালো স্যুপ হবে এতে।

চিড়িয়াখানার ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল মাকিন। প্রায় ছয় মাস আগে তার বারোতম জন্মদিনে ওরা সবাই এসেছিল আল-জাওয়ারা গার্ডেনে পিকনিক করতে, সাথে ছিল অ্যামিউজমেন্ট পার্কের রাইডে চড়া আর চিড়িয়াখানায় বেড়ানোর লোভ। ওদের পুরো পরিবার সেদিন অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখেছিল খাঁচার ভেতরের বানর, তোতা, উট, নেকড়ে আর ভাল্লুক। মাকিনের এখনও মনে পড়ে সেদিন সে একটা উটকে আপেল খাইয়েছিল।

সেই একই পার্কে দাঁড়িয়ে আছে এখন সে। কিন্তু দেখছে ছয় মাসের আগের চেয়েও অনেক বেশি পরিপক্ক চোখে, দেখছে চারিদিকে আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া দেয়াল, পুঁতিগন্ধময় পুল আর ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিল্ডিংগুলো।

ওদের অ্যাপার্টমেন্টটা পার্কের একদম কাছে। এই মাত্র একমাস আগে অ্যাপার্টমেন্টের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে মাকিন দেখেছিল শান্ত-স্নিগ্ধ বাগানে অ্যামেরিকান আর্মি আর রিপাবলিকান গার্ডদের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সন্ধ্যায়, রাতভর শোনা গিয়েছিল বন্দুক এবং রকেট বিস্ফোরণের শব্দ।

কিন্তু সকাল হতেই সব শান্ত, চুপচাপ হয়ে যায়। আমেরিকান আর্মি বা রিপাবলিকান গার্ডদের কাউকেই সেখানে আর দেখা যায়নি। কিন্তু বন্দুকযুদ্ধের সাক্ষী, ঘন ধোঁয়ার কারণে সারাদিন সূর্যের দেখা মেলেনি। তাদের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে সে দেখেছিল একটা সিংহ খাঁচা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে, দেখে মনে হচ্ছিল যেনো অশরীরী আত্মা। অবশ্য একটা পশু বা পাখিও খাঁচার ভেতরে নেই, সব পালিয়েছে।

আর তার মাত্র দিন দুয়েক পরেই একদল যাযাবর এসে পার্কে আস্তানা গেঁড়ে বসে। মাকিনের বাবা বলতো ওরা নাকি ডাকাত, লুটতরাজ করতে এসেছে। চিড়িয়াখানার খাঁচাগুলো তখন উন্মুক্ত, পশু-পাখিগুলো কিছু পালিয়েছে, কিছু চুরি হয়েছে নদীর ওপারে চোরাই মার্কেটে বিক্রির জন্য। মাকিনের বাবা আর সবার মতো বেরিয়ে পড়ে নিজেদের শহরকে লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা করতে কিন্তু তারপর আর ফেরেনি, কোনওদিন না।

মা বাবার শোকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, আর পুরো পরিবারের খাওয়া-পরার দায়িত্ব এসে চাপে মাকিনের ঘাড়ে। প্রচণ্ড জ্বরে মার কপাল-গা পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ কয় দিনে শুধু কয়েক চুমুক পানি ছাড়া আর কিছুই খাওয়াতে পারেনি সে।

যদি মাকে স্যুপ খাওয়াতে পারতো কিংবা আরও ভালো কিছু হলে তো...

হাড়গুলোর দিকে তাকাল আবার। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা নামা পর্যন্ত সে আর তার ভাই, দুইজনে মিলে খাবারের সন্ধান করে। তার কাঁধে থাকে মোটা ক্যানভাস কাপড়ের ব্যাগ। বেশিরভাগ দিনই তাতে থাকে ছাতাধরা - পচা কমলা আর পাখির খাঁচা থেকে সংগ্রহ করা বীজ। তবে আজ ছোট্ট বারি ডাস্টবিন থেকে দুমড়ানো-মোচড়ানো শিমের বীচি ভর্তি একটা ক্যান খুঁজে পেয়েছে। এটা দেখে মাকিনের চোখে পানি চলে এল, সে যত্ন করে বারির সোয়েটারের ভেতরে রেখে দিল ক্যানটা।

গতকাল মাকিনের চেয়ে বয়সে বড় একটি ছেলে তাদের ব্যাগ চুরি করে নিয়ে যায়, হাতে ছুরি ছিল তার। মাকিন ফিরে এসে দেখে তাদের ব্যাগ নেই, তখন আর কিছুই করার ছিল না। সেদিন সারাদিন না খেয়ে থাকতে হয়েছিল ওদের পরিবারের।

কিন্তু আজ তাদের কপালে ভালো খাবার জুটেছে।

আর মাও ভালো খেতে পারবে। ইনশাল্লাহ, মনে মনে সে বলল।

মাকিন খাঁচায় ঢুকল, সাথে বারিকেও টেনে নিয়ে গেল। ভেবে দেখল, তাদের যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। হাড়গুলোর দিকে মনোযোগ দিল প্রথমেই। ব্যাগের ভিতর হাড়গুলো নিয়ে নিলো। কাজ শেষে হতে ব্যাগ টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মাকিন।

"ইয়াল্লা," আরবীতে বলে উঠল কেউ। "এদিকে, এখানে!"

সাথে সাথে মাকিন তার ভাইকে নিয়ে হাঁটু সমান সিন্ডার ব্লকের (এক ধরণের ইট বিশেষ) দেয়ালের পিছনে বসে পড়ল, কেউ যেন দেখতে না পায়। ভাইকে জড়িয়ে ধরলো মাকিন, ইশারায় চুপ থাকতে বলল। প্রায় সাথে সাথে দেখতে পেল, বড় দুইটা ছায়াকৃতি সিংহের খাঁচার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

ঝুঁকি আছে জেনেও, উঁকি দিল মাকিন। দুইজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে- একজন বেশ লম্বা, খাকি ইউনিফর্ম পরিহিত আরেকজন দেখতে বেঁটে মতো, পেটটা বেশ মোটা, কালো রঙের স্যুট পড়া।

"প্রবেশ পথটা চিড়িয়াখানার ক্লিনিকের ঠিক পিছনে।" মোটা মতো লোকটা খাঁচার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল।

লম্বা, মিলিটারি লোকটির বেল্টের হোলস্টারে পিস্তল দেখতে পেল মাকিন, বুঝলো এরা যদি তাদের অস্তিত্ব টের পায় তাহলে বিপদ নিশ্চিত।

বিপদ টের পেয়ে বারিও কাঁপছিল।

কিন্তু কপাল খারাপ যে লোকগুলো বেশিদূর গেল না। মাকিনদের লুকাবার জায়গাটা ক্লিনিক থেকে একদম সরাসরি দেখা যায়। মোটা লোকটা ট্যুইস্টেড ডোর দিয়ে অনায়েসেই ভেতরে চলে গেল। কয়েকদিন আগে জায়গাটা শাবল দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

ভারী দেহের লোকটা দুই কলামের মাঝের ফাঁকা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল, মাকিন বুঝল না সেখানে কী থাকতে পারে। একটু পর সেখানে একটা গোপন দরজা খুলে গেল। মাকিন আর বারি তাদের বাবার কাছে "আলী বাবা আর চল্লিশ চোর"-র গল্প শুনেছিল। সেখানে মুরুভূমির মাঝে এক গোপন গুহার কথা আছে যেখানে প্রচুর ধন-সম্পদ লুকানো থাকতো। কিন্তু আজ এই চিড়িয়াখানায় কয়েকটা হাড় আর শিমের বীচি ছাড়া কিছুই জোটেনি ভাগ্যে। মানসপটে যেন রাজভোজ দেখতে পেল মাকিন, ক্ষুধায় মোচড় দিয়ে উঠল পেট।

"এখানে দাঁড়াও," মোটা·মতোন লোকটা বলল।

মিলিটারি পোষাক পরা লোকটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা হাত কোমরে গোঁজা পিস্তলের উপর রাখা, চোখ দু'টো তাদের লুকিয়ে থাকার জায়গাটার উপর স্থির। সঙ্গে সঙ্গে নীচে বসে পড়ল মাকিন, শ্বাস বন্ধ করে রাখলো যেন কেউ টের না পায়। হৃদপিণ্ড পাঁজরে এতো জোরে বাড়ি দিচ্ছে যেন এক্ষুনি বের হয়ে আসবে।

ওরা কি ধরা পড়ে গিয়েছে?

শুনতে পেলো, খাচার দিকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। কিন্তু একটুপর সে খস করে ম্যাচ জ্বালাবার শব্দ শুনল, সেই সাথে পেলো সিগারেটের ঘ্রাণ। লোকটা সিগারেট খাচ্ছে। বারি, মাকিনের দুই হাতের ভেতর কেঁপেই চলেছে, দারুণ ভয় পেয়েছে ছেলেটা। মাকিনের হাত দু'টো শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে তাকে। তবুও ভয় কাটছে না। লোকটা খাচার ভেতর কী আছে দেখতে গিয়ে তাদের দেখে ফেললে কী হবে, তাই ভেবে ভয়ে যেন জমে গেল মাকিন।

ট্যুইস্টেড ডোর থেকে প্রতিধ্বনি শোনা গেল, "আমি পেয়েছি।"

ঠিক খাঁচার দরজার সামনেই লোকটা সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললো। সঙ্গীর কাছে ফিরে গেল সে।

মোটা লোকটা বলল, "ইনকিউবেটর বন্ধ হয়ে ছিল। ইলেকট্রিসিটি নেই, জেনারেটর কতক্ষণ ব্যাকআপ দিতে পেরেছে তা বলতে পারছি না।"

মাকিন ঝুঁকি নিয়ে খাঁচার দরজার শিকের মাঝখান দিয়ে উঁকি দিল। দেখল মোটা লোকটার হাতে একটা মেটালের ব্রীফকেস ধরা।

"জিনিসগুলো ঠিকঠাক আছে তো?" আরবীতে বলল মিলিটারি লোকটা। কিন্তু তার উচ্চারণভঙ্গি ঠিক ইরাকীদের মতো নয়।

এক পা ভাঁজ করে মোটা লোকটা তার চওড়া উরুর উপর ব্রীফকেসটি রেখে লক খুলল। মাকিন আশা করেছিল ব্রীফকেস থেকে সোনাদানা বা হীরা-জহরত বের হবে কিন্তু তার বদলে দেখতে পেলো কালো রঙের ফোমে মোড়ানো কয়েকটা সাদা ডিমের মতো কী যেন। দেখতে মায়ের বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসা ডিমের সাথে কোন পার্থক্য নেই।

ভয়ে কাঁপছে সে, কিন্তু ডিমের কথা মনে পড়তেই ক্ষুধা তার উপস্থিতির কথা জানান দিয়ে গেল।

মোটা লোকটা গুণে, পরীক্ষা করে দেখল। সব ঠিক আছে, একদম ইন্ট্যাক্ট। "আশা করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভিতরের জিনিসগুলো এখনও ঠিকঠাক মতো আছে," কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস তার।

"আর ল্যাবের বাকীগুলো?"

ব্রীফকেস বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল মোটা লোকটা। "সেগুলোর দায়িত্ব আমি তোমার দলের উপর দিয়ে যাচ্ছি। সব ধ্বংস করে ফেলবে, কোন চিহ্ন যেন না থাকে। কেউ যেন কিছুই টের না পায়, এমনকি আন্দাজও করতে না পারে", বলল সে।

"আমি আমার কাজ জানি," মিলিটারি লোকটি বলল।

মোটা লোকটা দাঁড়ানোর সাথে সাথেই সঙ্গী লোকটা কপাল বরাবর পিস্তল তাক করে গুলি চালিয়ে দিল। টিসস... শব্দ হলো শুধু, হলুদ রঙের মেঘ দেখা গেল মাথার পিছনে। কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো লোকটা, তারপর ধুপ করে ভারী শরীর আছড়ে পড়ল মাটিতে।

মাকিন নিজের মুখ চেপে ধরলো যেন কোনও শব্দ না হয়।

"কানও চিহ্ন থাকবে না।" একই কথার প্রতিধ্বনি করল মিলিটারি লোকটা। তারপর মাটি থেকে ব্রীফকেসটা কুড়িয়ে নিয়ে কাঁধে ঝোলানো রেডিওর দিকে হাত বাড়াল, ইংরেজীতে কথা বলতে শুরু করল সে।

"জলদি ট্রাক নিয়ে এসো আর বিস্ফোরকগুলো ফাটাবার জন্য তৈরী করে ফেলো। আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মৃত্যু ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। স্থানীয়দের কেউ দেখে ফেলার আগেই।"

মাকিনের আমেরিকান উচ্চারণের ইংরেজীর সাথে অল্প অল্প পরিচয় ছিল। যদিও সে পুরোপুরি বুঝতে পারল না লোকটি কী বলছে তবে তার কাছে ম্যাসেজটি পরিষ্কার হয়ে গেল।

আরও সৈন্য আসছে। সাথে আসছে আরও অস্ত্র।

মাকিন পালাবার কথা চিন্তা করল কিন্তু ওরা সিংহের খাঁচায় আটকা পড়েছে। বারি পরিস্থিতি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছে। গুলির শব্দ শোনার পর থেকে তার কাঁপুনি যেনো বেড়েই চলেছে। কিছুতেই থামছে না। যেকোনো মুহূর্তে বারির গলা দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে আসবে।

মাকিন তার ভাইকে আরও জড়িয়ে ধরলো, চেষ্টা করছে যেন ওর মুখ দিয়ে শব্দ না বের হয়।

আবার পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। আরবীতে বলে উঠল, "কে ওখানে? বেরিয়ে আয়! তা'আল নাহ!" (আরবী শব্দ)

মাকিন তার ঠোঁট বারির কানের কাছে নিয়ে বলল, "লুকিয়ে থাকো, বের হয়ো না।" তারপর হাত উঁচু করে বেরিয়ে এল। "আমি এখানে খাবার খুঁজছিলাম," তোতলাতে তোতলাতে বলল সে।

পিস্তল নাচিয়ে হুকুম দিল পিস্তলধারী, "বেরিয়ে আয় তুই।"

খাঁচার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মাকিন, হাত দু'টো উপরেই তোলা। "প্লিজ, আহকি, ল্যে টারমা" আরবীতে বলেই আবার ইংলিশে বলার চেষ্টা করল, "প্লিজ, I not see... I not know..."

সে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য শব্দ হাতড়ালো, এমন কিছু বলতে চাইল যা তাকে সামনে দাঁড়ানো রাগান্বিত লোকটির পিস্তলের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

কিন্তু না, নির্দয়ভাবে পিস্তলটি উঠে এল।

মাকিন চিবুকে চোখের উষ্ণ পানির আভাস পেল।

হঠাৎ করেই সে লোকটার পিছনে একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেল। সেই গোপন দরজা ভেতর থেকে ঠেলে ছায়াটা অকস্মাৎ বেরিয়ে এল লোকটার পিঠ বরাবর। নগ্ন একটা শরীরের আবছা অবয়ব দেখতে পেল সে, চার পেয়ে কিছু একটা, চর্বিহীন পেশীবহুল দেহ, চোখ দু'টোতে উন্মত্ততা। মাকিনের মন কিছুক্ষণ পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

বুকের ভেতরে আস্তে আস্তে জমা হচ্ছে ভয়ার্ত চিৎকার!

লোকটা কিছু দেখেনি। কিন্তু অবচেতন মন নিশ্চয় বিপদ টের পেয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি চালাল সে। এদিকে প্রাণীটিও হুংকার ছেড়ে লাফ দিয়েছে

লোকটাকে লক্ষ্য করে। আরও গুলির শব্দ হলো, কিন্তু সেগুলোকে ছাপিয়ে মাকিনের কানে এল পশুটির জান্তব চীৎকার। ভয়ে গা কেঁপে উঠল মাকিনের।

ঘুরে খাঁচার দিকে দৌড় দিল সে, "বারিইইই...!"

বারির কাঁধ খামচে ধরে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল, সামনে ঠেলে দিল বারিকে, "ইয়াল্লা! দৌড়াও!"

সেই পশু আর লোকটার মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি চলছে।

আরও কয়েকটা গুলির শব্দ শোনা গেল।

পার্কের অপর পাশ থেকে আরও লোক আসছে, গুলির শব্দ শুনতে পেল মাকিন কিন্তু তাদের চিৎকার রাইফেলের গুলির শব্দকেও ছাড়িয়ে গেল।

সব ভুলে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে মাকিন, কিছুই পরোয়া করছে না সে, যেন ভয় আর আতংকে দিশেহারা, যেন কোনও দুঃস্বপ্ন তাড়া করছে তাকে।

সে দেখেছে! বুঝেছে আজ কী দেখেছে সে! দেখেছে সেই ক্ষুধার্ত লোলুপ দৃষ্টি, ধূর্ত বুদ্ধির চাহনি, চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছিল।

এটাই সেই শয়তান, কোরানে বর্ণিত অভিশপ্ত শয়তান, যে কিনা আদমকে সিজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

হ্যাঁ, সত্যিটা জানে মাকিন।

শয়তানটা অবশেষে বাগদাদে প্রবেশ করেছে।

প্রথম দৃশ্য
ফার্স্ট ব্লাড

১

২৩শে মে, সকাল ৭:৩২ মিনিট
নিউ অরলিয়েন্স

ফোর্ড ব্রংকোটা গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল। লোরনার মাথা গাড়ির ছাতের সাথে প্রায় বাড়ি খেলো, গাড়িটাও ভেজা রাস্তায় পিছলে বাম দিকে সরে গেল। গাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অ্যাক্সিলারেটরের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে তাকে।

ঝড় থেমে গেলেও বাতাসের বেগ আছে ভালোই, জলাশয়ের জঞ্জালগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে কারও সুইমিংপুলে ফেলেছে মনে হচ্ছে।

বাতাসের বেগ আরও কমে গেল, পশ্চিমে সরে গেল কিছুটা।

লোরনা রিভার রোড ধরে একাই গাড়ি ড্রাইভ করছে। মিনিট বিশেক আগে একটা ফোন কল এসেছিল। ACRES -এ (ACRES = The Audubon Centre for Research of Endangered Species) কারেন্ট নেই। জেনারেটরগুলোও স্টার্ট করা হয়েছে কিনা কে জানে। কারেন্টের অভাবে হাজার হাজার প্রজেক্টের কাজ নষ্ট হবার উপক্রম।

ধনুকের মতো বাঁকানো মিসিসিপি নদীর সর্বশেষ বাঁকটা ঘুরতেই লোরনার সামনে বিশাল কম্পাউন্ডের অবয়ব উন্মুক্ত হলো। দ্য অডুবন সেন্টার ফর রিসার্চ অফ এনডেঞ্জারড স্পেসিস -এর ল্যাবটি নিউ অরলিয়ন্সের এই নদীর মুখে প্রায় এক হাজার একরের চাইতেও বেশি জায়গা নিয়ে অবস্থিত। সিটি জু-এর সাথে ACRES এর সহযোগিতা থাকলেও সর্বসাধারণের ACRES এ প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

গভীর জঙ্গলে ঘেরা এই ACRES - এর মূল বিল্ডিংয়ের আয়তন ছত্রিশ হাজার স্কয়ার ফুট, যেখানে ছয়টি ল্যাব এবং একটি ভেটেরিনারি হাসপাতাল আছে।

এখানেই ডক্টর লোরনা পোল্ক তার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষে কাজ করছে। এছাড়া ফ্রোজেন জু, বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী যেমনঃ মাউন্টেন গরিলা, সুমাত্রান টাইগার, থম্পসন্স গ্যাজেল (এক ধরণের বিলুপ্ত প্রায় হরিণ যা এশিয়া ও আফ্রিকায় অল্প সংখ্যায় দেখা যায়), কলোবাস মাংকি, কেপ বাফেলো ইত্যাদি প্রাণীর ভ্রূণ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত বারোটা ট্যাংক ভর্তি লিকুইড নাইট্রোজেন সে দেখভাল করে।

আটাশ বছর বয়সের তুলনায় এখানে তার দায়িত্ব অনেক বেশি। তার মূল দায়িত্ব জেনেটিক ব্যাংকের দেখভাল করা যেখানে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কৃত্রিম গর্ভাধান, ভ্রূণ প্রতিস্থাপন আর ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে দায়িত্বের গভীরতার তুলনায় কাজটাকে সে বেশ উপভোগ করে। আর এটাও জানে কাজগুলো বেশ ভালোভাবেই করছে।

কাপ হোল্ডারে রাখা সেলফোন বেজে উঠল, স্টিয়ারিংয়ে এক হাত রেখে অন্য হাতে কল রিসিভ করল লোরনা। ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটি কল রিসিভের শব্দ শুনেই দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। "ডক্টর পোল্ক, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে জেরাল্ড গ্র্যাংগার বলছি। আমার মনে হয় আপনার জানা দরকার যে আমরা জেনারেটর চালু করে দিয়েছি, কারেন্ট প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো নেই।" চকিতে হাতঘড়ির দিকে তাকাল লোরনা। সাথে সাথে লোরনার মাথায় হিসেব শুরু হয়ে গেল, হিসেব মিলতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

"ধন্যবাদ জেরাল্ড, আমি এক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছাচ্ছি।"

লাইন কেটে দিল সে।

পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করে স্টিয়ারিং হুইলে কিছুক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল। উফফ... বড় একটা ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা গেল। ল্যাবে ইলেকট্রিসিটির সাপ্লাই নিয়ে বেশ দুঃশ্চিন্তায় ছিল ও। ঠিক সময়মতো তাপমাত্রা ধরে রাখতে না পারলে কী অবস্থা হতো চিন্তা করতেই মাথা ঘুরে ওঠার যোগাড়। টেনশনে কী করতে কী করেছে তার কোনও ঠিক নেই, আজ কী পড়ে অফিসে এসেছে সেটাও ঠিক মতো খেয়াল করেনি। তাকিয়ে দেখল কুঁচকে যাওয়া জিন্স, একটা পুরাতন ধূসর রঙের টার্টলনেক আর বুট পড়ে এসেছে আজ। অন্যান্য দিনের মতো প্রোফেশনাল পোষাক আজ পড়া হয়নি।

নব ঘুরিয়ে ব্রংকোর দরজা খুললো, রিয়ার ভিউ মিররে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল সে।

ওহ গড...

তার সোনালী চুলের একি দশা! সাধারণত সে চুলগুলো পিছনে টেনে আঁচড়িয়ে বাঁধে আর সবসময় তার নাকের উপর কালো ফ্রেমের চশমা থাকে কিন্তু আজ পনিটেল করে বাঁধা। আর হারিকেনের পাল্লায় পড়ে চুলের বিচ্ছিরি দশা, চশমা নাকের উপর বাঁকা হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনও কলেজ পড়া মেয়ে মার্দে গ্রা পার্টি থেকে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরছে!

অফিস বিল্ডিংয়ের দরজায় পৌঁছাবার আগেই কিসের যেন শব্দ পেলো। খুব জোরে জোরে বাতাস কাটার শব্দ। মিসিসিপির দিকে ঘুরেতেই সারি সারি গাছের মাথার উপর একটা সাদা হেলিকপ্টার নজরে এল, রোটরের সাথে লাগানো ব্লেড

তীব্র গতিতে বাতাস কাটছে। দেখে মনে হচ্ছে দ্রুত লোরনার দিকে এগিয়ে আসছে হেলিকপ্টারটা।

ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইল সেদিকে। পিছন থেকে কাঁধে কার যেন হাত পড়তেই চমকে লাফিয়ে উঠল সে কিন্তু আগুলগুলো আরও চেপে বসলো তার কাঁধে। ঘুরে তাকিয়ে দেখে তার বস এবং শিক্ষক ডক্টর কার্লটন মেটোয়ের, ACRES -এর প্রধান দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন বলছেন তিনি, কিন্তু লোরনা হেলিকপ্টারের শব্দে কিছুই শুনতে পেলো না।

লোরনার চাইতে ত্রিশ বছরের বড় ডক্টর কার্লটন মেটোয়ের। কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহী এই মানুষটির মাথার চুল সাদা আর অগোছালো, ছোট ছোট করে ছাটা ধূসর রঙের দাঁড়ি।

আকাশের দিকে চাইলেন কার্লটন মেটোয়ের।

"লোক চলে এসেছে," বললেন তিনি।

হেলিকপ্টারটি আসলেই ACRES -এর দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে বুঝল লোরনা। দ্রুততার সাথে ঘুরে হেলিকপ্টারটি ACRES সংলগ্ন মাঠে নামল। লোরনা খেয়াল করল জিনিসটি একটা ছোট A-Star হেলিকপ্টার, যার নীচের দিকে নরম্যাল ল্যান্ডিং স্কিডের জায়গায় ভেলার মতো কিছু লাগানো আছে। সম্ভবত হেলিকপ্টারটিকে তা পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। হেলিকপ্টারের সাদা রঙের দেহে সবুজ রঙ দেখতে পেলো। ক্যাটরিনার ভয়াল তাণ্ডবের পরে নিউ অরলিয়েন্সবাসীরা ভালোভাবেই জানে এর মানে কী। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই হেলিকপ্টারগুলো রেসকিউ মিশনের কাজ করে থাকে।

"এরা এখানে কেন?" লোরনা জিজ্ঞেস করল।

"তোমার জন্যই এসেছে, মাই ডিয়ার।" ডক্টর উত্তর দিলেন।

২

হেলিকপ্টার উপরে উঠার সাথে সাথেই লোরনার পেটটা কেমন করে উঠল, হয়তো নিখাদ ভয়ের জন্যই। পাইলটের পাশে বসে আছে সে। সিটের সাথে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। সাধারণত বিমান ভ্রমণ সে পছন্দ করে না। তবে পড়ালেখার অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ে একবার তাকে কয়েক সপ্তাহের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে হয়েছিল, একটা বিশেষ প্রজাতির হাতি নিয়ে কাজ করাতে। বর্ডারের কাছে অবস্থিত সেই এলাকায় যেতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না। আর তাই বিমান ভ্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে সে ওষুধপত্র খেয়ে নেয় প্লেন বা হেলিকপ্টারে চড়ার আগেই।

কিন্তু আজ প্রস্তুতির কোনও সুযোগ সে পায়নি।

হেলিকপ্টারে চড়ার আগে অবশ্য ডক্টর তাকে এই ভ্রমণের ব্যাপারে ভাসা ভাসা কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লোরনাকে একদমই সময় দেননি প্রস্তুতি নেয়ার। বিশেষ করে লিকুইড নাইট্রোজেনের ট্যাংকগুলো চেক করা খুব দরকার ছিল। কিন্তু ডক্টর তাকে জানালেন স্টাফরা সবাই কাজে এসেছে আর তিনি নিজেই লিকুইড নাইট্রোজেনের ট্যাংকগুলো চেক করে সেগুলোর সর্বশেষ পরিস্থিতি রেডিওতে লোরনাকে জানিয়ে দেবেন।

রেডিও...

তারা এই মুহূর্তে সেলফোন সিগনালের বাইরে আছে। ভয়ে ভয়ে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। নদীর তীর ধরে এগোচ্ছে হেলিকপ্টারটি, ভাসা ভাসা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে মিসিসিপি অববাহিকার। বিগ মাডি কোর্স নামের পথটা ধরে তারা নদীমুখের দিকে যাচ্ছে। পলিমাটির কারণে নদীকে দেখে কালচে বাদামী মনে হচ্ছে, আস্তে আস্তে তা সামনে গিয়ে মিশে গিয়েছে গালফ অফ মেক্সিকোর সাথে।

নদীর যে অংশটি সমুদ্রের সাথে মিশে যাবে সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। এখানটায় পলিমাটি, বালি, তেল আর কাদামাটি প্রচুর। প্রায় তিন মিলিয়ন একর এলাকা জুড়ে লবণাক্ত জলাভূমি। বাস্তুতন্ত্রের দিক দিয়ে জায়গাটা বিখ্যাত। উৎস খুঁজতে চাইলে সেই জুরাসিক সময় পর্যন্ত যেতে হবে। অবশ্য বাণিজ্যিক দিক দিয়েও এই এলাকার গুরুত্ব অনেক। ইউনাইটেড স্টেটসকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে সী ফুড আর শতকরা বিশ ভাগ তেলের যোগান দিয়ে থাকে।

কিন্তু আবার খারাপ দিকও আছে এখানকার বর্ডার এলাকার। ঘুরানো-প্যাঁচানো জলপথ, নিঃসঙ্গ ফিশিং ডক এসব চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্য। একারণে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়েছে। বর্ডার পেট্রোলে আরও বেশি লোক রাখা হয়েছে।

লোরনা তার বসের কাছে জেনেছে গত রাতের ঝড়ের পর থেকে বর্ডার পেট্রোল সমুদ্র তল্লাশী করছে মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র আর ইউনাইটেড স্টেটসে বসবাসের আশায় আসা অবৈধ অভিবাসী ভর্তি কার্গোর খোঁজে। এক পর্যায়ে তারা একটা দ্বীপের কাছে একটা ট্রলার দেখতে পায়। ইন্সপেকশান শেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয় ACRES -কে ফোন দেবার।

ফোন কলটা বেশ রহস্যময় ছিল, এমনকি তা ডক্টর মেটোয়েরের কাছেও পরিষ্কার ছিল না। তিনি নিজেও জানতেন না লোরনাকেই বা কেন বর্ডার পেট্রোল নিয়ে যাচ্ছে সেখানে!

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠছিল লোরনা। কী চায় তারা? কোন বিশেষ কাজের জন্য তারা তাকে নিয়ে যাচ্ছে? সমুদ্রের মাঝখানে তাকে নিয়ে কী সেই কাজ? বিশেষ করে তার কাছেই কেন সাহায্য চাওয়া হচ্ছে? কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন সার্ভিসের কারও সাথেই তার পরিচয় নেই।

শুধু ফ্লাইটের শেষেই তার এই প্রশ্নের উত্তর আছে।

রেডিওর সাথে সংযুক্ত ভারী এয়ারফোন চড়চড় করে উঠল। পাইলট দিগন্তের দিকে নির্দেশ করল। সবুজ রঙের ইউনিফর্ম পরা পাইলটের কাঁধের ব্যাজ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে বর্ডার পেট্রোলস এয়ার অ্যান্ড মেরিন ইউনিট- এর সদস্য। লোরনাকে নিজের পরিচয় দিলেও সে তার নাম বুঝতে পারল না।

"ডক্টর পোল্ক, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যান্ড করতে যাচ্ছি।"

লোরনা নড করে সামনের দিকে দৃষ্টি দিল।

দীগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখল, কর্দমাক্ত জলাভূমি কোথাও গিয়ে যেন দু টুকরো হয়ে গিয়েছে। উপসাগরের দিকে আরও এগিয়ে গেলে দেখা যায় কতকগুলো দ্বীপের জটলা আর সেইসাথে কিছু উপদ্বীপ।

কিন্তু ওদের অতোদূরে যেতে হবে না।

একটু পরই চোখে সাদা রঙের একটা ট্রলার ধরা পড়ল। ছোট্ট একটা দ্বীপের সৈকতে নোঙ্গর করা আছে। যাক, শেষ পর্যন্ত দেখা মিললো! আরও এগিয়ে যেতে দেখা গেল ট্রলারটি সৈকতের ভেতরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গাছের গায়ে ধাক্কা মেরেছে। বোঝাই যাচ্ছে ঝড়ের কাজ।

হেলিকপ্টার দ্রুত ল্যান্ড করল। শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো সে নিজেকে সীটের সাথে, খেয়াল করে দেখেছে বেশিরভাগ বিমান বা হেলিকপ্টারের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে টেকঅফ আর ল্যান্ডিঙের সময়। কিন্তু এ নিয়ে আর কিছু ভাবতে চাইল না।

তীরের কয়েকগজ আগেই তাদের হেলিকপ্টার নামল। রোটরের ব্লেডের ঘূর্ণনের কারণে পানিতে কৃত্রিম ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। পাইলট তাকে নামতে নিষেধ করল, বলল, "আপনার জন্য জোডিয়াক (বিশেষ ধরণের দ্রুতগতি সম্পন্ন রাবারের ভেলা) পাঠানো হচ্ছে।"

বাইরের দিকে তাকাল লোরনা। রাবারের একটা খেয়া নৌকা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মনে হলো তাদের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পর একই রকম সবুজ রঙের বর্ডার গার্ডদের ইউনিফর্ম পরা একজন ক্রু এসে লোরনাকে হেলিকপ্টার থেকে নামতে সাহায্য করল। তারপর জোডিয়াকে উঠিয়ে নিলো।

রাবারের নৌকায় বসলো লোরনা। এখনও পেটের ভেতর কেমন যেন করছে। রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে চোখের উপর হাত রাখলো সে। তীরের দিকে চলতে শুরু করল নৌকা। মনে মনে এখনও এই রহস্যময় কিন্তু জরুরী তলবের কারণ জানার চেষ্টা করছে।

মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে আসতেই গরম লাগতে শুরু করেছে, আকাশ পরিষ্কার নীল। আজকের আবহাওয়া লুইজিয়ানার স্টীম বাথের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। নিজেকে স্থির রাখতে গভীর শ্বাস নিলো, নাকে ঢুকলো ঈষৎ লোনা এবং কাদা-মাটির গন্ধ।

বাড়ির ঘ্রাণের কথা মনে মনে পড়ে গেল লোরনার।

১৮১২ সালের যুদ্ধের সময় তার পরদাদার বয়স ছিল সতেরো। ব্রিটিশদের হুকুম অমান্য করে তিনি যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানান। চলে আসেন এখানে। পরিচয় হয় দ্য ট্রেপ্যাগনিয়ের পরিবারের এক মেয়ের সাথে। বিয়ে করেন তারা। ধীরে ধীরে তারা তাদের ভাগ্য গড়ে তোলেন এখানে। প্রায় এক হাজার একর জমিতে শুরু করেন আখ চাষ। তৈরি করেন বিশাল এক বাড়ি। এখন শহরে এক নামে পোল্ক ফ্যামিলিকে চেনে সবাই। নিউ অরলিয়েন্স শহরে তাদের বাড়িতে নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শহরের গণ্যমান্য ও বিজ্ঞান এবং সাহিত্যে মেধাবী লোকেরা প্রায়ই বেড়াতে আসতেন।

ইতালীয় ম্যানসনটি এখনও সগর্বে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তাদের পারিবারিক অবস্থার পতন ঘটতে শুরু করে। এখন শুধু লোরনা আর তার ভাই পারিবারিক উপাধিটি বহন করে চলছে। যখন তার বাবা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যান তখন লোরনা ছিল ছোট্ট শিশু। এক বছর আগে মা মারা যান। রেখে যান এতিম দুই ভাইবোনের বড়সড় ঋণের বোঝা আর মেরামত প্রয়োজন এমন প্রাসাদোপম বাড়ি।

কিন্তু জ্ঞান এবং শিক্ষার মূল্য সবসময়ই ছিলো, আছে এবং থাকবে। তাই লোরনা মেডিসিন এবং সায়েন্স বিষয়ে পড়া শুরু করে। তার চেয়ে এক বছরের ছোট ভাইটি এখন একজন সরকারী চাকুরে এবং পেশায় অয়েল ইঞ্জিনিয়ার। এই মুহূর্তে দুই ভাইবোনই অবিবাহিত আর এস্টেটের সমান অংশীদার।

বালিতে রাবার ঘষার শব্দে বর্তমানে ফিরে এল লোরনা।

দ্বীপটা ছোট। উপকূলের জলাশয় থেকে চেইন আকারে এখানে এসে মিশেছে।

কিন্তু ওরা সেদিকে যাচ্ছে না।

"এদিকে", জোডিয়াক পাইলট বলল। একহাত এগিয়ে দিল যাতে লোরনার নামতে সুবিধা হয় কিন্তু সে পাত্তা না দিয়ে নিজেই লাফিয়ে নামলো। "FOS আপনার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছে", লোকটি বলল।

"FOS?"

"Field Operations Superviser."

লোরনা বর্ডার পেট্রলের পদবীগুলোর ব্যাপার তেমন ভালো মতো বোঝে না। কিন্তু মনে হচ্ছে FOS লোকটা এই ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে আছে। আর সেই তাকে এখানে ডেকে এনেছে। ওর এখন জানতে হবে কেন তাকে ডেকে আনা হয়েছে! লোকটা সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রলারের দিকে এগিয়ে গেলে, লোরনা তাকে অনুসরণ করল।

নদী এলাকায় বেড়ে উঠার কারণে নৌকা সম্বন্ধে তার ধারণা ভালোই আছে। এটা একটা চল্লিশ ফুটি ট্রলার। স্টারবোর্ড আঘাতের ফলে ভেঙ্গে চৌচির। কিন্তু পোর্ট সাইডে উঁচু পোলগুলো এখনও আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চিংড়ি ধরার জালগুলো এখনও বাঁধা রয়েছে।

বর্ডার পেট্রলের ইউনিফর্ম পরিহিত অনেকগুলো লোক ট্রলারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কারও মাথায় তামাটে রঙের ক্যাপ, কেউ কেউ সবুজ বেজবল ক্যাপ পরে আছে। সবারই কাঁধের নীচের অংশটি একটু ফোলা। একজনের কাঁধে রেমিংটন শটগান ঝুলছে।

কী হচ্ছে এসব?

সবাই চুপ করে আছে। তবে কয়েক জোড়া চোখ লোরনার উপর থেকে নীচে ঘুরে এল, কাউকে কাউকে আবার বেশ আগ্রহী দেখা গেল।

লোকগুলো সরে দাঁড়াতেই দীর্ঘদেহী এক লোকের আবির্ভাব ঘটলো। ডার্ক গ্রীন ট্রাউজার আর ম্যাচ করা ফুল হাতা ওয়ার্কিং শার্ট কনুই পর্যন্ত গোটানো, আংগুল দিয়ে ব্যাক ব্রাশ করা কালো চুল, ঘামে ভেজা মুখ আর মাথায় সযত্নে পরা কালো বেজবল ক্যাপ। নীলচে-ধূসর চোখ লোরনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। তবে দৃষ্টিতে লালসা ছিলো না অন্তত এটা অনুভব করল লোরনা। শুধুই তাকে মেপে নিচ্ছিল।

লোকটি তার আর লোরনার মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনলো। ছয় ফুটের উপর লম্বা, অতিরিক্ত মেদহীন পেশীবহুল শরীর, চওড়া কাঁধ। চোখ দুটো গভীরভাবে লোরনাকে পর্যবেক্ষণ করছে।

লম্বা হাতটা এগিয়ে দিল লোরনার দিকে।

"আসার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর পোল্ক।"

হাত ঝাঁকাল লোরনা, লোকটির কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত লম্বা কাটা দাগ দেখতে পেলো। লক্ষ্য করল লোকটির গায়ের রঙ অলিভ তবে চিবুক আর চোয়াল কিছুটা কালো, উচ্চারণে কিছুটা মধ্য ফরাসীয় টান।

লোকটি তাহলে এখানকার স্থানীয়। অন্তত উচ্চারণে তাই মনে হচ্ছে। যাই হোক, লোরনা তার কাছে জানতে চায় তাকে কেন এখানে আনা হয়েছে।

কিন্তু তা না করে হঠাৎ অন্য প্রশ্ন চলে এল।

"জ্যাক?"

ক্ষণিকের জন্য লোকটারর চেহারা লোরনাকে অতীতে নিয়ে গেল। দশ বছর পর আজ তাকে সে দেখছে। শেষ দেখেছিল যখন সে কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে ছিল আর জ্যাক ছিল সিনিয়র। যদিও তাকে সে সেইসময় অতো ভালো চিনতো না। কিন্তু পরবর্তীতে একটা ঘটনায় দুইজনেই জড়িয়ে গিয়েছিল। যার কথা সে আর জ্যাক ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানে না। তবে সেই অতীতকেও অনেক পিছনে ফেলে এসেছে সে।

জ্যাকের চেহারা দেখে মনে হলো কালো মেঘ কেটে গিয়েছে, সেও মনে হয় একই কথা ভাবছে, চায় না এই মুহূর্তে পুরনো ঘা আবার নতুন করে কাঁচা হোক।

"ডক্টর পোল্ক," দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। তার উচ্চারণ আগের চেয়ে আরও মোটা আর খসখসে শোনাল। "আমি তোমাকে ডেকে এনেছি... কারণ তোমার চেয়ে অভিজ্ঞ লোক আর কারও কথা আমার জানা নেই। আর আমরা যা খুঁজে পেয়েছি সেটা সম্পর্কে জানতে একজন অভিজ্ঞ লোক দরকার।"

স্থির হলো লোরনা, সোজাসুজি তাকানোর চেষ্টা করল, পেশাদারের মতো আচরণ করার সময় এখন। ট্রলারের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "কী খুঁজে পেয়েছ তোমরা?"

"সবচেয়ে ভালো হয় তুমি নিজেই গিয়ে দেখলে।"

ট্রলারের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাক। দড়ির মই বেয়ে সহজেই ডেকে উঠে গেল। কিন্তু লোরনা উঠতে গিয়ে ভয় পেলো। যদি ছিঁড়ে যায়! বর্ডার পেট্রোলের একজন এসে দড়ির মইয়ের নীচে দাঁড়াল যাতে লোরনা ভয় না পেয়ে সহজেই উঠে যেতে পারে।

উপরে উঠে এলে জ্যাক হাত বাড়িয়ে লোরনাকে ডেকে টেনে তুলতে সাহায্য করল। দুইজন গার্ড দেখল দরজায়। তারা তাদেরকে লোয়ার হোল্ডসে যাবার পথ দেখাল। গার্ডদের একজন জ্যাককে ফ্ল্যাশ লাইট দিল।

"স্যার, আমরা নীচে একটা পোর্টেবল ল্যাম্প রেখেছি তারপরেও খুবই অন্ধকার।"

জ্যাক ফ্ল্যাশ লাইট অন করে লোরনাকে হাত নেড়ে তাকে অনুসরণ করতে বলল। "সাবধানে নেমো, সিঁড়িতে রক্ত আছে, না হলে পিছলে পড়ে যেতে পারো।"

সে লাইট সিঁড়ি বরাবর ধরলো যাতে লোরনার নামতে সুবিধা হয়। কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে ওর ভয় করতে লাগল। সিঁড়িতে কালো দাগ দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কাউকে টেনে হিঁচড়ে নামানো হয়েছে। ভয় পাচ্ছে নামতে।

“আমরা কোনও লাশ পাইনি।” লোরনাকে সাহস দেয়ার জন্য বলল সে। মনে হলো সেও লোরনার মনের কথা পড়তে পারছে।

সরু একটা প্যাসেজওয়েের সিঁড়ি বেয়ে অনুসরণ করল তাকে লোরনা।

“প্রাণীটা মেইন হোল্ডের খাঁচায় বন্দী আছে।”

লোরনা আর জিজ্ঞেস করল না যে খাঁচায় কী বন্দী আছে। পরিচিত গন্ধ নাকে এল, কেমন যেন খসখস শব্দ, কিছু একটা নড়ছে, পাখির কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেল।

আন্দাজ করতে পারল লোরনা, কেন তাকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে। চোরাই পথে বিদেশী পাখি স্মাগলিং করা বিলিয়ন-ডলার ব্যবসা, ড্রাগ এবং অস্ত্রের অবৈধ চোরাকারবারীর পরেই এর অবস্থান এবং দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সত্য যে ইউনাইটেড স্টেটস বিশ্বে এই ধরণের কার্গোর উঁচুদরের ভোক্তা। এধরনের চোরাকারবারির শতকরা প্রায় ত্রিশ পার্সেন্ট স্টেটসেই হয়ে থাকে।

কিছুদিন আগে সে পত্রিকায় পড়েছিল এইসব চোরাকারবারী চক্র সম্বন্ধে। এই চক্রটি একটি বিশেষ প্রজাতির বাঘ স্মাগল করার চেষ্টা করছিল। আর এক্ষেত্রে বাঘটিকে আস্ত না এনে টুকরো টুকরো করে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শুধু বাঘ নয় বিড়াল প্রজাতির অন্যান্য প্রাণী যেমন; লেপার্ড, সিংহ ইত্যাদিও চোরাইপথে আনা হয়। একেকটার দাম বিশ হাজার মার্কিন ডলারের উপরে। এখানেই শেষ নয়, কিছু কিছু দোকান বাঘের ছাল ছাড়িয়ে দেহটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উঁচু দরে বিক্রি করে থাকে। সেগুলো আবার ব্যবহার হয় নানান রোগের চিকিৎসায় যেমনঃ বাঘের লিঙ্গ যৌন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, হাড় আর্থরাইটিস রোগের উপশমে ব্যবহার করে থাকে। কোনও কিছুই ফেলে দেয়া হয় না, কিছু না কিছু কাজে লাগেই। গলব্লাডার, লিভার, কিডনী এমনকি দাঁত পর্যন্ত কোনও না কোনও কাজে ব্যবহার হয়। এক সময় এই ধরণের প্রাণীগুলোর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে।

লোরনার মনে প্রাণীগুলোর প্রতি সহানুভূতির পাশাপাশি যারা এইসব নোংরা কাজে জড়িত তাদের প্রতি ক্ষোভ জমা হতে লাগল।

একটা লম্বা পোল ল্যাম্প নীচু ছাদের ঘরটিকে আলোকিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। লম্বা হোল্ডের দুইপাশে সারি করে রাখা স্টেইনলেস স্টীলের তৈরি খাঁচা। এগুলোর মধ্যে করেই পশুপাখি চোরাই পথে আনা হয়। একটার পর একটা পার হয়ে আসছে তারা। বুঝতে পারল তাকে এখানে ডেকে আনার কারণ। এখানে তাদের দরকার ভেটেরিনারিতে অভিজ্ঞ কেউ একজন যে কিনা এইসব প্রাণীদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখে। হঠাৎ একটা জায়গায় জ্যাক থেমে গিয়ে হাতের ফ্ল্যাশ লাইট একটা খাঁচার দিকে ধরলো। ভিতরে চাইল লোরনা। সাথে সাথেই হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল তার।

৩

জ্যাক মেনার্ড মেয়েটির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল।

প্রথমে দেখল, বিস্ময়ে আর ভয়ে লোরনার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। এরপর এক হাতে মুখ ঢেকে ফেলল সে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতেই, চেহারায় কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ পেলো। চোখ দুটো সরু হয়ে এল তার, কী যেন চিন্তা করতে লাগল লোরনা। খাঁচার দিকে আরও এগিয়ে গেল সে।

জ্যাকও এগিয়ে গেল, গলা খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করে সে জিজ্ঞেস করল, "কী প্রজাতির বানর এগুলো?"

"Cebus apella", বাদামী ক্যাপুচিন মাংকি, সাউথ অ্যামেরিকায় পাওয়া যায়।

জ্যাক তাকিয়ে দেখল নোংরা বানরগুলো গাদাগাদি করে বসে আছে, চোখে তাদের ভয়। পিছনের অংশ চকোলেট বাদামী, মুখ আর বুক দেখে মনে হচ্ছে নরম, মাথাটা কালো, দেখে মনে হচ্ছে ক্যাপ পরে আছে। সেগুলোর সাইজ এতোই ছোট যে জ্যাক তাদের হাতের তালুতে নিতে পারবে।

"এরা কি বাচ্চা?" সে জিজ্ঞেস করল।

লোরনা মাথা নাড়াল, "মনে হয় না। পশমের রঙ দেখে মনে হচ্ছে এগুলো প্রাপ্ত বয়স্ক। তবে তোমার কথাও একদিক দিয়ে ঠিক। এরা এই প্রজাতির বানরের পিগমি ভার্সন।"

কিন্তু জ্যাক জানতো চমক এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। একটা আস্তে কিন্তু তীক্ষ্ণ কুউউ শব্দ শুনে লোরনা সেদিকে এগিয়ে গেল। আরেকটি খাঁচা থেকে আসছে শব্দটি। এখন লোরনার আচরণে পেশাদারীত্ব চলে এসেছে, চেহারায় স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করল জ্যাক। খাঁচার শিকের দিকে এগিয়ে গেল লোরনা। দুইটা বানর একত্রে জড়াজড়ি করে আছে। দেখে মনে হচ্ছে তাদের কখনই আলাদা করা যাবে না।

"সিয়ামিজ ট্যুইনস" লোরনা বলে উঠল।

বানর দুইটার পশ্চাদ্দেশ একত্রে লাগানো, দুইটা দেহ, পা তিনটা, হাত চারটা।

"আহা বেচারারা," লোরনা বলল, "অর্ধাহারে আছে বলে মনে হচ্ছে।"

তারা দুইজন খাঁচার আরও কাছে এগিয়ে এল। বানর দুটোর চোখ বড় বড় হয়ে আছে, সেখানে একই সাথে আশা আর ভয় দেখতে পেলো। আসলেই এগুলো ক্ষুধার্ত। পকেটে হাত ঢুকিয়ে জ্যাক একটা গ্র্যানুলা বার (বেক করা চাল, বাদাম, চিনি দিয়ে তৈরি করা একধরণের বার, সাইজে স্নিকারস/ফাইভ স্টার

বারের মতো । উত্তর আমেরিকায় বহুল প্রচলিত খাবার) বের করে আনলো। দাঁত দিয়ে প্যাকেটটি ছিঁড়ে দুই টুকরো করে লোরনার হাতে দিল।

আস্তে করে লোরনা হাতটি ঢুকিয়ে দিল খাঁচার শিকের মাঝখান দিয়ে। ছোট্ট আঙুল দিয়ে টুকরো দুইটা তুলে নিলো সিয়ামিজ ট্যুইন। জিনিসটা হাতে নিয়ে ওরা নাড়াচাড়া করছে, খুঁটছে, মুখে নিয়ে একটু চেটে দেখল মনে হলো যেন বোঝার চেষ্টা করছে খাওয়া ঠিক হবে কিনা। কিন্তু ওদের চোখ এখনও লোরনার উপর থেকে সরে যায়নি।

লোরনা এক ঝলক জ্যাকের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণের জন্য জ্যাকের মনে হলো যেন অতীতে ফিরে গিয়েছে, যেদিন মেরিনে ভর্তি হতে চলে গিয়েছিল। লোরনা তখন জ্যাকের ছোট ভাই টমির সাথে ডেট করতো। প্রথম বর্ষের ঘটনা ছিল সেটা। অবশ্য পরের বসন্তেও ডেট করেছিল।

স্মৃতিগুলো কষ্ট দেয়, লোরনা ভাবল। স্বাভাবিক হতে চাইল সে। চেহারায় পেশাদারী মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইল। জ্যাককে অন্যান্য খাঁচার দিকে ইশারা করে বলল, "ওগুলোও দেখাও।"

দু'জনে এগোতে লাগল সামনের দিকে। সারি সারি খাঁচা। জ্যাক হাতের ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে দেখতে লাগল অন্ধকারে থাকা খাঁচার প্রাণীগুলো। প্রতিটি খাঁচায় নানান রকম প্রাণী আছে; কোনোটা পরিচিত, কোনোটা অপরিচিত ভিনদেশী। কিন্তু বানর দুটোর মতো অস্বাভাবিকরকম বৈশিষ্ট্য আছে সবগুলোরই। এরপর তারা টেরারিয়ামের (সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী রাখার বিশেষ ধরণের খাঁচা) তৈরি একটা খাঁচার সামনে এল। পনেরো ফুট লম্বা বার্মিজ পাইথন তার ডিমগুলো পেঁচিয়ে রেখেছে। সাপটি দেখতে খুবই সাধারণ। তবে আরও শক্ত করে ডিমগুলোর উপর চেপে বসতেই দু জোড়া পা বেরিয়ে এল, পায়ের শেষ প্রান্তে দেখা গেলগিরগিটির পায়ের মতো থাবা।

"দেখে মনে হচ্ছে অ্যাটাভিজম," লোরনা বলল।

"ইংরেজীতে কি বলে একে?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল।

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল, "অ্যাটাভিজম হলো এমন একটা জেনেটিক বৈশিষ্ট যা কয়েক প্রজন্ম ধরে হারিয়ে যায়, মানে। পরে আবার আলাদা আলাদা ভাবে ফিরে আসে।" বলল লোরনা।

"জেনেটিক প্রত্যাবর্তন?"

"একদম ঠিক। এক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনটা ঘটেছে সাপ তার পা হারাবার আগের সময়ে।"

"এবং সেটা মনে হয় বহু আগেই ঘটেছিল, তাই না?"

লোরনা শ্রাগ করে এগোতে থাকল। "বেশিরভাগ অ্যাটাভিজম ঘটে জিনগত কারণে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখানে যা ঘটেছে তা কোনও অ্যাক্সিডেনটাল ব্যাপার, অন্তত এতোগুলো অ্যাক্সিডেন্ট একসাথে তো হতেই পারে না।"

"তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো কেউ এগুলোকে প্রজনন করেছে? আসলেই কি তা সম্ভব?"

"আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তবে জেনেটিক সায়েন্স অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে। ACRES -এ আমরা সফলতার সাথে বন্য প্রজাতির বিড়াল ক্লোন করতে সক্ষম হয়েছি। জেলী ফিশের ফ্লুরোসেন্ট প্রোটিন আমরা বন্য প্রজাতির বিড়ালের শরীরে প্রবেশ করিয়েছি। দেখা গিয়েছে এদের শরীর অন্ধকারেও জ্বলে।"

"মিঃ গ্রীন জিনস! আমি পত্রিকায় এ সম্পর্কে আর্টিকেল পড়েছি।" জ্যাক বলল। "ইনফ্যাক্ট তোমাকে ডেকে আনার কারণ আমাদের এমন একজন দরকার যে কিনা জেনেটিকস অ্যান্ড ব্রীডিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আর এই কার্গোর বিস্ময়কর প্রাণীগুলো কিভাবে, কোত্থেকে এল সেটাও জানা দরকার।"

লোরনাকে হোল্ডের দিকে নিয়ে এল জ্যাক। সেখানে একটা তারের জালি দিয়ে তৈরি খাঁচার মধ্যে ফুটবল সাইজের বাদুড় রাখা আছে।

"ভ্যাম্পায়ার ব্যাট," লোরনা বলল। "কিন্তু এটি স্বাভাবিকের চাইতে দশগুণ। মনে হচ্ছে প্রাইমোর্ডিয়াল গাইগ্যানটিজম।"

একইভাবে সারির শেষের দিকে খাঁচায় ভালুকের বাচ্চার সাইজের শিয়াল দেখা গেল। গরগর করে শব্দ করছে আর খাঁচায় ধাক্কা মারছে অনবরত। সরে এল দুইজন। লম্বা একটা খাঁচার সামনে এল। খুব সাধারণ দেখতে তোতাপাখি। কিন্তু গায়ে একটিও পালক নেই। লাফিয়ে উঠল, জোরে ডেকে উঠল এটি। যখন ডাকলো তখন দেখা গেলঘাড় সামনে-পিছনে করছে। তোতাপাখি যখন প্রথম জন্ম নেয় তখন তার পালক থাকে না বা থাকলেও খুবই অল্প থাকে কিন্তু এখানে যে কী ঘটেছে বলা মুশকিল। হয়তো তোতাটা এখনও বাচ্চা, হয়তো সে অ্যাটাভিজমের আরেক ভুক্তভোগী।

জ্যাকের বিরক্তি এসে গিয়েছে এসব বিদঘুটে জিনিস দেখতে দেখতে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। লোরনা বলল, "এগুলো মনে হচ্ছে ডাইনোসরের শিশু প্রজাতি। কখনও কখনও ধারণা করা হয় পাখিদের কেউ কেউ ডাইনোসরের বংশধর।"

আবার লাফিয়ে উঠল পাখিটি। কর্কশ স্বরে স্প্যানিশে কী যেন বলতে শুরু করল। তারপর ইংলিশে বলতে লাগল।

"...থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ..."

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে, হঠাৎ থেমে দাঁড়াল লোরনা। পাখিটির দিকে অবাক চোখে তাকাল সে। কিন্তু পাখিটি একনাগাড়ে সংখ্যা বলেই চলেছে।

"কী হলো?" জ্যাক বলল।

"তোতাপাখি...সংখ্যাগুলো...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," উত্তর দিল লোরনা।

থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ। ম্যাথমেটিক্সের পাইয়ের (▯) মান।

জ্যাক স্কুলের গণিত ক্লাসে শেখা পাইয়ের মানের কথা মনে করতে পারল, গ্রীক অক্ষর n এর মতো করে লেখা হয়। সংখ্যাটাকে মাথার মধ্যে গেঁথে নিলো সে।

৩.১৪১৫...

"পাইয়ের মান ট্রিলিয়ন পর্যন্ত গগনা করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। তোতাপাখিটা যেভাবে পাইয়ের মান নির্ভুলভাবে বলে যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এর স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক তুখোড়।" লোরনা বলল।

পাখিটা একনাগাড়ে সংখ্যাগুলো বলেই চলেছে, বিরাম নেই। ঠিক তখনই জ্যাক খেয়াল করল হোল্ডের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। খাঁচার ভিতর প্রাণীদের বিভিন্ন ধরণের শব্দ থেমে গেল এক নিমিষেই। ওরাও কথা বলা বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করল চাপা শব্দটি। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেলজ্বলজ্বলে চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মাথা নাড়িয়ে জ্যাক এগিয়ে গেল দেখার জন্য।

"আসলে তোমাকে যেটা দেখাতে চাই সেটা এখানে এই পিছনে আছে।"

সে লোরনাকে হোল্ডের স্টার্নের শেষ মাথায় নিয়ে গেল। এখানে একটা খাঁচার মধ্যে একটা প্রাণী আছে যেটাকে দেখে মনে হয় তিব্বতি চমরী গাইয়ের চামড়া কোনও ভেড়ার গায়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। লোরনা একটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা পশু পা দু'টো সোজা হয়ে ছড়িয়ে আছে, চোখ দুটো খোলা আর স্থির, মৃত বোঝাই যাচ্ছে, সাইজ একটা ককার স্প্যানিয়েলের চাইতে বড় না।

"এর খুরের দিকে তাকাও", লোরনা বলল। "খুরগুলো বিভক্ত। আংগুলগুলোর চারটা সামনে আর তিনটা পিছনে। আধুনিক ঘোড়ার পূর্বপুরুষ। হাইর্যাকোথেরিয়াম-সাইজ ছিলো বর্তমান যুগের শেয়ালের সমান।"

উপুড় হয়ে মৃত দেহটি পরীক্ষা করতে লাগল লোরনা। একটা খুর ভেঙ্গে গিয়েছে। মারা যাবার আগে খাঁচার শিকের সাথে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছে প্রাণীটি।

"দেখে মনে হচ্ছে মরার আগে কোনও কিছু দেখে মারাত্মক ভয় পেয়েছিল," লোরনা বলল।

"আর আমি ধারণা করতে পারি কী দেখে সে ভয় পেয়েছিল", ইশারায় একদম শেষের কোণার দিকে নির্দেশ করল জ্যাক।

লোরনা জ্যাককে অনুসরণ করল। গলার মধ্যে কেমন করে উঠল লোরনার। বলল, "এসব কারা করছে আর কিভাবেই বা করছে?"

"তোমার কাছ থেকেই এ ব্যাপারে কিছু জানার আশা ছিল আমার। তবে, এই মুহূর্তে আমদের সামনে আরও বড় সমস্যা রয়েছে।" তারা সারির প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গিয়েছে।

খাঁচাটা অনেক বড় আর শক্ত করে ঘেরাও করা আছে। মেঝেতে খড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিন্তু কোনও প্রাণী দেখা গেল না। "আমরা যখন এটা খুঁজে পাই তখন দরজাটা ছিল ভাঙ্গা আর ভেতরটাও ছিল ফাঁকা।"

"কিছু কি পালিয়ে গিয়েছে?" লোরনা ভেতরে উঁকি দিল। প্যাসেজওয়ে ধরে সিঁড়ি বরাবর রক্তের ধারা দেখতে পেল।

"আমরা চাই তুমি বলো কী ছিল এটা?" জ্যাক বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত করল লোরনা, "কিভাবে?"

খড়ের দিকে আংগুল দিয়ে দেখাল জ্যাক। কিছু একটা খড় দিয়ে ঢেকে রাখা আছে। মৃদু শব্দ শোনা গেল।

লোরনা জ্যাকের দিকে একবার তাকাল, তার মনে কৌতূহল। জ্যাক দরজা খুলে দিয়ে ধরে রাখলো সেটা। ভেতরে যেতে দিল লোরনাকে।

"সাবধান," বলল সে।

৪

সাবধানে খাঁচার নীচু দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল লোরনা, জায়গাটা দাঁড়িয়ে থাকার মতো যথেষ্ট উঁচু না। তবুও সে উপুড় হয়ে ভেতরে দেখল। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখেছে। প্রচুর পরিমাণে ·খড় ছড়ানো ছিটানো রয়েছে ভেতরে। নাকে অ্যামোনিয়ার কটু গন্ধ পেলো, অনেকদিন ধরে প্রস্রাব জমা হয়ে থাকলে যেমনটা হয় আর কী।

"খাঁচার ভেতরে যে প্রাণীকেই রাখা হোক না কেন, সেটা যে অসুস্থ ছিল সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই," লোরনা বলল।

হাঁটুতে ভর দিয়ে এগিয়ে গেল সে, খড়গুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল। তুষারের মতো পশম দেখতে পেল সে। তাতে অস্পষ্ট ধূসর রঙের ছিটে। লম্বা লেজ শরীরটাকে ঘিরে রয়েছে, মনে হচ্ছে বেশ ভয় পেয়েছে প্রাণীটা। বিড়ালের মতো ছোট্ট কান দুটো মাথার দু পাশে লেপ্টে রয়েছে।

"এটা তো লেপার্ড বা জাগুয়ারের বাচ্চা," লোরনা শিস দিয়ে উঠল!

“কিন্তু এটা তো দেখতে সাদা,” দরজায় দাঁড়িয়ে জ্যাক বলল। “আর শ্বেতী রোগীর মতো সাদা!”

লোরনা প্রাণীটার চোখের দিকে তাকাল, “নাহ। চোখের রঙ দেখ-নীল। মনে হচ্ছে এই বাচ্চাটার ক্ষেত্রে বংশপরম্পরায় লিউসিজম (যেখানে কোনো প্রাণীদেহের রঙিন কণিকাগুলোয় সমস্যা থাকে) ঘটেছে। চামড়ার পিংগমেন্ট নেই বা কম, আর সেজন্যই মনে হয় এরকম হয়েছে। কিন্তু এটা অবশ্যই প্যান্থার জাতীয় প্রাণী।”

“আমার মনে হয় তুমি এটাকে লেপার্ড বা জাগুয়ার টাইপের প্রাণী বলেছিলে।”

লোরনা জ্যাকের কনফিউশন বুঝতে পারলো। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক, এই ভুল সবাই করে থাকে।

“প্যান্থার আসলে কোনও Taxonomy (শ্রেণীবিন্যাস) টার্ম নয়। আসলে Panthera, Genus (বর্গ) দিয়ে বিড়াল জাতীয় সব প্রাণীদেরকেই বোঝানো হয়। যেমন; বাঘ, সিংহ, লেপার্ড, জাগুয়ার ইত্যাদি। আর একটা সাদা প্যান্থারও এরমধ্যে পড়তে পারে, অস্বাভাবিক কিছু না।”

“আচ্ছা, তাহলে এটা কিসের বাচ্চা?”

“খুলির ধরণ আর পশমের উপর অস্পষ্ট দাগ দেখে এটাকে এখন জাগুয়ার বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি শিওর না।”

লোরনা জানে জ্যাকের আরও তথ্য দরকার। আন্দাজের উপর ভর করে সে উপরের মহলে কিছুই জানাতে পারবে না। ওর নিশ্চয়তা চাই, বিভ্রান্তি না।

প্রাণীটা মিটমিট করে তাকাচ্ছে লোরনার দিকে। চোখে দুর্বল দৃষ্টি। শাবকটাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব বেশিদিন হলো জন্মায়নি, বড় জোর কয়েক সপ্তাহ। এমনকি আরও কম হলেও হতে পারে। তবে সমস্যা হচ্ছে শাবকটার ওজন। গঠন দেখে মনে হচ্ছে ওজন পনেরো থেকে বিশ পাউন্ড হবে হয়তো। সাত-আট মাসের বাচ্চার তুলনায়ও এই ওজন অনেক বেশি।

জ্যাকও এই অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, “এর বয়স কেমন হতে পারে?”

“সপ্তাহ এক-দুই,” লোরনা জ্যাকের দিকে ফিরে বলল। “একটা সাইবেরিয়ান টাইগার এরকম সময়ে চার থেকে পাঁচ পাউন্ড হয়। তবে এই ধরণের জাগুয়ারের ওজন অর্ধেক হওয়ার কথা।”

“তাহলে ওজন বেশী যে? অ্যাটাভিজম নাকি?” জ্যাক জানতে চাইল।

“আমাকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে এ ব্যাপারে শিওর হবার জন্য। তবে তার আগে এটাকে আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।”

লোরনা দুহাতে তুলে নিজের পেটের কাছে নিয়ে এলো শাবকটিকে। ক্ষীণ স্বরে শব্দ করে উঠল। সে চেষ্টা করল যাতে এটি ভয় না পায়। শরীরে হাত দিয়ে উঁচু

হাড় খুঁজে নিলো প্রথমে, চিমটি কেটে বুঝলো- পানিশুন্যতা আছে কিনা। জননেন্দ্রিয় দেখে বুঝতে পারল এটি পুরুষ শাবক।

"শশশ... আস্তে, কোনও ভয় নেই," লোরনা আস্তে করে বললো যাতে ভয় না পায়।

আস্তে আস্তে শরীরে হাত বুলিয়ে দিল সে। ক্ষুধার তাড়নায় কেঁদে উঠল শাবকটি। একটা আঙুলের ডগা তার মুখে দিলো লোরনা, চুষতে শুরু করল এটি।

বয়স দুই এক সপ্তাহের বেশী হতেই পারেনা!

শাবকটির মুখের ভেতর কিসের যেন স্পর্শ পেলো সে। এমন তো হবার কথা নয়! বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের এতো অল্প বয়সে দাঁত ওঠে না, যেটা থাকে সেটা হলো মাড়ি আর দুধ দাঁত, কিন্তু তা তো মনে হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে কিছুটা আন্দাজ করত পারল ব্যাপারটা। জ্যাককে ডেকে বললো, "এখানে বড়সড় কোন গোলমাল আছে।"

"কী?"

শাবকটিকে কোলে নিয়ে জ্যাককে সাবধান করে দিয়ে বলল, "এটি আসলে জাগুয়ারও নয়।"

"তাহলে?"

"এটা একটা সেবার টুথ (Saber-tooth = লম্বা, সাদা বাঁকানো দাঁত) বিড়াল জাতীয় প্রাণীর শাবক, সম্ভবত সেবার টুথ জাগুয়ার।"

৫

দিনের আলোতে ফিরে এল জ্যাক আর লোরনা। সে এখনও জাগুয়ারের শাবকটিকে কোলে নিয়ে আছে। ট্রলারের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। যদি মেয়েটির ধারণা সঠিক হয়, তাহলে তারা খুঁজছে বিশাল দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা দাঁতের কোনও প্রাণীকে। লোরনা জ্যাককে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে যে, কেন সেই কুখ্যাত সেবার টুথ টাইগারের মতো লম্বা, বাঁকানো দাঁত মোটামুটি প্রায় সব বিড়ালজাতীয় প্রাণীর মাঝে দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিড়ালজাতীয় সব প্রাণীর মুখেই এই ধরণের দাঁত ছিল। তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতি আজও এই জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বহন করে যাচ্ছে।

কিন্তু সেবার টুথ জাগুয়ার?

অসম্ভব। যদিও জ্যাক লোরনার কথাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছে না কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? লোরনা যেভাবে জেনেটিক ম্যানিপুলেশনের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছে

তাতে তার বক্তব্য মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া সে নিজেই নীচে রাখা খাঁচার ভেতরে অদ্ভুত সব প্রাণী দেখে এসেছে।

উপকূলের দিকে তাকাল জ্যাক। প্রচুর নীচু বন আর জলাভূমি নজরে এল। মিলিয়ন একরের জমি রয়েছে মিসিসিপি নদীর মুখে।

এখানেই তার বাড়ি।

এইরকমের এক জলাভূমির আশেপাশেই তার পূর্ব পুরুষেরা বসবাস করতো। তাদের রোজগার বলতে ছিলো চিংড়ি চাষ আর মাছ ধরা... তবে তাদের কিছু বৈধ ব্যবসাও ছিলো। সে জানে এইসব জলাভূমি কতটা গহীন হতে পারে, কারও পক্ষে নিজেকে বা কোনও কিছু লুকিয়ে রাখা কতটা নিরাপদ। কেউ টেরই পাবে না।

লোরনা জ্যাকের দিকে এগিয়ে গেলো। রেডিওতে সে ইউ এস ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফের সাথে যোগাযোগ করছে।

"ওরা বোটে করে আসছে," লোরনা বললো। সাথে বহনযোগ্য খাঁচা আর ট্র্যাংকুলাইজার নিয়ে আসছে। এছাড়াও ডক্টর মেটোয়ারের সাথেও কথা বলেছি। প্রাণীগুলোর জন্য একটা আলাদা ল্যাবের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ACRES -এ।"

জ্যাক মাথা নাড়লো। আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে ACRES -এর একটা ল্যাব শুধুমাত্র এই তদন্তের কাজেই ব্যবহার করা হবে। তার এক লোক ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারে একটা লক করা স্টীলের বাক্স দেখে এসেছে। তাতে ল্যাপটপ আর কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে। একজন কম্পিউটার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যেই নিউ অরলিয়েন্স থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আশা করা যায় ক্যাপ্টেনের ল্যাপটপে পর্ণো বাদেও আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

কিন্তু ট্রলারটাকে পুরোপুরি পরিত্যক্ত ঘোষণা করার আগে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার জ্যাকের। বিশেষ করে সবচেয়ে তীব্র হয়ে যে হুমকিগুলো দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে।

"তোমার কি মনে হয়, মা জাগুয়ারটার কি অবস্থা হয়েছে? ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে গিয়েছে?"

"আমার মনে হয় না ডুবে গিয়েছে। কেননা জাগুয়ারেরা দক্ষ সাঁতারু হয়। পানিও এখানে খুব বেশি গভীর না। আর একবার সাঁতার শুরু করলে যদি বিশ্রামের প্রয়োজনও হয়, তাহলে প্রতিটি দ্বীপে একবার করে থেমে বিশ্রাম নিয়ে আবার সাঁতরাতে পারবে।"

"তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছো সেটা সাঁতারিয়ে উপকূলের দিকে গিয়েছে?"

"সাধারণত, জাগুয়ারেরা তাদের নিজেদের এলাকা হিসেবে একশ বর্গমাইল জায়গা বেছে নেয়। এখানকার দ্বীপগুলো বেশ ছোট। আমার মনে হয় সেটা সাঁতার কেটে অনেকদূর চলে গিয়েছে।"

"কিন্তু তার শাবকটার কি হবে?" সে লোরনার কোলে শুয়ে থাকা শাবকটির দিকে তাকিয়ে বললো, "এত সহজে কি একটা মা জাগুয়ারের পক্ষে তার বাচ্চাকে ফেলে চলে যাওয়া সম্ভব?"

"সম্ভাবনা কম। বাচ্চারদের প্রতি মা জাগুয়ারদের টান অনেক বেশী। ওরা ছয় মাস পর্যন্ত তাদের লালন পালন করে, দেখভাল করে। দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়েরা নিজেদের কাছেই রাখে বাচ্চাদের। কিন্তু এই শাবকটা বেশ অসুস্থ। সাধারণত জাগুয়ারের দুই-তিনটা বাচ্চা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায়, এটার সাথে আরও বাচ্চা ছিল। আর মা জাগুয়ার দুর্বল বাচ্চাকে বাঁচতে পারবে না মনে করে সাথে না নিয়ে সবলগুলোকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছে।"

"তারমানে মা জাগুয়ারের সাথে আরও একটা বাচ্চা আছে? তাহলে তো তার খুব একটা দ্রুত এগোতে পারার কথা না।"

"হয়তো... কিন্তু বাচ্চা সাথে থাকা মা জাগুয়ার আরও বেশি ভয়ংকর। সে তার বাচ্চাদেরকে রক্ষা করার জন্য যে কোনো কিছু করতে পারে," জোর দিয়ে বলল লোরনা। "কিন্তু সিঁড়িতে যে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে তাতে একটা প্রশ্ন আসে, তাহলেট্রলারের ক্রুরা গেল কোথায়?" লোরনা কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল।

"ট্রলারে নেই। আশেপাশে এমনকি এখানকার কোনও দ্বীপে তাদের পাওয়া যায়নি। আমরা অনেক খুঁজেছি। তবে রক্তের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে চারজন ক্রু ছিলট্রলারে। মনে হয় তারা কোনও না কোনওভাবে পড়ে গিয়েছে।"

"অথবা কেউ তাদের টেনে নামিয়েছেট্রলার থেকে।"

"টেনে নামিয়েছে?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল, "জাগুয়ার?"

"সিঁড়িতে রক্ত দেখে অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে। তারা পড়ে যায়নি কোথাও। তাদের টেনেই নামানো হয়েছে এবং মুখে করে, কামড়িয়ে টেনে নামানো হয়েছে।"

"কিন্তু কেন?"

"ভাল প্রশ্ন। শিকারের পর, বিড়াল জাতীয় প্রাণীরা শিকারকে লুকিয়ে রাখে, মাংস ধীরে ধীরে খাবে বলে। অনেক সময় গাছের উপরেও নিয়ে যায়। কিন্তু তো আর সেটা এখানে সম্ভব না। আর লুকানো সম্ভব না হলে, লাশটা তারা ফেলে রেখে যায়। এতে মাংস পচে, গলে যায়। অবশ্য তাতে জাগুয়ারের কিছুই আসে-যায় না।" ভ্রু কুঁচকে লোরনা বলল, "কিন্তু এখানে পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে জাগুয়ারটি দারুণ রকমের ধূর্ত। সে তাকে অনুসরণ করার মতো কোনও চিহ্ন রাখেনি।"

"তুমি বাড়িয়ে ভাবছ। গতকালের গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়ের কারণেই মনে হয় মা জগুয়ার আর ক্রুরা পানির তোড়ে পড়ে গিয়েছে। তারপর ঢেউয়ের ধাক্কায় তারা গভীর উপকূলে চলে গিয়েছে।"

"একটা উপায় আছে তাদের খুঁজে বের করার।"

"কী সেটা?"

জোডিয়াকে উঠে লোরনা দ্বীপের দিকে যেতে লাগল। বুট খুলে প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিলো।

জ্যাক লোরনার পাশেই থাকল। সেও খালি পায়ে, তবে বুট জোড়া ফিতা দিয়ে বেঁধে কাঁধের একপাশে ঝুলিয়ে রেখেছে। অপর কাঁধে M4 কারবাইন রাইফেল ঝুলছে। যদি জাগুয়ারটি ঝড়ের কবল থেকে বেঁচে যায় তাহলে হয়তোবা এতোক্ষণে উপকূলে পৌঁছে গিয়েছে। তাই সে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না।

লোরনার কথামতো সবচেয়ে কাছের দ্বীপে জোডিয়াক থামাল জ্যাক। বীচে উঠল লোরনা।

"দেখো আশেপাশে কোথাও থাবার ছাপ পাওয়া যায় কিনা। অথবা প্রস্রাব বা কোনও গাছের গায়ের আঁচড়ের দাগ।" লোরনা জ্যাককে নির্দেশ দিল

"আমি জানি কিভাবে ট্র্যাক খুঁজতে হয়। কিন্তু প্রাণীটা এখনও এই দ্বীপেই আছে না পরেরটায় চলে গিয়েছে, সেটা কিভাবে বুঝব?"

"সেক্ষেত্রে আমরা পরের দ্বীপে খুঁজব। বিশ্রাম না নিয়ে সে বেশিদূর যেতে পারবে না। ওর শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ একসময় কমে যাবে। থামতে ওকে হবেই।"

তারা বৃত্তাকারে পুরো দ্বীপ সার্চ করা শুরু করল। সময় যত গড়াচ্ছে ততই সূর্যের তেজ বেড়ে চলেছে। গতকালের ঝড়ের পর আজ আকাশে মেঘের দেখা নেই। যা আছে তাতে সূর্যের তাপ কমছে না। গরমে জ্যাকের পিঠ দিয়ে ঘাম বেয়ে কোমরের বেল্টের কাছে জমা হচ্ছে।

"এদিকে, এইখানে," হঠাৎ লোরনা বলে উঠল।

সাইপ্রেস গাছগুলোর দিকে সে এগিয়ে গেল। স্প্যানিশ মসগুলো সেখানে ঘন হয়ে আড়াল তৈরি করেছে।

"সাবধান।" জ্যাক বলে উঠল, সাথে সাথে লোরনার হাত টেনে ধরলো। "আগে আমি দেখি ঝোপের ভেতরে কিছু আছে কিনা।" রাইফেল তাক করে এগিয়ে গেল সে।

গাছগুলো ভালো করে চেক করে দেখল, উপরে-নীচে এমনকি ঝোপগুলোও বাদ দিল না।

নাহ... মনে হচ্ছে এখানে কিছুই নেই।

"এখানকার বালির দিকে তাকাও," লোরনা জ্যাকের কাঁধ খামচে বলল।

মাটি এখানে কেমন যেন উঠে গিয়েছে। সে দেখলো মিহি বালিতে জাগুয়ারের থাবার ছাপ। জ্যাক আর লোরনার ছায়া পরস্পরকে ক্রস করল। জ্যাক চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল। ইন্দ্রিয় সজাগ, একই সাথে লোরনার দিকেও সতর্ক

নজর রাখছে। প্রখর ইন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে লোরনার উপস্থিতি, মেয়েটির মসৃণ ত্বক আর চুলের গন্ধ টের পাচ্ছে নাকে।

"এই প্রাণীটা দেখি বিশাল," লোরনা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলো। "থাবার ছাপ দেখে মনে হচ্ছে আমি সাইজ অনুযায়ী ওজন ভুল বলেছিলাম।"

সে তার হাত থাবার ছাপের উপর রাখলো। দেখা গেলছাপটা তার হাতের দ্বিগুণ।

"তারমানে মা জাগুয়ারটা এখনও বহাল তবিয়তেই আছে," জ্যাক বলল।

"এবং উপকূলের দিকেই গিয়েছে," লোরনা বলল।

জ্যাক রাইফেল আঁকড়ে ধরে বলল, "এরকম ঝড়ের পর বহু জেলে, ক্যাম্পার, হাইকার নদী মুখে আসে। ওদেরকে নিরাপদ রাখতে হলে, এক্ষুণি জায়গাটা খালি করা দরকার। একটা হান্টিং পার্টি পাঠাতে হবে এবং সেটা দিনের আলো থাকতেই।"

লোরনা বলল, "দিনের আলোয় জাগুয়ারটাকে খুঁজে বের করা অনেক কঠিন হবে। হয়তোবা এখন সে কোথাও গর্ত করে ঘুমিয়ে আছে। তোমাকে খুঁজতে হবে সন্ধ্যার পর, যখন জাগুয়ারেরা শিকারে বেরোয়।"

মাথা নাড়ল জ্যাক। "তাহলে ট্র্যাকার, হান্টার আর স্থানীয় লোকজন যারা নদীর এই এলাকাটা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে তাদের এক জায়গায় করতে হবে। সাথে আমার SRT কেও রাখতে হবে।" জ্যাক বলল।

বুঝতে না পেরে লোরনা জ্যাকের দিকে তাকাল।

"Special Response Team," জ্যাক ইশারায় একটা সাদা পেট্রোল বোটকে অন্য একটা দ্বীপে নোঙ্গর ফেলতে দেখাল। "বর্ডার পেট্রোল টিমের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দল বলতে পার।"

"অন্য কথায় বলতে গেলে- বর্ডার পেট্রোল কমান্ডো?"

"সে যাই হোক না কেন, অন্তত ভালো লোক এরা।" আত্মরক্ষার সুরে বলল জ্যাক। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল, লোরনা ঠাট্টা করছে ওর সাথে। লজ্জা পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও।

ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফের ক্যাটাম্যারান (দ্রুতগামী জলযান বিশেষ) উপকূল থেকে কিছুটা দূরে নোঙ্গর করেছে। ওয়ার্ডেন আর বর্ডার এজেন্টের লোকেরা ব্যস্ত হাতেট্রলারের খাঁচাগুলো তুলছে ওতে।

"চলো ওদিকে যাই," লোরনা বলল।

জ্যাক তার কণ্ঠে যেন আহ্বান শুনতে পেলো। লোরনা শাবকটিকে তাদের বোটে একটা মাছ ধরার বাক্সে রেখে এসেছে।

তারা জোডিয়াকের দিকে এগোতেইট্রলারটি কান ফাটানো শব্দে বিস্ফোরিত হলো।

৬

হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে লোরনা, দু'চোখে আতঙ্ক, এক হাত দিয়ে মুখ চেপে রেখেছে। ট্রলারের দিকে তাকিয়ে আছে সে। খোলটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে বিস্ফোরণের সাথে সাথেই, পানিতে কাঠের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, মাছ ধরার জালটা এখনও জ্বলছে।

চারিদিকে মৃতদেহ ভাসছে।

কয়জন ছিল ট্রলারে ?

জ্যাক ওর হাত ধরে টেনে জোডিয়াকের দিকে এগিয়ে গেল। বোটে উঠল। কিছুটা ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে জ্যাক ইঞ্জিন স্টার্ট করলো আর প্রায় সাথে সাথেই প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করল, যেন পানির উপর দিয়ে উড়ে চলছে। জ্যাক কানে রেডিও ধরা। লোরনা পুরোটা না হলেও, শেষের কথাগুলো শুনতে পেল।

নিজেকে এখনও সামলে নিতে পারেনি লোরনা। কিন্তু জ্যাকের কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলা কথাগুলো ঠিকই বুঝতে পারল। "চপারকে ফিরে আসতে বলো। ইমারজেন্সী। প্রচুর হতাহত হয়েছে এখানে।"

যেতে যেতে দেখল ট্রলারটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে, পানিতে বিস্ফোরণের চিহ্ন। একটা জায়গায় দুইটা বোটকে চক্কর দিতে দেখল, মনে হয় বর্ডার পেট্রলের বোট।

থ্রটল খুলে দিল জ্যাক, আবার সেই দ্বীপের দিকে ছুটল জোডিয়াক। হঠাৎ লোরনা একটা দেহ পানিতে ভাসতে দেখল, সারা মুখ রক্তে ভেজা, এক হাত দিয়ে কোনও রকমে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে।

"জ্যাক, ওই দিকে।"

লোরনার নির্দেশ করা দিকে জ্যাক জোডিয়াক ছোটাল। কাছে গিয়ে লোকটিকে তুলে নিলো বোটে। এই সেই বর্ডার পেট্রোলের লোক যে কিনা জ্যাককে ফ্ল্যাশলাইট দিয়েছিল। একটা হাত ভেঙ্গে গিয়েছে, হাড় ভেঙে গিয়ে চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে।

লোরনা একটুকরো কাপড় তার কপালে চেপে ধরলো রক্তপাত বন্ধ করার জন্য।

"থম্পকিন্স কোথায়?" লোকটি জিজ্ঞেস করল। "সে...সে তো আপার ডেকেই ছিল।"

ওরা খুঁজতে শুরু করল, কোথাও দেখা যায় কিনা। লোকটা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু জ্যাক ধমক দিয়ে তাকে দাঁড়াতে নিষেধ করল।

লোরনা খেয়াল করল জ্যাক আড় চোখে একবার দ্বীপের দিকে তাকিয়েও আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই সে গাছের সারিগুলোর ফাঁকে একটা দেহ আবিষ্কার করল। পুড়ে যাওয়া কাপড় থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। লোকটির একটা হাত নেই আর মুখের অর্ধেকটা উড়ে গিয়েছে।

জ্যাকের চোখের দিকে তাকিয়ে যা বোঝার বুঝে ফেলল লোরনা।

থম্পকিন্স!

জ্যাক বেঁচে থাকা লোকদের খোঁজ শুরু করল জোডিয়াক নিয়ে। শীঘ্রই এটার ডেক একটা ছোটখাটো হাসপাতালে পরিণত হয়ে গেল। লোরনা নিজে থেকেই ইমারজেন্সী মেডিক্যাল কিট নিয়ে হতাহতদের সাহায্যে এগিয়ে গেল। যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগল প্রত্যেক আহতকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্ডার গার্ড রেসকিউ হেলিকপ্টার এবং লাইফ ফ্লাইট এয়ার অ্যাম্বুলেন্স উড়ে এল, আর যাদের অবস্থা বেশি খারাপ তাদেরকে দ্রুত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল।

কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই জেনে গেল হতাহতের সংখ্যা।

তিনজন মারা গিয়েছে।

তবে, ভাগ্য ভালো যে আর কেউ মারা যায়নি।

বর্ডার পেট্রোল বোট মিসিসিপির দিকে রওনা হলো, সেই সাথে ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ ক্যাটাম্যারানও। একটা কোস্ট গার্ড কাটারকে রেখে যাওয়া হলো এলাকাটার নিরাপত্তার দায়িত্বে। সেই সাথে পুরো এলাকাটা কর্ডন করে রাখবে, ফরেনসিক টিম এসে ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা না করা পর্যন্ত এভাবেই থাকবে এলাকাটা।

বো রেইলের ধারে উঠে দাঁড়াল লোরনা, ঠাণ্ডা বাতাসকে ভ্রু বেয়ে নেমে আসা ঘাম শুকাতে দিলো। প্রচুর হতাহত হয়েছে। আর্তনাদে জায়গাটা ভরে গিয়েছে। কেউ মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে, কারও হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে, ব্যথায় চিৎকার করছে সবাই। সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে তাদের চিকিৎসার। তবে পরিস্থিতি আরও শান্ত হয়েছে কোস্ট গার্ডের একজন ডাক্তার আসার পর। সেই এখন সবার তদারক করছে।

লোরনা নিজের হাত দু'টো বুকের দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরলো। ভাবলো জ্যাক আর সে যদি দ্বীপটায় না গিয়ে হোল্ডের ভেতর থাকতো তাহলে কী হতো!

হঠাৎ কার যেন উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। দেখল জ্যাক কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এমনভাবে, যেন লোরনা বিরক্ত না হয়।

সে মনে মনে জ্যাকের ভদ্রতা জ্ঞানের প্রশংসা করল। আবার বিরক্তও হলো এই ভেবে যে, জ্যাক কী মনে করেছে সে এতোই দূর্বল যে অল্পতেই ভেঙ্গে

পড়বে? ইশারায় কাছে আসতে বলল তাকে। তার কিছু উত্তর চাই। এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর যাতে করে মনে শান্তি পাবে। আর মনে হচ্ছে জ্যাক সেই উত্তরগুলো দিতে পারবে।

"তোমাকে এসব ঘটনার সাথে জড়ানোর জন্য দুঃখিত। যদি জানতাম পরিস্থিতি এমন বাজে হবে, তাহলে কখনই জড়াতাম না," জ্যাক এগিয়ে এসে বলল।

উপকূল রেখার দিকে তাকিয়ে লোরনা বলল, "তুমিই বা কিভাবে জানবে যে, পরিস্থিতি এমন হবে?" জ্যাকও এগিয়ে এসে রেইলের ধারে দাঁড়াল। লম্বা একটা সময় ধরে দুজনেই চুপ করে থাকলো যেন একে অন্যের মনে কথা শোনার চেষ্টা করছে।

"তোমার কী মনে হয়, এখানে হয়েছেটা কী?" জিজ্ঞেস করল লোরনা।

কেমন যেন একটা অর্থহীন শব্দ করল জ্যাক, বলল, "ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমাদের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দরকার। তারা না এলে কিছুই বোঝা যাবে না। তুমি যখন কাজ করছিলে তখন আমি বিস্ফোরণের জায়গাটা ভালো করে চেক করেছি। মনে হচ্ছে ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছে। তবে ট্রলার খুঁজে পাওয়ার পর পরেই পুরোটা চেক করা হয়েছিল। তখন কোথাও কোনও গণ্ডগোল পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কোথাও কোনো সমস্যা আগে থেকেই ছিল যা আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছে।" মাথা নাড়াতে নাড়াতে জ্যাক আরও বলল, "কেউ একজন ট্রলারটা সম্বন্ধে জানতো। কার্গোগুলো নিশ্চয় কোননা কোন জায়গা থেকে এসেছে, যাচ্ছিলও কোথাও না কোথাও। কিন্তু ঝড়ের পর ট্রলারের কোনো খবর না পাওয়ায় রেডিওর সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।"

"কার্গোগুলো ধ্বংস করার জন্য।"

"এবং বিষয়গুলো ধামা চাপা দেয়ার জন্য।"

জ্যাকের কথাগুলো শুনে আরেকটা জিনিস মনে পরে গেল লোরনার। "মোট কতগুলো প্রাণী বাঁচাতে পেরেছি আমরা?"

"দুর্ভাগ্যবশত বিস্ফোরণের আগে অল্প কিছু প্রাণী সরাতে পেরেছিলাম আমরা। তার মধ্যে ছিল তোতাপাখি, জোড়া বানর আর ভেড়া। পাইথনের ডিমগুলোও রক্ষা করা গিয়েছে কিন্তু পাইথন সহ বাকীগুলোকে আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।"

"আমাদের কাছে জাগুয়ারের শাবকটাও আছে।"

"ঠিক। আমার মনে আছে, ভুলিনি। আরও একটা প্রাণী বিস্ফোরণের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।"

"মা জাগুয়ার।"

"সেটা মনে হয় আশেপাশেই কোথাও আছে। শীঘ্রই আমরা নিউ অরলিয়েন্সে যাচ্ছি। সেখানে গিয়েই আমাকে একটি সার্চ পার্টির ব্যবস্থা করতে হবে।"

"আর আমাকেও প্রাণীগুলোর জেনেটিক্যাল স্টাডি নিয়ে বসতে হবে। দেখতে হবে তাদের দেহের ভেতর কি ঘটছে। আর কেই বা এমন আছে যে কিনা প্রাণীদেহে এমন পরিবর্তন করতে পারে।"

"গুড, আমি আগামীকাল তোমাকে ফোন করে জেনে নেব যে তুমি কী কী পেলে।"

জ্যাক ঘুরে দাঁড়াতেই লোরনা তার হাত আঁকড়ে ধরলো।

"দাঁড়াও জ্যাক। ACRES - এর ল্যাবে আমার পুরো সেটআপ আছে যা দিয়ে আমি সহজে কাজ সারতে পারব। সেখানে আমাকে রাতের আগেই পৌঁছতে হবে।"

ভ্রু কুঁচকে গেল জ্যাকের, কথার মানে বুঝতে পারছে না।

"আমি তোমার সাথে যেতে চাই।"

জ্যাকের কোঁচকানো ভ্রু যেন আরও কুঁচকে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোরনা, বলল, "তোমার সাথে জাগুয়ারটাকে ধরতে যেতে চাই আমি।"

কড়া চোখে তাকাল জ্যাক, চেহারা গ্র্যানাইট পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। "না, তোমার দরকার নেই আসার। আর কাজটা খুবই বিপদজনক।"

"দেখো জ্যাক, আমি এর চাইতেও বড় বড় শিকারে গেছি। আমি নিজে ট্রাংকুলাইজার গান চালানোর পাশাপাশি একজন এক্সপার্ট মার্কসম্যান।"

"আমিও ট্র্যাংকুজাইলার গানের ব্যাপারে এক্সপার্ট কিন্তু আমি ট্রাংকুলাইজার গান নিয়ে কথা বলছি না। জলাভূমির কথা বলছি। ভালো চিনি আমি।"

"আর আমি জাগুয়ার চিনি।"

"লোরনা..."

"বোঝার চেষ্টা করো জ্যাক। আজ যদি আমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম তাহলে তোমার সাথে এতো কথা বলতেই হতো না। তোমার একটা সার্চ পার্টি দরকার যেখানে ট্র্যাকার, হান্টার, এক্সপার্ট আর Special Response Team থাকবে। আমি তোমাদেরকে আমার দক্ষতা অফার করছি।"

জ্যাক লোরনার দিকে তাকিয়ে থাকলো, দেখে মনে হলো সে তর্ক করতে চায় কিন্তু লোরনার চোখের দিকে তাকিয়ে আর করল না।

"ম্যাসন-ডিক্সন লাইনের দক্ষিণে, আমার চেয়ে জাগুয়ারের আচরণ ভাল বোঝে এমন কেউ নেই। সেটা তুমি ভালোই জানো। নাকি তুমি কারও মৃত্যুর চাইতে তোমার পুরুষত্বকে প্রাধান্য দিতে চাইছ?"

লোরনা জানে শেষের কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি কিন্তু সে নিজেও রেগে গিয়েছে। আরও কিছু বলার আগেই জ্যাক ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

"সন্ধ্যার মধ্যেই রেডি থেকো," বলেই জ্যাক গটগট করে হেঁটে চলে গেল।

কয়েক ঘন্টা পর লোরনা ACERS -এর ভেটেরিনারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাকআপ পাওয়ারে চলছে সবকিছু। মাথার উপর লাইটের উজ্জ্বল আলোতে দেয়ালের স্টেইনলেস স্টীলের খাঁচাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঘরটা ট্রেলার থেকে উদ্ধার করা খাঁচাগুলোতে বোঝাই হয়ে আছে।

পাইথনের এগারোটা ডিম সহ মাত্র পাঁচটা প্রাণী বেঁচে গিয়েছে বিস্ফোরণের হাত থেকে।

লোরনা এগিয়ে গিয়ে জাগুয়ারের শাবকটিকে কোলে নিয়ে ফিডার দিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগল। রাবারের নিপলটিকে কামড়ে ধরেছে ছোট্ট শাবকটি, চোখ বন্ধ। এখানে পৌঁছানোর ছয় ঘন্টার মধ্যে এটা নিয়ে তাকে মোট তিনবার খাওয়ানো হয়েছে।

কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটে লোরনার। ভালোই লাগে ওর এখানে সময় দিতে। বিস্ফোরণের সেই দুর্ঘটনার পর ওর কিছুক্ষণের জন্য হলেও মানসিক বিশ্রামের দরকার ছিল। প্রাণীগুলোকে দেখাশোনা করা, খাওয়ানো আর পরীক্ষা করে দেখার মাধ্যমে সে সুযোগটাও পাচ্ছে। এছাড়া হাসপাতালে রোগীদের দেখাশোনা করে নিজেও সান্ত্বনা পায়।

একজন বিজ্ঞানী হিসেবে সে কারণটা জানে। মানুষ এবং জন্তুর মধ্যকার বন্ধন সম্পর্কে প্রচুর তত্ত্ব আছে। কেনো পোষা বিড়াল মালিকের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, পোষা কুকুর হাসপাতালে গেলে রোগী সুস্থ এবং পুনরুজ্জীবিত বোধ করে। যদিও বন্ধনের বিষয়টা এখন পর্যন্ত কেউ পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেনি কিন্তু বিষয়টা যে সত্যি এতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু লোরনার জন্য ব্যাপারটা আরও গভীর। যখন সে প্রাণীদের সাথে থাকে তখন নিজেকে অনেক প্রাণবন্ত মনে হয়, ইন্দ্রিয়গুলো ভালোভাবে কাজ করে। কোনও শাবকের নিঃশ্বাসের বাতাসে দুধের গন্ধ, হাতের তালুর উল্টা দিকে বিড়ালের জিহ্বার স্পর্শ, ভীত কুকুরের মৃদু গর্জন শোনার চাইতে অনুভব করতে পারে ভালোভাবে। ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে খুব। যখন সে থার্ড গ্রেডে পড়তো তখন থেকেই তার পশু চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা। তাই তার কলিগরা যেখানে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় সেখানে সে আরও নতুন উদ্যমে কাজ করে, প্রাণীদের সাথে বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

জাগুয়ার শাবকটিকে খাওয়াতে খাওয়াতে সে গিয়ে দাঁড়াল জোড়া লাগানো বানরের খাঁচার সামনে। উষ্ণ তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে দুইজনকে। কনুইয়ের কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা, রক্তের স্যাম্পল নেয়া হয়েছে আর শিরায় ফ্লুইড

দেয়া হচ্ছে। পাশে রাখা স্টীলের ডিশে বানরের খাবার আর কিছু তাজা কলা রাখা আছে।

লোরনা খাঁচার নীচে ঝোলানো ক্লিপবোর্ডের মেডিক্যাল ফাইল পড়ে দেখেছে। তাদের রক্ত পরীক্ষার ফলাফল এবং CBC তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। অপুষ্টির কারণে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। তবে সেই আতংকিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার পর এরা এখানে বেশ ভালোভাবেই খাওয়া দাওয়া করছে।

খেয়াল করল কেউ একজন ইতিমধ্যেই খাঁচার নেমপ্লেটে নাম পরিবর্তন করেছে, বানর দু'টোর নাম দিয়েছে হিউয়ে এবং ডিউয়ে।

হাসলো সে। এখনকার কর্মচারীদের সবাই পুরোপুরি পেশাদার, কিন্তু কাজকর্মে তার প্রমাণ পাওয়া ভার! জাগুয়ারের শাবকটিকে সে উঁচু করল, কিপলিংয়ের "জাঙ্গল বুক" বইয়ে প্যান্থারের নাম ছিল বাঘীরা, সেই নামেই নাম রাখলো।

ভাবতে লাগল সেই ট্রলার আর অদ্ভূত কার্গোগুলোর কথা, কেন আর এর শেষই বা কোথায় এবং তার চাইতেও বড় প্রশ্ন হলো কে বা কারা এসবের সাথে জড়িত?

লোরনা আন্দাজ করলো প্রশ্নের উত্তরগুলো এই প্রাণীগুলোর ভেতর বন্দী হয়ে আছে। এখানে পৌঁছানোর পরপরই একটা একটা করে সবগুলোরই সম্পূর্ণ দেহ পরীক্ষা করা হয়েছে, সাথে MRI (Magnetic Resonance Imaging) স্ক্যানও করা হয়েছে। MRI ডাটাগুলোর এখন একটা নতুন কম্পিউটার প্রোগ্রামের ভেতর প্রসেসিং চলছে। সেখানে প্রাণীগুলোর দেহের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের থ্রিডি ইমেজ দেখাবে। সেটা নিয়ে লোরনা বেশ উদ্বিগ্ন।

আর কী কী জেনেটিক গণ্ডগোল পাওয়া যেতে পারে?

ওয়ার্ডের পিছনে খড় রাখা আছে। সেখানে রাখা আছে ভেড়া। পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় লোরনার দিকে তাকিয়ে ছিল প্রাণীটি।

হঠাৎ একটা কর্কশ শব্দ লোরনার মনযোগ আকর্ষণ করল। একজন পাখি বিশেষজ্ঞ একটা আফ্রিকার ধূসর রঙের তোতাপাখিকে পরীক্ষা করছে। পাখিটা আফ্রিকান ধূসর রঙের পুরুষ তোতা, বাসস্থান পশ্চিম এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকার রেইন ফরেস্ট। কিন্তু দেহটা পালকহীন। কোন প্রজাতির, তা খুঁজে বের করার জন্য শুধুমাত্র চোখের পাপড়ির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

লোরনা জানতো পাখিটা খাঁচা থেকে বেরনোর চেষ্টা করছে। এমনকি এরই মধ্যে একবার বেরিয়েও গিয়েছিলো। পাখিটা তার বাঁকানো ঠোঁট আর নখের সাহায্যে দরজার খিল খুলে ফেলেছিলো। উড়ে গিয়ে বসে পড়েছিল একটা খাঁচার উপর আর কেউ কাছে গেলেই তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করছিলো। অবশেষে জাল ব্যবহার করে ওটাকে ধরা হয়েছিলো আর খাঁচায় নিয়ে ভালোভাবে আটকে রাখা হয়েছে।

"স্যরি চার্লি," সে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো।

পাখিটা খাঁচার শিকে ঠোকর দিলো, সোজা তাকালো লোরনার দিকে, চোখের তারা দুটো কালো।

"ইগর!" পাখিটা কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, একদম মানুষের মতো কণ্ঠ, "ইগর...গুড, ইগর...ইগর, ইগর, ইগর..."

লোরনা বোঝার চেষ্টা করলো পাখিটা কি বলতে চাচ্ছে। "ও... তাহলে তোমার নাম ইগর।" শেষের কথাটা একটু জোর দিয়ে বললো।

পাখিটা তাকিয়ে থাকলো লোরনার দিকে, সামনে পিছনে মাথা নাড়ালো, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে লোরনার দিকে। যেন মনে হচ্ছে গোপন কোনও কথা বলতে করতে চাচ্ছে।

ইগর নামটা বেশ পরিচিত। সে ছিলো ডক্টর ফ্র্যাংকেনস্টাইনের বিকৃত দেহধারী অ্যাসিস্টেন্ট।

এবার পাখিটি সরাসরি লোরনার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি যেতে চাই, চলে যেতে চাই, আই অ্যাম স্যরি।"

লোরনা জানে psittacine species এর সদস্য, মানে তোতাপাখিদের ব্রেইন শিম্পাঞ্জিদের মতো ই দারুণ তুখোড়। সমস্ত পাখিদের মধ্যে তোতাপাখিকে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী বলে বিবেচনা করা হয় কারণ তারা একবার যা শেখে তা সারাজীবন হুবহু মনে রাখতে পারে। ওদের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা পাঁচ বছরের শিশুদের সমান।

ইগরের নার্ভাস কথাগুলো শুনে অ্যালেক্সের কথা মনে পরে গেল লোরনার। অ্যালেক্সের মালিক ছিলেন ব্র্যান্ডিস ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির প্রফেসর ডক্টর আইরিন প্যাপারবার্গ। অ্যালেক্স দেড়শো শব্দ মনে রাখতে পারতো আর প্রবলেম সলভে সে ছিল দারুণ রকমের দক্ষ। প্রশ্নের উত্তর দেয়া, সংখ্যা গণনা করা এমনকি শূন্যের ধারণার মতো কঠিন বিষয় সে বুঝতে পারতো। শুধু তাই নয়, সে তার অনুভূতিও প্রকাশ করতে পারতো। একবার তাকে ভেটেরিনারি হাসপাতালে রেখে আসা হয় সার্জারির জন্য। কিন্তু সে তার মালিককে ডেকে বলেছিল, "কাছে এসো। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি দুঃখিত। থাকতে চাই না এখানে।" ইগরের কথাগুলো শুনে ঠিক এমনটিই মনে হচ্ছে আজ।

লোরনা ফিরে গিয়ে জাগুয়ারের শাবকটিকে তার খাঁচায় রাখতে গেল। দুধের বোতলটা শেষ। শাবকটিও প্রায় আধো ঘুমে চলে গিয়েছে।

সে বাঘীরাকে উলের মোটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়ে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারপর আবার ফিরে গেল পাখিটার কাছে।

নরম সুরে বলল, "হ্যালো ইগর।"

"হ্যালো।" ওকে অনুকরণ করে একইভাবে বলল ইগর। পাখিটাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে বেশ চিন্তিত তার আশেপাশের ব্যাপারগুলো নিয়ে।

কিছুক্ষণ মরিয়া হয়ে পাখিটাকে শান্ত করার উপায় খুঁজল লোরনা। অবশেষে ট্রলারের হোল্ডে পাখিটাকে প্রথম দেখার ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। পকেট থেকে PDA (Personal Digital Assistant) বের করল। তারপর একটা বাটন চাপার সাথে সাথেই স্ক্রিনে পরিচিত গ্রীক অক্ষর ফুটে উঠলো।

জিজ্ঞেস করলো, "ইগর, পাই (▯) কি?"

পাখিটা তাকাল লোরনার দিকে, কয়েকবার মাথা উপরে নীচে করল তারপর ছড়া আবৃত্তির মতো করে বলতে লাগল, "থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ।"

সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করার সময় তালে তালে মাথা দোলাচ্ছিল সে। পাই একটা ম্যাথম্যাটিক্যাল কন্সট্যান্ট (ধ্রুবক)। পাখিটা এর মান ধারাবাহিকভাবে বলে যাচ্ছিল আর এমনভাবে পা নাড়াচ্ছিল যে যেনো কোনও বুড়ো মানুষ ক্রসওয়ার্ড পাজল মিলাচ্ছে।

সে বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে, ঠিক যেন ছড়ার ছন্দের মতো ।

হাতের PDA -র দিকে তাকিয়ে লোরনা দেখল একশো পর্যন্ত সংখ্যা বলেছে পাখিটা এবং তাও নির্ভুলভাবে। লোরনা জানে এভাবে অসীম পর্যন্ত চলে যাবে তবুও এর শেষ হবে না, যদি লিখতে শুরু করে, তো পাতার পাতা পাইয়ের মান চলতেই থাকবে।

কিন্তু কতদূর পর্যন্ত নির্ভুলভাবে সে সংখ্যাগুলো মনে রেখেছে? আর কেই বা শিখিয়েছে তাকে?

আরও কিছু চিন্তা করার আগেই ওয়ার্ডের দরজা আস্তে করে খুলে গেল। লোরনা ঘুরে দেখল একটা লম্বা ঢ্যাঙা আকৃতি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আচমকা আগমনে লোরনা একটু বিস্মিত হলো। "কার্লটন," সে বলে উঠলে, "আপনি এখানে কী করছেন ডক্টর?"

একটা উষ্ণ হাসি উপহার দিয়ে তিনি বললেন, "তুমি দেখি বাঘীরাকে খাওয়ানোর কাজ শেষ করে ফেলেছ।" মুখে তার হাসি, চোখের তারায় কৌতুকের আভাস।

লোরনা ভেতরে ভেতরে গজগজ করে উঠল কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ হতে দিলো না। সে শুধুমাত্র তার সহকারীকেই বলেছে বাঘীরা নামটা কিন্তু এরই মধ্যে সেটা পুরো ACRES -এ ছড়িয়ে পড়েছে।

"ওর পেট ভরা," লোরনা বলল। "তবে কয়েক ঘন্টার জন্য। তারপরেই আবার বোতলের জন্য কেঁদে উঠবে।"

"তাহলে ল্যাবে জেনেটিক অ্যানালাইসিসের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে আশা করি।"

"কতদূর এগনো গেল?"

লোরনা উদগ্রীব হয়ে ছিলো তার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে। ACRES -এ পৌঁছানোর পর থেকে সে প্রাণীগুলোর সাথেই আছে। সাহায্য করেছে এদের রক্ত আর টিস্যুর স্যাম্পল যোগাড় করতে। সে যখন এদের পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত তখন মূল জেনেটিক ল্যাব থেকে প্রাণীগুলোর ডিএনএ নমুনা চুরি হয়ে যায়। জায়গাটা ডক্টর মেটোয়েরের খাস এলাকা। তিনি ক্লোনিং এবং প্রাণীদেহে ভ্রূণ প্রতিস্থাপন বিষয়ে অগ্রদূত।

"আমাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রাথমিক Chromosomal (ক্রোমোজোমাল) পরীক্ষায় এমন কিছু দেখা গিয়েছে যা তোমার নিজের চোখে দেখা দরকার।"

একথা বলেই ডক্টর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন লোরনার ভিতরে কৌতূহলের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

লোরনাও এগোল। একবার পিছনে ফিরে চাইল, দেখল তোতাপাখিটা তার দিকে পিঠ দিয়ে আছে, দরজা ঠোকরাচ্ছে।

"বাড়ি যেতে চাই।"

৮

লোরনার ইচ্ছে হচ্ছিল না পাখিটাকে রেখে যেতে কিন্তু তাকে আরও বড় কিছু ধাঁধার সমাধান করতে হবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল এসে গিয়েছে যা ফলাফল দেখা জরুরী।

বের হয়ে দরজাটা বন্ধ করেই দেখল তার বস হলওয়ে ধরে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। কথা বলতে বলতে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু লোরনা শুধুমাত্র তার কথার শেষের অংশটুকু ধরতে পারল। "... আমরা PCR টেস্ট শুরু করে দিয়েছি। খেয়াল রাখছি প্রধান ক্রোমোজোম গুলোর বেড়ে ওঠার উপর। কিন্তু ডিএনএ সিকুয়েন্সিং করতে সারাটা রাতই লেগে যাবে।"

সে দ্রুত হেঁটে কার্লটনের সাথে দূরত্ব কমিয়ে আনলো। তারা অন্য একটা হলওয়ে ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা ডাবল ডোরের স্যুইটে গিয়ে পৌঁছাল। এটাই জেনেটিক ল্যাবে ঢোকার রাস্তা যা ACRES -এর মূল বিল্ডিঙের সাথে অবস্থিত। মূল ল্যাবটা অনেক লম্বা এবং সরু। দুইপাশে জৈব বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ পোষাক এবং ওয়ার্কস্টেশন দিয়ে ভর্তি। অত্যাধুনিক জেনেটিক যন্ত্রপাতি দিয়ে শেলফ আর টেবিলগুলো বোঝাই - মাইক্রোস্কোপ, সেন্ট্রিফিউজ, ইনকিউবেটর, ইলেক্ট্রফোর ইকুইপমেন্ট, ডিএনএ ভিজুয়ালাইজিং এর জন্য একটা ডিজিটাল ক্যামেরা, পিপেট, গ্লাসওয়্যার, স্কেল, এনজাইমের ভায়াল আর PCR পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত কেমিক্যাল ইত্যাদি।

সাদা ল্যাব কোট পরিহিত দুইজন বিজ্ঞানী ল্যাবের কম্পিউটার মনিটরের উপর হুমড়ি খেয়ে কী যেন দেখছিল, কার্লটন লোরনাকে সাথে করে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন। তাদের দুইজনকে দেখে লোরনার জোড়া বানরের কথা মনে পড়ে গেল, যাদের নাম রাখা হয়েছে হিউয়ে এবং ডিউয়ে।

"বিস্ময়কর," ডক্টর পল ট্রেন্ট ঘোষণা করলেন, সেইসাথে কাঁধের উপর দিয়ে লোরনার দিকে চাইলেন। বয়স কম আর হাল্কা-পাতলা গড়নের মানুষটির মাথার চুলগুলো ঢেউ খেলানো, রঙ সোনালী। দেখে একজন নিউরোবায়োলজিস্টের চাইতে ক্যালিফোর্নিয়ার কোনও সার্ফারের সাথে মিল বেশি।

পলের স্ত্রী, জোয়ি, পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। মহিলা হিসপ্যানিক, মাথার চুলগুলো বব কাট আর লম্বায় তার হাজব্যান্ডের চাইতেও বেশ ছোট। তার ল্যাব কোট শরীরের ঢেউগুলো ঢাকতে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে।

দুইজনেই স্ট্যানফোর্ডের বায়োলজিস্ট, মধ্য বিশেই তারা সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে এখন ACRES -এর ল্যাবে কাজ করছে। এখানে অবশ্য তারা দুই বছরের গ্র্যান্ট রিসার্চে এসেছে, রিসার্চের বিষয়- ক্লোন করা প্রাণীর শারীরিক গঠনের সাথে তার উৎসের পার্থক্য।

দুই ডক্টরই একেবারে সঠিক জায়গাটায় এসে পরেছে। ACRES -হলো ক্লোনিং বিষয়ে দেশের সবচাইতে ভালো প্রতিষ্ঠান। ২০০৩ সালে তারা সবপ্রথম আফ্রিকার মাংসাশী প্রাণী Ditteaux, আসলে উচ্চারণ হবে Ditto, এর সফল ক্লোনিং করতে সমর্থ হয়। এখন তারা কমার্শিয়াল ক্লোনিংয়ের দিকে ঝুঁকেছে কারণ এতে বেশি পরিমাণে ফান্ডিং আসে আর বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীগুলোও রক্ষা করা সম্ভব হয়।

জোয়ি কম্পিউটার মনিটরের সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে লোরনাকে আসতে বলল, "তোমার এটা দেখা উচিৎ।"

লোরনা মনিটরের দিকে তাকাল, সেখানে একটা Karyogram (কোষের ভেতর Chromosome -এর ধারাবাহিকতার চিত্র) দেখা যাচ্ছে, তাতে কতকগুলো ক্রোমোজোমের নীচে নম্বর দেয়া আছে।
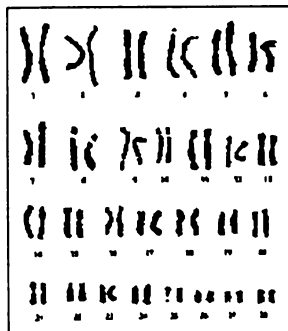
ক্রোমোজোম তৈরি হয় একধরণের কেমিক্যাল দিয়ে যা দ্বারা কোষ বিভাজনের Metaphase stage টা আলাদাভাবে বোঝা যায়। এরপর Karyogram এ Chromosome গুলো ডিজিটাল ইমেজের মাধ্যমে ক্রমানুসারে ধারাবাহিকভাবে দেখা যায়। মানবদেহ তেইশ জোড়ায় ছয়চল্লিশটি Chromosome বহন করে কিন্তু মনিটরে দেখা যাচ্ছে আটাশ জোড়া।

এই Karyogram আর যারই হোক, মানুষের হতেই পারে না।

কার্লটন ব্যাখ্যা করলেন, "আমাদের এই Karyogram দুইটির একটি ক্যাপুচিন মাংকির রক্তের শ্বেতকণিকা থেকে তৈরি।"

পল কথা বলে উঠল, গলার স্বরে বিস্ময়, "ক্যাপুচিনের সাধারণত সাতাশ জোড়া Chromosome থাকে।"

"কিন্তু এখানে তো দেখাচ্ছে আটাশ জোড়া," Karyogram এর দিকে তাকিয়ে বলল লোরনা।

"ঠিক তাই," জো বলল।

ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোরনা বলল, "কার্লটন, আপনি বলেছিলেন এই পরীক্ষা পুনরায় করতে চান। এটা নিশ্চয় যন্ত্রের ভুল।"

"পুনঃপরীক্ষা চলছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা ফলাফল একই পাবো," কার্লটন কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে বললেন।

"সেটা কেন?"

একটু ঝুঁকে মাউস হাতে নিয়ে অন্যান্য Karyogram বের করল কার্লটন, "ক্যাপুচিন মাংকির Chromosome এর মতো বাকীগুলোতেও একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ভেড়া, জাগুয়ার শাবক, প্যারট আর বার্মিজ পাইথন সবারগুলোরই Karyogram দেখাল এক এক করে।"

"পাইথনেরও?"

লোরনা ইনকিউবেটরে রাখা পাইথনের ডিমের দিকে তাকাল।

"পাইথনের থাকে সব মিলিয়ে ছত্রিশ জোড়া Chromosome।" কার্লটন বললেন।

"কিন্তু এর আছে সাইত্রিশ জোড়া," লোরনার কণ্ঠে বিস্ময়!

"ঠিক। স্বাভাবিকের চেয়ে এক জোড়া বেশি, বাকীগুলোর মতোই। তাই আবারও যদি পরীক্ষা করা হয় তাহলে একই ফলাফল আসবে আর আমরা সবাই সেটাই আশা করছি। পরপর ছয়বার যন্ত্রের ভুল হবার কথা না।"

লোরনার চোখ বিস্ময়ে আরও বড় হয়ে উঠলো, "তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ট্রেলারে যতগুলো প্রাণী পাওয়া গিয়েছে সবারই জেনেটিক গন্ডগোল আছে? প্রত্যেকেই এক জোড়া করে বেশি Chromosome বহন করছে?"

মানবদেহেও এধরণের জিনগত অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। একটিমাত্র Chromosome এর আধিক্যের কারণে শিশু Down syndrome নিয়ে

জন্মায়। অথবা Klinefelter's syndrome দেখা যেতে পারে যেখানে একটি ছেলে সন্তান দুইটি X Chromosome নিয়ে জন্মায়, তৈরি হয় XXY Karyotype (মানুষের Karyotype হল-XY)। আবার অনেক ক্ষেত্রে আবার এক জোড়া অতিরিক্ত Chromosome নিয়েও জন্মায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে মানুষটির দ্রুত মৃত্যুবরণ করার সম্ভাবনা থাকে আর বেঁচে থাকলে সে হয় মানসিকভাবে স্থবির।

মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকলো লোরনা। কেননা, মানসিক এই ধরণের দূর্বলতার আভাস ট্রলারে পাওয়া প্রাণীগুলোর মধ্যে নজরে পড়ছে না। ওর চেহারা দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে, কতটা বিভ্রান্ত বোধ করছে সে।

"আমার মনে হয় তুমি এখনও পুরো বিষয়টি বুঝে উঠতে পারোনি। অতিরিক্ত Chromosome আসাটা শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর কোষ বিভাজনের সময় ঘটা কোনও ভুল নয়।"

"আপনি এতোটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?"

ছয়টি Karyogrm পরপর আবার দেখলেন কার্লটন। সর্বশেষ Chromosome জোড়ার উপর মার্কিং করলেন।

"ট্রলারে পাওয়া সবগুলো প্রাণী শুধুমাত্র এক জোড়া অতিরিক্ত Chromosome বহন করছে না," ডিরেক্টর বলে চললেন। "সবার অতিরিক্ত Chromosome জোড়া একই রকমের।"

এতক্ষণে লোরনার কাছে বিষয়টা অল্প অল্প করে পরিষ্কার হতে শুরু করল।

কিন্তু এ যে অসম্ভব!

"এটা প্রকৃতির খেয়াল হতেই পারে না। কোনও মানুষের হাতের কাজ এটা। কেউ একজন এক জোড়া অতিরিক্ত Chromosome প্রাণীগুলোর দেহে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।"

"কে?" বিড়বিড় করে উঠল লোরনা। কেমন যেন শূন্যতা অনুভব করল নিজের ভেতর, সেইসাথে অস্থির হয়ে উঠেছে সে জানার জন্য।

কার্লটনের কপালের চামড়া কুঁচকানো, ভ্রু উপরে উঠে স্থির হয়ে আছে। "তার চাইতেও বড় প্রশ্ন মাই ডিয়ার, কেন?"

জলাশয়ের গভীরে নলখাগড়ার বনের ভেতর দিয়ে বাবার কষ্ট করে চলা দেখছিল ড্যানি হেম্পেল। "তুমি কোনও কাজেরই না, ড্যানি।"

ড্যানি চুপ করে রইল, জানে তর্ক করে কোন লাভ নেই। অথচ ওর সতেরো বছর বয়সী শরীরটা বাবার চাইতেও গড়নে বড়সড়। তার বাবার হাতে একটা জাল। যদিও এটা তাদের নয়। মনে হয় কোথাও থেকে ধার করে এনেছে। একটা পকেট নাইফ বের করে জালের লাইন বরাবর কাটতে লাগল।

কাঁকড়ার ফাঁদ এটা। এরপর জাল ধরে টানতেই লুইজিয়ানার নীল কাঁকড়াদের ছোটাছুটি দেখা গেল।

"এই যে, গতরটা নড়াও, বোটটাকে কাছে নিয়ে আসো। সারাদিন এই নিয়ে বসে থাকব নাকি!"

মি. হেম্পল জলকাদার মধ্যে হাঁটার উপযোগী এক জোড়া জুতা পড়েছে। লগি মেরে বোটটাকে কাছে নিয়ে এল। এটা একটা পুরনো এয়ার বোট, যেটাকে মোটামুটি মেরামত করে নিয়ে এখন এইসব উপকূলীয় জলাশয়ে চলাফেরা করা যায় জীবিকার তাগিদে।

গতরাতের ঝড়ে অনেকগুলো ফাঁদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর কিছু সাগরে ভেসে গিয়েছে। বাকীগুলো যা আছে সেগুলো ঠিকঠাক মতো থাকলে আরও কিছু কাঁকড়া পাওয়া যেতে পারে।

"এদিকে এসো, হাত লাগাও। আরও দুইটা বাকী আছে সামনে।"

লগি মেরে আরও সামনে এগিয়ে এল ড্যানি। বাবার হাত থেকে কাঁকড়ার ফাঁদ নিয়ে বোটে রাখা আরও চারটি ফাঁদের সাথে রেখে দিলো। কাজ করতে থাকলেও কান দুটো সজাগ তার। এদিকে কোথাও বিশ গজের বেশি দৃষ্টি যায় না, তাই কানই ভরসা। চারিদিকে সাইপ্রেস গাছের ঘন বন আর তার ডালপালাগুলো সরু খালের উপর নুইয়ে পড়েছে।

ওয়ার্ডেনের এয়ারবোটের শব্দ শুনতে পেলো সে। অনেকদূরে, মশার গুনগুনের মতো শোনাল। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে আবার পকেটে রেখে দিলো। দিনের তাপমাত্রা গাছের শাখাপ্রশাখায় বাধা পেয়েছে, উপরে উঠতে পারছে না। এমনকি ছায়ায় বসেও স্বস্তি নেই। এদিকে গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে কাঁকড়ার ফাঁদ থেকে।

কিন্তু কিই বা করার আছে ড্যানির?

বাবার কথামতো লগি ঠেলতে লাগল সে, নলখাগড়ার জঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখলো। বাবা অবশ্য বলেছিল এইসব জায়গায় বিপদ আছে। তবুও ঝুঁকিটা নিতেই হবে। ওর লিউকেমিয়া আক্রান্ত বোনের শারীরিক পরিস্থিতির

আরও অবনতি ঘটেছে। শুধু চাকরীর টাকা দিয়ে আর চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ জীবন বীমা করা নেই। তাই অতিরিক্ত রোজগারের জন্য এখানে আসা। আর সেজন্যেই, আজকে ওর বাবার রাগারাগিতে বিরক্ত হয়নি। জানে তার মনের অবস্থা।

"আমার মনে হয় ঐখানে আরও একটা ফাঁদ আছে, ড্যাড।"

ড্যানি লগি তুলে দিকটা দেখালো। ছোট্ট খালের মতো ন, উপরে গাছপালার গভীর ছায়া পড়েছে, প্রবেশমুখে একটা সাদা রঙের বয়া ভাসছে।

"তাহলে যাও, গিয়ে দেখে এসো ফাঁদটার কি অবস্থা? আমি ততক্ষণে এখানকার জালটা ছাড়াই, পানির নীচে গাছের শিকড়ের সাথে জড়িয়ে গিয়েছে।"

খালের দিকে এগোতে লাগল ড্যানি। সামনের অংশটা পদ্মফুলে ভরে আছে। পানি ছিটানোর শব্দ পেয়ে তাকিয়ে দেখল একটা র‍্যাকুন সাঁতরে মেইন চ্যানেলের দিকে যাচ্ছে। মুখ ভ্যাংচালো প্রাণীটি। এগুলো মানুষকে ভয় পায় না, কাজই হলো শস্যের ক্ষতি করা। অবশ্য এগুলোই আবার অ্যালিগেটরদের উদরপূর্তি করে থাকে।

আরও একটা র‍্যাকুনকে সাঁতরে যেতে দেখল সে। এবার একটু ধন্দে পড়ল সে, ভয় পেয়েছে নাকি প্রাণিগুলো?

"কি দেখছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তাড়াতাড়ি করো।"

সামনে ঝুঁকে ডুবে থাকা ফাঁদগুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে লাগল ড্যানি, প্রচুর কাঁকড়া ধরা পড়েছে। ফাঁদগুলো বোটে তুলে জড়ো করতে লাগল। কাজ শেষে লগি মেরে বেরিয়ে আসতে যাবে এমন সময় সাদা রঙের কি যেনো চোখে পড়ল। প্রথম দেখায়, প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে চারটি বয়া ভাসছে মনে হলো।

অদ্ভুত ব্যাপারটা... চারটা বয়া একসাথে...

একটা গাছের ডাল ধরে, আরও ভেতরে চলে গেল সে বোটটা নিয়ে। তবে চোখখোলা রেখেছে, বলা তো যায়না, বিপদজনক কিছু থাকলেও থাকতে পারে। এদিকে যে অ্যালিগেটরের বাসা আছে, তা ড্যানি জানে। মানুষকে তেমন না ঘাঁটালেও মিলনের সময় পুরুষ অ্যালিগেটরগুলো সবসময় আক্রমণাত্মক অবস্থায় থাকে আর মেয়ে অ্যালিগেটরগুলো তাদের বাসার দিকের এগোলেই আক্রমণ করে বসে, সে যেই হোক না কেন।

মনে হল হয়তো, কাঁকড়ার লোভে আসা অ্যালিগেটরই দেখেছে।

কিন্তু যদি তা না হয়...!

কেমন যেন শিরশিরে অনুভূতি হলো তার!

ঢোঁক গিললো, মুখের ভেতরটা কেমন যেন শুকিয়ে আসছে। লগি মেরে বেরিয়ে আসতে চাইছে জায়গাটা থেকে। খেয়াল করেছে র‍্যাকুনগুলো লেজ উঁচু করে সাঁতরে গিয়েছে, তার মানে এমন কিছু দেখেছে যাতে ভয় পেয়েছে ওগুলো।

তীব্র একটা শব্দে কিছু ভেঙ্গে পড়ার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাল। জঙ্গলের মধ্যে কিসের যেন হুটোপুটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গাছের মোটা একটা ডাল ভেঙ্গে পড়তে দেখল। ওর বোটের ঠিক সামনেই পড়েছে, আটকে ফেলেছে ওকে। লগি ফেলে দিলো হাত থেকে, পিস্তলের জন্য হাতড়াচ্ছে। বুঝতে পেরেছে জঙ্গলে এমন কিছু আছে যা খুবই শক্তিশালী আর বিপদজনক। নড়তে পারছে না সে, যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। কানে এখনো বাজছে সেই হুটোপুটির শব্দ, চিৎকারের জন্য মুখ খুলল সে...

এলডন হেম্পেল বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। ছেলের চিৎকার শুনেই বুঝেছিলেন।

"ড্যাড!"

তিনি নিজেই যখন তার ছেলের বয়সী তখন থেকেই তিনি এইসব জলা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন, শিকার খুঁজতেন। তখন থেকেই এতো সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন যে এই মুহূর্তে তার কি করা উচিৎ সেটা মাথায় খেলে গেল। হাতের জাল ফেলে পিস্তল বের করলেন তিনি।

ছেলের চিৎকার শুনলেও তিনি বুঝতে পারছেন না দূরত্বটা। ছেলেকে যতটা বকাঝকা করেন তার চাইতেও বেশি ভালোবাসেন তিনি। এখন নিজের জীবনের চেয়ে ছেলের জীবন বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য। হঠাৎ তার পিছন দিকে কাশির মতো শব্দ শুনলেন কিন্তু শব্দটা মানুষের কাশির শব্দের মতো নয়, কেমন যেন নীচু স্বরে গরগর শব্দ শুনতে পেলেন। হাতটা একটু উঠিয়ে নিয়ে গুলি করলেন। ছিটকে উঠল পানি চারিদিকে।

গভীর পানির দিকে ছুটতে শুরু করলেন তিনি। চিৎকার দিয়ে বললেন, "এখান থেকে বেরিয়ে যাও ড্যানি।" চারিদিকের নলখাগড়ার ডালপালায় তার মুখ-হাত-কনুই ছড়ে যাচ্ছে কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। হঠাৎ চারিদিকের জঙ্গল শেষ হয়ে গেল, সামনে খোলা সাগর। মনে হলো তার পিছু পিছু কিছু ধাওয়া করছে। কিন্তু ফুসফুসে একটুও বাতাস নেই, গলার ভেতর শুকিয়ে গিয়েছে। তবুও কষ্ট করে হাতটা তোলার চেষ্টা করলেন। গুলি করলেন।

একটা ছায়া এসে গিলে ফেলল তাকে, সূর্যটা ঢেকে গেল।

ড্যানি গুলির শব্দ শুনেছে। লগি মেরে সে মূল খাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, কান খাড়া করে আছে কোনও রকম গুলির শব্দ বা আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা যাতে করে বোঝা যায় তার বাবা এখনও বেঁচে আছে। গাছের মোটা ডালটা ভেঙ্গে গিয়ে বেরোনোর রাস্তা আটকে দিয়েছে কিন্তু তাকে যেভাবেই হোক বেরোতেই হবে।

সময় ধীরে ধীরে বয়ে চলেছ, সেই সাথে বেড়ে চলেছে ড্যানির হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি। মনে হচ্ছে কয়েক ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু আসলে এক ঘন্টাও পার হয়নি। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে যেন। সূর্য দিগন্তে হেলে

পড়েছে। নানান রকম শব্দ শুনতে পাচ্ছে, ব্যঙের গ্যা গোঁ... পাখিদের শিস দেয়ার শব্দ এমনকি মশাদের গুনগুন শব্দও।

হঠাৎ ড্যানির চোখে কী যেন একটা পড়ল আবার, সাদা রঙের।

ওয়েস্টব্যান্ডের পিস্তলটায় হাত দিলো সে।

একটা পশু, দেখতে বাঘের মতো , দেহটা বেশ লম্বা আর বড়সড়, গায়ের রঙটা কেমন যেন ম্লান। মুখে কী যেন বয়ে নিয়ে চলেছে। শিউরে উঠল বাবার কথা ভেবে। ধরেই নিলো, ওটা হয়তো ওর বাবার দেহের কোন অঙ্গ- হয়তো একটা পা বা একটা হাত।

স্থির দৃষ্টিতে পিস্তলের ব্যারেলের উপর দিয়ে তাকিয়ে ছিল ড্যানি। কিছু দেখার পর বুঝতে পারল, মুখে ধরা দেহটা আসলে কোন শাবকের, তবে সাইজে বেশ বড়। শাবকটাকে ঘাড়ে কামড় দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে বড় প্রাণীটা।

পশুটা বনে ঢুকে পড়ার আগে ড্যানির দিকে একবার ফিরে তাকাল। তাদের চোখ পরস্পরের দিকে আটকে থাকলো কিছুক্ষণ। ড্যানি টের পেলো তার বাঁ পা বেয়ে গরম কিছু একটা প্রবাহিত হচ্ছে, কাঁপছে ভয়ে। তারপর হঠাৎ করেই পশুটা বনের ভেতর ঢুকে গেল।

এতক্ষণে খেয়াল করল ড্যানি যে, এখনও পিস্তলটা সে পশুটার দিকে তাক করে আছে। তারপর প্রায় এক মিনিট যাবৎ সে বনের দিকে তাকিয়ে থাকলো, এরপর আস্তে আস্তে বোট ঘোরাতে শুরু করল। বুঝতে পারল গাছের মোটা ডালটার এমনি এমনি পড়ে যায়নি, ফেলা হয়েছিল সেটাকে। আর ফেলেছে সেই পশুটা, যাকে কিছুক্ষণ আগেই সে বনের ভেতর হারিয়ে যেতে দেখেছে। উদ্দেশ্য ছিল ড্যানিকে ওর বাবার কাছ থেকে আলাদা করা। পশুটা প্রথমে তার বাবার পিছু নিয়েছিল, কারণ সেই ছিল বড় সমস্যা। ড্যানিকে শিকার করাটা তো প্রাণীটার কাছে ছেলেখেলা।

তবে কিছু একটা পশুটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে, ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

সেটা আর যাই হোক, বোটে বসে ভয়ে কাঁপতে থাকা ড্যানি যে নয়-তা নিশ্চিত।

১০

জ্যাক কোনও রকম জড়তা ছাড়াই ঝুলন্ত ব্রীজ পার হয়ে গেল। সামনের বায়ো টিউবারলাইনের এক আইল্যান্ডে তার বাড়ি।

বাড়িটা বিশাল, বাইরে থেকে জীর্ণ মনে হলেও ভেতরটা বেশ মজবুত গড়নের। দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় বানানো হয়েছিল বাড়িটা। গত প্রয় দেড় শতাব্দী ধরে মেনার্ড বংশধরেরা এখানেই বেড়ে উঠেছে। অবশ্য, এখন অনেকগুলো ঘরের বেশিরভাগই খালি পরে থাকে। আধুনিক যুগ নতুন প্রজন্মকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এখন এখানে শুধু মূল কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে, শক্তপোক্ত স্তূপীকৃত পাথুরে দালান।

বাড়ির পাশেই ডকে একটা পুরাতন ফিশিং বোট বাঁধা আছে। বোটটা এখনও পানিতে ভাসানো হয়, বেশ মজবুত। ডকের পাশেই একটা খালি চেয়ারে র‍্যান্ডি বসে আছে। পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা শর্টস আর ফ্লিপফ্লপ। হাতে ধরা বীয়ারের ক্যান উঁচু করে বুঝিয়ে দিলো জ্যাকের আগমন সম্পর্কে অবগত আছে সে।

"তো, আমরা শিকারে যাচ্ছি?" জ্যাক পৌঁছতেই বলল সে।

"তুমি টী-বব আর পিয়ট কে ডেকেছ?"

"তারা সময়মতো ই চলে আসবে," ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

জ্যাক মাথা নাড়লো। টী-বব আর পিয়ট থিবোডক্স দুই ভাই। আধা ক্যাজুন, আধা ইন্ডিয়ান। জলাভূমির সেরা শিকারী। গত বসন্তে এই দুই ভাই মিসিসিপি নদী দিয়ে পলায়নরত একদল স্মাগলারদেরকে ধরতে সহায়তা করেছিল।

"আমরা কি শিকার করতে যাচ্ছি?" র‍্যান্ডি জিজ্ঞেস করল। "তুমি এখনও ঠিক করে বলোনি।"

"একটা বড়সড় বিড়াল।"

"ববক্যাট?"

"না, আরও বড়।"

"এইজন্যই মনে হয় তুমি বার্টকে নিতে এসেছ।"

"কোথায় সে, বাবার সাথে নাকি?"

"আর কোথায় হতে পারে?"

জ্যাক বাড়ির দিকে এগোল। অনেকদিন হলো সে এখানে থাকে না। এখন সে থাকে লেক পন্টকারট্রেইন-এ, ক্যাটরিনার পরপরই সেখানে বাড়ি কিনেছে। অবশ্য এই বাড়িকে এখনও তার আসল বাড়ি বলেই মনে হয়। দরজা খুলে এগোতেই পরিচিত গন্ধ নাকে এল।

মুহূর্তের জন্য অতীতে ফিরে গেল সে। এই বাড়িতেই বড় হয়েছে, কিন্তু তখন বাড়িটা সবসময় হৈচৈ আর কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকত। আর এখন? এখন একদম খালি।

একটা কণ্ঠ তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো, "Qui c'est q'ça?" (ফ্রেঞ্চ ভাষা, কে ওখানে?)

"আমি বাবা," জ্যাক উত্তর দিলো।

কড়া তামাকের গন্ধ আর জাইডেকো মিউজিক শুনে বুঝল, তার বাবা হলঘরে স্টাডিতে আছেন। হলঘরের একপাশে পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেস আর বাকী অংশ জুড়ে শেলফ ভর্তি বই আর বই।

"আরে জ্যাক, তুমি," ছেলেকে দেখে বাবা নড়ে উঠলেন।

উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু জ্যাক হাত নেড়ে তার বাবাকে বসতে বলল। বাতে আক্রান্ত তার বাবার এখন নার্সিং হোমে থাকার কথা। কিন্তু তিনি মানলে তো? বাড়িতেই আছেন, মনে হয় বেশ ভালোই আছেন-ঘর ভর্তি বই, পছন্দের মিউজিক আর বার্টকে নিয়ে। হ্যাঁ, বার্ট, বাবার নিত্যসঙ্গী, শিকারী ব্লাডহাউন্ড। রক্তের তেজই আলাদা, মেনার্ড পরিবারের একজন সদস্য বলেই তাকে গণ্য করা হয়।

এই মুহূর্তে কুকুরটা শুয়ে আছে মেঝেতে, বাবার ঠিক পাশেই, চুপচাপ। গায়ের রঙ কালো আর ট্যান করা। বয়স তেরো হলেও, নাক আছে একটা এটার যা অন্য কারও নেই।

আজ রাতের জন্য নাকটাকে ধার চায় জ্যাক।

"শুনলাম ছেলেদেরকে নিয়ে নাকি তুমি আজ রাতে ছোট্ট একটা শিকারে যেতে চাচ্ছো।" পাইপে আরও তামাক ভরতে ভরতে বললেন তিনি।

বার্ট মাথাটা একটু উঁচু করল। কান নাড়াল, লেজটাও খাড়া হলো একটু, যেন বোঝার চেষ্টা করছে সে যা শুনেছে তা কী ঠিক। যদিও কানটা নাকের মতো অতটা শার্প না, তারপরেও জাতে সে ব্লাডহাউন্ড।

"ভালো, ভালো, তোমার মা তোমার রাইফেলটা পরিষ্কার করে তেল দিয়ে রেখেছে। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে তোমার কাজিনের সাথে বাইরে গিয়েছে, একটু ঘোরাঘুরি আর লন্ড্রীর জন্য।"

জ্যাক হাসলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো রাইফেল পরিষ্কাররত মায়ের চেহারা। একজন ক্যাজুন মহিলা হিসেবে তিনি চোখ বন্ধ করেই এই কাজটা এখনও করতে পারেন। যখন তার মায়ের বয়স কম ছিলো তখন তিনি মেনার্ড পরিবারে সবচেয়ে ভালো নিশানা করতে পারতেন। একবার একটা বুলগ্যাটর (বড় আকৃতির অ্যালিগেটর) পানি থেকে উঠে তার ছোট ভাইয়ের দিকে এগিয়ে আসে, আর তিনি রান্নাঘর থেকে গুলি করে সেটাকে মেরেছিলেন। টমি খেলতে

খেলতে লেকের বেশি কাছে চলে গিয়েছিলো। কথা ছিলো জ্যাক, টমের দিকে খেয়াল রাখবে। কিন্তু সে সেখানে ছিলো না আর সেই সুযোগে বুলগ্যাটরটি উঠে আসে টমির দিকে। সেটা খেয়াল করেই তিনি গ্যাটরটার চোখ বরাবর একটি বুলেট পাঠিয়ে দেন, আর তাতেই মাঝপথে থেমে যায় সেটা। পরে গিয়ে তিনি টমিকে নিয়ে আসেন আর জ্যাককেও খুঁজে বের করেন। তারপর স্বাভাবিকভাবেই রান্নাঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি।

জ্যাকের চেহারায় তার বাবা কিছু একটা লক্ষ্য করলেন, বললেন, "শুনলাম তুমি নাকি সেই মেয়ের সাথে দেখা করেছ... টমির সাথে যে মেয়েটা ডেটিং করতো।"

জ্যাক জিজ্ঞেস করতে চাইল, তুমি কিভাবে জানলে। কিন্তু আবার ভাবলো, এটা জলাভূমির দেশ। শব্দ, বিশেষ করে গুজব জলার উপর দিয়ে ঝড়ের চাইতেও দ্রুত গতিতে এগোয়। এইজন্যই মনে হয় র‍্যান্ডির আচরণ এতটা ঠাণ্ডা ছিলো আজ।

"সে একটা কেসে সাহায্য করছে। একটা পশু চোরাচালানের ব্যাপারে। তেমন বিশেষ কিছু না।"

জ্যাকের চেহারা আস্তে আস্তে উষ্ণ হয়ে উঠছে। তবে তার পেছনে শুধু লজ্জাই দায়ী নয়, অর্ধ সত্যও দায়ী। অতীতের কথা মনে পড়ে গেল জ্যাকের। টমি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। গাড়ি ড্রাইভ করছিল লোরনা। গল্পটা অনেকাংশেই সত্য, তবে পুরোটা নয়। আর এই আংশিক সত্যটাই জানে সবাই। স্বভাবতই, দোষ চেপেছিল লোরনার উপর। কিন্তু জ্যাকের সাক্ষ্য শোনার পর, বিচারক তাকে খুব অল্প সাজা দিয়েই ছেড়ে দেন। কিন্তু মেনার্ড পরিবার লোরনাকে এই ঘটনার জন্য কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারেনি।

"মেয়েটাকে তো দেখে ভালোই মনে হয়েছিল," পাইপ হাতে নিয়ে জ্যাকের বাবা অস্ফুটস্বরে বললেন।

"ওদের বয়স কম ছিলো," জ্যাক বলল। একবার মনে হল সবকিছু খুলে বলে, যদিও সে ঐ সময় বিচারকের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সত্যি কথাটা কোনোদিন কাউকে বলবে না।

জ্যাকের বাবা জ্যাকের দিকে তাকালেন। উনার চোখ দৃষ্টি বলে দিচ্ছে উনি এই ঘটনার আরও অনেক কিছুই জানেন।

"জ্যাক," বাড়ির অপর প্রান্ত থেকে তার মায়ের গলা শুনতে পেলো সে। "কোথায় তুমি? তোমার আর বাকীদের জন্য কুলার (ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার) প্যাক করে রেখেছি। আর ঝুড়ি ভর্তি ক্র্যাকলিন (Cracklin = শূয়োরের চর্বি ভাজা, সাথে চামড়ার পাতলা অংশ থাকে) এবং বুঁদাঁ (ফ্রেঞ্চ - Boudin = এক ধরণের সসেজ) রাখা আছে সবার জন্য।"

“আসছি মা।”

বাবার ভারী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছেড়ে যেন পালিয়ে বাঁচলো জ্যাক। ভাইব্রেশনে থাকা সেলফোনে কল রিসিভ করে কানের কাছে নিলো।

“স্কট নেস্টার বলছি, CBP - এর সেকেন্ড ইন কমান্ড। একজন সেই বড়সড় বিড়ালটিকে দেখেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।”

“কে দেখেছে? কোথায়?”

“একটা ছেলে। বোটে নিয়ে বেরিয়েছিল, সেই দেখেছে বিড়ালটিকে।”

“তুমি কি শিওর যে, এটাই আমাদের টার্গেট?”

“শিওর স্যার। ছেলেটির বর্ণনা অনুযায়ী সাদা রঙের লম্বা দাঁতযুক্ত বড়সড় বিড়াল ছিলো এটি। বলছে, তার বাবাকে মেরে ফেলেছে। আমরা এখন বডিটা খুঁজছি।”

জ্যাকের আঙুল ফোনের উপর চেপে বসলো, “ছেলেটি কি দেখেছে সেটা কোন দিকে গিয়েছে?”

“উত্তরে, মিসিসিপির দিকে।”

“ঠিক কোন জায়গাটায় দেখেছে বলতে পারবে?”

“আপনার কাছে কি ম্যাপ আছে?”

“আমি জোগাড় করছি।”

স্কট কো-অর্ডিনেটগুলো জানিয়ে দিলো। ফোন রেখে দেবার আগে, জ্যাক আরও কিছু নির্দেশ দিলো তাদের। এরপর সে পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে একটা কাবার্ড আছে, নটিক্যাল ম্যাপ রাখা আছে সেখানে। আসলে কাবার্ডটা মাছ ধরার যন্ত্রপাতি দিয়ে ভর্তি। ম্যাপ বের করতে গিয়ে হুকে খোঁচা লেগে আঙুল কেটে গেল, রক্ত শার্টে মুছে নিলো। পেন্সিল দিয়ে মার্ক করল একটা জায়গা যেখান থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রলারের অবস্থান আর ছেলেটিকে যেখান থেকে পাওয়া গিয়েছে এই দুই পয়েন্টের মাঝে একটা সরলরেখা টানলো।

পথটা উত্তরের দিকেই দেখাচ্ছে। এইদিকেই পশুটা এগিয়ে গিয়েছে। ছেলেটির উদ্ধার হওয়ার জায়গা থেকে সে আরও উত্তর দিক বরাবর ড্যাশ রেখা টানলো। শেষ মাথায় একটা শহর পাওয়া যাচ্ছে, নাম পোর্ট সালফার। শহরটা একটা ছোট্ট নদীর ধারে অবস্থিত, ভালোমতো ই চেনে জ্যাক। ক্যাটরিনার সময় শহরটি পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ঝড়ের ধাক্কায় বাড়িগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রায় একশো ফিট দূরে চলে গিয়েছিল।

একটা “X” মার্ক আঁকলো জ্যাক। আরও ঝুঁকে ম্যাপটি দেখতে লাগল। পিছনের দরজা দিয়ে র‍্যান্ডি প্রবেশ করল, বলল, “টী-বব আর পিয়ট তাদের

ক্যানো নিয়ে চলে এসেছে।” সে “X” মার্কের উপর আঙুল রেখে বলল, “আমরা কি এইখানেই যাচ্ছি?”

“উহু, আমরা ওখান থেকে শুরু করছি। পোর্ট সালফারে সবাইকে জড়ো করবো, তারপর জলাভূমির ভেতর দিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হবো,” ডট লাইনের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল জ্যাক। সেবার টুথ টাইগারের এই পথেই কোথাও না কোথাও লুকাতে হবে।

“তাহলে আর কী?” ভাইয়ের কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল। “Laissez les bons temps router!” (ফ্রেঞ্চ = Let the good times roll = সুসময়ের শুরু হোক)

ম্যাপটা ভাজ করল জ্যাক। ভাইয়ের কথামতো “সুসময়” শুরু করার আগে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে আরও একটা কাজ করতে হবে।

“তার আগে একজনকে তুলে নিতে হবে।”

১১

সূর্য দিগন্তরেখার দিকে হেলে পড়েছে। ঝড় থেমে গিয়েছে অনেক আগেই। সেখানে এখন ম্যাগনোলিয়া আর টাওয়ারের মতো উঁচু ওক গাছের ছায়া পড়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোরনা, তাকাল একাকী দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটার দিকে। বহু বছরের পুরাতন বাড়ি এটি, কালে কালে অনেক কিছুর সাক্ষী।

হঠাৎ করেই বাড়ির ভেতর থেকে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। ভাবলো নিশ্চয় জ্যাক। চিন্তা করতেই হার্টবিট বেড়ে গেল তার, নিশ্চয় জানতে পারবে আজকের শিকারের প্ল্যান-প্রোগ্রাম কী? কিন্তু যতটা আশা নিয়ে সে ফোন রিসিভ করল তার চাইতে দ্বিগুণ দমে গেল গলার আওয়াজ শুনেই। কণ্ঠস্বর তার ছোট ভাই কাইলের, ফোন করেছে অয়েল প্ল্যাটফর্ম থেকে।

“লোরনা, এমনিই ফোন করলাম। জানতে ইচ্ছে হলো সব ঠিকঠাক কিনা।”

“হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক আছে তবে এর চাইতে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না।”

তার ভাই মনে মনে হাসলো বলে মনে হলো। নিশ্চয় সে কাজের জায়গায় বোরিং ফিল করছে।

“তোমার জন্য ম্যাসেজ রেখে গিয়েছিলাম। কল করিনি যেন বিরক্ত না হও।” কাইল বলল।

“তুমি চাইলে কল করতে পারতে। যদিও, সারাটা দিন ব্যস্ত ছিলাম।” বলেই সে অল্প কথায় সব কিছু শোনাল।

“ক্রাইস্ট, অদ্ভুত সব ব্যাপার স্যাপার।”

“জানি, আমরা এখনও ল্যাব টেস্ট করে যাচ্ছি-”

“না, আমি আসলে সেটা বোঝাতে চাইনি। তোমাকে একটা বিষয়ে তদন্ত করতে ডাকা হলো আর সেখানে জ্যাক মেনার্ড উপস্থিত! ব্যাপারটা নিশ্চয় অস্বস্তিকর।”

লোরনা সাড়া দিতে একটু সময় নিলো। অস্বস্তিকর বলতে কী বোঝাচ্ছে সে- এখানে এর মানে হতে পারে দুঃখ, হতাশা, ক্ষোভ, যন্ত্রণা, রাগ অনেক কিছুই। কিন্তু সে আর জ্যাক ছাড়া কেউই জানে না সেইরাতে কী ঘটেছিল।

“ভালো কথা হলো-ঝামেলা তো শেষ হয়েছে। অন্তত ওর সামনে তো আর পড়তে হবে না, নাকি?” কাইল বলল।

“না, আসলে তা নয়। আমি একটা পালিয়ে যাওয়া জাগুয়ারের সন্ধানে সাহায্য করছি ওকে।”

“সাহায্য, কী ধরণের সাহায্য? পেশাদারি উপদেশ?”

“হ্যাঁ তাই আর আমি তার সাথে আজ রাতে প্রাণীটাকে ধরতে যাচ্ছি।”

“তুমি কি পাগল হলে? কেন?”

সে দরজার কাছে রাখা কালো কেসের দিকে তাকাল। সেখানে একটা ট্র্যাংকুলাইজার রাইফেল রাখা আছে। বলল, “আমি চাই, পশুটাকে যেনো জ্যান্ত ধরা হয়।”

“তুমি পশুটাকে ধরতে যাচ্ছো? তাও এমন একটা পরিবারের সদস্যদের সাথে যাচ্ছো যারা চাইলেই জলাভূমিতে তোমাকে অ্যালিগেটরের মুখে ফেলে দিতে পারে!”

লোরনা বলতে গিয়েও বলতে পারল না যে, কেনো জ্যাকের দ্বারা তার কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ‘আমি ঠিক থাকবো, কোনও সমস্যা হবে না। আর ব্যাপারটা শুধু আমার আর জ্যাকের নয়। সেখানে আরও অনেক লোক থাকবে, পুরো সার্চ টিম থাকবে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।”

“যেও না লোরনা। আর যদি যেতেই হয় অন্তত আগামীকাল আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তাহলে একসাথে যেতে পারব।”

“না, জাগুয়ার নৈশকালীন প্রাণী। এটাই সবচেয়ে ভালো সুযোগ তাকে ধরতে পারার, না হলে অন্য কেউ মেরে ফেলবে।”

“লোরনা...”

পকেটে রাখা লোরনার ফোন বেজে উঠল। “আমার আরেকটি কল এসেছে।”

“দাঁড়াও লোরনা, আমি আগে ফিরে আসি। তারপর না হয় যাওয়া যাবে,” তাড়াহুড়ায় কথাগুলো বলল কাইল যেন লোরনা রিসিভার রেখে দেয়ার আগেই কথা শেষ করতে পারে।

“আমি তোমার সাথে সকালে কথা বলব,” বলেই সে রিসিভার রেখে দিয়ে সেলফোনের কল রিসিভ করল। “ডক্টর পোল্ক বলছি।”

“তুমি কি রেডি?” জ্যাক জিজ্ঞেস করল। কর্কশ কণ্ঠস্বরে সে বুঝতে পারল। ইতিমধ্যেই তার বাড়ির পিছনে চপারের শব্দ শুনতে পেলো।

“অবশ্যই।”

“তুমি কি অডুবন জু -এর পিছনের ডকে আমাদের সাথে দেখা করতে পারবে?”

“পারব। আমার মিনিট পনেরো লাগবে আসতে। প্ল্যান কী?”

“তোমাকে তুলে নেয়ার জন্য চপার রেডি আছে। আমি সবাইকে পোর্ট সালফারে জড়ো করেছি।”

লোরনা জ্যাকের কণ্ঠে দুশ্চিন্তার আভাস পেলো, মনে হলো কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছে না জ্যাক। “কি হলো জ্যাক? কোনও সমস্যা?”

“তোমার বাঘটাকে দেখা গিয়েছে। একজনকে আক্রমণও করেছে। জলাভূমির মাঝখানে। আমরা লাশটা পেয়েছি একটা গাছের উপর, স্প্যানিশ মস দিয়ে ঢাকা ছিল, মাথার খুলি ফেটে গিয়েছে, একটা হাতটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল।”

লোরনার মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসবে। দেরি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

“শেষবারের মতো বলছি, আমার টীম সহজেই ব্যাপারটা সামলাতে পারবে। আসলে তোমার যাবার কোন প্রয়োজনই নেই।”

লোরনা আবার হলঘরের এক পাশে রাখা গান কেসের দিকে তাকাল। জ্যাকের ধারণা ভুল। লোরনার ওখানে উপস্থিত থাকা দরকার। আর এখন আরও দুইটা কারণ আছে যাওয়ার। একমাত্র সে সঙ্গে গেলেই পশুটাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরা সম্ভব। আর দ্বিতীয়টা হলো জাগুয়ারের আচরণ বিস্ময়কর ঠেকছে তার কাছে। পশুটা স্থির নেই কোথাও। ওর আচরণ, অন্য সব জাগুয়ারের মতো নয়। এখনও চলার উপর আছে প্রাণীটা।

কিন্তু যাচ্ছেটা কোথায়?

“জ্যাক, আমি যাচ্ছি। বৃথা তর্ক করে সময় নষ্টের কোনও মানেই নেই। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে তত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে।”

লাইনের অপর প্রান্তে জ্যাক গভীর শ্বাস ফেলল। “পনেরো মিনিটের মধ্যেই চলে এসো। এক মিনিটও দেরি করবে না। যা বললে-আসলেই আমাদের হাতে সময় নেই।”

ফোন রেখে দিলো জ্যাক।

লোরনা দৌড় দিলো দরজার দিকে, পথে বন্দুক রাখার দেরাজের দিকে হাত বাড়াল। উষ্ণ পানিতে গোসল করার জন্য আইটাই করছে মন, কিন্তু সময় নেই।

টান দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। সূর্য ইতিমধ্যেই দিগন্তের ওপারে চলে গিয়েছে। শীঘ্রই অন্ধকার নামবে।

যেতে যেতে মনের ভেতর টিক টিক করে উঠল।

কী করছি আমি? জ্যাক, কাইল দু'জনেই মানা করছে যেতে। ঠিকই তো, আমি একজন পশু চিকিৎসক, কোনও শিকারী নই।

কিন্তু লোরনার হাঁটা থেমে নেই। এগিয়ে চলছে সে।

নাহ... এতো সব চিন্তা করার সময় নেই।

এর আগেও একবার কর্তৃব্য পালনে ইতস্তত করেছিল সে, যার মাশুল গুণতে হয়েছে এক কমবয়সী যুবককে হারিয়ে। সেই একই ভুল আরেকবার করতে চায় না সে।

এবার ভুল হবে না... আর কোনদিনই ভুল হবে না।

১২

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে মেরিন হেলিকপ্টারটি মিসিসিপি নদীর তীর ছেড়ে পোর্ট সালফারের দিকে রওনা হলো।

হেলিকপ্টারে বসে আছে লোরনা। কিন্তু নিচে এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না যা ওর মনটা আকাশ ভ্রমণ থেকে অন্য কোন দিকে সরিয়ে দেবে। সময়ের সাথে সাথে হয়তো নিজেকে সামলে নিতে পারবে সে, কিন্তু ঘেমে ওঠা হাতের তালু আর শুকিয়ে আসা কণ্ঠ সাক্ষ্য দিচ্ছে-এই মুহূর্তে তীব্র অস্বস্তিতে আছে সে।

পোর্ট সালফার ছোট্ট একটা শহর, মাত্র ছয় বর্গমাইল। আগে এখান থেকে সালফারের সাপ্লাই হতো দেশের সবখানে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে খনি খনন এবং শোধনাগার বন্ধ হয়ে যাবার কারণে কাজ-কর্মে আস্তে আস্তে ভাটা পড়ে, সেই সাথে শহরের উন্নতিও স্থবির হয়ে যায়। ধুঁকতে থাকা শহরটা যেন অপেক্ষা করছিল ক্যাটরিনার জন্য। প্রায় বাইশ ফুট উঁচু জলরাশি আছড়ে পড়েছিলো শহরটির উপর, সবকিছু ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছিল। তিন হাজার পরিবার বসবাস করতো এখানে কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া আর কেউই ফিরে আসেনি বন্যাকবলিত বসতভিটায়।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এত উদ্বিগ্ন থাকায়, নিচের এলাকাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল লোরনা। নাহলে হয়তো একটা জায়গা মিস করে বসতো। কয়েক সেকেন্ড মাঝেই তারা শহরটা পেরিয়ে এসেছে এবং এখন আবার পানির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে - একটা গভীর লেক, নাম বে ল্যানক্স। দ্রুত উড়ে যাচ্ছে তারা। মাত্র চল্লিশ মাইল হেলিকপ্টারে করে পেরোতে হয়েছে ওদের। একটা কাক নিউ অরলিয়েন্স থেকে ওড়া শুরু করলে মাত্র পনেরো মিনিটে এই দূরত্বটা

অতিক্রম করতে পারে। তবুও এই যান্ত্রিক পাখির ভেতর থেকে বেরোবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল সে।

হেডফোনে চড়চড় শব্দ শুনে ঝাঁকি দিয়ে উঠল লোরনা। সামনে জ্যাক বসে আছে, পাইলটের ঠিক পাশেই। পিছনে সে আরও দুইজন CBP এজেন্টের সাথে বগিয়েছে। তারা লোরনার কাছে নিজেদের নাম-পরিচয় দিলেও ফ্লাইটের দুশ্চিন্তায় সব ভুলে গিয়েছে।

"CBP -র বোট নিয়ে লেকের দক্ষিণের খাল ধরে এগোব আমরা," জ্যাক ব্যাখ্যা করল। "আমাদের বোটটা এই অপারেশনের বেজ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সাথে দু'টো ছোট এয়ারবোটও থাকবে, আমাদের আশপাশেই। তবে বেশি সরু পথ ধরে যদি এগোতে হয় তবে আমাদের ক্যানো-র (Canoe = ডিঙি নৌকা) প্রয়োজন হতে পারে। তাই, এক জোড়া ক্যানোর ব্যবস্থাও করা আছে।"

হেলিকপ্টার পানিতে নামতেই লোরনা একদল মেরিটাইম ফোর্স দেখতে পেলো। পাশেই আরও একটা বড় সাইজের হেলিকপ্টার পানিতে ভাসতে দেখল, সেখানে সার্চ টিমের বেশিরভাগ সদস্য আছে, সেইসাথে আছে কয়েকজন স্থানীয় দক্ষ শিকারী। CBP - বোটটা দেখতে আগেরটার মতো ই, একটা ইন্টারসেপ্টর ক্লাস ক্র্যাফট (Interceptor-class craft = উচ্চগতি সম্পন্ন জলযান, টহল এবং উদ্ধার অভিযানে ব্যবহৃত হয়), দেশের ভেতরের জলাশয় আর সমুদ্রের জন্যই তৈরি করা। পাশেই দুইটা ছোট সাইজের এয়ারবোট দেখতে পেলো, বিশাল আকৃতির ফ্যান ঘুরছে পিছন দিকে যেটা দ্রুত ছুটতে সাহায্য করে।

হেলিকপ্টার থেকে নামার পর সে দেখল অস্ত্রশস্ত্র ওখান থেকে বোটে তোলা হচ্ছে। CBP †বাটের পিছনের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখল তার চারিদিকে বিশৃঙ্খল এবং রুক্ষ চেহারার সব লোকজন। আর সেই সাথে চারিদিকে সস্তা আফটারশেভ, লেদার আর গান অয়েলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

একটা নির্জন কোণা বেছে নিয়ে সেখানে দাঁড়াল সে, অন্তত টেস্টোটেরনের উন্মাদনা থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও শান্তি মিলবে।

কাছাকাছিই কালচে সবুজ শার্ট আর ট্রাউজার পরিহিত জ্যাকের Special Response Team (SRT)। তারা সাইড আর্মস, শটগান, অ্যাসল্ট রাইফেল আর নাইট ভিশন গগলস নিয়ে তৈরি। কেউ কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না।

বোটের পিছনে শিকারের পোষাক আর জিন্স পড়া তিনজন লোক দেখতে পেলো। এর মধ্যে দুইজন কালো, ক্যাজুন আর একজন সাদা চামড়ার। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জ্যাকের পরিবারের কেউ হবে। কিন্তু যখন টমির সাথে ডেটিং করতো তখন মেনার্ড সদস্যদের কাউকেই সে দেখেনি।

সবশেষে বোটে যে এল তার জিহ্বাটা মুখ থেকে অনেকটা বেরিয়ে ছিল, লালা পড়ছিল, লেজটাও হাঁটার তালে তালে দোল খাচ্ছিল। একেবারে খাঁটি

ব্লাডহাউন্ড। তবে আচরণ অন্যান্য ব্লাডহাউন্ডের মতো নয়, একেবারেই আলাদা, মনে হচ্ছে বিশুদ্ধ ক্যাজুন প্রকৃতির।

"বার্ট," সে ফিসফিস করে বলল, মনে পড়ে গেল সেই সুখস্মৃতি, তখন অবশ্য তার সাথে টমির বড়ভাইয়ের পরিচয় হয়নি কিন্তু পরিবারের সবচেয়ে ভালো শিকারী কুকুরটির সাথে ঠিকই পরিচয় হয়েছিল।

বার্টের দিকে এগিয়ে গেল লোরনা। গায়ে হাত বুলিয়ে দিলো কিন্তু সাথে সাথেই পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠল, "বার্ট, কী করছ ওখানে? এখানে চলে এসো।" লোরনার দিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকাল বার্ট, তারপর সেই তিনজনের দিকে চলে গেল।

জ্যাক তার সেকেন্ড ইন কমান্ডের সাথে কথা বলছিল। লোরনার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনে এগিয়ে এসে লোকটির ফ্লানেলের তৈরি শার্টের কলার ধরে তুলে বলল, "আর যদি কখনও ডক্টর পোল্কের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনি তাহলে ফলাফল খুব খারাপ হবে। তুমি ভাই হও আর যাই হও না কেন। উনি এখানে এসেছেন আমার অনুরোধে। হয় তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে না হলে বোট থেকে নেমে যাবে।"

ভাই?

লোরনা কথাটা শুনে দু'জনের দিকেই তাকাল। সে যখন টমির সাথে ডেটিং করতো তখন আসলে জ্যাক বাদে আর কাউকে কখনও দেখেনি। এজন্যই তো লোকটির চেহারায় জ্যাকের সাথে এত মিল পাচ্ছিল। জ্যাক আর টমির বড় ভাই হবে- র‍্যান্ডি। যখন সে টমির সাথে ডেটিং করত, তখন র‍্যান্ডি ছিল জেলে। মাতাল হয়ে পাবে মারামারি করার অপরাধে এক বছরের জেল হয়েছিল ওর।

র‍্যান্ডি তর্ক করতে যাচ্ছিল, এক হাত দিয়ে জ্যাককে সরিয়ে দিতে গিয়েও ওর চেহারায় কী যেন দেখে আর কিছু বলল না। শুধু এক পা পিছনে সরে গিয়ে শ্রাগ করল।

"এখানে তুমিই বস, লিটল ব্রাদার।"

জ্যাক আর কিছুই বলল না। শুধু আরও কিছুক্ষণ শার্টের কলার ধরে রাখলো, রাগে গা জ্বলছে তার।

র‍্যান্ডি ফিরে গেল বাকী দুইজনের কাছে।

"দুঃখিত, এইসব ঝামেলার জন্য। বাদ দাও। আরও সমস্যা তৈরির আগেই আজ রাতের পরিকল্পনাটা দেখে নিই। আর তুমি চাইলে আমাদের যেকোনো বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারো। এইজন্যই তো তোমার এখানে আসা, তাই না?"

মুখে কিছুই বলল না লোরনা। জ্যাকের পিছন পিছন পাইলটের কেবিনে গেল সে। কেবিনে ঢুকে তো পুরোই অবাক-সম্পূর্ণ এয়ারকন্ডিশনড কেবিন। আজ

সন্ধ্যার ভ্যাপসা গরম হিসেবে নিলেও, তুলনামূলকভাবে একটু বেশিই ঠাণ্ডা। সূর্য ডুবে গেলেও সারা আকাশে এখনও গোলাপী-কমলা রঙের আভা আছে।

চার্ট টেবিলের কাছে নিয়ে গেল জ্যাক লোরনাকে। কেবিনে ওরা দু'জন ছাড়া শুধুমাত্র পাইলট আছে। সেও জ্যাকের টিমের বাকী সদস্যদের মতো একই ইউনিফর্ম পড়ে আছে, শুধু মাথায় হেলমেট নেই। বে ল্যানক্সের দিকে বোট চলতে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। শক্তিশালী ইঞ্জিনের কাঁপুনি সে তার হাইকিং বুটের ভেতরেও টের পাচ্ছে।

"এই রুটটা আমরা বেছে নিয়েছি।" ম্যাপের উপর হাত রাখলো সে। তারপর একটা সরলরেখা বরাবর সে আঙুল টানলো। "আমাদের হিসেবে ঝড়ের পর পশুটা যে জায়গায় নেমেছে সেটার নাম বে জো ওয়াইজ, তারপর সে আরও উত্তরে এগিয়ে গিয়েছে।" তারপর এক জায়গায় গিয়ে আঙুল থামালো জ্যাক। "এখানেই আমরা ছেলেটিকে উদ্ধার করে ছিলাম। দেখা যাচ্ছে খুব অল্প সময়ে জাগুয়ারটা অনেকখানি এলাকা পার করে ফেলেছে।"

একজনের মৃত্যুর খবর লোরনা আগেই শুনেছে। গভীর শ্বাস নিলো সে। এখন পেশাদারিত্বের সময়।

"জাগুয়ারেরা সাধারণত বড় এলাকা নিয়ে শিকার করে থাকে।" বলতে শুরু করল লোরনা। "এইজন্যই সে আরও এগিয়ে গিয়েছে এবং সুবিধামতো এলাকার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সে এগোতেই থাকবে।"

"তাহলে কি সেটা আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবে?"

"অবশ্যই। এই ধরণের পরিযায়ী অভ্যাসের কারণেই প্রাণিটা আজ বিলুপ্তির পথে। মানুষ তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করছে প্রতিনিয়ত। এতে করে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠছে, মানুষকে আরও বেশি বেশি আক্রমণ করছে।"

লোরনা এইরকম একটা পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প নিয়ে লিখা পড়েছিল কোথাও, সেখানে উল্লেখ করা ছিল মেক্সিকো থেকে ল্যাটিন অ্যামেরিকা পর্যন্ত একটা বনভূমির কথা যেখানে জাগুয়ারেরা নিশ্চিন্তে বেড়ে উঠতে পারবে। এটি Paseo de Jaguar বা Path of the Jaguar নামে পরিচিত।

সে ম্যাপের দিকে মনোযোগ দিলো। বের করার চেষ্টা করছে এই Path of Jaguar কী হতে পারে। এখানেই কোথাও না কোথাও গুরুত্বপূর্ণ ক্ল্যু আছে।

"ভুলে যেও না তার সাথে একটি শাবকও আছে।" বলল সে। "তারমানে তাকে এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে দু'জনের জন্য প্রচুর খাবারের সরবরাহ থাকবে।"

জ্যাক লোরনার পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাপ দেখতে লাগল। "কিন্তু কোথায়? পশুটা যদি উত্তরে যেতেই থাকে তাহলে সে অ্যাডামস বে আর লেক ওয়াশিংটণের

মাঝখান দিয়ে পার হয়ে যাবে। আর জলাশয়টা অনেক গভীর। তাহলে কোথা থেকে আমরা খোঁজ শুরু করতে পারি?"

"যেখানে সে প্রচুর খাবার পাবে, সেখান থেকে খুঁজতে শুরু করব। জাগুয়ার সাধারণত পানিপথে শিকার করে থাকে। তাদের খাবার তালিকার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বিভিন্ন রকমের সামুদ্রিক খাবার; যেমন- কচ্ছপ, মাছ আর সিয়াম্যান (Ciaman = এক জাতীয় গিরগিটি)।"

জ্যাক ঘুরে দাঁড়াল। বলল, "যে ছেলেটিকে আমরা উদ্ধার করেছি তার ভাষ্যমতে বাঘটা উত্তরের দিকে গিয়েছে। আর তার কাঁকড়ার ফাঁদ নষ্ট করেছে।"

"জাগুয়ারেরা সুযোগসন্ধানী মাংসাশী প্রাণী। তারা যা পায় তাই খেয়ে থাকে। এমনকি গরু বা বড়সড় একটা ঘোড়াকেও খেয়ে ফেলতে পারে।" জ্যাকের চেহারায় অবিশ্বাসের ছোঁয়া দেখতে পেলো সে। বললো, "জাগুয়ারেরা হলো বুদ্ধিমান ঘাতক প্রাণী। যেখানে বাঘ বা সিংহ তাদের শিকারের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে সেখানে জাগুয়ার তাদের শিকারের মাথার খুলি চূর্ণ করে ফেলে। বিড়াল প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে জাগুয়ারের চোয়াল-ই সবচেয়ে শক্তিশালী। এমনও শোনা যায় কচ্ছপের লোহার মতো শক্ত খোলসও তারা অনায়েসেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে পারে।"

"যদি তারা কচ্ছপ পছন্দ করে তাহলে জলাতে প্রচুর পাওয়া যাবে। যেমন- টেরাপিন, স্ন্যাপিং কচ্ছপ ইত্যাদি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো জাগুয়ারের চাহিদার তুলনায় নগণ্য। তার দেহের সাইজ মোতাবেক তার আরও বেশি খাবার চাই এবং সেটা সহজলভ্য হতে হবে। আর সেটা না পাওয়া পর্যন্ত সে চলতেই থাকবে।"

হঠাৎ করেই জ্যাকের চেহারা শক্ত হয়ে উঠল।

"কী?"

জ্যাকের আঙুল ম্যাপের উপর চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থেমে গেলো। নীচে লেখা আছে Bayou Cook.

জ্যাক সরাসরি লোরনার দিকে তাকাল, বলল, "জাগুয়ারের ঘ্রাণশক্তি কেমন?"

"দারুণ রকমের প্রখর। জাগুয়ার নৈশ শিকারী প্রাণী। তাই তাদেরকে ঘ্রাণশক্তির সাহায্যেই শিকার খুঁজে নিতে হয়।"

"কত দূর থেকে তারা শিকারের গন্ধ পায় ?"

"বলা কঠিন। তবে গন্ধের উৎসের উপর নির্ভর করে। এছাড়াও বাতাস কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ব্যাপারও আছে। অনেক সময় এক মাইল দূর থেকেও তারা শিকারের গন্ধ পায়।"

"তাহলে যদি বাতাসের প্রবাহ ঠিক থাকে, জাগুয়ারটা মাইল খানেক দূর থেকেও গন্ধ পাবে?"

"তা পাবে, কিন্তু এটা যে খাবারের গন্ধ সেটাও তো তাকে বুঝতে হবে।"
"তুমি বলেছো জাগুয়ার কচ্ছপ, মাছ এগুলো ছাড়াও সিয়াম্যান খেয়ে থাকে। আর এটা দক্ষিণের খাবার যা আমেরিকান অ্যালিগেটর খুব পছন্দ করে।"
"একদম ঠিক।"
"তারমানে সেখানে যদি প্রচুর পরিমাণে মাংস জাতীয় খাবার থাকে তাহলে সে গন্ধ পাবেই।"
"আর এটা তাকে টেনে আনবেই।"
ক্লিপ থেকে ম্যাপ নামিয়ে এনে জ্যাক বোটের পাইলটের কাছে গেলো। ম্যাপে দেখিয়ে বলল, "আমরা এদিকে অগ্রসর হবো। Bayou Cook. এয়ারবোটকে রেডিওতে জানিয়ে দাও যে প্ল্যান পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমরা সরাসরি সেখানেই যাচ্ছি।"
"ইয়েস, স্যার।"
জ্যাক হাতে ম্যাপ নিয়ে ফিরে এল।
"Bayou Cook কী, জ্যাক?" লোরনা জিজ্ঞেস করল।
"একটা ট্যুরিস্ট স্পট। সারা বছর সেখানে ক্রুজ শিপের ভীড় লেগে থাকে, বেশিওরভাগই নিউ অরলিয়েন্স থেকে আসা সব দর্শনার্থী। এয়ারবোটে করে জলাভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। আর সবশেষে যেখানে যায় সেটাই Bayou Cook."
"সেখানে কী আছে?"
জ্যাক ওর দিকে তাকাল, চোখে নিশ্চয়তার আভাস। বলল, "আংকেল জো-র অ্যালিগেটর ফার্ম।"

১৩

ছোট্ট সংসার আংকেল জো-র, খরচও তেমন নেই। বাচ্চাকাচ্চাও খুব একটা পছন্দ নয় তার। কিন্তু বাচ্চাদের ক্যাম্পিং গ্রুপগুলো থেকে বেশ মোটা অংকের রোজগার হয়।
বারান্দায় রেলিঙের পাশে বাডওয়াইজারের ঠাণ্ডা একটা বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাথার উপর ঝলসানো রোদ, দিনের বেলা আস্তে আস্তে তাপমাত্রা বাড়াতে থাকে। অবশ্য সন্ধ্যার পর ঘটে উলটো ব্যাপার। তাপমাত্রা কমতে থাকে ধীরে ধীরে। ঘন্টাখানেক পর অনেক খানি কমে আসে, তখন আরাম করে শ্বাস নেয়া যায়।
রাতের এই সময়টা বেশ উপভোগ করে সে।
অবশ্যই, বীয়ারটাও অনেক সাহায্য করে।

ত্রিশ একর প্রপার্টির দিকে তাকাল আংকেল জো। একটা নতুন ক্যাম্প সাইট স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাটন রুজ (লুইজিয়ানার রাজধানী) থেকে একদল বয় স্কাউট এসেছে, বুকিং দিয়েছে এক সপ্তাহের জন্য। ক্যাম্পফায়ার করছে তারা, আগুনের তুবড়ি ছুটছে মাঝেমধ্যে, চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে, গানবাজনাও হচ্ছে, সাথে তাল মেলাচ্ছে বুল ফ্রগ, পেঁচা আর বুল অ্যালিগেটর।

আরেকবার গর্ব ভরে তাকাল সে তার প্রপার্টির দিকে। লগ হাউজ আর ক্যাম্প সাইটের মাঝে আটটি পুকুর আছে। অর্ধ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে তার এটা গড়ে তুলতে। তবে, গত বছরে সে তার বিনিয়োগের তিনগুণ অর্থ উঠিয়ে এনেছে।

দূরে তাকিয়ে দেখল, কিছু লোক কাঁধে রাইফেল নিয়ে টহল দিচ্ছে। স্থানীয় মিলিশিয়া, সেই বাঘের কথা শুনে আজ তাদেরকে ভাড়া করে এনেছে। তাকে অবশ্য এলাকা ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল কিন্তু সে তাতে রাজী হয়নি। তাহলে এখানে আসা দর্শনার্থীদের টাকা ফেরত দিতে হলে, তার প্রচুর পরিমাণে লোকসান হতো। অবশ্য, পুলিশের কথা তার বিশ্বাসও হয়নি- উপসাগর এখান থেকে অনেক দূরে।

আর তাছাড়া পুলিশের পক্ষ থেকে আশা বাণীটা ছিল সতর্কবার্তা, আদেশ না। ক্যাটরিনার সময়েই সে এলাকা ছাড়েনি আর সামান্য একটা বন্য বিড়ালের ভয়ে চলে যাবেন? এইসব চিন্তা করেই আংকেল জো প্যারিশের (Parish = যাজক পল্লী) শেরিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে চারজন লোক ভাড়া করেছে। অর্থনৈতিক এই মন্দার সময়টাতে অনেকেই ওভারটাইমের সুযোগ খোঁজে।

পিছনে পায়ের শব্দ পেলেন তিনি, "পাপা, এলভিসকে খাওয়াতে যাচ্ছি।"

বারান্দা ধরে হেঁটে আসা মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। হাতের ট্রেতে কুকিজের সাথে মুরগির মাংসের টুকরা। "বেশি খাইও না, সকালে শো আছে। ওকে ক্ষুধার্ত রাখা দরকার।"

"কিন্তু তুমি আমাদের পুরনো বন্ধুকে ক্ষুধার্ত রাখতে পারো না," শান্ত স্বরে বলল যেন বাবাকে বকল স্টেলা।

মেয়েকে হাত নেড়ে যেতে বললেন, মেয়ের প্রতি ভালবাসা আর গর্বে যেন ভরে উঠল তার বুক। স্টেলা তার একমাত্র মেয়ে, বাইশ বছর বয়সে তুলানের বিজনেস স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আংকেল জো-এর পরিবারে সেই প্রথম ব্যাক্তি যে কলেজে ভর্তি হয়েছে। MBA করার ইচ্ছা আছে ওর, তবে সেই সাথে এনভায়রনমেন্টাল ল'র উপর ক্লাসও করছে। আংকেল জো এর অ্যালিগেটর ফার্ম চালাবার মূল উদ্দেশ্য হলো টাকা। কিন্তু, স্টেলা আসলেই প্রকৃতিকে ভালবাসে। বাবার বাঁ হাতের কারবার সম্পর্কেও জানে সে। তবে বুদ্ধিমতী বলে, দেখেও না

দেখার ভান করে। কারণ জায়গাটা হলো লুইজিয়ানা। সেখানে গোপনে দর কষাকষি ছাড়া কোনও কাজ উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

স্টেলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আবার পিছনে পায়ের শব্দ পেল আংকেল জো। তার স্ত্রী, রেলিঙের ধারে রাখা বীয়ারের বোতলটা হাতে তুলে নিলো, নাড়া দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কতটুকু খালি আছে। তারপর অ্যাপ্রনের ভেতর থেকে আরেকটি বোতল বের করে দিলো।

"থ্যাংকস, পেগ।"

"আমার মনে হয় ওর আরও কাপড় পরা উচিৎ," পেগ বলল।

আংকেল জো দেখল তার মেয়ে স্টেলা সেন্ট্রাল পুলে নামছে। পরনে শুধু কাটঅফ শর্ট আর টাইট ব্লাউজ। পেটের পুরোটাই অনাবৃত। পায়ের জুতার দিকে খেয়াল নেই। বা-মার কাছ থেকে মোটা হওয়ার জিন পায়নি সে। কিন্তু মেয়ে হিসেবে শরীরে প্রয়োজনীয় পেশী আর ভাঁজ দুটোই বিদ্যমান, পিঠের উপর ছড়ানো লম্বা সোনালী চুল, যেন জলাভূমির ভেতর ভেনাসের আগমন। স্থানীয় ছেলেদের নিয়ে জো তেমন চিন্তা করে না। সে জানে তার মেয়ে এদেরকে পাত্তা দেবে না। তার ধারণা স্টেলার আগ্রহ অন্য কোথাও। সে তুলানের এক মেয়ের কথা খুব বলে। নাম স্যান্ড্রা, বাইকারদের মতো জ্যাকেট আর লেদার বুট পড়ে সে।

মনে হয় এই বয়সটা এমনই।

সে লম্বা এক ঢোক বীয়ার গিললো বোতল থেকে।

যদি না সে সঠিক কোনও ছেলের সন্ধান পেয়ে থাকে...

"দুষ্টু ছেলে, কোথায় তুমি? এতো রাত্রে কে জলখাবার খেতে চায়?"

স্টেলা ফার্মের সবচেয়ে বড় পুকুরটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা থামের মাথায় একটা লন্ঠন জ্বলছে। কালো পানিতে আলোর প্রতিফলন হচ্ছে যেন লুকাতে চাইছে এর নীচে কী আছে। একহাত দিয়ে বেড়ার সাথে আটকানো গেটটা খুলল মেয়েটি। অপরহাতে মুরগির তাজা টুকরা।

সে জানে এলভিস এখানেই আছে। এলভিস এই ফার্মের সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা। তার বাবা যখন তাকে জলাভূমি থেকে ধরেছিলেন তখন কেউ জানতো না ওর বয়স কতো। তবে পরবর্তীতে একদল জীববিজ্ঞানী এলভিসের রক্তের নমুনা নিতে আসে। আন্দাজ করে, এলভিসের বয়স কমপক্ষে ত্রিশ বছর। অ্যালিগেটরের রক্তে পাওয়া একধরণের প্রোটিন পাওয়া যায়, যা সুপারবাগের বিরুদ্ধেরও কার্যকরী। কিন্তু তাঁরাও এলভিসের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

স্টেলা হাঁটু গেড়ে প্ল্যাঙ্কের মাথায় গিয়ে বসলো, পাশে ট্রে রাখা। একটা মাংসের টুকরা তুলে সে হাত বাড়িয়ে দিলো। টুপ করে এক ফোঁটা রক্ত পানিতে গিয়ে পড়ল। জানে, এলভিস আগে ঘ্রাণ নিবে, তারপর খেতে আসবে।

অপেক্ষা করতে লাগল স্টেলা।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কালো পানির ভেতর থেকে ইংরেজি "V" আকারে একটা মুখ স্টেলার হাত বরাবর উঠে এল যেখানে মুরগির টুকরাটা ধরা। নির্ভুল নিশানা, কোনও তাড়াহুড়া নেই, ধীরস্থির কিন্তু লক্ষ্যভেদী সেই লাফ। যখন হাতের কাছাকাছি তখনও এলভিসের লেজ পানির ভেতর ছিল। এই সময়টাতে এলভিসকে অনেক সেক্সি লাগে বলেই তার এমন নামকরণ।

"তাড়াতাড়ি করতো এলভিস, আমি সারারাত বসে থাকতে পারব না।"

চোখের কোণায় কী যেন দেখতে পেলো স্টেলা। বনের ভেতর ছুটে গেলকিছু একটা, চাঁদের আলোতে এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল এক অবয়ব দেখতে পেল, তারপরেই অন্ধকার।

জায়গাটির দিকে তাকিয়ে রইল সে। সবাই বলে, ওদিকে ভূত আছে! অনেক সময় এসব জলাভূমিতে একধরণের গ্যাস জমে যে কারণে আলো দেখা যায়, ক্যাজুনরা একে বলে crazy fire.

কিন্তু আজকের এটা গ্যাস না।

স্টেলা চোখ-কান খোলা রেখে, মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল ব্যাপারটা আসলে কী! হঠাৎ তার পিছনের পানিতে জোর আন্দোলন শুনতে পেলো। তাকিয়ে দেখল বিশাল আকৃতির হাঁ উঠে আসছে উপরের দিকে, দু'পাশে সারি সারি হলুদ দাঁত।

এলভিস! খাবারের জন্য আবার লাফিয়ে উঠেছে সে। এক টুকরা মুরগি মুখে পুরে নিলো, তারপর মাধ্যাকর্ষণের টানে নেমে গেল পানিতে।

স্টেলা আবার হাত দিয়ে পরপর দুই টুকরা তাজা মুরগির মাংস পানিতে ফেলে দিলো। ট্রে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল গেটের দিকে। হঠাৎ দেখল, সামনে বিশাল একটা আকৃতি তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এক পা পিছিয়ে গেল স্টেলা। আরেকটু হলেই পরে যেত প্ল্যাঙ্ক থেকে।

ওর বাবার ভাড়া করা গানম্যান দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে ঝুলছে মিলিটারি গ্রেডের বারো গজের শটগান। "খাওয়ানো শেষ, হ্যাহ! কিন্তু আমি তো এখনও একটা মুরগির মাংসের নরম টুকরা দেখতে পাচ্ছি।"

লোকটা একটা নোংরা স্টেটসন পরে আছে, মুখে একটা কাঠি, সেটা ঠোঁটের এপাশ-ওপাশ করছে আর কথা বলছে। এগিয়ে এল স্টেলার দিকে।

"কাজ বাদ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেনো? বাবা নিশ্চয় এজন্য তোমাকে টাকা দেয় না?"

"এক কাজ কর, ভালো মেয়ের মতো ঘরে গিয়ে আমার জন্য মুরগির মাংস রান্না করে নিয়ে এসো, সুইটহার্ট।"

চোখে লালসা নিয়ে স্টেলার দিকে তাকাল লোকটা, ওর মনের মাঝে কী চলছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে স্টেলা।

"আমার বাবা তোমাকে যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দেয়, নিজের ডিনার নিজেই রান্না করে নাও।"

সোজা হাঁটা দিলো স্টেলা, ভাবলো পাশ কাটিয়ে সহজেই চলে যেতে পারবে। এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা কিন্তু তারপর হাত দিয়ে পথরোধ করল।

স্টেলার কাছে মুখ নিয়ে এল। নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ পাচ্ছে সে, মাতাল হয়ে আছে।

"সমস্যা কী তোমার? রান্না জানো না, নাকি তোমার "বান্ধবী" এসে রান্না করে দিয়ে যায়। আসলে তোমার দরকার একজন শক্তপোক্ত পুরুষ মানুষ যে কিনা তোমার ভালো খেয়াল রাখতে পারবে।"

"তোমার চাইতে এলভিস অনেক ভালো।"

"তাহলে সেখানেই তোমাকে ছুঁড়ে দিই। চেষ্টা করতে পারো, তবে মনে হয় না উঠে আসতে পারবে। এইসব জায়গায় এমন অ্যাক্সিডেন্ট তো প্রায়ই ঘটে থাকে, তাই না?"

স্টেলা বুঝতে পারল লোকটা মদ গিলে মাতাল হয়ে আছে। আর মাতালদের বিশ্বাস নেই। যে কোনো মুহূর্তে একটা কিছু করে বসতে পারে। স্টেলা তার হাত সরিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু লোকটা তাকে যেতে দিলো না। আরও শক্ত করে তাকে ধরে রাখলো।

আর ঠিক তখনই বয় স্কাউট ক্যাম্প থেকে ভেসে এল আর্ত চিৎকার।

১৪

CBP বোটের ফ্রন্ট ডেকে বসে আছে লোরনা। এয়ারবোট দুটো আধা মাইল সামনে থেকে পথ দেখাচ্ছে তাদের। চারিদিকে সাইপ্রেস গাছ, জোয়াকি পোকা, পেঁচা, বুল ফ্রগ, বাদুড় সবাই মিলে তাদের নিজস্ব শব্দ করে পরিবেশটাকে যেন আরও জঙ্গলময় করে তুলছে।

লোরণার মনে হচ্ছে, সে যেন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে চলে এসেছে।

"ক্ষুধার্ত নাকি?"

চমকে উঠল লোরনা। চিন্তায় মশগুল ছিল সে। দেখলো জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে, এক হাতে হেলমেট, আরেক হাতে প্লাস্টিকের ছোট বাটি। গন্ধে ম ম করছে। দারুণ সুস্বাদু খাবার নিশ্চয়।

"কাঁকড়ার তরকারি, ঢেঁড়স দিয়ে রান্না করা। আমার মনে হয় তুমি ঢেঁড়স পছন্দ করো।"

"দক্ষিণের কে পছন্দ করে না?"

হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলো সে। হাতে নিয়েই অবাক হলো এতে স্ট্যু দেখে, উপরে পেইন পারড্যু (ভাপে সেদ্ধ করা ফ্রেঞ্চ টোস্ট) ভাসছে। তার মা বেঁচে থাকতে প্রতি রবিবার সকালে এই খাবার তৈরি করে দিতো। আগের দিন সারারাত ব্রেড আর সিনামন দুধে ভিজিয়ে রাখতো। সকালে তাওয়ায় ভেজে দিতো। সমস্ত বাড়িতে সেই সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু সে কখনওই পেইন পারড্যু সহকারে ঢেঁড়স দিয়ে রান্না করা কাঁকড়ার তরকারি খায়নি।

মুখে একটা প্রশ্নবোধক ভাব নিয়ে চামচ দিয়ে একটুকরা তুলল সে।

জ্যাক মুখ টিপে হেসে বলল, "খেতে পারো, আমার দাদীর রেসিপি এটা।"

এক চামচ মুখে দিয়েই অবাক চোখে জ্যাকের দিকে তাকাল লোরনা।

হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল জ্যাকের। বলল, "আমরা ক্যাজুনরা টুকিটাকি রান্নাবান্না জানি।"

খাওয়া শেষ হতে পাশাপাশি বসে রইল দু'জন। একে অপরকে নিঃশব্দে সঙ্গ দিচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে নীরবতা। পুরনো স্মৃতি তাড়া করে তাদের অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে বারবার, সেইসাথে আছে চারিদিকের জলাভূমি আর আর নিস্তব্ধতা।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জ্যাক কথা বলে উঠল। হাতের ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললো। আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল একটা জোয়িাকি পোকা, যেন ম্যাজিক।

"রাঁধুনি হিসেবে আমার দাদীর হাত ছিল পাকা। আর দাদা নিজে গাছগাছালি দিয়ে ঔষধ তৈরি করতেন। তিনি একধরনের ঘাস, যেটার গন্ধ গোলমরিচের মতো ,পানিতে ভিজিয়ে সেই পানিতে গোসল করতেন। এতে নাকি ব্যথা উপশম হয়। বলতেন, যদি তোমার জ্বর হয় তাহলে খাটের নীচে ঘুমাবে, তাহলে জ্বর সেরে যাবে। দাদা জোয়িাকি পোকা অনেকগুলো নিয়ে গুঁড়ো করে অ্যালকোহলের সাথে মিশিয়ে একধরনের মলম তৈরি করতেন। এটা নাকি বাতের ব্যথা উপশমে কাজ করে, অন্তত এমনটাই তার ধারণা ছিল।"

জ্যাক দুই হাতের তালুতে একটা জোনাকি পোকা চেপে ধরলো। তারপর ছেড়ে দিলো। আবার জ্বলতে জ্বলতে উড়ে গেল সেটা।

উষ্ণ হাসি দেখা গেল লোরনার মুখে। বলল, "তোমার ভাইও বলেছিল এই ব্যাপারে।"

"হ্যাঁ, টমিও দাদার কাজগুলো দেখতো। যখন দাদা মারা যায় তখন টমির বয়স ছিল ছয়।"

লোরনা হাসলো, ভাবলো তাদের দুজনের কথাবার্তার প্রসঙ্গ টমিকে ঘিরেই।

কিন্তু একধরণের চাপা নিস্তব্ধতা তাদের দুজনকে ক্রমেই চেপে ধরছে। জ্যাক বসেই আছে। নিজের চিন্তায় মগ্ন যেন। তাদের মাঝে অনেক অব্যক্ত কথা রয়ে গিয়েছে, আছে অব্যাখ্যাকৃত অনেক প্রসঙ্গ।

প্রায় শোনা যায় না, এমন নিচু গলায় জ্যাক জানতে চাইল, "তোমাকে...তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তোমার মনে কি কোন আফসোস আছে?"

শক্ত হয়ে গেল মেয়েটি। এ ব্যাপারে কখনও কারো সাথে কথা বলেনি সে। অন্তত, সরাসরি নয়। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারল, যদি কারও সত্য কথাটা জানার অধিকার থাকে, তাহলে সে হলো জ্যাক। বড় করে শ্বাস নিলো সে। মুহূর্তেই যেন ফিরে গেল বহু বছর আগে। মানসচোখে দেখতে পেল নিজেকে, বাথরুমে বসে প্রেগন্যান্সি কীটটার দিকে তাকিয়ে আছে।

"যদি পারতাম," বলল সে, "তাহলে শুধরে নিতাম আমার সব ভুল। নাহ, শুধু টমের কথা ভেবে বলছি না। একটা দিনও এমন যায় না, যেদিন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি না আমি।" তলপেটে চলে গেল লোরনার হাত, "আমার আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল।"

"তুমি আর টমি দুজনেই কম বয়সী ছিলে," জ্যাক বলল।

"আমার বয়স তখন পনেরো। সামনে-পিছনে ভালোমন্দ বোঝার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।" আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল লোরনা।

বাগানে মিলিত হয়েছিল ওরা দুজনেই। একে তো বয়স ছিল, কম তারপর দুজনেই প্রায় এক বছর যাবত ডেটিং করছে। দুজনেই ছিল ভার্জিন। আর তাদের ভেতর অনেক ভুল ধ্যানধারণা ছিল।

ভেবেছিল, প্রথম মিলনে কি আর মেয়েরা প্রেগন্যান্ট হয়?

কিন্তু পিরিয়ড মিস করায় বুঝতে পারে, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। লোরনা প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয় সে আসলেই প্রেগন্যান্ট। পরে কাছে এক ড্রাগ স্টোরে গিয়ে সেখানকার টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা করেও একই ফল পায়। তখন প্রতি রাতেই হাঁটু গেড়ে লোরনা প্রার্থনা করতো।

আর কিইবা করতে পারত সে?

লোরনা মা হবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। টমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে গোপনই রয়ে যায় ব্যাপারটা। একটা আতঙ্ক এসে ভর করল তাদের মনে। যদি তাদের এই সম্পর্কের কথা বাসায় জানতে পারে, টমি কি উত্তর দিবে? আবার এদিকে লোরনা ক্যাথলিক হিসেবে বেড়ে উঠেছে, যেখানে এই ধরণের সম্পরক সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ।

পরে টমি একটা প্রস্তাব দেয় তাকে। কাছে পিঠেই একজন ধাত্রী থাকে যে কিনা গোপনে গর্ভপাত করিয়ে থাকে। আর সে জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও চোরাই মার্কেট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। টিনেজ কেস, ধর্ষণের ভিকটিম, স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে অন্য মেয়ের সাথে মেলামেশা এই ধরণের অনেক সমস্যা থেকে উত্তরনের ক্ষেত্রে এধরণের ধাত্রীরা সাহায্য করে থাকে। আর দক্ষিণ লুইজিয়ানায় এসব

কেস প্রচুর। এই অঞ্চলে একটা অলিখিত নিয়ম আছে-যতক্ষণ তুমি নিজমুখে কিছু না বলে চুপ থাকবে, ততক্ষণ সবাই ধরে নেবে যে কিছুই হয়নি।

জ্যাক মেয়েটির চেহারা দেখেই, ওর মনের কথা আঁচ করতে পারল। আস্তে করে বলল, "টমি কোনও দিনই আমাকে বলেনি তোমার প্রেগন্যান্সির ব্যাপারে। আমরা একই বেডরুম শেয়ার করতাম কিন্তু কখনও কিছুই বলেনি। আমার মনে হচ্ছিল, কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে। কেমন যেন চুপচাপ থাকতো সে। সারা বাড়ি পায়চারি করে বেড়াতো। যেন কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে।"

"কী বলেছিল সে তোমাকে?" লোরনা জ্যাকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"তুমি সে সময় ধাত্রীর কাছে ছিলে যখন টমি কাছেই ব্যাকওয়াটার মুনশাইন বারে বসে মদ গিলছিল, পুরো মদ্যপ অবস্থায় ছিল সে।"

লোরনা জ্যাকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো।

"প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি।" জ্যাক বলে চলল, "ওর সংলগ্ন কথা বার্তা থেকে একটা জিনিসই বুঝতে পেরেছিলাম- যে তুমি প্রেগন্যান্ট, আর তার জন্য দায়ী সে করেছিল।"

"কিন্তু পুরোটাই তার দোষ ছিল না," লোরনা বলল।

"টমি নিজেকে দুষছিল, বুঝতে পেরেছিল সে তোমার জীবন নষ্ট করে ফেলছে। ভাবছিল, তুমি ওকেই দায়ী ভাববে। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, সেটা হলো- ও মনে করছিল, তোমাকে জোর করে কাজটা করতে বাধ্য করেছে সে। কিন্তু ফিরে আসার পথও ছিল না। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে-"

জ্যাকের দিকে তাকিয়ে লোরনা বলল, "আমি জানি টমি ভয় পেয়েছিলো... আমিও পেয়েছিলাম। কিন্তু সে এতোটা কষ্ট পেয়েছে তা বুঝতে পারিনি। সে সবকিছুই নিজের ভেতর চেপে রাখতো।"

"এটাই ক্যাজুনরা করে থাকে, বিশেষ করে ছেলেরা। তারা দুঃখকে বোতল বন্দী করে রাখে, কাউকে জানতে দেয় না। সেদিন টমি এতোই মদ্যপ ছিল যে ওর কোনো হুঁশ ছিল না।"

ভ্রু কুঁচকালো লোরনা। বলল, "যখন আমি বেরিয়ে এলাম তখন দেখি সে টলছে। আমি প্রচণ্ড ব্যথায় আক্রান্ত, প্ল্যান ছিলো কাজ শেষে হোটেলে উঠব দুজনে। বাসায় বলা ছিল আমি এক বন্ধুর সাথে রাত কাটাব। কিন্তু ওকে দেখে মনে হলো রাতটা ওর ট্রাকের পিছেই কাটাতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।"

"কিন্তু সে একা একা ড্রিংক করছিল না।"

"না।"

জ্যাক সেই মুহূর্তে একটা জড়ানো কণ্ঠে কল পায়। বুঝতে পারে টমির সাহায্য দরকার। ড্রাইভ করার মতো অবস্থায় নেই ও। তাই পাগলের মতো মোটরসাইকেল চালিয়ে ভাইকে সাহায্য করতে আসছিল সে।

লোরনার কণ্ঠ নিস্তেজ হয়ে এল, "টমি ট্রাকের পিছনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে ওরা আমাকে ট্রাক থেকে টেনে হিঁচড়ে নামায়। তখন ওষুধের প্রভাব ছিল আমার উপরে, প্রথমে বুঝতেই পারিনি কি ঘটতে যাচ্ছে। বাধা দেয়ার মতো শক্তিও ছিল না, তবুও চেষ্টা করেছিলাম। তারা আমার জিন্স হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে ফেলে, ব্লাউজ টেনে ছিঁড়ে ফেলে।"

"তোমার সেখানে যাওয়া ঠিক হয়নি, লোরনা।"

"আমি আজও সেদিনের কথা মনে করতে পারি। বদমাশগুলোর নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর পড়ছিল, মুখে মদের দুর্গন্ধ। ওরা আমাকে ছিঁড়ে কুরে খাচ্ছিল যেন।" কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল লোরনার।

"ওরা ছিল মানুষরূপী পশু। এরা সুযোগ সন্ধানী, এইসব ক্লিনিকে যারা গর্ভপাত করাতে আসে তাদেরকে এরা সহজেই চিহ্নিত করে ফেলে। আশেপাশেই ঘুরঘুর করে। তারপর অন্যান্যদের মতো সেদিন টমিকেও তারা কাছের মুনশাইন বারে বসিয়ে প্রচুর মদ খাওয়ায়, যাতে সে ঘটনার কিছুই যেন জানতে না পারে। আর তোমাকেও একাকী আর অরক্ষিত অবস্থায় পায়।"

"কিন্তু আমি একা ছিলাম না সেদিন," লোরনা বলে উঠল। অন্ধকারেও ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জ্যাক সেদিন সময়মতো তার মটরসাইকেল নিয়ে হাজির হয়েছিল ঘটনাস্থলে। পার্কিং লটে মোটর সাইকেল দাঁড় করায়। গাছের আড়ালে তিনজনকে লোরনার সাথে জবরদস্তি করতে দেখে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে জ্যাকের। উড়ে গিয়ে পড়ে তিনজনের উপর। চিৎকার করে গালি দিয়ে ওঠে। আচমকা আক্রমণে দুইজন ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তবে যে লোরনার উপর উঠেছিল তাকে সে টেনে লোরনার কাছ থেকে সরিয়ে আনে, হাত মুচড়িয়ে ধরে যতক্ষণ না পর্যন্ত হাড় ভাঙ্গার শব্দ না পাওয়া যায়। ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে আক্রমণকারী। জ্যাক এক ঘুষিতে নাক থেঁতলে লোকটার, পরের ঘুষিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় চিবুকের হাড়।

যখন সে মারামারি করছিল তখন লোরনা ট্রাকের দরজা ধরে ভয়ে কাঁপছিল। আর জ্যাক জানেও না আরও কেউ আশেপাশে লুকিয়ে আছে কিনা আক্রমণ করার জন্য।

"জলদি কর স্টুপিড," সে লোরনাকে ধমকে ওঠে।

সাথে সাথেই লোরনা লাফ দিয়ে ক্যাবে ওঠে, ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। মারামারির এক ফাঁকে জ্যাক দেখল লোরনা গাড়ি নিয়ে সরু একটা রাস্তা ধরে অনেকদূর চলে গিয়েছে। কিন্তু রাস্তার শেষ মাথায় জলাভূমি। এদিকে জ্যাক জানত না টমি ট্রাকের পেছনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তারপরেই ঘটে সেই

অ্যাক্সিডেন্ট যা হাতেগোনা কয়েকজন জানে। অন্ধকারে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে লোরনা, টার্ন করার সময়ের হিসেবের গণ্ডগোলে গাছের সাথে ধাক্কা মেরে বসে। এয়ারব্যাগ থাকার কারণে সে বেঁচে যায়। কিন্তু টমি উড়ে গিয়ে পড়ে পঞ্চাশ ফুট দূরে জলাশয়ের মধ্যে, উপুড় হয়ে।

লোরনা জ্যাকের চোখে দেখতে পায় ভয়ার্ত দৃষ্টি। সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়ায়, জ্যাকও কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের পরের কথা তার খুব অল্পই মনে আছে। পরের দিনগুলো অনেকটা যেন ঘোরের মাঝে কাটিয়েছে সে।

তারপরের ঘটনাগুলো ছিল লুইজিয়ানার বিচার ব্যবস্থার হাতে। বন্ধ দরজার পিছে চলে দর কষাকষি। লোরনাকে DUI (Driving Under Influence) অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। টমির রক্তে অনুমোদিত মাত্রার চারগুণ বেশি অ্যালকোহল পাওয়া যায়। আর লোরনার দেহে পাওয়া যায় সিডেটিভ, কি কারণে সেটা নেয়া হয়েছিলো সেটা অবশ্য গোপন রাখা হয় যেন গুজব ডালপালা ছড়াতে না পারে, সেই সাথে পরিবারের মানসম্মানও যেন ধুলায় না মেশে। এদিকে জ্যাক বিচারকের কাছে গোপনে স্বীকারোক্তি দেয় সে কেন দূর্বল শরীর স্বত্বেও লোরনাকে গাড়ি ড্রাইভ করতে বলেছিল। পরে জ্যাকের বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে মারামারির কেস দিয়ে মামলা করা হয়।

"তুমি আদালত থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলে?" লোরনা জিজ্ঞেস করল।

"যারা তোমার উপর হামলা করেছিল তাদের একজন নামকরা পরিবারের ছেলে," শ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জ্যাক।

"কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ঐ ছেলের ব্যাপারে কেউ কিছুই জানে না।"

যখন লোরনাকে তারা আক্রমণ করে তখন তাদের কাউকেই চিনতে পারেনি। আর গাছের পিছে নিয়ে তার মুখ চেপে ধরেছিল ওরা যাতে চিৎকার করতে না পারে।

জ্যাক লোরনার দিকে তাকাল। বলল, "উঁচু পরিবারের ছেলে, তাকে আক্রমণ করেছি একটা কারণে, আর সেই কারণ প্রকাশ না হলেও আমি যে মেরেছি সেটাতে তাদের মানসম্মানে আঘাত লেগেছিল। তুমি জানো আমাদের পরিবার এর আগেও আইনী ঝামেলায় জড়িয়েছিল র‍্যান্ডিকে নিয়ে, সে পুলিশের সাথে গণ্ডগোল করে জেল খেটেছে। এবার তারাও আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাই আমার সামনে উপায় ছিল দুইটা - হয় জেলে যাও না হলে মেরিনে জয়েন করো।"

"এই কারণেই তুমি চলে গিয়েছিলে?"

"আর কোনও বিকল্প পথ ছিল না।" জ্যাক বলল, "আসলে চলে গিয়ে আমার জন্য ভালোই হয়েছিল। আমিই তোমাকে বলেছিলাম ট্রাক নিয়ে সরে পড়তে। কিন্তু টমি যে মারা যেতে পারে সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না। কিভাবে আমার পরিবারের সদস্যদের মুখ দেখাতাম আমি? মেরিন থেকে দুই বছর পর ফিরে

এসে দেখলাম - চুপ করে থাকাটাই ভাল। যে মারা গিয়েছে তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়াটাই ভাল না?"

দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ রইল। তবে খুব বেশি ক্ষণ না, পায়ের শব্দ কানে এল, কেউ আসছে।

জ্যাকের সেকেন্ড ইন কমান্ড, স্কট নেস্টার, অ্যারকানসাসের ছেলে। এখনও কথায় গ্রাম্য টান পাওয়া যায় তবে আচরণে পুরোদস্তুর পেশাদার।

"স্যার, ফার্ম থেকে রেডিওতে এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আপনি কিভাবে এগোতে চাচ্ছেন? আমি চপারকে বলে দিতে পারি তাহলে সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারে।"

দায়িত্বপূর্ণ স্বরে জ্যাক বলল, "ফার্ম এলাকা খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তুমি কি বলতে পারবে নির্দেশ ঠিকঠাক মতো পালন করা হয়েছিল কিনা?"

"কেসলার এখনও খোঁজ নিচ্ছে।"

লোরনা চিন্তা করল হেলিকপ্টার আসতে বলাটা ঠিক হবে কিনা। জ্যাকের হাত ধরে বলল, "চপারের শব্দ আর সার্চ লাইট জাগুয়ারকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে তার জায়গামতো না থাকার সম্ভাবনাই বেশি, তাহলে সুযোগটা আমরা হারাব।"

জ্যাক তার পরামর্শ শুনে ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, "আমাদের আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফার্মে পৌঁছে যাওয়ার কথা। চপার খুব বেশি আগে পৌঁছতে পারবে বলে মনে হয় না। তারপরেও স্কটি, পাইলটকে কল করো, তাকে বলো যেন নিশ্চিত করে পাখিটার ইঞ্জিন গরম আছে-"

কথা শেষ হবার আগেই বুট ঠোকার শব্দে থেমে গেল। স্কট ঘুরে চলে গেল। আরেকজন এজেন্ট হাজির হলো। তাকে দেখে একটু বয়স্কই মনে হয়।

"কী খবর কেসলার?"

"স্যার, এইমাত্র ফার্ম থেকে রেডিওতে খবর পেলাম।"

"তারা জায়গাটা খালি করেনি? কেনো?"

"স্যার, আমি জানি না।"

জ্যাক তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল।

ভয় পেয়ে ঢোক গিললো লোকটা।

"আমি অনেকবার কল করেছি সেখানে। কিন্তু কলব্যাক পেয়েছি মাত্র একবার। তাও সেটা স্থানীয় এলাকা থেকে একদল বয় স্কাউটের ব্যাপারে। আজ সকালেই নাকি একদল বয় স্কাউট ঐ এলাকায় এক সপ্তাহের জন্য প্রবেশ করেছে ক্যাম্পিঙের উদ্দেশ্যে।"

লোরনার হৃৎপিণ্ড যেন পেটে সেঁধিয়ে গেল।

"তারপর থেকেই তাদের কোনও সাড়াশব্দ নেই।"

স্টেলা বোর্ডওয়াক ধরে ছুটে গেল ক্যাম্পসাইটের দিকে। বাচ্চাদের চিৎকারে কানে তালা লাগারমতো অবস্থা কিন্তু তারা স্কাউট মাস্টারের কড়া নির্দেশ অনুযায়ী এখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আছে।

"সবাই ক্যাম্পে ফিরে যাও," চিৎকার দিয়ে বললেন স্কাউট মাস্টার।

স্টেলা একজন স্কাউট মাস্টারের দিকে এগিয়ে গেল, মাঝপথে খাকি ইউনিফর্ম পরা একজন স্কাউটকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"কিছু না, ছেলেদের দুষ্টুমি," স্কাউট মাস্টার বললেন। "ওরা সবাই ক্যাম্পফায়ার করছিল। সবাই নাকি জলাশয়ের ভেতরে বিশালাকার একটা প্রাণী দেখেছে। মনে হচ্ছিল যেন তাদের গিলে খাবে। ক্যাম্পফায়ারের আগুনে এমন অদ্ভূত ছায়া দেখা যায় মাঝে মধ্যে। কিন্তু এতে ভয়ের কিছু নেই।"

ক্যাম্প লিডার বললেন, "বিরক্ত করার জন্য, দুঃখিত কিন্তু আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছি। সবাইকে শুতে যেতে বলা হয়েছে। আশা করি আর কোনও সমস্যা হবে না।"

একজন স্কাউট ছুটে এল। লালচুলো, মুখে ছুলির মতো দাগ, বয়স আঠারোর মতো। মনে হয় ঈগল স্কাউট, স্কাউট মাস্টারের সহকারী হিসেবে কাজ করছে, সাথে করে একটা ছেলের কনুই ধরে রেখেছে। বলল, "স্যার, ঝামেলা বাধানো ছেলেগুলোর মধ্যে এও আছে।"

ছেলেটা সুইমিং ট্রাংক আর গ্রিফিন্ডোর টি-শার্ট পড়ে আছে। চোখ দু'টো বড় বড় আর স্থির দৃষ্টিতে বনের দিকে তাকিয়ে আছে।

স্কাউট মাস্টার ছেলেটার থুতনি ধরে নিজের দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, "টাই, দেখো তুমি দুষ্টুমি করে একটা বানানো গল্প বলে কী অবস্থা করেছ। এখন কি আমি তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব? তাহলে তুমি তোমার বাবা-মাকে কী জবাব দেবে?"

ছেলেটা এখনও বনের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে ভয়ঙ্কর কিছু একটা দেখেছে।

স্টেলা হাঁটু গেড়ে বসে বসে ছেলেটার চোখ বরাবর তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "টাই, তুমি কি দেখেছ আমাকে বলো।"

ছেলেটা আবার বনের দিকে তাকাল। তারপর স্টেলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি ভালোমতো দেখিনি। কিন্তু যতটুকু দেখেছি সেটা ছিল দেখতে পুরোপুরি সাদা, মাত্রই পানি থেকে উঠে বনের গাছগুলোর দিকে ছুটে গেল। অনেক দ্রুত ছুটতে দেখেছি সেটাকে।"

"হরিণ হবে হয় তো। দুষ্টুটা নিশ্চয় অন্ধকারে ভয় পেয়ে কী না কী দেখেছে।"

"অনেক বড় ছিল দেখতে।" ছেলেটা বলল, "হরিণের চাইতেও বড়।"

"কত বড় ছিল?" স্টেলা জিজ্ঞেস করল।

"দেখতে... আমি ঠিক জানি না।" হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো ছেলেটা। "ছোটখাটো একটা গাড়ির সমান বড় ছিল।"

স্টেলা দাঁড়িয়ে পড়ল, ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করল পিঠের কাছে। স্কাউট মাস্টারকে বলল, "আপনি এখুনি সব ছেলেদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে আমার বাড়ির দিকে নিয়ে চলুন।"

"কেন?" স্কাউট মাস্টার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

গভীর শ্বাস নিলো স্টেলা। আজ সকালেই সে একটা কল পেয়েছে। জানতে পেরেছে উপকূল থেকে একটা বিশালাকার বিড়াল সদৃশ প্রাণী হারিয়ে গিয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা পরিষ্কার নয় তবে একটা বিষয়ে শিওর যে সেটার আকৃতি বেশ বড়সড়। সে চেষ্টা করল তার কণ্ঠে যেনো ভয় প্রকাশ না পায়।

"আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?" আবারও জানতে চাইল স্কাউট মাস্টার।

"খবর পাওয়া গিয়েছে জলাভূমির আশপাশ থেকে একটা জাগুয়ার হারিয়ে গিয়েছে। সেটা নাকি পালিয়েছে উপকূলের কাছে নোঙ্গর করা ভাঙা একটা ট্রলার থেকে। এখান থেকে যদিও অনেক দূর তবুও কোনও চান্স নিতে চাই না।"

"আমাকে সেটা আগে কেন বলা হয়নি-"

স্কাউট মাস্টারের চেহারায় অনিশ্চয়তা দেখা গেল। পুরো ক্যাম্পটার দায়িত্ব তার উপর।

স্টেলা আবার বলল, "যত দ্রুত সম্ভব ছেলেদের একত্রিত করুন। তবে বেশি হৈচৈ যেন না হয়।"

স্কাউট মাস্টার মাথা নাড়াল। এক মিনিটের ব্যাপার। সবাই একত্রিত হলো তারপর বোর্ডওয়াক ধরে নির্দেশমতো হেঁটে চলল। কম বয়সীরা উত্তেজনায় কথাবার্তা বলতে লাগল কিন্তু যারা বয়সে একটু বড় তাদের চেহারায় দুশ্চিন্তা আর ভয়ের স্পষ্ট ছাপ।

দলটিকে নিয়ে এগিয়ে চলল স্টেলা। বাড়ির বারান্দায় বাবা-মার সাথে দেখা হলো।

"এসব কী হচ্ছে স্টেলা?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

স্টেলা যা জানে তাই বলল। তার মা অ্যাপ্রনে হাত মুছে বলল, "সবাইকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসো। আমি বরং সবার জন্য হট চকলেটের ব্যবস্থা করি।"

মায়ের কথামতো ছেলেদেরকে সে বাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিলো, দেখে মনে হলো একদল হাঁসের বাচ্চাকে আশ্রয়ে নেয়া হচ্ছে।

তার বাবাও তার সাথে যোগ দিলো। বলল, "তুমি সঠিক সময়ে একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। পেগ বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রাখতে পারবে। কিন্তু পশুটা যদি সত্যিই এদিকে এসে থাকে তাহলে কী হবে কে জানে?"

গার বারান্দায় উঠে এল। বলল, "বাচ্চাদেরকে নিয়ে ভয় নেই। তারা এখন নিরাপদেই আছে। তবে যদি প্রাণীটা আক্রমণই করে তবে আমার লোকেরাও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না।"

"আশা করি তোমরা সামলাতে পারবে!"

"তা নিতে ভাববেন না। যত যাই হোক, এটা একটা বিড়াল মাত্র।"

ওরা যখন কথা বলছিল ঠিক সেই সময় বড়সড় একটা প্রাণী বন থেকে বের হয়ে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর একটা প্ল্যাঙ্কের উপর উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। সামান্য নীচু হলো। চোখে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, স্থির চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

"হোলি মাদার অফ গড..." স্টেলার বাবা খাবি খেয়ে বলে উঠলেন।

গার এক পা পিছিয়ে শটগান কাঁধ থেকে নামালো।

"না...!" চিৎকার দিয়ে উঠল স্টেলা।

গার পাত্তাই দিল না যেন, ফায়ার করল। এতো দূর থেকে কাউকে গুলি করা সহজ না। ব্যারেলের মুখে ধোঁয়া দেখা গেল শুধু। একহাতেই আবার রিলোড করল সে। কিন্তু তার আগেই প্রাণীটা তার লম্বা লেজটা বাঁকিয়ে লাফ দেয়ার জন্য তৈরি হলো। সাথে সাথেই একলাফে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

"সবাই ভেতরে যাও।" স্টেলার বাবা বলে উঠলেন। "গার, তোমার লোকেদের ডাকো, বন্দুক নিয়ে তৈরি হও। বাচ্চাদেরকে বাঁচাতে হবে।"

গাছপালার ভেতর রাইফেলের গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল, সাথে ভয়ানক চিৎকার। তারপরেই সব চুপচাপ বুলফ্রগগুলোও যেন ডাকতে ভুলে গিয়েছে।

গার এখনও তার চিবুক শটগানের বাটের সাথে ঠেকিয়ে রেখেছে।

"জো।" বাড়ির ভেতর থেকে স্টেলার মা'র আওয়াজ এল।

"ভেতরে যাও," স্টেলার বাবা আদেশ দিল যেন।

কিন্তু বাড়ির অপর পাশ থেকে ইঞ্জিনের একটানা শব্দ পাওয়া গেল। ডক এবং ডীপওয়াটার ফুয়েল স্টেশন যেখানে আছে সেখান থেকেই শব্দটা আসছে।

"এয়ারবোট, এটা এয়ারবোটের শব্দ। কেউ আসছে মনে হচ্ছে," স্টেলা বলল।

হে খোদা! যেই আসুক, সাথে যেন প্রচুর অস্ত্র নিয়ে আসে।

আংকেল জো কেবিনের ভেতর বড় ঘরটায় ঢুকল। দেখতে পেল, ছেলেরা সবাই মেঝেতে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসে আছে। ভয়ে আর উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে আছে চোখগুলো আর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। স্কাউট

মাস্টার তাকে প্রশ্ন করলেন কিন্তু সে শুধু বোবার মতো চেয়ে রইল। নজর ঘরটার পিছনের দেয়ালে পাথরের ফায়ারপ্লেসের দিকে। অপরদিকে বড় একটা জানালা আছে, সেখান থেকে ডকের অনেকখানি দেখা যায়।

আংকেল জো স্টেলা আর গারকে ঘরের ভেতর নিয়ে এল। গার শেরিফের ছেলে। সে এখনও ওয়াকিটকিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে উচ্চস্বরে নির্দেশ দিচ্ছে, জানতে চাচ্ছে কেউ উত্তর দিচ্ছে না কেন।

বাইরে কি তার লোকেরা এখনও বেঁচে আছে?

স্টেলা আর গার ঘরের অপরদিকের জানালার দিকে এগোল। দুজনে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে আছে। গার জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরে তাকাল। ঘরের ভেতর এয়ারবোটের কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরের কালো পানিতে ডকের আলোর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে শুধু।

প্রাণীটা যদি এদিকে না আসে, তাহলে গেল কোথায়?

গারের রেডিও ঠিকমতো কাজ করছে না। শর্টওয়েভে সমস্যা দেখা দিয়েছে ঝড়ের পর থেকেই। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে এমনটা হয়ে থাকে- আর্দ্রতা যন্ত্রপাতির ভেতর ঢুকে জ্যাম করে দেয়।

সে বাইরে খালের মতো সরু পথের দিকে তাকিয়ে ছিল, এটাই একমাত্র পথ ফার্মে আসা-যাওয়ার।

খালটা বেশ সরু আর প্যাঁচানো। কিন্তু ক্রুজ শিপের যাত্রীদের আসা-যাওয়ার তুলনায় যথেষ্ট গভীর। বিপরীতে সাইপ্রেস গাছের বন, সেইসাথে প্ল্যান করে লাগানো ফুলের গাছ বনের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও আছে নয়নাভিরাম জলপদ্ম।

"ঐখানে!" স্টেলা চিৎকার করে আঙুল দিয়ে দেখাল।

একটা উজ্জ্বল আলো গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

"দুইটা বোট দেখা যাচ্ছে।" স্টেলা বলল। "মনে হচ্ছে এদিকেই আসছে।"

"এখানেই থাকো, জানালার কাছে। আমি ডক থেকে ঘুরে আসছি।"

"ড্যাডি, না। এখনই যেও না, ওদেরকে আরও এগিয়ে আসতে দাও। না হলে অন্তত সাথে করে গারকে নিয়ে যাও।"

একটু দোনোমনো করল আংকেল জো। প্রথম এয়ারবোটটাকে খালের বাঁকে দেখা গেল, এরপর দেহটা ধনুকের বাঁকানো অংশে আস্তে করে এল, বিশালাকার প্রপেলার দেখা যাচ্ছে পিছনে। এয়ারবোটের সার্চলাইট সরাসরি কেবিনের ঘরটায় আসছে, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সবার। স্টেলার বাবা একহাত তুলে আলো ঠেকল।

প্রথম এয়ারবোটের মতো দ্বিতীয়টাও পিছন পিছন ডকের দিকে এগিয়ে এল। এটারও সার্চলাইট সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

চোখ ধাঁধানো আলোতে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না আংকেল জো, তবে স্টেলার আঁতকে ওঠার আওয়াজটা শুনতে পেল ঠিকই। পিটপিট করে থাকল সে, আবছাভাবে দেখতে পেল-গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিশালাকার এক মুর্তি লাফ দিচ্ছে। প্রথম এয়ারবোটের পাইলটটাকে খামচে ধরল প্রাণীটি। এরপর টেনে হিঁচড়ে পানিতে নামাল হতভাগ্য পাইলটাকে। দুইটি দেহ পানিতে পড়ার কারণে সৃষ্ট ঢেউ তীরে আসার পুর্বেই, আবার গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল প্রাণীটি। উপর হয়ে পানিতে কিছুক্ষণ ভাসল একটা মানবদেহ। জলপদ্মের আড়ালে হারিয়ে গেল একটু পরেই।

"ড্যাডি!"

স্টেলা আঙুল উঁচু করে দেখাল এয়ারবোটের দিকে। খালি, পানিতে দুলছে, মিসাইলের মতো চোখা মাথা ঘুরে যাচ্ছে ডকের দিকে। মিসাইলের মতো ছুটল যেন পাইলটবিহীন এয়ার বোট।

"ফুয়েল ট্যাঙ্ক!"

সজোরে ধাক্কা মারলো বোটটি ডকে, নাকটা উঁচু হয়ে উপরে উঠে এল, বোটের তলদেশ ফুয়েল পাম্পে ধাক্কা মারলো। মেটালের সাথে মেটালের সংঘর্ষের শব্দ পাওয়া গেল, গ্যাস ছড়িয়ে পড়ল পুরো বোটে, একটা পোল ভেঙ্গে ইলেক্ট্রিক ল্যান্টার্ণের উপর পড়ল।

ডকের চারপাশে আগুনের ঝলসানি দেখা গেল, আগুন যেন পুরো ডক জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে।

ওহ... না...!

আংকেল জো নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেল যেন।

পিছনের এয়ারবোটটাও বিপদের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল, তাই সে ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। আগুনের তাপ আর ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল। আংকেল জো এগিয়ে গিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে জানালার নীচে শুয়ে পড়ল। পুরো ঘরে আর্ত চিৎকারে কানে তালা লেগে গিয়েছে। একটুপর উঁচু হয়ে দেখল ডকের জ্বলন্ত তক্তাগুলোর মধ্যে একটা রান্নাঘরের উপর পড়েছে।

দ্বিতীয় এয়ারবোটটাও ধ্বংস হয়েছে। পুরো পৃথিবীতে আগুন ধরে গিয়েছে যেন।

স্টেলা তার বাবার হাত ধরে টেনে আনলো। বলল, "ঘরে আগুন ধরে গিয়েছে।"

"বাচ্চাদেরকে এখান থেকে বের করে নিতে হবে।" বাবার দিকে তাকিয়ে বলল। রান্নাঘরে ইতিমধ্যে আগুন ধরে গিয়েছে। গারের দিকে তাকিয়ে স্টেলা বলল, "তুমি বাচ্চাদেরকে এখান থেকে বের হতে সাহায্য করো।"

কিন্তু লোকটা ইতিমধ্যেই পিছিয়ে যাওয়া শুরু করেছে, অন্য কারো দিকে খেয়ালই নেই। ভাঙা কাঁচে কেটে গিয়ে মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। বাচ্চাদেরকে তার পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। এক অভিভাবক ওকে থামাবার চেষ্টা করলে, শটগানের বাট দিয়ে আঘাত করল সে। স্টেলা ওর দিকে এগোল।

"গার!"

কিন্তু দরজার গলে পালাল লোকটা।

আংকেল জো তার মেয়ের কনুই ধরে বলল, "তুমি আর পেগ বাচ্চাগুলোকে বের করে নিয়ে যাও। আমি উপরে যাচ্ছি, বন্দুক বের করতে। প্রাপ্ত বয়স্কদের কেউ বন্দুক চালাতে জানলে, পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।"

স্টেলা ভয় আর আতঙ্কে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনের ভেতর কিছু একটা চলছে। তারপর আস্তে করে মাথা নাড়িয়ে কাজ শুরু করল।

বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আসলে কী করতে চাইছ?"

"চিন্তা করো না, আমি কিছুক্ষণ পরেই আসছি। এখান থেকে বেঁচে ফিরতে হলে, আমাদের প্রচুর অস্ত্রের দরকার পড়বে।"

একটা জোরালো চিৎকার ধ্বনিত হলো, বৃষ্টির মতো আগুনের ফুলকি ছাদ থেকে ঘরের ভেতর পড়ছে।

জো তার মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে দিলো, "যাও।"

আকাশের দিকে আগুনের ঘূর্ণি উঠে যেতে দেখে সবাই কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে গেল CBP বোটের সবাই। তারপর সেকেন্ড ইন কমান্ডের হাত ধরে জ্যাক বলল, "চপার ডাকো, এক্ষুনি।"

কথা শেষ হবামাত্র ঘুরে পাইলট হাউজের দিকে রওনা হলো সে। ওদের বোট এগিয়ে যাচ্ছে, সামনেই খালের সেই বাঁকানো অংশটা। যেটা পার হয়েই কিছুক্ষণ আগে বিধ্বস্ত হয়েছে এয়ারবোট।

এটা কি কোনও বুবি ট্র্যাপ?

সম্ভাবনা কম, কিন্তু সে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না।

"গতি কমাও!" পাইলটকে আদেশ করল সে। "আস্তে এগোও।"

পাইলটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল জ্যাক।

বোটটা আস্তে ভেসে নদীর বাঁকের দিকে এগোল।

জ্যাক সামনে তাকিয়ে আছে। পুরো পৃথিবী যেন জ্বলছে।

"স্যার?" পাইলট জিজ্ঞেস করল।

"ফুল স্টপ।" জ্যাক আদেশ করল।

সামনেই একটা বিশাল লগ কেবিন দেখা যাচ্ছে, সাথে চওড়া একটা ডক। ধ্বংস হওয়া এয়ারবোটটাও দেখা যাচ্ছে। জ্যাক বোঝার চেষ্টা করল। এয়ারবোটের পাইলট কি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডকে ধাক্কা মেরেছে? সম্ভবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এয়ারবোটের পাইলটদেরকে সবাই ডানপিটে হিসেবেই জানে, দুঃসাহসী আর পাগলাটে স্বভাবের।

দ্বিতীয়টারও একই অবস্থা। লাশ ভাসছে।

পিছনে স্কট নেস্টারের সশব্দ কণ্ঠ পেলো, "চপার রওনা হয়েছে, স্যার।"

"সাঁতারুদের প্রস্তুত হতে বলো। পানিতে মানুষের দেহ দেখা যাচ্ছে।"

আদেশ পেয়েই স্কট উধাও হয়ে গেল, জ্যাকও করল ওকে। দেখল, স্কট তার অধীনস্তদের আদেশ দিচ্ছে জোর গলায়। তেল পোড়া গাঢ় ধোঁয়ায় আস্তে আস্তে ঢেকে যাচ্ছে পুরো বোট।

"জ্যাক।"

তাকিয়ে দেখে লোরনা ডাকছে ওকে। চেহারা ম্লান, চোখ ভয়ে বড় বড় হয়ে আছে।

"আমি চিৎকার শুনলাম," বলল সে। অগ্নিকুণ্ডের দিকে নির্দেশ করে বলল, "বাচ্চাদের চিৎকার।"

জ্যাক ভ্রু কুঁচকে কান খাড়া করল, কোনও আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল। নাহ... কিন্তু লোরনার চোখের নিশ্চিত ভাবটাকে ভরসা করতে শিখেছে সে।

তাছাড়া, এমনিতেও এখানে একদল বয় স্কাউটের থাকার কথা। যদি খবর সত্যি হয় তাহলে তাদেরকে এই অগ্নিকুণ্ড থেকে বের করে আনার পথ খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু কিভাবে?

এখানকার জলাশয়গুলো বেশ সরু আর সর্পিল, জোডিয়াকগুলোর পক্ষে চলাচল করা অসম্ভব।

জ্যাক র‍্যান্ডি আর থিবোডক্স ভাইদেরকে খুঁজে বের করল। তারা পিরোজ (Pirogue = একটা গাছ থেকে তৈরি করা সরু ক্যানো যা সেন্ট্রাল অ্যামেরিকা এবং ক্যারিবীয়ান অঞ্চলে দেখা যায়) ক্যানোতে আছে। তারা ক্যানো নিয়ে দ্রুত চলাচল করতে পারবে।

"র‍্যান্ডি!" জ্যাক তার ভাইয়ের দিকে এগোল। ডেকে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। প্রতিটি ক্যানোতে পাঁচ থেকে ছয়জন বসতে পারে। সে বলল, "ক্যানোগুলো উপরে নিয়ে এসো। ওগুলোকে পানিতে নামাতে হবে।"

র‍্যান্ডিকে আর কিছু বলতে হলো না। সে বুঝে ফেললো জ্যাক কী করতে চাচ্ছে। হাতের সিগারেট টোকা মেরে পানি ফেলে দিয়ে বলে উঠল, "শুনেছো আমার ভাইয়েরা, কী করতে হবে।"

সাথে সাথে ওরা দ্রুত কাজ শুরু করে দিলো। ক্যানোগুলো তারা বোটের একপাশে দড়িতে ঝুলিয়ে দিলো। তারপর আস্তে আস্তে নামাতে লাগল। হাল্কা ঝাঁকি খেলো ক্যানো, পানি ছলকে উঠল।

পাশ থেকে জ্যাকের একজন লোক রাইফেল, শটগান নামিয়ে দিলো। দ্রুত কাজ সারছে তারা।

স্কট জ্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "কোস্ট গার্ডকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আরও বোট এবং চপার আসছে।"

জ্যাক বলল, "এখন থেকে বোটের দায়িত্বে তুমি থাকবে। রেসকিউ অপারেশনে তোমার সাহায্য দরকার।"

"বুঝেছি, স্যার।"

জ্যাক লোরনার দিকে তাকাল। সে বুকের উপর হাত আড়াআড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ধৈর্য ধরে থাকলেও চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তির আভাস। সে চাচ্ছে না বোটে থেকে যেতে, কিন্তু এও বুঝতে পেরেছে এখন যা যা করতে হবে, তা লোরনার সামর্থের বাইরে।

টী-বব আর পিয়ট একটা ক্যানো নিয়েছে, সাথে জ্যাকের টিমের তিনজন লোক। জ্যাক নিজে তার ভাইয়ের সাথে দ্বিতীয় ক্যানোতে উঠেছে, সাথে তার টিমের আরও দুইজন।

প্ল্যান ছিলো দুইটা ক্যানো দুই দিকে যাবে। তাহলে দ্রুত তারা জায়গাটার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। সেই হিসেবে থিবোডক্স ভাইয়েরা আগেই ক্যানো নিয়ে পূর্ব দিকে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। জ্যাক তার ক্যানোর অগ্রভাগে বসলো। র‍্যান্ডি মোটা প্যাডেল দিয়ে দিক ঠিক রাখতে লাগল। তারা ছুটতে শুরু করল পশ্চিম দিকে, যেখানে সরু খালটা মেইন চ্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর জলাভূমির দিকে গিয়েছে।

জ্যাক চোখে নাইট ভিশন গগলস পড়ে নিলো। অন্ধকার জলাভূমি আরও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে এখন। এতে অত্যাধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, নাম সেন্সর ফিউশন। এতে করে বস্তুর চারপাশে থাকা আলো ইনফ্রারেড থেকে আলাদা করা হয়ে থাকে যাতে দৃষ্টি আরও ক্লিয়ার হয়। তবে সমস্যা একটাই দৃষ্টিসীমা বেশ সরু আর তাই চারপাশ দেখতে হলে সবসময় মাথা নাড়াতে হয়।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্যাক। তাকে পথ বের করতেই হবে, যেভাবেই হোক।

লোরনা তাকিয়ে আছে, দেখছে আস্তে আস্তে জ্যাকের ক্যানো চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে, অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। জ্যাকের সেকেন্ড ইন কমান্ড হাতে স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বোটের পাইলট নোঙ্গর ফেলার ব্যবস্থা করছে।

তার ইচ্ছে হচ্ছিল না বোটে বেকার বসে থাকতে। কিন্তু আশার কথা হলো-সে একাই নয়। বার্টও রেখে যাওয়া হয়েছে, ওর পাশেই বসে আছে কুকুরটি। ওর শরীরে হাত দিয়ে হাল্কা কাঁপুনি অনুভব করল লোরনা, আগুন আর ধোঁয়া দেখে কিছুটা ভীত সে।

লোরনা বলল, "চিন্তা করো না বার্ট, জ্যাক শীঘ্রই ফিরে আসবে।"

ডেকের মেঝেতে লেজ দিয়ে দুবার হাল্কা বাড়ি দিলো। যেন সমর্থন জানাচ্ছে লোরনার কথায়। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে এখনও সে খুশি নয়।

স্টার্ণের দিক থেকে পানি ছলকে উঠার শব্দে ফিরে তাকাল লোরনা। দেখলো বর্ডার প্রেট্রলের লোকেরা সাঁতারুদের সাহায্য করছে বোটে একটা লাশ তুলতে। এয়ারবোটের পাইলট হবে। বার্ট দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু লোরনা হাত নেড়ে ওদিকে যেতে নিষেধ করল, "এখানেই থাকো।"

বার্ট কথা শুনল লোরনার।

লোরনা এগিয়ে গেল ওদিকে, কোনও সাহায্য লাগবে কিনা জানতে। একজন এজেন্ট এক সাঁতারুকে জিজ্ঞেস করছে, "জেরির খবর কী?"

মেয়েটা বুঝল অন্য এয়ারবোটটার পাইলটের কথা জিজ্ঞেস করছে। সাঁতারুরা হাত নেড়ে জানালো, "মৃত।"

প্রমাণ হিসেবে একজন সাঁতারু বীভৎস দেখতে একটা জিনিস রাখলো ডেকের উপর, লোরনা কাছে গিয়ে দেখল ওটা একটা মানুষের কাটা মাথা। ভয়ে এক পা পিছিয়ে এল সে।

"ফ্যান ব্লেড।" হাত নেড়ে বোঝাল কিভাবে ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গিয়েছে। বলল, "পরে হয়তোবা ধড়টাও পাওয়া যাবে।"

আবার পানিতে নেমে গেল সাঁতারু। যোগ দিলো তার পার্টনারের সাথে।

লোরনা দ্বিতীয়বারের মতো এগিয়ে গেলকাটা মাথার দিকে। তাকিয়ে দেখল গলিত মাথা থেকে এখনও অল্প অল্প করে রক্ত বেরোচ্ছে আর সাদা রঙের ডেকটিকে অল্প অল্প করে রাঙিয়ে দিচ্ছে। নাকটা কেমন যেন জঘন্য আকৃতি ধারণ করেছে। গলার যেখান থেকে কেটেছে সেখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল, কিন্তু ক্ষতটা ফ্যানের ব্লেডের কারণে হয়েছে বলে মনে হলো না। বরং মনে হলো গলার কাছটা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

কুঁচকানো চমড়ার উপর আঙুল দিয়ে টিপে দেখল সে।

"ম্যাডাম, আপনি স্পর্শ না করলেই ভাল হত।" একজন এজেন্ট বলল।

পাত্তা দিলো না লোরনা লোকটার কথায়। সে একজন পশু চিকিৎসক, সেই সূত্রে অনেক মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে তাকে। এটাও সেরকম একটা কাজ-নিজেকে বোঝাল।

যখন সে আফ্রিকায় কাজ করেছিল তখন সিংহের সদ্য শিকার করা অ্যান্টিলোপ আর গ্যাজেল পরীক্ষা করে দেখেছিল। ওদের গলায় যেমন চিহ্ন ছিলো ঠিক একই রকম চিহ্ন কাটা মাথাতেও দেখা যাচ্ছে।

"ম্যা'ম," এজেন্ট আবার বলল।

লোরনা ঘুরে দাঁড়াল, এখানে যে কমান্ডে আছে তার দিকে এগিয়ে গেল, "এজেন্ট নেস্টার!"

এখনও স্কটের হাতে স্যাট ফোন ধরা, তারপরেও বোঝার চেষ্টা করল লোরনার কণ্ঠের আতঙ্ক। "কউ হয়েছে?"

"জ্যাকের সাথে রেডিও কন্ট্যাক্ট করা যাবে?" কণ্ঠে পরিষ্কার আতঙ্ক, "তাদেরকে সাবধান করে দাও, সাথে অপর বোটকেও।"

"সাবধান করব! কিন্তু কী ব্যাপারে?"

"বিড়ালটা... মানে সেই বিশালাকার বিড়ালটা সম্পর্কে, যেটা আমরা শিকার করতে এখানে এসেছি। আর সেটা এখন আশেপাশেই আছে।"

১৭

টী-বব ক্যানোর সামনে বসে ছিল আর পিছন থেকে তার ছোট ভাই প্যাডেল করে দিক ঠিক রাখছিল। চোখ দুটো অর্ধেক বুজে রেখে কান খাড়া করে জলাভূমির প্রতিটি শব্দ শুনছিল শিকারে অসম্ভব দক্ষ লোকটা। ক্যানোর অন্যান্য বর্ডার প্যেট্রল এজেন্টের মতো , তার গগলসের প্রয়োজন নেই। ওর নাকে এমনকি তাদের আফটারশেভ আর কাপড়ের গন্ধও ধরা পড়ছে।

এই রকমের এলাকাতেই তার জন্ম। যখন থেকে সে হাঁটতে শিখেছে তখন থেকেই সে শিকার করতে শিখেছে। তার নিজের ভাইয়ের মতো ই জলাভূমিটা তার কাছে আপন।

ক্যানো যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই বনে নানান ধরণের শব্দ কানে আসছে। রাতের বেলা বনে বিচিত্র রকমের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুলফ্রগ, পেঁচা আর বিভিন্ন নিশাচর পাখিরা নানান রকম আওয়াজ করে থাকে। পানির ভেতর মাথা জেগে থাকা দু'পাশে করাতের মতো ধারালো এক জাতীয় ঘাসের পাশ দিয়ে ক্যানো যাবার সময় গায়ে ঘষা লেগে একধরণের শব্দ হচ্ছে। এমনকি মশারাও কানের কাছে অনবরত গুনগুন করে যাচ্ছে। প্রথমে একজোড়া খরগোশকে পালাতে দেখল সে, তার কিছুক্ষণ পর টী-ববের চোখে ধরা পড়ল একটা লাল হরিণের সাদা লেজ।

প্রাণীগুলোর পালাবার পথ গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করল সে।

পশুগুলো আতংকে অস্থির বলে মনে হচ্ছে না, তারমানে আগুন ওদের ধারেকাছে এখনও আসেনি। মাঝে মাঝে পানি আঙ্গুলের ডগা ডুবিয়ে স্রোতের দিক পরখ করে দেখছিল আর সেইমতো তার ভাইকে হাতে দিয়ে ইশারা করে দিক নির্দেশ দিচ্ছিল। তার আত্মবিশ্বাস সে অবশ্যই আগুনের ভেতর দিয়ে রাস্তা বের করতে পারবে। তবে যে খালগুলো স্রোত বিহীন, সেগুলো এড়িয়ে চলছে। কারণ ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ওগুলো ধরে এগোলে পুকুর বা জলা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না।

সে ক্যানোটাকে ঘুরিয়ে নতুন একটা জায়গায় নিয়ে এল। নাকে একটা বিচিত্র গন্ধ এল। গন্ধটা ক্ষীণ হলেও, নাকের সাথে লেগেই রইল। জলাভূমির গন্ধ তার কাছে পরিচিত, এর বাতাসে ভেসে বেড়ানো কণাগুলোর গন্ধও সে চেনে। এমনকি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে গন্ধের যে তারতম্য হয় সেটাও সে জানে কিন্তু এই গন্ধটা উঁহু... একেবারেই নতুন, এখানকার তো নয়ই।

টী-বব হাত উঁচু করে মুঠো করলো, সাথে সাথে পিয়ট ক্যানোটাকে অপূর্ব দক্ষতার সাথে নিঃশব্দে থামিয়ে দিলো।

"আমরা থামছি কেন..." এজেন্টদের একজন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। কিন্তু টী-বব ইশারায় চুপ থাকতে বলল আর একটা হাত উঁচু করেই রাখল।

অন্ধকার বনের দিকে তাকাল সে। এজেন্টগুলো তাদের হাই টেক গ্যাজেট ব্যবহার করে দেখুক কিছু দেখা যায় কিনা। ও এসব ছাড়াই অনেক ভালো দেখতে-শুনতে পায়।

টী-বব আবার নীচের পানির দিকে তাকাল, সমস্ত শরীর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে পানি ছলকে ওঠা, পাতার মর্মর বা কোনও রকমের কিচিরমিচির শব্দ।
কাছেপিঠেই কিছু হেঁটে বেড়াচ্ছে।
খুব আস্তে আর সবার অলক্ষ্যে।
এদিকেই আসছে।
টী-বব আঙুল দিয়ে ইশারা করতেই পিয়ট দ্রুততার সাথে চ্যানেলে নিয়ে এল ক্যানোটাকে। আগুন এড়াবার কোন ইচ্ছা ওর আছে বলে মনে হলো না। বরং যাচ্ছে সরাসরি ওদিকেই। মনে আশা, প্রাণীটা হয়তো আগুন আর তাপে ভয় পেয়ে ওদের পিছু ছেড়ে দিবে।
কিন্তু একাজে সফল হতে হলে তাদেরকে দ্রুত আর নিঃশব্দে এগোতে হবে।
ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পিছে রেডিওতে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "টিম ওয়ান, রিপোর্ট।"
এজেন্ট উত্তর দেয়ার আগেই টী-বব তাকে থামিয়ে দিলো, মাথা নেড়ে নিষেধ করল। বাকী চারজন মরার মতো চুপ করে রইল।
লম্বা শ্বাস নিলো সবাই।
আগুনে পোড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না আশেপাশে।
"মানসুরের টিমের কোনও খবর নেই," স্কট রেডিওতে বলল।
ক্যানোতে শক্ত হয়ে বসে আছে জ্যাক। উত্তর দিতে যাবে ঠিক সেইসময় কাছেই রাইফেলের গুলির শব্দ শুনতে পেলো। মনে হলো যেন পাশের গাছ থেকেই শব্দটা এসেছে। কিন্তু সে জানতো শব্দটার উৎস কমপক্ষে এক মাইল দূরে।
তারা তাদের জবাব পেয়ে গিয়েছে।
লোরনাই ঠিক, পশুটা কাছে-পিঠেই কোথাও আছে।
রেডিওতে জিজ্ঞেস করল, "চপার আসতে কতক্ষণ লাগবে?"
"পাঁচ মিনিট।"
"পূর্ব দিকে যেতে বলো। বাক্বীরা যেদিকে গিয়েছে।" তার মনে পড়ল লোরনার সাবধানবাণী, সে বলেছিল হেলিকপ্টারের আলো, ইঞ্জিনের শব্দ, রোটরের শব্দ জাগুয়ারকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে। মনে মনে প্রার্থনা করল- তাই যেন হয়। "পাইলটকে বলো গাছগুলোর মাথার কাছাকাছি যেন থাকে। যতটা বেশী সম্ভব আওয়াজ করে।"
র‍্যান্ডি জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কী?"
জ্যাক উত্তর না দিয়ে ঠোঁটের সাথে চেপে রাখা রেডিওতে বলল, "আর স্কটি, নিজের দিকে খেয়াল রেখো। সবারকেও বোটে ফিরে আসতে বল।"
"এরিমধ্যে ফিরে এসেছে সবাই। উপকূলের উপর নজর রাখছি আমরা। আপনি কি বোটে ফিরে আসার কথা ভাবছেন?"

জ্যাক বলল, "না, আমরা আরও এগিয়ে যাব। চেষ্টা করবো অকুস্থলে পৌঁছানোর। সেখানে গিয়ে দেখব কী অবস্থা, কারও কোনও সাহায্য লাগবে কিনা। তোমরাও তাই কর।"

"আই (Aye) স্যার, বুঝেছি।"

কোলের উপর রেডিও রাখলো জ্যাক।

স্টার্ণ থেকে র‍্যান্ডি জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কি আমরা সামনে এগোচ্ছি?"

"আমরা ইতিমধ্যেই আগুনের কাছাকাছি চলে এসেছি।"

জ্যাক গগলসের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল। আগুন গাছে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে মনে ভাবলো থিবোডক্স ভাইদেরকে পূর্ব দিকে পাঠানো ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন করার কিছু নেই।

সে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলা একটা স্রোতের দিকে নির্দেশ করল। পথটা সোজা এগিয়ে গিয়েছে, এটা ব্যবহার করে তারা সহজেই অ্যালিগেটর ফার্মে ঢুকতে পারবে।

র‍্যান্ডি শ্বাস ফেলল, দুজন এজেন্ট প্যাডেল করতে লাগল। ক্যানো চ্যানেলে প্রবেশ করল, তারপর আবার তারা থেমে গেল। জ্যাক আগুনের ছড়িয়ে পড়া দেখছে।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে চ্যানেলটা সরু হয়ে আসছে ক্রমশ, গাছের ডালগুলো নীচু হয়ে আছে, দৃষ্টিপথ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। সে নীচু হলো কিন্তু তাতেও তার হেলমেটের সাথে ডালগুলো বাড়ি খাচ্ছে, মসের সাথে গালে ঘষা লাগছে অনবরত।

র‍্যান্ডি গাল বকে বসল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা কঠিন হয়ে আসছে। অনবরত বাঁক আর জোয়িাকী পোকা গগলসের সামনে রূপালী-সবুজ রঙের আচ্ছাদন তৈরি করছে। প্রায় অন্ধ হবার দশা। কী যেন একটা দেখে তার টিমের একজন চিৎকার দিয়ে উঠল। জ্যাক চোখ থেকে গগলস খুলে ফেলল, দেখলো একজন সৈনিকের লাশ পানিতে অর্ধেক ডুবে আছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আরেকটু সামনে এগোতেই তারের জালি দেয়া ঘেরাও করা জায়গা দেখতে পেলো, বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে-

"প্রবেশ নিষেধ"

এটাই মনে হয় অ্যালিগেটর ফার্মের এদিককার শেষ সীমানা।

তারা পেরেছে, শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছে তারা। কাছেই কোথাও চিৎকার শুনতে পেলো।

বাচ্চাদের কণ্ঠস্বর।

"এগিয়ে চলো," জ্যাক বলল।

হাতে এক ফোঁটা কী যেন পড়লো, তাকিয়ে দেখল, রক্ত - লাল রঙ। লাশ দু'টোকে দেখে জ্যাকের মনে সন্দেহ হলো। এভাবে লাশ পড়ে থাকাটা কেমন যেন মনে হচ্ছে তার কাছে, দেখে মনে হচ্ছে ইচ্ছে করে তারের জালির কাছাকাছি ফেলে রাখা হয়েছে।

এটা কি কোনও রকমের মার্কিং? পশুটা কি তাহলে তার এলাকা চিহ্নিত করে গিয়েছে?

যদি তাই হয় তাহলে সেটা কতখানি চালাক?

১৮

স্টেলা চিৎকার করে উঠল, "ক্যাম্পের আগুন চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে।"

"এখানে আমাদের থাকা ঠিক হবে না।" তার মা বলে উঠল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। না হলে আগুনের ফাঁদে আটকা পড়ব।"

স্টেলা তার চারপাশের বাচ্চাদের চোখের দিকে তাকাল। তারা অনেকেই পশুটাকে দেখেনি, জানেও না কত দ্রুত চলাফেরা করতে পারে সেটা। কেউ যদি হেঁটে এখান থেকে পালাতে চায় তাহলে সহজেই পশুটা এক এক করে তাদেরকে খেয়ে ফেলবে।

স্টেলা চিৎকার করে বলে উঠল, "ক্যাম্প সাইটটা আদপে খোলা জায়গা আর বাতাসও অন্য দিকে বইছে। আগুন আমাদেরকে ঘিরে ধরলেও অসুবিধা নেই, শরীর ভেজাবার জন্য আমাদের হাতের কাছেই পানি আছে। তবে সাবধানের মার নেই, ব্যান্ডানা ভিজিয়ে নিলেই ভাল হবে, যেন প্রয়োজন হলে নিজেদের নাক-মুখ ঢেকে রাখতে পারি।"

"ও ঠিক বলেছে।" স্টেলার বাবা বলল, "এখানে চুপচাপ বসে থাকাই নিরাপদ।"

"কেউ আসছে," একজন বলে উঠল। ফার্মের পিছন দিক দেখাল।

মানুষ কোথা থেকে এল?

"ওরা কি গারের লোক?" স্টেলার বাবা জিজ্ঞেস করল।

"মনে হয় না।"

স্টেলা চোখ কুঁচকে তাকাল-ভালভাবে দেখতে চায়। তিনজনকে দেখতে পেল ও, ইউনিফর্ম পড়ে আছে। মাথায় হেলমেট, অস্ত্রও আছে হাতে। "আর্মির লোক বলে মনে হচ্ছে।"

আর্মি না হলেও-অন্তত গারের লোক যে নয়, সে ব্যাপারে স্টেলা নিশ্চিত।

গার তাদেরকে আগুনের মধ্যে ফেলে পালিয়ে ফার্মের যেখানটায় রেডিও রুম আছে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। জায়গাটা বেশ উঁচ, উপরে অ্যান্টেনা বসানো। ভেবেছে সেখানে সে নিরাপদ থাকবে।

ফার্মের অপরদিকে চারজনকে বোর্ডওয়াক ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, পরনে কমব্যাট ইউনিফর্ম, হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। যখন দৌড়াচ্ছে তখনও তাদের নজর দুপাশে নিবদ্ধ যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে, সরাসরি ক্যাম্পসাইটের দিকে এগোচ্ছে।

তারা কি বাঘটার ব্যাপারে কিছু জানে?

এক মিনিটেরও কম সময়ে তারা দৌড়ে চলে এল। স্টেলার বাবা আর ক্যাম্প মাস্টার চারজনের সাথে পরিচিত হলো। দলের নেতা বাকীদের চাইতে লম্বা। তার হিসেবী চোখ ক্যাম্পটাকে নিরীখ করে দেখল।

"আমি এজেন্ট জ্যাক মেনার্ড, CPB তে আছি।" দলের নেতা নিচের পরিচয় দিল।

আংকেল জ্যাক অল্প কথায় এখান পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন।

"একটু দূরে আমাদের বোট রয়েছে। এই পর্যন্ত আসতে পারলেও, এত গুলো মানুষকে বহন করতে পারবে না। তবে চিন্তার কিছু নেই, আমাদের হেলিকপ্টার আর বোট কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। তখন সবাইকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই শান্ত থাকুন।"

স্টেলার বাবা নীচু স্বরে বলল, "তুমি কি জানো যে, আশেপাশে সাদা রঙের একটা বাঘ আছে? বিরাটকায় দৈত্যের মতো সাইজ।"

"জানি, আপনারা কি এই এলাকা খালি করার নোটিশ পাননি?"

স্টেলার বাবা স্টেলার দিকে একবার তাকিয়ে আবার মাটির দিকে নজর ফেরাল।

"যাক গে," লোকটি বলল। বকাবকি করে আর কি লাভ? বরং লোকটা তার বাবার কাঁধ চাপড়ে বলল, "আমরা যদি সবাই সতর্ক থাকি তাহলে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই।"

স্টেলা ভালো করে লক্ষ্য করল লোকটাকে। কী দারুণভাবে সে তার বাবাকে অভয় দিলো! এরকম পরিস্থিতি গলা উঁচিয়ে চিল্লাচিল্লি করা উপস্থিত সবাইকেই হতাশ করে দিতো। এই লোক যে নেতা হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

এজেন্ট মেনার্ড তার দলের লোককে কিছু নির্দেশ দিলো। তারপর রেডিওতে কথা বলার জন্য সেট অন করলো। স্টেলা কয়েক পা এগিয়ে এল কী বলে সেটা শোনার জন্য।

"আমরা ফার্মে পৌঁছে গেছি। এখানে ষাটজনেরও বেশি লোক রয়েছে-পুরুষ, মহিলা আর বাচ্চারা মিলিয়ে। তুমি কি অপর টিমের কোনও খবর জানো?"

রেডিওতে কথা বলতে বলতে আঙুলগুলো চেপে বসলো।

কণ্ঠে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তার।

"কী? সে চলে গিয়েছে? কী করেছে?"

সে, মানে লোরণা স্থলপথে বনের দিকে হাঁটা দিয়েছে। যদিও তার সাথে দুজন এজেন্ট আছে-গার্সিয়া আর শিল্ড্রেস। সাথে বার্টও আছে, ঘাসের মধ্যে নাক গুঁজে আছে। যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দলটাকে। লোরনা সাথে ট্র্যাংকুলাইজার গান নিয়েছে। এটি .৫০ নিউ-ডার্ট (Pneu-dart) রাইফেল নামে পরিচিত যার ভেতরে আছে পাঁচটি ১.৫cc ডার্ট। এতে আছে এটোরফিন ক্লোরাইড যা M99

নামে পরিচিত, একটি উচ্চমাত্রার নিউরোলেপ্ট-অ্যানালজিসেক (Neuroleptanalgesic = এক ধরণের ড্রাগ যা শক্তিশালী পশুকে ঘুম পাড়াতে ব্যবহৃত হয়)। এর এক ফোঁটা মানুষকে মেরে ফেলতে পারে, পাঁচ মিলিগ্রাম একটা বড়সড় গন্ডারকে ফেলে দিতে যথেষ্ট।

তাই সে বেশ নিশ্চিন্ত গার্সিয়া আর শিল্ড্রেসকে সাথে পেয়ে। আর ওদের অ্যাসল্ট রাইফেল তো সাথে আছেই।

তারা পূর্ব পাড়ের চ্যানেলের কাছে বোট থেকে নেমে যায়। বনের ভেতর গানফায়ারের শব্দ শোনে একবার। তারপর সব চুপচাপ। নাইট ভিশন গগলস ব্যবহার করছে ওরা, কিন্তু কোথাও অন্য টিমের দেখা পায়নি।

কী যেন দেখতে পেলো লোরনা গগলসের ভেতর দিয়ে, হিট সেন্সরে বোঝা যাচ্ছে দূরত্ব পঞ্চাশ গজের মতো । একটা সাইপ্রেস গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, আকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি সে নিশ্চিত না। শেষ পর্যন্ত সেটার পিঠ দেখা গেল। মনে হচ্ছে বড়সড় সাইজের কোনো বিড়াল। কেন জানি দ্রুত পিছিয়ে গেল ওটা।

ACRES- এ রেখে আসা বাঘীরার ভাইটাই না তো?

এখন বোঝা যাচ্ছে কেন মা জাগুয়ারটা এতো দ্রুত এগুচ্ছে। কেবলমাত্র খাবারের ব্যবস্থা করা আর নিজের এলাকা চিহ্নিত করাই তার উদ্দেশ্য না, সেই সাথে শাবকটাকেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। যদি মা জাগুয়ারটা থিবোডক্স ভাইদেরকে আক্রমণ করে তাহলে অবাক হবার কিছুই নেই। যেখানে মা জাগুয়ার তার শাবকটাকে লুকিয়ে রেখেছে, সেই পথেই ওরা অগ্রসর হয়েছে।

সব কিছু এখন নির্ভর করছে শাবকটার উপর।

ওরা যদি শাবকটাকে বোটে ফিরতে পারে, তাহলে মা জাগুয়ারটাকে ধরার একটা সুযোগ তৈরি হবে। কারণ বাচ্চাটাকে ধরতে পারলেই, মা টাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অস্ত্র পাওয়া যাবে হাতে।

এই কথাটা জ্যাকের সেকেন্ড ইন কমান্ড, স্কট নেস্টরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল সে। কিন্তু প্রথমে অনুসন্ধানীদলের সাথে লোরনাকে যেতে দিতে চায়নি স্কট। শেষে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সাঁতরে তীরে ওঠার হুমকি দিলে, অনুমতি দিতে বাধ্য হয় সে। তবুও বেশ কয়েকবার জ্যাকের সাথে রেডিওতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল নেস্টর, পারেনি। বাধ্য হয় দু'জন এজেন্টকে সাথে দিয়ে দিতে। তবে ভালো করে বলে দিয়েছে, "তোমাদের কোন ঝামেলায় ফেললে, দরকার হলে চুল ধরে নিয়ে আসবে মেয়েটাকে।"

লোরনা এখনও তার গগলসে শাবকটার গায়ের তাপের উপস্থিতি টের পাচ্ছে। মনে মনে চাইছে শাবকটাকে ধরতে, কেননা তাহলে মা জাগুয়ারটাকে সে কাছেপিঠে নিয়ে আসতে পারবে।

বার্টকে সে পিছু নিতে বলল।

ছুটে গেলবার্ট, জাত হাউন্ডের মতো ই শিকারকে ধাওয়া করল সে বনের ভেতর ঘাস এড়িয়ে। কিন্তু কাছে গিয়েই ঘেউঘেউ শুরু করে দিলো। লোরনা ছুটে গেল, ধমক দিলো, "চুপ বার্ট।" চেঁচামেচিতে মা জাগুয়ারটা চলে আসতে পারে। তাকিয়ে দেখল শাবকটা গাছে উঠে পড়েছে, তবে খুব বেশি উঁচুতে নয়। সদ্যজাত শাবক, খুব বেশি বয়স নয়, চোখ দুটো উজ্জ্বল। বড় বড় আর কাঁচের মতো স্বচ্ছ, নীচে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ দিয়ে একরকম শব্দ করছে, যেন সাবধান করে দিচ্ছে তার কাছে না আসে।

লোরনা কাঁধে করে লাল রঙের একটা আগুন নিরোধক কম্বল এনেছিল। জালের মতো করে, সেটা সে ছুঁড়ে দিলো শাবকটার দিকে। সাথে সাথে শাবকটা কম্বলের সাথে জড়িয়ে নীচে পড়ে গেলো। ধরে ফেলল লোরনা। শাবকটা ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলেও বেশিক্ষণ টিকল না। কারণ দূর্বল শরীর, ঠিক ওটার ভাইয়ের মতো।

"ম্যা'ম, এবার যাওয়া উচিৎ।" গার্সিয়া বলল।

তার সঙ্গী শিল্ড্রেসও রাইফেল বাগিয়ে সায় জানাল। কান খাড়া করে রইল মা জাগুয়ারটার কোনও শব্দ পাওয়া যায় কিনা। নতুন একটা শব্দ পেলো তারা- মাটিতে জোরে জোরে কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ।

উত্তর দিকে রওনা দিলো ওরা। চোখে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল। জ্যাকের কল করা হেলিকপ্টার, বে ল্যানক্স থেকে উড়ে আসছে। এক হাতে গগলস কপালে উঠাল সে। চপারটা এখনও আধা মাইল দূরে আছে। শব্দটা আরও জোরে জোরে আর কাছেই শোনা যেতে লাগল।

"চলুন, যাই।" গার্সিয়া বলল।

রাইফেলটা এক হাতে বাগিয়ে ধরলো। সামনে তাকাতেই এক জোড়া বড় বড় জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেলো, চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছে।

বরফের মতো জমে গেল সে।

বার্ট গভীর স্বরে গরগর করে উঠল।

তার পরেই চোখ দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক পা পিছিয়ে গেল লোরনা।

"কী হলো?" শিল্ড্রেস জিজ্ঞেস করল।

"দৌড়াও।"

লোরনা যেন উড়ে গিয়ে জোডিয়াকে উঠল, তারপর সেখান থেকে বোটে। হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে ধাক্কা মারছে। ডেকে উঠেই উপকূলের দিকে তাকাল।

মা টা পিছু নিলো না কেন?

মাথার উপর হেলিকপ্টার ভাসছে। গাছের ডগার ঠিক কাছাকাছি। ইতিমধ্যেই সে বোটে উঠে পড়েছে শাবক নিয়ে। ধারে কাছে মাত্র মাত্র দশ গজ দূরেই গাছ। জাগুয়ার খুব সহজেই দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় লাফ দিয়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে।

গার্সিয়া আর শিন্ড্রেস বিপদটা বুঝতে পারল। ডেকে তাদের বুট স্পর্শ করতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করলো তীরের দিকে।

বার্ট লাফ দিয়ে উঠে লোরনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

স্কট নেস্টার এসে যোগ দিল ওদের সাথে। "আপনি কি বাচ্চা খুঁজে পেয়েছেন?"

"শাবক।" লোরনা সংশোধন করে দিলো। "ওর মাকেও পেয়েছি"

অন্ধকার তীরের দিকে তাকাল স্কট। "গার্সিয়া? কিছু দেখতে পাচ্ছো?"

"জোয়িাকি পোকা ছাড়া কিছুই না।" তবুও সে সতর্ক রইল। "মনে হয় ডক্টর পোল্ক পানিতে কোনও কিছুর প্রতিফলন দেখেছেন। আমি আর শিন্ড্রেস কিছুই দেখিনি।"

"ওটা ওখানেই আছে।" মনে গেঁথে গিয়েছে পশুটার জ্বলন্ত চোখ, কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

"যদি আপনার কথাই ঠিক হয়," স্কট বলল, "তাহলে সেটা আশেপাশেই কোথাও আছে। আর এটাও জানে, যে তার শাবকটাও আমাদের কাছে।"

লোরনা স্কটের কথায় সতর্কতার আভাস পেলো।

মনে মনে ভাবছে, কেনো সেটা তাদের পিছু নিলো না! হেলিকপ্টারের আওয়াজ বা ঘুর্ণনের আলোতে প্রাণীটার ভয় পাবার কথা না। কেননা, এয়ারবোটের পাইলটকে আঘাত করতে সে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেনি।

কোলের মধ্যে শাবকটা এখনও অল্প অল্প নড়াচড়া করছে, আরও আরাম খুঁজছে। অবশ্য এটা ট্রলারে খুঁজে পাওয়া শাবকের মতো অতটা দূর্বল না। তবে স্বাস্থ্য খুব একটা ভালোও বলা যাবেনা।

তাহলে কি মা জাগুয়ারটা এটার স্বাস্থ্য খারাপ জেনেশুনেই একেও ছেড়ে দিয়েছে? সে জন্যই কি আর আমাদের পিছু নেয়নি?

চিন্তাটাকে লোরনা পাত্তা দিলো না। এই শাবকটাকে বাঁচাতে মা জাগুয়ার লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছে, এতো সহজে হাল ছেড়ে দেবার কথা নয়।

তাহলে সেটা কোথায়? কী তার প্ল্যান?

আরও পাঁচ মিনিট গড়ালো। নাহ, কোনও চিহ্ন নেই জাগুয়ারটার। উপরে হেলিকপ্টার ভাসছে, অন্ধকার বনে আলো ছড়াচ্ছে অনবরত।

স্কট স্যাট ফোনে কোস্ট গার্ডের সাথে কথা বলছে। রেসকিউ টিম দশ মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে।

বার্ট ডেকের মেঝেতে মুখ নীচু করল। তার সতর্ক চাহনি লক্ষ্য করল লোরনা, কিছুটা চিন্তিত হলো সে। এখনও গরগর করছে বার্ট।

"চলে গিয়েছে," বিড়বিড় করল লোরনা।

পিছনে স্কটের বিচলিত কণ্ঠ পেলো।

"জ্যাক রেডিওতে আছে। বলল ফার্মে নাকি জাগুয়ারটাকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু আপনার কথা মতো সেটার তো এখানে তার শাবকটার কাছে থাকার কথা।"

লোরনা ঘুরে দাড়িয়ে জ্বলন্ত কেবিনটার দিকে তাকাল, নতুন পাওয়া তথ্যটা নিয়ে ভাবছে।

"জ্যাকের কাছে হেলিকপ্টারটা পাঠাচ্ছি।" বলল স্কট, "হয়তো দানবটা ভয় পাইয়ে বাচ্চাদের কাছ থেকে দূরে সড়াতে পারবে।"

তীব্র ঠাণ্ডা সত্ত্বেও যেন জমে গেল লোরনা। *বাচ্চারা!* হাত বাড়িয়ে দিল স্কটের দিকে।

"আমাকে রেডিও দাও। জ্যাকের সাথে কথা বলতে হবে।"

জ্যাক জায়গাটা ভালো করে চেক করছে। পাশেই র‍্যান্ডি। চারিদিকে আগুন বেশ ভালোভাবেই ধরেছে। নিজের লোক ছাড়া সবাইকে সে ক্যাম্প সাইটের মাঝখানে অবস্থিত তাঁবুটার কাছে থাকতে বলেছে। পানি থেকেও দূরে থাকা দরকার।

আগুন যত ছড়াচ্ছে জ্যাকের গগলসের উপযোগীতা যেন ততই কমে যাচ্ছে। ওর টিমের একজন জাগুয়ারটাকে দেখেছে। কিন্তু রাইফেল পজিশনে আনার আগেই সরে পরে সে।

"শালার ভূত," এছাড়া আর বলার মতো কিছুই নেই এই মুহূর্তে।

র‍্যান্ডি বলল, "জাগুয়ারটা আমাদের সাথে ইঁদুর-বিড়াল খেলছে।"

বড় ভাই কী বলতে চাচ্ছে সেটা জ্যাক বুঝতে পারল। জাগুয়ারটা যে দক্ষ শিকারী, তা আগেই প্রমাণ করেছে। মাথায় কোন ফন্দি না থাকলে এত সহজে দেখা দিতো না সে। যেন, পরীক্ষা নিচ্ছে ওদের। দেখতে চাইছে জ্যাকরা শিকারী হিসেবে কতটা দক্ষ।

"এখানে, এদিকে।" চিৎকার দিল কেউ একজনও। স্কাউট মাস্টারদের একজনও, টের পেল জ্যাক। গুলি ছুঁড়ল স্কাউট মাস্টার।

দলের অন্যরা দৌড়ে গেল লোকটার অবস্থানে।

দুই একজন কিছু না দেখেই গুলি চালাল।

র‍্যান্ডি ব্যাপারটা দেখতে চাইল কিন্তু জ্যাক তার হাত টেনে ধরলো, "না।"

জলায় শিকার করার অভিজ্ঞতার কারণেও হতে পারে, আবার ইরাকের বিদ্রোহীদের সাথে লুকোচুরি খাবার অভিজ্ঞতার কারণেও হতে পারে-জ্যাকের মনে হলো, জাগুয়ারটা ওদের জন্য ফাঁদ পেতেছে।

খুব সতর্কতার সাথে সে পুরো জায়গাটা চেক করল। র‍্যান্ডি বুঝতে পারল তার ভাই কী করতে চাচ্ছে। সে পজিশন নিলো, কিন্তু তাদের দুজনের পক্ষে এতটা জায়গা কভার করা বেশ কঠিন।

বিপদ দেরিতেই টের পেলো জ্যাক।

একটা ছেলে আগুন জ্বালানোর কাঠ জড়ো করছিলো সামান্য একটু দূরে তাঁবুর কাছে। হঠাৎ তাঁবুটা বাম দিকে নড়ে উঠলো, ছেলেটির ঠিক পিছনেই। সাথে সাথে লাফ দিয়ে একেবারে জ্যাকদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর চলে এল জাগুয়ারটা। আক্রমণটা এতোই দ্রুত ছিল যে ছেলেটা চিৎকার করার সুযোগও পায়নি। জাগুয়ারটা অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে ছেলেটার শার্টের পিছনের অংশ টেনে ধরে লাফ দিয়ে আগুনের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল।

জ্যাক তার হৃৎকম্পনের ভগ্নাংশ পরিমাণ সময় দেরি করে ফেলল। কিন্তু ইচ্ছাকৃত নয়। সে ভেবেছিল যদি গুলি করতে একচুল এদিক-ওদিক হয় তাহলে ছেলেটা মারা পড়বে।

কোমরে রাখা রেডিওটা কথা বলে উঠল, "জ্যাক! কাম ইন!"

কলটা উপেক্ষা করতে চাইলে জ্যাক, কিন্তু কণ্ঠটা লোরনার। টেনে খুলে মুখের কাছে নিয়ে এল রেডিও।

"কী হলো?" ভিতরে ফুঁসে ওঠা রাগ বা হতাশা, কোনটাই লুকাতে পারল না জ্যাক।

"জাগুয়ারটা! আমার মনে হয় ওটা বাচ্চাদের দিকেই গিয়েছে!"

জ্যাক শ্বাস ছাড়ল, "অনেক দেরি করে ফেলেছ তুমি। ইতিমধ্যেই সে আক্রমণ করেছে আর একটা বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।"

"মেরে ফেলেছ? মানে, জ্যাক, আমি বলতে চাচ্ছি -"

ঠিক সেসময় একটা তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো বনের ভেতর। ছেলেটার আর্তনাদে ভয়াবহ আতঙ্ক প্রকাশ পাচ্ছে।

কিন্তু ছেলেটা তো অন্তত বেঁচে আছে!

কিছুটা সান্ত্বনা পেলো মনে হয় জ্যাক।

কিন্তু ছেলেটাকে এখনও মেরে ফেলেনি কেন?

মনে পড়ল র‍্যান্ডির কথাটা, জাগুয়ারটা আমাদের সাথে ইঁদুর-বিড়াল খেলছে। সে তার শিকারকে কিছুক্ষণ খেলিয়ে নিচ্ছে মেরে ফেলার আগে।

জ্যাক শুনতে পেলো চিৎকার তীব্রতা বেড়েই চলেছে।
লোরনা রেডিওতে কান্নার শব্দ শুনতে পেলো। যতটুকু শুনতে পেল, ততটুকুই যথেষ্ট। স্কটের দিকে ফিরে বলল, "চপারকে এখনই ফিরতে বলো।"
"কেন?"
"আমাকে ওখানে যেতে হবে! শাবকটাকে সাথে নিয়ে।"
ভ্রু কুঁচকালো স্কট কিন্তু তর্ক করল না, রেডিও তুলল সে। কয়েক সেকেন্ড পরেই হেলিকপ্টার বোটের মাথার উপর চলে এল।
"ডেকে হেলিকপ্টার নামতে পারবে না। ওরা একটা হারনেস ফেলে দেবে। এভাবেই আপনাকে তারা বয়ে নিয়ে যাবে।"
হঠাৎ লোরনার মনে একটা চিন্তা ধাক্কা মারলো। আকাশে ওড়ার ভয়। মনে হলো শরীরের সব রক্ত পায়ে নেমে যাবে, সাথে পাকস্থলীটাও।
"এটাই আপনার জন্য সহজ হবে আর সময়ও কম লাগবে।"
চোখের সামনে হেলিকপ্টারের সাথে ঝুলে থাকার ছবি ভেসে উঠল। উপরে তাকিয়ে দেখতে পেলো, একটা কেবল দিয়ে হলুদ রঙের রেসকিউ হারনেস নেমে আসছে।
ঝোঁকের মাথায় নেয়া সিদ্ধান্তটা নিয়ে আফসোস হচ্ছে এখন। এমনটা যে হতে পারে, তা লোরনার মাথাতেই আসেনি।
হারনেস নেমে এল। গার্সিয়া এগিয়ে দিলো সেটা লোরনার দিকে। নিজের উপর প্রচণ্ড জোর খাটিয়ে তৈরি হলো সে।
শাবকটা ওর হাত থেকে নিজের হাতে নিলো স্কট। এদিকে গার্সিয়া তাকে হারনেসটা মাথার গলিয়ে, হাতের নীচ দিয়ে পরিয়ে দিলো। তারপর ঘোড়ার পিঠে যেভাবে চামড়ার বেল্ট বাঁধে সেভাবে লোরনার পিঠের সাথে বেঁধে দিলো। "আপনি ঠিক আছেন?" জিজ্ঞেস করল সে।
"আমার রাইফেলটা দিন," লোরনা উত্তরে বলল।
শিল্ড্রেস ট্র্যাংকুলাইজার গানটা ডেক থেকে নিয়ে এল। লোরনা সেটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে, শাবকটাকে কোলে নিলো।
স্কট হাতের ইশারায় জানতে চাইল, সব ঠিক আছে কিনা।
জবাবে লোরনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।
এক পা পিছিয়ে গিয়ে স্কট মাথের উপর হাত ঘুরাল। সাথে সাথে ইঞ্জিনের শব্দ জোরালো হয়ে উঠল, টান পড়ল হারনেসে সেইসাথে লোরনার বাহুতেও। হেলিকপ্টার কিছুটা উপরে উঠে গেল আর সেইসাথে উইঞ্চ (Winch = কপিকল বিশেষ) থেকে কয়েকগজ কেবল নেমে এল।
নীচের দিকে তাকালে বোটটা নজরে পড়ল। ইচ্ছে হলো চোখ বন্ধ করতে, কিন্তু জানে এমন করলে তার মনের ভয় আরও বেড়ে যাবে। সামনে লগ হাউজ

জ্বলছে। আগুন উঁচু হয়ে গাছের মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। রোটরের ব্লেড ঘন ধোঁয়া কেটে সামনে গিয়ে যাচ্ছে, এক পর্যায়ে আগুনের উপরে চলে এল। এবার দম বন্ধ করে ফেলল সে, চোখটাও বন্ধ করল। যখন আগুনের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন কোনও আগ্নেয়গিরির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

যখন সে শ্বাস নিতে পারল, তখন তাকিয়ে দেখল- কালো পানির পুকুর, প্ল্যাঙ্কওয়ে, কাঠের ওয়াকওয়ে, প্ল্যাটফর্ম আর সেইসাথে টিনের ছাদ দেয়া কয়েকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। পুকুর থেকে একটু দূরে আগুনে ঘেরা কালো রঙের জলাভূমি দেখতে পেল। লোকজন জড়ো হয়ে আছে এখানে।

হেলিকপ্টার ধীরে ধনুকের মতো বাঁক নিলো, এতে হারনেসে দুলুনির সৃষ্টি হলো, বাতাস ঝাপটা মারলো লোরনার চোখে-মুখে। কিছুক্ষণের জন্য উল্লাস বোধ করল সে।

কিন্তু একটুপরেই নীচের লোকজনের চলাফেরা তার মনযোগ আকর্ষণ করল।

রেডিও রুম থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসেছে, হাতে রাইফেল। ফাঁকা হাত অনবরত নাড়াচ্ছে আর মুখে কী যেন বলছে। কিন্তু হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সম্ভবত চপারের আওয়াজ পেয়ে মনে করেছে-কোস্টগার্ড রেসকিউ ফোর্স এসেছে।

ওকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে টের পেয়ে, পাগলের মতো দৌড়ে এল লোকটা। ফলে যা হবার, তাই হলো। তাল সামলাতে না পেরে, প্ল্যাঙ্কের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। লোরনা দেখতে পেল, শটগানটা প্ল্যাঙ্কের সাথে বাড়ি খাচ্ছে, আগুনের স্ফুলিঙ্গও দেখতে পেল সে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ সত্ত্বেও, শুনতে পেল গুলির শব্দ। মনে হলো, হেলিকপ্টারটা যেন দুলে উঠছে। কেবলটা আঁকড়ে ধরে, কোনক্রমে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাল সে।

ঘাড় বাঁকিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে তাকালে দেখতে পেল, যন্ত্রটার পিছন দিক থেকে তেলমিশ্রিত ধোঁয়া বেরোচ্ছে! হয়তো দলছুট একটা গুলি এসে লেগিয়েছে গায়ে।

নাক সামনে দিয়ে মাটির দিকে দ্রুত পড়তে শুরু করল হেলিকপ্টার।

অসম্ভব দ্রুত গতিতে মাটিকে ধেয়ে আসতে দেখল লোরনা।

উপলব্ধি করতে পারল- ওরা ক্রাশ করতে যাচ্ছে!

জ্যাক দেখল হেলিকপ্টার দ্রুত নীচে নেমে আসছে।

আন্ডারক্যারিজে কিছু একটা ঝুলছে, সোনালী চুল দেখে আন্দাজ করল- লোরনাই হবে ওটা। পাইলট অনেক কষ্টে হেলিকপ্টারের দিক ক্যাম্প থেকে সরিয়ে, পশ্চিম দিকের একটা জলার দিকে নিতে পেরেছে। এই মুহূর্তে দ্রুত গতিতে সেদিকেই এগেচ্ছে যন্ত্রটা। সাথে করে টেনে নিচ্ছে লোরনাকে। হেলিকপ্টার মাটিতে পড়ার সময়, কাঠের তক্তার উপর আছড়ে পড়ল সে, উপর হয়ে ওকে সামনে হেঁচড়ে যেতে বাধ্য করছে তা।

কিন্তু কপাল ভাল খুব বেশিদূর যেতে হয়নি।

চপারটা বনের ভেতরে ফার্মের সীমানার পিছন শেষ মাথার জঙ্গলে গিয়ে বিধ্বস্ত হলো। রোটরের ব্লেডের ঘূর্ণনে গাছের মাথাগুলো কাটা গেল।

জ্যাক দম বন্ধ করে অপেক্ষা করল বিস্ফোরণের। কিন্তু না, বিস্ফোরিত হলো না চপার। সম্ভবত, পাইলটের মরণ পণ চেষ্টা আর জলার মাঝে পড়ার কারণে, ধাক্কাটা কিছু সামাল দিতে পেরেছে চপারের দেহ।

"বোলটন! রিজ!" জ্যাক তার টিমমেটদের ডাক দিলো। "গিয়ে দেখো পাইলটের কী অবস্থা!"

ওদেরকে রওনা করিয়ে দিয়েই জ্যাক ব্রিজের দিকে ছুটল, র‍্যান্ডিও ওর পিছু নিলো।

একটা লোক টলতে টলতে লোরনার দিকে এগিয়ে আসছে, হাতে মিলিটারি গ্রেড শটগান। মনে হচ্ছে একটা AA-12, কমব্যাট অটো অ্যাসল্ট উইপন। ত্রিশ গজ দূরের একটা স্টীলের তৈরি তেলের ব্যারেল বা বড়সড় দেয়াল ধ্বংস করতে সক্ষম।

লোরনার খোঁজে চারিদিকে তাকাল জ্যাক।

কোথায় আছে সে? বেঁচে আছে তো?

চিৎ হয়ে পড়ে আছে লোরনা। কানে তালা লেগে গিয়েছে, কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছিল। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। মাথা কাজ করছে না, দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো সবকিছু।

"যীসাস হোলি ক্রাইস্ট! তুমি ঠিক আছো তো? আমি কিন্তু গুলি ছুঁড়িনি। ওটা এক্সিডেন্ট। পাইলট যদি আমাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে না যেত... গড ড্যাম, আমাকে খেয়াল দেখতে পাওনি?"

লোকটা এগিয়ে এল ওর দিকে, অন্ধকারের জন্য ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না চেহারাটা। "নড়ো না, তুমি এমনিতেই আটকে আছো।"

আরও এগিয়ে এল লোকটা। কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে, চেহারাটাও। মোটা ঠোঁট, শূয়োরের মতো কুতকুতে চোখ। কিন্তু লোরনার মাথাটা একদম খালি হয়ে আছে, কিছুই কাজ করছে না। চোখেও কেমন ঝাপসা দেখছে সবকিছু। আরও কাছে চলে এলো লোকটি। অতীতের কথা মনে পড়ে গেল। হাত-পা অবশ হয়ে এলো লোরনার।

এই লোকটাই বছর দশেক আগে তাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল, যার আক্রমণের কারণেই মারা যায় টমি।

"লোরনা!" ঝাঁকি খেয়ে উঠল সে। এটা জ্যাকের কণ্ঠ, তাকে উদ্ধারের জন্য এসেছে, যেমনটা এসেছিল তার সেই বিশ্রী অতীতের দিনটাতে।

লোরনা সামনের লোকটার উপর থেকে এখনও নজর সরায়নি।

জ্যাক হাঁটু গেড়ে বসল ওর পাশে, "নড়ো না তুমি।"

এটা জ্যাকেরই কণ্ঠ, ভরসা পেলো সে আবার আগের মতো ।

"আমি ঠিক আছি।" লোরনা নিজে নিজেই বলতে লাগল, "আমি ঠিক আছি।"

জ্যাকের হাত খামচে ধরলো সে। জ্যাক তাকে হারনেস থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করল। ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখল লোরনা।

"এই সেই!" ফিসফিস করে বলল সে।

জ্যাক খেয়াল করল লোরনা কোন দিকে তাকিয়ে আছে। বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে রইল সেও।

"ওকে ভালো করেই চিনি," র‍্যান্ডি বলল। "গারল্যান্ড চেস। শেরিফ গামবোর জারজ সন্তান। অমন বেমক্কা গুলি আর কেই বা ছুঁড়বে।"

লোরনা জ্যাকের কাধ খামচে ধরল। গারল্যান্ড চেস, নামটা কানে বাজতে লাগল। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "এটাই সেই লোক। যে রাতে টমি মারা যায়, সেইরাতে এ-ই আমাকে আক্রমণ করেছিল।"

তীক্ষ্ণ চোখে লোরনার দিকে তাকাল র‍্যান্ডি।

"আমি জানি," জ্যাক আস্তে করে বলল।

"তোমরা দু'জন কী নিয়ে কথা বলছ?" র‍্যান্ডি জিজ্ঞেস করল।

সেরাতের ঘটনার কথা র‍্যান্ডি কিছুই জানে না। সে আর তার পরিবার লোরনাকেই দোষী ঠাওরে এসেছে এতদিন, টমির মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করেছে। অথচ লোরনা ভেবেছিল, সেও একদিন এই পরিবারেরই একজন সদস্য হবে। কেঁপে উঠল লোরনা।

জ্যাক জড়িয়ে ধরল লোরনাকে। বাধা দিলো না সে। ওর হাতের স্পর্শে যেন ভরসা পেলো। প্রথমবারের মতো মনে হলো সেই ভয়ঙ্কর রাতে সে শুধু জন্ম নিতে না পারা একটা বাচ্চা আর প্রেমিককেই হারায়নি, হারিয়েছিল সুখী পরিবার আর স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ।

জ্যাকের কোলে মাথা গুঁজে পড়ে রইল সে। যেন এতদিনে এই প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করতে পারল-সে রাতে কী হারিয়েছে!

অথচ দুঃখের পরিবর্তে তীব্র রাগে ভরে উঠল ওর মন। আর কোন গোপনীয়তা চায় না ও, জ্যাককে ঠেলে সরিয়ে দিল। চারিদিকে তাকিয়ে ট্র্যাংকুলাইজার গানটা খুঁজল কিছুক্ষণ। অবশেষে পাওয়া গেল সেটা। চারিদিকে এখনও আগুন জ্বলছে, কিন্তু ব্যথা ওকে মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করছে।

"কী করতে যাচ্ছ লোরনা? ও এর যোগ্য নয়।"

"অবশ্যই যোগ্য নয়, আর মূল্য ওকে চুকাতেই হবে। তবে এখন নয়, বোঝাপড়া পরে হবে। এখন আমাদের আরেকটা গুরুতর সমস্যার দিকে নজর দেয়া দরকার।"

লোরনা হাঁটতে হাঁটতে খুঁজতে লাগল শাবকটাকে। সে যে মুহূর্তে বোর্ডওয়াকের উপর পড়ে গিয়েছিল, ঠিক সেসময় তার হাত থেকে কম্বলসহ শাবকটা ছিটকে যায়। কোথায় যেতে পারে সেটা?

একটা পুকুরের দিকে ফিরল, দেখে মনে হয় এখানে ব্রীডিং করা হয়ে থাকে। হঠাৎ দেখতে পেল, পানির কাছে কম্বলটা পড়ে আছে, অল্প অল্প কাঁপছে। এগিয়ে গেল কম্বলটার দিকে, ওদিকে পিছন থেকে ভেসে এল একজোড়া বুটের শব্দ।

জ্যাক।

পুকুরের দিকে থেকে নজর সরায়নি লোরনা। চার কদম এগিয়ে গেল সে। এখনও কাঁপছে কম্বলটা।

যদি কোনভাবে শাবকটা ছাড়া পায়... পালিয়ে যায়... তাহলে...

কাদামাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলো লোরনা। কম্বলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো ছোট্ট নাক।

"ধরেছি।"

কোলে করে বুকের কাছে নিয়ে এল শাবকটাকে লোরনা।

যেই উঠে আসতে যাবে অমনি পানির ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর দর্শন কিছু একটা উঠে এল, তাকিয়ে দেখে অ্যালিগেটর, বিশাল চোয়াল ফাঁক করে আছে, দু'পাশে সারি সারি হলুদ দাঁত।

পিছিয়ে এল লোরনা কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। অ্যালিগেটরটা কম্বলের একপ্রান্ত কামড়ে টেনে নিয়েছে ওর হাত থেকে। এদের চোয়ালে সাঙ্ঘাতিক জোর, একবারের চাপেই হাড় গুঁড়ো করে ফেলতে সক্ষম।

এতো জোরে কম্বলে টান পড়ল যে শাবকটা উড়ে গিয়ে ঘাসের উপর পড়ল, তারপর গড়ান দিয়ে ছোট্ট পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। বিদ্যুৎচমকের মতো দৌড় দিল পুকুরের দিকে।

না...

লোরনা জানে শাবকটা এক বার হাতছাড়া হয়ে গেলে আবার ধরতে পারার আশা কম।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই শাবকটা লক্ষ্য করে লাফ দিলো জ্যাক। যেভাবে গোলরক্ষক দক্ষতার সাথে ফুটবল ধরে ঠিক সেইভাবে শাবকটাকে ধরে ফেলল।

ভেজা কম্বলটা কুড়িয়ে নিলো লোরনা।

শাবকটা অনবরত জ্যাকের ইউনিফর্মে আঁচড় কেটে যাচ্ছে, সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সে। এগিয়ে এসে লোরনা বলল, "আমার কাছে দাও।"

"ছোটটা এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল। তার হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে টপটপ করে পড়ছে।

জবাব গলার ভেতর আটকে গেল লোরনার। কিছু বলছে না দেখে জ্যাক তার দিকে তাকাল। দেখলো বোর্ডওয়াকের শেষ মাথায় তার প্রশ্নের উত্তর দাঁড়িয়ে আছে পেশীবহুল শরীর আর সাদা দাঁত বের করে। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে লোরনার দিকে।

আদিম আতঙ্ক ভর করল লোরনার বুকে, শ্বাস নিতে কষ্ট হলো তার।

কতক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে পশুটা?

চোয়াল থেকে বেরিয়ে আসা দাঁতের সাথে সেই ছেলেটা ঝুলছে। এখনও বেঁচে আছে নাকি? জ্যাকের কাছে আসা রেডিও ম্যাসেজ থেকে জেনেছে যে, ছেলেটার নাম-টাইলার।

নাকি মারা গিয়েছে?

খুব আস্তে ছেলেটার হাত নড়ে উঠল।

বেঁচে আছে... ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে... থ্যাংকস গড!

রাইফেল তাক করল জ্যাক কিন্তু ইতস্তত বোধ করছে। ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে, এবার যদি গুলি লেগে যায়?

"গুলি কোরো না," লোরনা সাবধান করল। কম্বল উঁচু করে শাবকটাকে দেখাল সে।

এবার তোমার পালা... তুমি আসলে কী চাও, তা আমরা জানি...

এখনও লোরনার দিকে তাকিয়ে আছে ওটা। নীচু হয়ে প্ল্যাঙ্কের উপর ছেলেটাকে নামিয়ে রাখলো কিন্তু বুকের উপর থাবা দিয়ে চেপে ধরে থাকলো।

"লোরনা..."

সামনের দিকে তাকিয়ে রইল লোরনা। "আমি জানি আমি কী করছি," জ্যাকের দিকে না তাকিয়েই বলল সে।

অন্তত সে তাই মনে করে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে গার। শরীরের নীচে চাপা পড়ে আছে শটগান, ভয় পেলো বের করে আনতে যদি গুলি বেরিয়ে আসে।

দশ সেকেন্ড আগেও সে রেডিও রুমে নিরাপদে ছিল। কিন্তু এখন সে কোথায়? বনের ভেতর সে সাদা রঙের যে পশুটা দেখেছে সেটার সাইজ এতো বড় হতে পারে কল্পনাই করেনি, ক্রাইস্ট! ভেবেছিল এখানে সে আরামেই কাজ করবে, খুব সহজেই ভালো পরিমাণে টাকাপয়সা রোজগার করবে। আশেপাশে ঘুরঘুর করা আর মাঝেমধ্যে বীয়ার খাওয়া। কিন্তু একি অবস্থা!

পরিস্থিতি এখন পুরাই উল্টা!

বোর্ডওয়াক থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর তার মনযোগ আকর্ষণ করল। একটা মেয়ে হেঁটে আসছে, কোলে কম্বলে জড়ানো কিছু একটা, পিছে পিছে দুই মেনার্ড ভাই-জ্যাক এবং র‍্যান্ডি। ভয়ে কাঁপছে সে, কিন্তু তাও নিজের মধ্যে ঘৃণা অনুভব করতে পারল গার। কারণও আছে-একবার জ্যাক ঘুসি মেরে তার নাক ভেঙ্গে দিয়েছিলো, সেইসাথে সামনের দুইটা দাঁতও হারিয়েছিল। সেও প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজছিল কিন্তু জ্যাকের বাবা জ্যাককে ইরাকে পাঠিয়ে দেয়।

এখন জ্যাক ফিরে এসেছে।

এই মুহূর্তে, সেজন্য গার খুশি। জ্যাকের কাঁধে একটা অ্যাসল্ট রাইফেল, জাগুয়ারের দিকে তাক করা।

"মার শালাকে," মনে মনে বলল গার।

কিন্তু জ্যাক গুলি করল না।

গার আন্দাজ করতে পারছে, জ্যাকের গুলি না ছোঁড়ার কারণটা আসলে কী। সেও ছেলেটিকে দেখতে পেয়েছে। ছেলেটার বুকের উপর এক পা দিয়ে আছে বিশালাকার প্রাণিটা।

মেয়েটি গারের লুকাবার জায়গা থেকে কয়েক পা দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্ল্যাঙ্কের উপর কম্বলটা রেখে দিলো, নজর সামনে। গার বুঝতে পারছে না যে, মেয়েটি কী করছে।

কিছু একটা কম্বলের সাথে... না, কম্বলের নীচে আছে!

কিন্তু বিশাল আকারের প্রাণীটা মেয়েটিকে আক্রমণ করছে না কেন?

শেষবারের মতো মেয়েটি জ্যাক আর র‍্যান্ডির দিকে তাকাল, "যাও"। তারপর সামনে তাকিয়ে বলল, "এসো, তোমার শাবকটাকে নিয়ে যাও।"

মৃদু গরগর শব্দ শোনা গেল। ছেলেটিকে ছেড়ে এক পা এগিয়ে এল, তারপর আরেক পা, আরও এগোল, নীচু হলো। লম্বা লেজটা চাবুকের মতো আঘাত

করল মাটিতে, পেশীগুলো কিলবিল করে উঠল, ঠোঁট মুখের দু'পাশে ফাঁক হলো, বেরিয়ে এল লম্বা সাদা ধারালো দাঁত।

গুলি করছে না কেন ওটাকে?

লোরনা হাত তুলে জ্যাককে গুলি করতে না করল। গুলি করেও লাভ নেই। কারণ বিড়াল প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে জাগুয়ারের খুলি সবচেয়ে শক্ত, যেন তাদের শক্তিশালী চোয়ালের পেশীর ভার বহন করতে পারে। এদের মাথায় গুলি করলে সেটা পিছলে যেতে পারে। আর শুধু আহত হলে যে জাগুয়ারটা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে-এটা নিশ্চিত। জাগুয়ারটা চাচ্ছে তাদের মধ্যে একটা লেনদেন হোক, সে তার শাবকটাকে যেকোনো মূল্যে বাঁচাতে চায়।

ওর শাবকের বদলে ছেলেটা।

লোরনা একটা বাজী খেলছে, জীবন-মৃত্যুর বাজী। যেহেতু ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে, তাই মনে হচ্ছে বাজী ধরে ভুল করেনি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে পশুটা। ওর চোখের দিকে নজর লোরনার, আগুন রঙা চোখ, চোখের মণিটা চওড়া। কিন্তু বিড়াল জাতীয় প্রাণীর চোখের মণি লম্বাটে হয়ে থাকে।

এক পা, দু'পা করে কিছুটা পিছিয়ে এল লোরনা। তবে বেশি না, নজর এখনও জাগুয়ারটার উপর। পশুটা কম্বলের কাছে চলে এল, এবার সেটা চাইলে সহজেই লোরনাকে ধরে ফেলতে পারবে। বড় বড় চোখ দুটোয় অস্বাভাবিক রকমের ধূর্ততা, লোরনাকে পরখ করছে। চামড়ার নীচে অসংখ্য পেশী নড়াচড়া করছে, বোঝাই যায় এর দেহে অসম্ভব শক্তি।

এতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রাণিটা যে, লোরনা চাইলেই হাত দিয়ে ছুঁতে পারবে তাকে। চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে, এতো গভীর দৃষ্টি এধরণের কোনও প্রাণীর চোখে দেখেনি।

শাবকের দিকে নজর দিলো মা জাগুয়ারটা।

উঁহু... লক্ষণ ভালো না।

কেননা, লোরনা চাচ্ছে পশুটা ওর দিকেই তাকিয়ে থাকুক। তাই সে পা নড়াল। আবার লোরনার দিকে তাকালো জাগুয়ারটা।

এই তো চাই...আমার দিকেই তাকিয়ে থাক...

থাবা দিয়ে কম্বলের একপ্রান্ত ধরল জাগুয়ারটা, ধারালো হলুদ নখ দেখা যাচ্ছে এখন। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই থাবাটাকে সরিয়ে নিলো সে। থাবার নরম মাংসের সাথে লেগে থাকা কালো ডার্টটা অন্ধকারের মাঝে ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখার সময়, লোরনা কাঠের তক্তার ফাঁকে দুইটা ডার্ট লুকিয়ে রেখেছিল। তীক্ষ্ণ অংশটা উপরের দিকে মুখে করে। আশা করেছিল,

হয়তো জাগুয়ারটা ওদুটোর কোন একটায় পা দিয়ে বসবে। আর যেহেতু গোলাগুলির শব্দ বা গায়ে কোন কিছু বেধার অনুভূতি উপস্থিত থাকবে না, হয়তো সুঁইয়ের খোঁচাটাকে অগ্রাহ্য করবে সে।

অন্তত তেমনটাই আশা করেছিল।

রুক্ষ, নিচু স্বরে গরগর করে উঠল প্রাণিটা, লোরনাকে পিছিয়ে আসার সুযোগ না দিয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ঘটনার আকস্মিকতায় ভয় পেয়ে গেল লোরনা, পিছোতে গিয়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু মা জাগুয়ার ওকে অগ্রাহ্য করল, বাচ্চাসহ কম্বলটাকে কামড়ে ধরে জঙ্গলের দিকে ফিরল।

স্বস্তি অনুভব করল লোরনা। ওরা পেরেছে-

-ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র একটা *ক্র্যাক* শুনতে পেয়ে আঁতকে উঠল সে। গুলির শব্দ, চিনতে পারল। গুলি লেগে ঠিক টাইলারের দেহের পাশে এসে পড়ল জাগুয়ারের দেহ।

জ্যাক আর ওর ভাইয়ের দিকে তাকাল লোরনা, কিন্তু ওদেরকেও অবাক মনে হচ্ছে।

"নে, শালা," বলেই কে যেন উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

লোরনা ঘাড় ঘুরিয়ে গারকে দেখতে পেল। শটগান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাপুরুষটা। একের পর এক গুলি চালিয়ে গেলতার বন্দুক দিয়ে। প্রতিটা গুলির আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠল জাগুয়ারটা। কিন্তু আহত হলেও, বেঁচে আছে। লোরনা জঙ্গলের পাশে সাদা লোমের একটা স্তূপ দেখতে পেল। শাবকটার দেহ, ঘাড় ভেঙে গিয়েছে।

জাগুয়ারটা মারা যায়নি বুঝতে পেরে, গুলি চালিয়ে গেল গার। এদিকে ব্যথা আর মুহূর্মুহূ গুলির আওয়াজে বিভ্রান্ত জাগুয়ারটা একেবারে কাছের লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করে লাফ দিল- জ্যাক, র‍্যান্ডি আর লোরনাকে উদ্দেশ্য করে।

রাইফেলের তীব্র আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল লোরনার।

মাথা নিচু করে ফেলল মেয়েটি, কিন্তু সামনের দৃশ্য ঠিকই দেখতে পেয়েছে। প্রাণীটার ডান দিকে অক্ষিকোটর গুলির আঘাতে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। জাগুয়ারটার প্রাণহীন দেহটা আছড়ে পড়ল নিচে।

লোরনা সোজা হয়ে দাঁড়াবার প্রয়াস পেল, কিন্তু জ্যাক হাত দিয়ে থামিয়ে দিল ওকে। রাইফেলটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল সে।

বাচ্চা আর মা দুইজনেই মৃত।

হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে এল একটা আর্তচিৎকার। এগিয়ে গিয়ে দেখে গার একটা প্ল্যাঙ্কের কোণা ধরে ঝুলছে, যেকোনো মুহূর্তে আঙুল পিছলে পুকুরে গিয়ে পড়বে। হঠাৎ করেই পুকুরের পানি থেকে কী যেন লাফিয়ে বেরিয়ে এল, বিশাল

চোয়াল আর ধারালো হলুদ দাঁত, অ্যালিগেটর। দ্রুততার সাথে সেটা গারকে নিয়ে আবার কালো পানিতে নেমে গেল।

দৌড়ে এসে জ্যাক তার রাইফেল দিয়ে গুলি করল কিন্তু না, পানিতে তলিয়ে গিয়েছে দু'টোই।

"এলভিস, না," চিৎকার করে উঠল একটা মেয়ে। বোর্ডওয়াক ধরে দৌড়ে আসছে। ঝাঁপ দিতে চাইল কিন্তু লোরনা তার হাত ধরে ফেলল। ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিলো মেয়েটা। পরমুহূর্তেই লোরনার মনে পড়ল অ্যালিগেটর ট্রেইনাররা তাদের অ্যালিগেটরদের বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকে। সেই নাম ধরে ডাকলে তারা সাড়া দেয়, আবার ট্রেইনাররা এদের সাথে সাঁতারও কাটে। মেয়েটাও নিশ্চয়ই ট্রেইনার হবে। তাই বাঁধা দিল না আর। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সে রক্তাক্ত একটা দেহ টেনে আনছে। তার ফুট পনেরো পিছনেই অ্যালিগেটরটা ভেসে আছে, মুখে ছিঁড়ে নেয়া একটা পা। ডুবে গেল পানিতে পুরষ্কারটা নিয়ে।

এগিয়ে গেল লোরনা মেয়েটাকে সাহায্য করতে। ওকে অনুসরণ করল জ্যাক।

"তোমার বেল্টটা দরকার, জ্যাক।"

যতই ঘৃণা করুক না কেন, চোখের সামনে তো আর কাউকে মরতে দেয়া যায় না।

২২

ডানকান কেন্ট জলাভূমির ভেতর একটা জেট বোট নিয়ে লুকিয়ে আছে। সাথে আরও কিছু লোক আছে যাদেরকে সে-ই নিয়ে এসেছে। এরা সবাই আয়রন ক্রিক ইন্ডাস্ট্রিজের বাছাই করা লোক।

নাইট ভিশন বাইনোকুলার দিয়ে অ্যালিগেটর ফার্মটাকে দেখে নিলো। সূর্যাস্তের সময় দু'টো বোটকে ফার্মের দিকে যেতে দেখেছে। তার বোটে কোনও আলো নেই। একমাত্র আলো বলতে অপর হাতে ধরা GPS (Global Positioning System) ইউনিটের ব্যাকলাইট। এটা সে রেখেছে প্রাণীটাকে ট্রেস করার জন্য। ব্যাবিলন প্রজেক্টের প্রাণীদেরকে এই রকম ইলেকট্রনিক মার্কার দিয়ে ট্রেস করা হয়।

কথা ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়া। জাগুয়ারটাকে খুন করে মরদেহ নিয়ে ফিরে যাবার নির্দেশ ছিল ওর উপরে। এখানে পৌঁছতে তাদের দেরিই হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার না।

জাগুয়ারটা মারা গেলেও তার দেহটা নিয়ে সরে পড়া দরকার। কিন্তু না, এখন না। কোস্টগার্ড এদিকেই আসছে। সে আয়রন ক্রিকের CEO কে বলেছিল খারাপ আবহাওয়ায় প্রাণীগুলোকে পরিবহন না করতে, কিন্তু ওর কথা তিনি কানে নেননি।ট্রলারে করে প্রাণীগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আয়রন ক্রিকের হেড কোয়ার্টার, বেথেসডা, ম্যারিল্যান্ডে। গবেষণার ফল কতটা কার্যকর তা দেখানোর জন্য।

আয়রন ক্রিকের ভবিষ্যৎ এর সাথে জড়িত। যখন থেকে আফগানিস্তান এবং ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন থেকেই সৈন্যদের পাশাপাশি প্রাইভেট মিলিটারি, অস্ত্র আর নতুন নতুন টেকনোলজির চাহিদা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। তৈরি হয়েছে মাল্টি বিলিয়নেয়ার ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু সরবরাহ করে কুলিয়ে উঠতে পারছে আয়রন ক্রিকের মতো আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, যেমন-রেথন, ডিনকর্প, এয়ারস্ক্যান ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, যারা সরকারের সাথে চুক্তিতে কাজ করে। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তো আছেই। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে একদম আলাদা কোনও আইডিয়া যা আর কারও কাছে নেই।

ব্ল্যাকওয়াটারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সিকিউরিটি এবং প্রোটেকশন সার্ভিসে এক্সপার্ট, আর আয়রন ক্রিকের মনোযোগ মিলিটারি ডেভেলপমেন্টে। এক্ষেত্রে তাকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে না। তবে এই বিষয়ে DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ। এরাই সবকাজ করে থাকে, DARPA -র পরিচয় এটি ইউ এস ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী।

সরকারও বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প নিয়ে বেশ আগ্রহী। DARPA ইতিমধ্যেই ইঁদুর এবং হাঙর নিয়ে কাজ করছে, চেষ্টা করছে তাদেরকে জীবন্ত রোবট হিসেবে ব্যবহার করার। আবার পোকা-মাকড়ের লার্ভার ভেতরে এরা ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোচিপ বসিয়ে দিচ্ছে, দিনে দিনে এই লিস্ট আরও লম্বা হচ্ছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী Gene ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে ভিন্ন ধরণের কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য, আয়রন ক্রিকেরও এই রকম কিছু একটা দরকার ছিল। আর সেটাও খুঁজে পায় বাগদাদ জু -র অভ্যন্তরে, একটা বায়োলজিক্যাল উইপন ফ্যাসিলিটি। একজন ইরাকী সামরিক বিজ্ঞানীর মুখ থেকে কথাগুলো বের করে নেয়া হয়েছিল এই ব্যাপারে। তবে খবরটা গোপন রাখতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে আয়রন ক্রিককে।

ডানকানকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল প্রজেক্টের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য, দেখতে বলা হয়েছিল জীবন্ত প্রাণী নিয়ে এইরকমের কোনও গবেষণা আসলেই হয় কিনা। সেই গুপ্তধনের মূল্য ও চুকিয়েছে নিজের রক্ত আর মাংস দিয়ে। তার

মুখের বাম পাশে মাথার উপরিভাগ থেকে থুতনি পর্যন্ত গভীর ক্ষতের দাগ বিদ্যমান, এক সপ্তাহ কোমায় ছিল সে, নাক ঠিক করতে নয়টি সার্জারি করাতে হয়েছে, ভাঙা চোয়াল ঠিক করাতে হয়েছে, দাঁত নতুন করে বসাতে হয়েছে। লালা নিঃসরণের গ্রন্থি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মুখের ভেতর শুকনো হয়ে থাকতো, সেটাও কিছুটা ঠিক করা হয়েছে।

এছাড়াও দেহের অন্যান্য জায়গায় আরও ক্ষতের চিহ্ন আছে। প্রায়ই মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্ন দেখে, উঠে দেখে বিছানার চাদর শরীরের সাথে জড়িয়ে গিয়েছে, ঘামে সর্বাঙ্গ ভেজা, ঠোঁট ভয়ে কাঁপছে। ঘটনা ছিল বাগদাদের সেই দিনটায় যেদিন তার উপর পশুটা হামলা করেছিল, ক্ষত-বিক্ষত করেছিল পুরোপুরি। একটা শিম্পাঞ্জী ছিল সেটি। যদি অযত্ন আর অবহেলার কারণে দুর্বল না হতো, তাহলে প্রাণিটা সেদিন ওকে মেরেই ফেলত।

এখনও সেই প্রজেক্টের জন্য নিজের রক্ত জল করে পরিশ্রম করে যাচ্ছে সে।

মাথার উপর হাত তুলে ঘোরাল ডানকান। ওয়াটার জেট বোটের ইঞ্জিনের শব্দ পেলো, মনে হলো বেরিয়ে গেল।

"স্যার?" ডানকানের সেকেন্ড ইন কমান্ড জিজ্ঞেস করল।

এখন কী? জানতে চাইছে যেন।

পকেটে GPS ইউনিট ঢুকিয়ে ডানকান বলল, "নদীর ধারে অবস্থিত অ্যানিমেল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে এখনও প্রাণীগুলো খাঁচায় বন্দী আছে।"

আয়রন ক্রিকের স্বার্থরক্ষায় অন্য কারও নজরে পড়ার আগেই হয় সেগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা ধ্বংস করতে দিতে হবে। ঘড়ি দেখল, সময় হিসেব করল। দরকার লাগলে সারারাত কাজ করতে হবে, তবুও আরেকটা দিন নষ্ট করা যাবে না।

"আজ রাতেই কাজ সারব।" বলল সে, "সূর্যদয়ের আগেই।"

মনে মনে আক্রমণের পরিকল্পনা করে নিলো ডানকান।

"স্যার?" সেকেন্ড ইন কমান্ড জিজ্ঞেস করল।

ডানকান বুঝতে পারল সে কী জানতে চাইছে। জবাব দিয়ে দিলো, "কেউ যেন বেঁচে ফিরতে না পারে।"

২৩

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে লোরনা। সূর্যাস্তের আর ঘন্টাখানেক বাকী আছে। এতক্ষণে তার প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকার কথা কিন্তু তার বদলে উল্টোটাই বোধ হচ্ছে তার। গত রাতের ঘটনার কথা মনে পড়তেই শরীরে শিহরণ বয়ে যাচ্ছে।

এক পা পিছনেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে জ্যাক।

লোরনাকে সে নিউ অরলিয়েন্স বর্ডার প্যেট্রল স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল, স্টেটমেন্ট দিতে হয়েছে। ক্যাম্পের সবাই সুস্থ আছে। অল্প কিছু পুড়ে যাওয়া আর নিঃশ্বাসের সাথে ধোঁয়া গ্রহণ করায় সামান্য শ্বাস কষ্ট ছাড়া আর কোন অসুবিধাই নেই। আর যে ছেলেটিকে জাগুয়ার ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে লাইফ ফ্লাইট এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সাথে গারল্যান্ডকেও। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে তার। জীবন বেঁচেছে কিন্তু বিনিময়ে অ্যালিগেটরকে বাম পা-টা দান করে আসতে হয়েছে।

কোস্টগার্ড অ্যালিগেটরটাকে গুলি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু লোরনা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে তাদেরকে। মেয়েটা যে কিনা ফার্মের মালিকের মেয়ে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোস্টগার্ড আর অ্যালিগেটরের মাঝে দাঁড়িয়ে যাবে যাতে গুলি না চলে।

অবশেষে এলভিস বেঁচেই যায়।

তবে জাগুয়ার আর তার শাবকের ক্ষেত্রে একথা বলা যায়নি। বাঁচেনি তারা, মারা যাওয়ায় বিশাল একটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লোরনা পরে দেখেছে বনের মধ্যে তিনজন মানুষের লাশ পড়ে আছে। তাদের মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আছে, তাদের গলার নালী ছেঁড়া ছিল। জাগুয়ারটা ছিল একটা নরখাদক। বেঁচে থাকলে অনেক প্রাণহানি ঘটতো।

বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের পাইলটকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছিল তবে একটা হাত আর কণ্ঠার হাড় ভেঙে গিয়েছিল। একটা পিরোজকে খালে ভাসতে দেখে ধরে নিয়েছিলো থিবোডক্স ভাইয়েরা আর তাদের সাথে থাকা জ্যাকের দুই টিমমেট মারাই গিয়েছে কিন্তু পরে তাদেরকেও জীবিত পাওয়া যায়।

লোরনা ACRES এ কিভাবে ফিরবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল। কিন্তু জ্যাক তাকে বর্ডার প্যেট্রল স্টেশনে নিয়ে যায় স্টেটমেন্টের জন্য। পরে অবশ্য তাকে গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে আসে।

লোরনা ACRES এ যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিল।

"আমি এখানেই অপেক্ষা করব," জ্যাক বলল।

একটা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। ইউনিফর্মটা জাগুয়ার শাবকের নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে, প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়েছে। বাঁ হাতের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করা।

"বোকার মতো কথা বলো না, ঘরে এসো।" লোরনা বলল, "গজ ভিজে রক্ত বের হয়ে আসছে। বেরিয়ে হবার আগে নতুন করে ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে। ঘরেই ফার্স্টএইড কিট আছে, সময় বেশি লাগবে না।"

ক্ষত বিক্ষত হাতটা লুকাবার চেষ্টা করে জ্যাক বলল, "ভালোই আছি আমি।"

"বাঘের কামড় বা আঁচড় হেলাফেলা করার মতো বিষয় না। আচ্ছা, তোমার কি পেনিসিলিনে অ্যালার্জি আছে?"

"না।"

"এই ধরণের প্রাণীরা তাদের মুখে এক ধরণের Pasteurella (এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া) বহন করে, বিষাক্ত। আমি আগেও দেখেছি যারা এই ধরণের আঘাত পাত্তা দেয় না তাদের অনেকেই পরবর্তীতে হাতের আঙুল বাঁ অন্য কোনও কিছু খুইয়েছে। আমি সেজন্য কিছু ওষুধপত্র সবসময় নিজের কাছেই রাখি।" লোরনা জ্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল।

হার মানল জ্যাক। দরজা খুলল লোরনা।

"পিছনেই রান্নাঘর," আঙুল দিয়ে দেখাল। "আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।"

আয়নার প্রতিফলনে নিজেকে দেখল লোরনা, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে, আঁচড়ে নিলো। তারপর ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে জিন্‌স আর সাদা ট্যাংক টপ পড়ল। পা বাড়ালো সিঁড়ির দিকে।

রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো জ্যাক ঘাড় নীচু করে একটা চেয়ারে বসে আছে, ওকে বিরক্ত করতে চাইল না। থমকে দাঁড়াল দরজার কাছে।

মুহূর্তের জন্য মনে হলো, সে যেন টমিকে দেখছে। এভাবে বসে থাকায় জ্যাকের বয়স কেন যেন দশ বছর কম মনে হচ্ছে, যেন ওর শক্ত খোলসের ভেতরে টমি লুকিয়ে আছে।

মাথা তুলল জ্যাক, লোরনার দিকে তাকাল, পরিষ্কার ক্যাজুন উচ্চারণে ডাক দিলো তাকে।

"লোরনা..."

ডাক শুনে লোরনার শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। জ্যাকের নজর শরীরের ভেতর সবকিছু দেখে নিচ্ছে। অস্বস্তিবোধ করল লোরনা, তাড়াতাড়ি মেডিক্যাল কিটটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সিংকের দিকে এগিয়ে গেলগ্লাসে পানি ভরতে, অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে জ্যাককে।

সামলাও নিজেকে...

লোরনা জ্যাককে উদ্দেশ্য করে বলল, "তুমি দু'টো ট্যাবলেট খেয়ে নাও। তারপর তোমার হাত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

হাতের তালুতে ট্যাবলেট দু'টো নিয়ে এগিয়ে দিলো জ্যাকের দিকে। তারপর চেয়ার টেনে বসলো ওর সামনে। পরিষ্কার গজ আর এক বোতল বেটাডিন বের করল। মাথাটা একটু পিছনে হেলিয়ে ট্যাবলেট দু'টো গলাধঃকরণ করল জ্যাক। ওর বুকের কাছে রক্তের আভাস পেলো লোরনা।

"কেউ কি তোমার বুকের আঘাতের চিকিৎসা করেছিল?"

"ওগুলো সামান্য আঁচড়।"

"গেঞ্জি খুলে ফেলো।"

"ওগুলো তেমন কিছু না।"

হাত নাড়ালো লোরনা, "তর্ক করো না।"

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো জ্যাক লোরনার দিকে। তারপর একটানে গেঞ্জি খুলে ফেলল। বুকে আর পেটে প্রচুর কাটা দাগ দেখতে পেলো লোরনা।

"আমি চাই তুমি উষ্ণ গরম পানি দিয়ে গোসল করো। আর গোসলের সময় প্রতিটা আঘাতের জায়গা সাবান দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করবে।"

"আমাদের এতো সময় নেই..."

"এটা ডাক্তারের নির্দেশ," লোরনা দাঁড়িয়ে বলল। "ওখানে পরিষ্কার তোয়ালে আছে। আর আমি আমার ভাইয়ের একটা শার্ট তোমাকে দিচ্ছি। দু'জনের সাইজ প্রায় একই হবে।"

জ্যাক তর্ক করতে চাইল কিন্তু লোরনা বলল, "যাও, গোসল করে এসো। আমি কফি তৈরি করছি।"

এগিয়ে গেল জ্যাক বাথরুমের দিকে।

চায়ের কেটলিতে পানি দিয়ে দিলো। পানি গরম হতে হতে সে ফোন তুলল, কল করল ACRES -র জেনেটিক ল্যাবে। কেউ না কেউ নিশ্চয় এখনও সেখানে আছে।

"হ্যালো, ডক্টর ট্রেন্ট বলছি।"

গলা চিনতে পারল লোরনা, "জোয়ি, আমি লোরনা।"

পিছনে ওর নিউরো বায়োলজিস্টের স্বামীর গলাও শুনতে পেলো সে, RNA (আর এন এ) ট্রান্সক্রিপশন এরর নিয়ে কথা বলছে। ডক্টর মেটোয়েরের গলাও শুনতে পেলো, কিন্তু কথাগুলো ধরতে পারল না। সারারাত তাহলে সবাই ল্যাবেই ছিল, কেউ বাড়িতে যায়নি।

"আমি শুধু খোঁজ নিতে চাইছিলাম," লোরনা বলল।

"রাখো তোমার খোঁজ। যত তাড়াতাড়ি পারো এখানে চলে আসো, তুমি সব মজাই মিস করছ। আর এখানে আরেকজন মেয়েকে পেলে ভালই লাগবে।"

হাসলো লোরনা। বলল, "বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র নিবো। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আসছি। DNA (ডি এন এ) অ্যানালাইসিস কি শেষ?"

"নাহ এখনও শেষ হয়নি। তবে এরমধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। MRI ডাটা কিছু ভিন্ন ধরণের নিউরো বায়োলজিক্যাল ব্যতিক্রম দেখাচ্ছে।"

"তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছো?"

"অনেক কথা, ফোনে বলা যাবেনা তবে প্রস্তুত থেকো আর কী। আরেকটা কথা তোমার প্রাণীগুলোর উপর আমরা একটানা EEG (Electroencephalogram) করে শেষ করেছি।"

ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রামস?

"কী? কেন? তোমরা জানো প্রাণীগুলো এখনও দূর্বল। তাদের উপর এধরণের পরীক্ষা করা ঠিক না, অন্তত আমার অনুপস্থিতিতে এটা করা উচিৎ হয়নি তোমাদের।"

"জানি, জানি। তুমি এখানে এলে সব ব্যাখ্যা করা হবে।"

"আমি আসছি।" ফোন রেখে দিলো লোরনা। জানে শেষের কথাগুলো রূঢ় ছিল।

ওর মনোযোগ কাড়ার জন্যই চায়ের কেটলির হুইসল বেজে উঠল। কফি বানিয়ে আবার নিজের ভাবনায় ডুবে গেল।

বাথরুমের দরজা খুলে জ্যাক বেরিয়ে এল, গা থেকে এখনও ভাপ উঠছে। খালি পা, পরনে ওয়ার্কিং ট্রাউজার আর কাঁধের উপর একটা তোয়ালে দেয়া।

"আমি যখন গা শুকাচ্ছিলাম তখন ফোনে কথা বলার আওয়াজ পেলাম। সব ঠিক আছে তো?"

"আমি একবার ACRES -এ যেয়ে নিই। তারপর সব ঠিকঠাক চলবে।"

"তাহলে আর দেরি কিসের? চলো তোমাকে নামিয়ে দিই।"

"বসো।" কফির দিকে দেখিয়ে বলল, "কফি নাও। সুগার? ক্রিম?"

"ব্ল্যাকই ভালো।"

ক্ষতগুলোর দিকে তাকাল লোরনা। হুম... ভালো করেই সাবান দিয়ে আঘাতের জায়গাগুলো পরিষ্কার করেছে। বেটাডিন লাগিয়ে দিতে লাগল। প্রত্যেক স্পর্শের সাথে সাথে জ্যাক হালকা কেঁপে কেঁপে উঠল কিন্তু চামড়ার নীচের পেশীগুলো কাঁপলো না। নিঃশ্বাস তার ছন্দ ঠিক রাখলো। তবে লোরনা কী যেন শুনতে পেলো নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করা জ্যাকের বুকে। শুনতে ইচ্ছে হলো লোরনার কিন্তু নিজেকে সংযত রাখলো সে।

চুপচাপ কাজ করছিল লোরনা, হঠাৎ খেয়াল করল জ্যাকের বাঁ কাঁধে, গলায় আর গলার নীচে গভীর ক্ষতের দাগ। নিজের অজান্তেই সেখানে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল লোরনা।

"IED (Imrpovised Explosive Device) -র শ্র্যাপনেল। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বোমা ফেটে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে।"

"দুঃখিত, আমি চাইনি..." হাত সরিয়ে নিলো লোরনা সেই সাথে ঘুরিয়ে নিলো মুখ, লজ্জায় উষ্ণ হয়ে উঠছে সুন্দর মুখটা।

কাজ শেষ করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো। যখন মাথা তুলল তখন দেখল, জ্যাক তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটু ঝুঁকে সামনে এগিয়ে এল জ্যাক, মনে হলো তাকে চুমো খাবে কিন্তু তার পরিবর্তে টেবিলে রাখা কফি কাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

"ধন্যবাদ।" জ্যাক বলল, "তুমি মনে হয় একটা নতুন শার্টের কথা বলেছিলে?"

"হু... হ্যাঁ।" শার্টের কথা ভুলে যাবার জন্য মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল লোরনা। "আমার ভাইয়ের রুম থেকে এনে দিচ্ছি।"

পালিয়ে গিয়ে যেন বাঁচলো লোরনা। ওষুধে ভেজা হাত জিনসে মুছল। শরীর অল্প অল্প ঘামে ভিজে আছে। কী জন্য হলো এমনটা? সারারাত বাইরে থাকার কারণে শরীর ক্লান্ত নাকি জ্যাকের ভেতর সে টমিকে দেখতে পেয়েছিল, সেই টমি যার হাতে হাত রেখে রাত পার করেছে।

অন্তর সে কথা ভুলে গেলেও দেহ সেকথা ভুলে যায়নি।

ভাইয়ের ড্রেসার থেকে একটা শার্ট বের করল, তাড়াতাড়ি ফিরে গেল হলওয়েতে যেখানে জ্যাক ওর জন্য অপেক্ষা করছে। গায়ে দিলো জ্যাক, কাঁধ আর বুকের কাছে টাইট হয়ে থাকলো সেটা। ভুল হয়েছে লোরনার-জ্যাকের সাইজ আর তার ভাইয়ের সাইজ এক না।

"রেডি?" পায়ে জুতা-মোজা পরতে পরতে বলল জ্যাক।

মাথা নাড়লো লোরনা, দরজা খুলল। রাতের মৃদুমন্দ বাতাসের স্পর্শ পেয়ে খুশি হলো সে, মুখের উষ্ণতা কমে এল।

হঠাৎ সামনের অন্ধকার উঠান থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

"কী হচ্ছে এসব! কোথায় যাচ্ছো তোমরা?"

কণ্ঠ শুনে জ্যাক এগিয়ে এল, লোরনাকে পিছনে নিজের দিকে টেনে নিলো। উঁচু ওক গাছ আর ম্যাগনোলিয়ার জঙ্গলের কারণে জায়গাটা বেশ অন্ধকার হয়ে আছে। সামনের গেট দিয়ে একটা মানুষের কাঠামো এগিয়ে আসছে।

এক পা পিছিয়ে এসে লোরনা বলল, "কাইল? তুমি এখানে এখন কী করছো? আমি তো ভেবেছি তুমি আবার দিন চারেকের জন্য অয়েল রিগে কাজে আটকা পড়েছ?" জ্যাকের দিকে ফিরে বলল, "আমার ভাই, কাইল।"

"তোমাকে আগেই ফোনে বলেছিলাম যে, আমি তাড়াতাড়ি চলে আসবো।"

"এবং আমি তোমাকে বলেছিলাম তার প্রয়োজন নেই।"

"সে যাই হোক, আমি তোমাকে জলাভূমিতে শিকারে যেতে দিতে চাই না। আর এখন মনে হচ্ছে আমি ঠিক সময়েই চলে এসেছি।"

বারান্দায় উঠে এল কাইল, আলোয় চেহারা আরও স্পষ্ট হলো জ্যাকের কাছে। লোরনার মতো ই বালিরঙা চুল, শুধু দুপাশে ছোট আর সামনে কিছুটা লম্বা। গালে কয়েকদিনের না কামানো দাঁড়ি, পরনে কার্গো শর্টস আর পোলো শার্ট। কিছুটা মাংসল শরীর, দেখে মনে হয় আঘাত প্রাপ্ত কোনও স্থানের চারপাশে কয়েলের মতো করে দড়ি পেচিয়ে রাখা হয়েছে। এই মুহূর্তে ছেলেটা বারান্দার রেলিং শক্ত করে ধরে আছে, আঙ্গুলে তেলের দাগ, বোঝাই যায় কী কাজ করে। শরীরের একমাত্র কালো অংশ চোখ দিয়ে তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"তোমাকে বলেছিলাম আসার দরকার নেই।" লোরনা বলল, "শিকার করা শেষ। তুমি এতোটা পথ খামোকাই এসেছ।"

"তাহলে কোথায় যাচ্ছ তুমি এখন?" পথ আগলে কাইল জিজ্ঞেস করল।

"ACRES -এ।"

"দু'জনেই?"

জ্যাকের দিকে তাকাল লোরনা, "না। ও আমাকে এখান থেকে নিতে এসেছে। ব্রংকো পর্যন্ত এগিয়ে দিবে। জু -র কাছেই ডকে সেটা পার্ক করা আছে।"

"অথবা তোমাকে তোমার ল্যাবে সরাসরি পৌঁছে দিয়ে আসব," গলা পরিষ্কার করে বলল জ্যাক। "ফোনে তোমার কলিগ নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেছে প্রাণীগুলো সম্বন্ধে, সেগুলো জানা দরকার, ইনভেসটিগেশনে কাজে লাগতে পারে।"

মাথা নাড়লো লোরনা, "আমার মনে হয়... সেটাই ভালো হবে।"

কাইল চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল, "তুমিই জ্যাক মেনার্ড, তাই না?"

জ্যাক সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

বোনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "তাহলে আমিও তোমার সাথে যাব।"

"বোকার মতো কথা বলো না। যাও, গিয়ে ঘুমাও।"

"যদি ও যায়"-কাইল জ্যাকের দিকে আঙুল তুলে বলল, "তাহলে আমিও যাব। কাউকে না কাউকে তোমাদের এই ডেটের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।"

"এটা কোনও ডেট না।" লোরনার মুখ অন্ধকারে জ্বলে উঠল, যতটা না লজ্জায় তার চাইতে রাগে। "আমি নিজের প্রতি খুব ভালোভাবেই খেয়াল রাখতে পারি।"

"কী? যেমনটা তুমি শেষবার মেনার্ড ভাইদের একজনের সাথে ছিলে তেমন?"

লোরনার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

"দুঃখিত, আমার এভাবে বলা ঠিক হয়নি।" লোরনার সাথে নামতে নামতে কাইল বলল, "কিন্তু আগেরবার মেনার্ড ভাইদের সাথে যাবার কারণে যা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি আমি চাই না। আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। কিন্তু তুমি জানো আমি তোমাকে রক্ষা করার জন্য আমার হাত কেটে ফেলতে পারি।"

"আমি জানি, কাইল। কিন্তু তোমার এভাবে বলা উচিৎ হয়নি।" জ্যাকের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "আমি ওকে বিশ্বাস করি।"

লোরনার কথার চাইতে চেহারায় এমন কিছু ছিল যা জ্যাককে নাড়া দিয়ে গেল। লোরনা উষ্ণ আর নরম আঙুলের স্পর্শের অনুভূতি মনে পড়ে গেল তার।

কাইল দু'জনের দিকে তাকাল, মাথা নাড়ল। জোর দিয়ে বলল, "আমি তারপরেও তোমার সাথে যেতে চাই। তুমি বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমি ঘুমাতে পারব না। আমি কোনও সমস্যার সৃষ্টি করব না।"

"ঠিক আছে কিন্তু আমরা এখুনিই বেরিয়ে যাচ্ছি।"

"আমার সমস্যা নেই।"

ওদের সাথে এগিয়ে চলল কাইল। জ্যাক খেয়াল করল সে এখনও তার বোনের সাথেই হাঁটছে। ব্যাপারটা পছন্দ হলো জ্যাকের। বুঝল, কাইল শুধু চাইছে তার বোনকে রক্ষা করতে। আশেপাশের কে কী মনে করল, তাতে ওর কিছু যায় আসে না।

তিনজনে উঠে পড়লে গাড়ি চলতে শুরু করল। জ্যাক ফোনে র‍্যান্ডিকে জানাল যে প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে। ওর সাথে এখনও বার্ট আছে, অপেক্ষা করছে ষ্টেশনে।

র‍্যান্ডি বলল, "তাহলে আমি তোমার সাথে জু -তেই দেখা করছি।" বলেই লাইন কেটে দিলো যাতে জ্যাক মানা না করতে পারে।

ফোনে নামিয়ে রাখলো জ্যাক। পাশের যাত্রীর দিকে তাকাল। লোরনা তার সাথে সামনের সিটে বগিয়েছে। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে এই কেসের রহস্য নিয়ে চিন্তা করছে, ডাক্তার তার স্বরূপে ফিরে এসেছে।

কাইল সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, "কী ধরণের প্রাণী এগুলো? এদের বিশেষত্ব কী?"

"সেটাই জানার চেষ্টা করছি," লোরনা বিড়বিড় করল।

২৫

এক ঘন্টা পরের কথা, লোরনা জেনেটিক স্যুইটের (ল্যাবের পাশেই থাকে এরকম রুম যেখান থেকে ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বিষয়গুলো এখানে বসেই মনিটরে দেখা যায়, অ্যানালাইসিস করা যায়) ত্রিশ ইঞ্চি LCD মনিটরের সামনে বসে আছে। অনেকগুলো উইন্ডো ওপেন করা কিন্তু ঠিক মাঝখানের উইন্ডোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। ওটাতে পাখি প্রজাতির প্রাণীর ব্রেইনের থ্রি-ডাইমেনশনাল ইমেজ দেখা যাচ্ছে। এটা পাওয়া গিয়েছে ইগর নামের আফ্রিকান গ্রে প্যারটের MRI থেকে। পাশের একটা উইন্ডো সরীসৃপের মতো দেখতে পালকহীন পাখিটার একটা ইমেজ দেখাচ্ছে।

"আমরা কী দেখছি?" পিছন থেকে জ্যাক জিজ্ঞেস করল।

জোয়ি ট্রেন্ট পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, "উল্লেখযোগ্য কিছু একটা!"

ওরা কনফারেন্স রুমটা ভাগাভাগি করে নিয়েছে, বাইরে তার স্বামী পল এখনও DNA (ডি এন এ) অ্যানালাইসিস করছে, দেখছে ক্রোমোজমের বৈশিষ্ট্য।

"এই পাখিটার সমস্যা কী?" কাইল জিজ্ঞেস করল।

একটা টুলের উপর বসে আছে কাইল। পিছনেই ইগরের খাঁচা, সামনে একটু ঝুঁকে আছে, পানি মিশ্রিত পায়খানা জমা হয়েছে খাঁচার মেঝেতে।

স্ট্রেস থেকে ডায়রিয়া হয়েছে ওর।

বিরক্তিতে লোরনার গায়ে জ্বালা ধরে গেল। তার কলিগদের পরীক্ষাগুলো করার আগে অন্তত ওর জন্য অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল। এই প্রাণীগুলোর দায়িত্বে সে আছে, একদম সেই ট্রলার থেকে খুঁজে পাবার সময় থেকে। এখন এদের বিশ্রাম দেয়া দরকার, অনেক টানা হেঁচড়া হয়েছে। গিনিপিগের মতো আচরণ করার কোনও মানেই নেই এদের সাথে।

"এই বিচ্ছিরি ব্যাক্তিটির গায়ে পালক নেই কেন?" কাইল জিজ্ঞেস করল।

"প্রথমত, সে বিচ্ছিরি নয়। আর দ্বিতীয়ত, এটা একটা লুপ্ত হয়ে যাওয়া জেনেটিক বৈশিষ্ট্য যা আবার দেখা দিয়েছে।" স্ক্রীণ থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিলো লোরনা।

"অদ্ভূত।"

লোরনা কথা বাড়াল না। আসলেই অদ্ভূত, সবকিছুই অদ্ভূত। "ও কথা বলতে পারে। তুমি ওর সাথে কথা বলো, ওকে সঙ্গ দাও।"

প্যারট সামাজিক প্রাণী, ওদেরকে সঙ্গ দিলে ওরা খুশি হয়।

কাইল শ্রাগ করল, খাঁচার দিকে এগিয়ে গেল। বাচ্চাদের মন ভোলানোর মতো সুরে বলল, "তাহলে কে দেখতে বিচ্ছিরি? তুমি না!"

টেবিলে হেলান দিয়ে জ্যাক জিজ্ঞেস করল, "উল্লেখযোগ্য এমন কী পাওয়া গিয়েছে MRI থেকে? আর লোরনাকেই বা এগুলো আগে দেখানো হচ্ছে কেন?"

নিউরোবায়োলজিস্ট মনিটরের দিকে নির্দেশ করল, "ব্যাখ্যা জানতে চাইলে আগে বলতে হয় কেন আমরা ইলেক্ট্রো এনসেফালোগ্রামস করে ফেলেছি।" কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনার ছোঁয়া কিন্তু সেটা লোরনাকে তেমন টানলো না।

স্ক্রীণের থ্রিডি ইমেজের দিকে তাকিয়ে আছে লোরনা। আর দশটা পাখির মতো ই এর ব্রেইন, ম্যামালিয়ান (স্তন্যপায়ী) ব্রেইনের সাথে খুব বেশি পার্থক্য নেই। স্পাইনাল কর্ড আর মেডুলা ঠিকই আছে, সেরেবেলাম আর সেরেব্রাম দুইটা সমান ভাগে ভাগ হয়েছে। তবে ব্রেইনের সামনের অংশে কিছু ডার্ক স্পট দেখতে পেলো।

ছবিটা ঘুরিয়ে দিলো একটা টপ ভিউ পাবার জন্য। ক্লিক করতেই নিউরোবায়োলজিক্যাল টিস্যুর পেন্টাগ্রাম সামনে এল।

"এটা কী?" সে জিজ্ঞেস করল।

জোয়ি জবাব না দিয়ে কীবোর্ডের একটা বাটন চাপলো। প্যারটের ব্রেইনের ছবি মুছে গিয়ে সেখানে এলো অন্য আরেকটি ছবি। "এটা ক্যাপুচিন মাংকির ব্রেইন।"

জোড়া লাগা সেই মাংকির ব্রেইনের ছবি দেখে লোরনা স্ক্রীণের সামনে আরও এগিয়ে গেল। একই রকম টিস্যু দেখা যাচ্ছে। ঘুরালো ছবিটা। আর আশ্চর্যরকমভাবে Morphological (অঙ্গসংস্থান সংক্রান্ত) লোকেশনের চিত্রও একইরকম দেখা যাচ্ছে। প্যাটার্ণটাও একই, পেন্টাগ্রাম।

রুমটা উষ্ণ হলেও ওর শরীরে কেমন ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল।

জোয়ি এগিয়ে এল। "এই রকম উদ্ভট ছবি আমরা ট্রলারে খুঁজে পাওয়া অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখেছি। তোমাকে স্ক্যান করা সবগুলো ইমেজ দেখাতে পারি।"

লোরনা মাথা নাড়ল, বলল, "এগুলো কি বাইরে থেকে প্রবেশ করানো হয়েছে?"

"আমার মনে হয় না।" নিউরোবায়োলজিস্টের কণ্ঠে উত্তেজনা প্রকাশ পেল, "এগুলো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হচ্ছে।"

"প্রাকৃতিক?"

"ঠিক ধরেছ।" জোয়ি মাউস দিয়ে ইমেজটা জুম করল, "ভালো করে দেখো, এখানে সার্জারি করার কোনও চিহ্ন বা দাগ দেখা যাচ্ছে না। টিস্যুগুলোও দেখে মনেই হচ্ছে না যে বাইরে থেকে আলাদা করে ভেতরে প্রবেশ করানো হয়েছে।"

"তাহলে ওগুলো কী?"

জোয়ি শ্রাগ করল। বললো, "ডক্টর মেটোয়েরও সেটা জানতে চায়। তিনি মৃত শাবকটার ব্রেইনের বায়োপ্সি-ও (Biopsies=রোগ নির্ণয়ের জন্য জীবদেহ থেকে কোষ চেঁছে বা কেটে নেয়া) করেছেন।"

"Biopsies?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

স্ক্রীণের ইমেজের অসামঞ্জস্যতার দিকে বৃত্তাকারে আঙুল ঘুরিয়ে জোয়ি দেখাল, "এখানে টিস্যুর ঘনত্ব বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডক্টর মেটোয়েরের সন্দেহ কোনো কারণে সেখানকার টিস্যুতে নিউরনের আধিক্য রয়েছে।"

লোরনার মনে পড়ল জাগুয়ারের চোখের ঔজ্জ্বলতা, ধূর্ততার ছায়া। প্যারটটাও পাইয়ের (π) মান অসীম পর্যন্ত মনে রাখতে পারছে। নিউরন যত বেশি, হিসেব করার বা স্মৃতি ধারণ করার ক্ষমতাও তত বেশি। এই প্রাণীগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে কেন এত বেশী বুদ্ধিমান, সেটা এই আবিষ্কার ব্যাখ্যা করতে পারে।

জোয়ি তার খাটো করে কাটা চুলে আঙুল চালাল, বলল, "তাহলে বুঝতেই পারছ কেন আমরা আগেই EEG করেছি। আমরা এতো বেশি আগ্রহী ছিলাম যে আর দেরি করিনি।"

লোরনা আস্তে করে মাথা নাড়ল। ব্রেইনের ইলেকট্রিক্যাল প্যাটার্ণ দেখে, বাইরে থেকে কিছু প্রবেশ করানো হয়েছে কিনা সেটা খুঁজলি ওরা। "তোমরা EEG থেকে কী পেয়েছ?"

"প্রথমে তেমন কিছুই পাইনি। প্রাণীগুলো ব্রেইনের ওয়েভ প্যাটার্ণ নরম্যাল, মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্টের মতো ই ইউনিক ওগুলো। মিল খুঁজে পাইনি।"

তবে জোয়ি-র চেহারায় কৌতুকের আভাস পেলো লোরনা, জানতো ব্যাপার আরও আছে। জোয়ি ইগরের খাঁচার দিকে তাকাল।

লোরনাও তার দেখাদেখি তাকিয়ে নিউরোবায়োলজিস্টের দিকে ফিরে তাকাল, ""কী?"

"চলো দেখাচ্ছি।" জোয়ি কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে গেল, কীবোর্ডে বাটন চাপলো, "আমি তোমাকে চার সেট EEG দেখাবো-প্যারটের, দুইটি বানরের আর একটি বাঘীরার। ঝামেলা এড়াতে মাত্র একটা করে লিডের ইমেজ দেখাচ্ছি (EEG করার সময় একাধিক লিড মস্তিষ্কের সাথে লাগানো থাকে। প্রতিটি লিড থেকে আলাদা আলাদা ইমেজ নিয়ে জড়ো করলে একটা পুর্ণাং ব্রেইনের ইমেজ পাওয়া যায়)।"

স্ক্রীণে ইমেজ ভেসে উঠল।
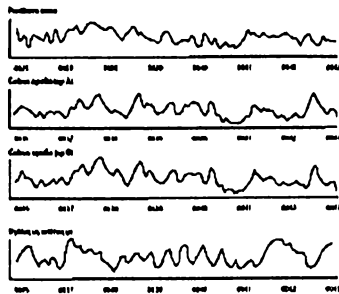
জোয়ি তার কলিগের মনের প্রশ্ন পড়ার চেষ্টা করল। "কোনও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করছ?"

লোরনা দুইটা সেন্টার ট্রেসিঙের দিকে দেখাল, "এখানে তো দুইটা দেখতে প্রায় একই রকম লাগছে।" নীচে লেখাগুলো পড়ল। Cebus paella. Specimens A and B. "এগুলো মনে হচ্ছে জোড়া লাগা মাংকির।"

"ঠিক ধরেছে।" জোয়ি মাথা নাড়লো। "প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে বা এরা দু'জন যেহেতু জেনেটিক ট্যুইন্‌স সেহেতু তাদের ব্রেইনের কাজের ধরণ একই। তাই শিওর হবার জন্য সবগুলোকে আবার পরীক্ষা করা হয়েছে।"

জোয়ি কীবোর্ডে বাটন চেপে চারটি ইমেজ আনলো, বললা, "এগুলো আমরা চারটি প্রাণী থেকে পেয়েছি, এখানে আনার পর।"
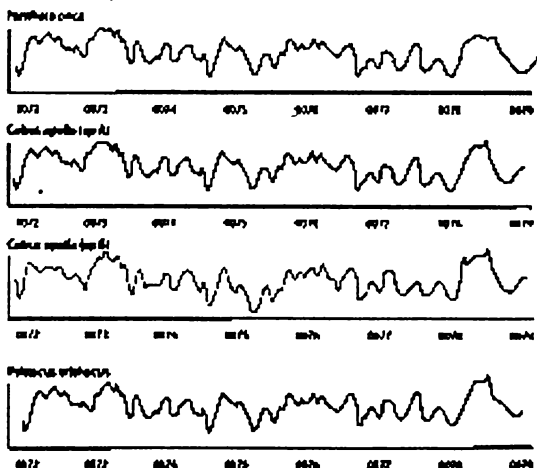
লোরনা স্ক্রীণের দিকে আরও এগিয়ে গেল, মনিটরের উপর আঙুল দিয়ে দেখাল, চেহারায় উত্তেজনা, "অসম্ভব!"

জ্যাক পিছন থেকে বলল, "সবগুলো দেখতে তো একই রকম লাগছে।"

"আমরা প্রত্যেকটা প্রাণী দশ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করেছি। ওদের ব্রেইনগুলো একই রকমভাবে কাজ করেছে।"

লোরনা বোঝাতে চেষ্টা করল সে আসলে কী বলতে চাচ্ছে।

"তারপর," জোয়ি বলল, "আমরা আবার বাকী প্রাণীগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে শুধু ইগরকে টেস্ট করি তখন এর EEG তে ওর নিজের ইউনিক প্যাটার্ণ ধরা পড়ে।"

লোরনা প্যারটের খাঁচার দিকে তাকাল। "তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছো যখন প্রাণীগুলো একত্রে থাকে তখন তাদের সবার ব্রেইন একত্রে কাজ করে?"

"এমনটাই মনে হচ্ছে।"

"এটা কী করে সম্ভব?" লোরনা মনিটরে একটা MRI ডাটা নিলো, ইগরের ব্রেইনের থ্রিডি ইমেজের দিকে নজর দিলো, উপর থেকে নীচে খেয়াল করে দেখা গেল সেখানে পাঁচটি আশ্চর্য রকমের ঘনত্ব দেখা যাচ্ছে।

"যে কারণেই অমনটা ঘটুক না কেন, এই অস্বাভাবিক ঘনত্বটার কারণেই ঘটছে।" সে মনিটরে ইমেজের পেন্টাগ্রামের দিকে তাকাল, কী যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে এটা। কিন্তু কী, তা মনে পড়ছে না!

সে হাত মুঠি করে আবার খুলল, পাঁচটি আঙুল ছড়িয়ে গেল। ইমেজের উপর ধরলো সে, সামনে-পিছে আনলো।

"একটা স্যাটেলাইট ডিশ," বিড়বিড় করল সে।

"কি?" জোয়ি জিজ্ঞেস করল।

"প্রাণীগুলোর ব্রেইনের স্ট্রাকচার। একটা ছোট্ট ট্রান্সমিটিং ডিশ কী করে? এদের ব্রেইনের গঠন ঠিক সেই রকম ডিশের মতো , এরা সিগন্যাল ট্রান্সমিট করছে। অন্য প্রাণীগুলো কোন না কোনভাবে সেটা ধরতেও পারছে।"

"তুমি কি টেলিপ্যাথির কথা বলছো?" কাইল জিজ্ঞেস করল ইগরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল সে।

"না।" লোরনা দ্রুত জবাব দিলো। "ঠিক তা বোঝাতে চাচ্ছি না। EEG থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাইরে থেকে কেউ ব্যাপারটা শুরু করছে প্রথমে। এটা হরমোনাল কোনও ব্যাপার নয় এতটুকু শিওর। প্রতিটা প্রজাতিই আলাদা।"

"তাছাড়া রিয়্যাকশন টাইমও খুব দ্রুত," জোয়ি বলল।

লোরনা মাথা নাড়লো, "তবে কিনা একটা দূর্বল ইলেকট্রিক সিগন্যালও ব্যাপারটা শুরু করে দিতে পারে।"

জ্যাক বলল, "কিন্তু শক্তি পাচ্ছে কিভাবে? আমি তো কোনও ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছি না?"

জোয়ি জবাব দিলো, "ব্যাটারি লাগে না। ব্রেইন নিজেই একটা ইলেকট্রিক্যাল অর্গান। এটা নিজেই কেমিক্যাল পাম্প করে নিউরনের ভেতরে-বাইরে

প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি করে। সকাল-দুপুর-রাত, একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাবার জন্য যথেষ্ট।"

"এবং একটা লো গ্রেড সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য যথেষ্ট।" MRI মডেলের দিকে তাকিয়ে বলল লোরনা।

দরজা থেকে কেউ একজন কথা বলে উঠল, "যেটা অবশ্য আরেকটা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে, মাই ডিয়ার।"

লোরনা ঘুরে দাঁড়াল, ওর বস-ডক্টর কার্লটন মেটোয়ের, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কতক্ষণ যাবৎ তাদের কথপোকথন শুনছেন তিনি?

"কী প্রশ্ন সেটা?" জোয়ি জিজ্ঞেস করল।

রুমে প্রবেশ করলেন ডক্টর মেটোয়ের, বললেন, "একটু আগেই লোরনা আমাদেরকে বলছিল কিভাবে ব্রেইনগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে তার অজানা তথ্য। আর এ উত্তরটাই জন্ম দিয়েছে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন।"

"কেন?" লোরনা প্রশ্নটা সশব্দে উচ্চারণ করল।

কেন এই প্রাণীগুলো একে অন্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে?

২৬

ACRES -এর প্রবেশ পথের মুখে ট্রাকে একা বসে আছে ডানকান। জানালার কাঁচ নামানো, কানে আসছে ব্যাঙের রাত্রিকালীন কোরাস, পাশেই মিসিসিপি কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে, আরেকপাশে বাঁধের রাস্তা। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, তাতে আর্দ্রতার পরশ, শ্বাস নেয়ার জন্য যথেষ্ট।

চোখে লাগানো নাইট ভিশন দিয়ে দেখল জায়গাটা বেশ অন্ধকার। অবশ্য নীচতলার কয়েকটি জানালায় আলো জ্বলছে। কানে লাগানো এয়ারপিসে তার টিমের সিগন্যালের অপেক্ষায় আছে সে।

কোনও সারপ্রাইজ চায় না।

তার সেকেন্ড ইন কমান্ড বলেছে, "সবাই রেডি, শুধু সিগন্যালের অপেক্ষা।"

"ভেতরে থাকা লোকজনের সংখ্যা আর তাদের পরিচয় নিশ্চিত করেছো তুমি?"

"সাতজন। একজন বর্ডার পেট্রল এজেন্ট। আমাদের ধারণা তার সাথে অস্ত্র আছে।"

"তাকে মূল টার্গেট করবে। মনে রেখো আমাদের একজন বিজ্ঞানী দরকার যাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব।"

তাদের জানতে হবে গবেষকরা ব্যাবিলন প্রজেক্ট সম্বন্ধে কতটুকু জানতে পেরেছে, আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, তথ্যটা আরও কেউ জানে কিনা। তারপর

ব্যাপারটাকে এখানেই খতম করে ফেলতে হবে আর লাশগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ক্যারিবীয়ান অঞ্চলে প্রচুর ক্ষুধার্ত হাঙর ঘুরে বেড়ায়।

শেষবারের মতো জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করল ডানকান। তার লোকেরা জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। কাজ শেষ হলে পরে, কোনো বন্যপ্রাণী অধিকার সংক্রান্ত সংগঠনের নামে ইমেইল পাঠিয়ে এখানে আক্রমণের দায়দায়িত্ব স্বীকার করবে। তাহলে আর কেউ সন্দেহ করবে না। আর আয়রন ক্রীকের সাথে এর কোনও সম্পর্ক পাবে না।

রেডিও তুলল অর্ডার দেয়ার জন্য ঠিক তখনই পিছনে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। একটা শেভি দূরে রাস্তার বাঁক থেকে আসছে। গগলস খুলে ফেলল ডানকান, রিয়ারভিউ মিররে দেখল, ট্রাকটার হেডলাইট থেকে আলো আসছে। রেডিও নীচু করে ফেলল সে। অপেক্ষা করল ট্রাক চলে যাওয়া পর্যন্ত।

এই রকম প্রত্যন্ত এলাকায় কোনও গাড়ি আশা করেনি সে।

যখন গাড়িটা পাশ কাটাচ্ছিল তখন তার মুখে একটা লাইফ সেভার্স ক্যান্ডি ছিল। স্বাদটা আনারসের। মুখ বিকৃত করল, স্বাদটা তার পছন্দের নয়। নিজের প্ল্যানটাকে আরেকবার ঝালাই করে নিলো সে।

মনে মনে প্রার্থনা করল ট্রাকটা যেন চলে যায়। তার প্রার্থনা শুনতে পেয়েই যেন চলেই যাচ্ছিল কিন্তু না। শেষ মুহূর্তে, ডানকানের গাড়ির পাশেই সেটার ইঞ্জিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্ধ হয়ে গেল। জানালা দিয়ে একজনকে দেখতে পেলো। লোকটার পরনে টি-শার্টের উপর শিকারীর পোষাক পরা।

"সাহায্য দরকার, বন্ধু?" গলা শোনা গেল লোকটার। উচ্চারণে ক্যাজুন টান, মনে হয় জলাভূমির আশেপাশের লোক।

পিস্তটাল কোমড়ের পাশে নিয়ে এল ডানকান। লোকটার চেহারা কুঁচকে উঠতে দেখল, সম্ভবত ওর মুখের ক্ষতচিহ্ন গুলোর জন্যই। সহজ টার্গেট, কেউ সন্দেহ করবে না, জানতেও পারবে না কে মেরেছে। হঠাৎ ট্রাকের ভেতর থেকে একটা হাউন্ড লাফিয়ে উঠল, বুলহর্নের মতো শব্দ করে চিৎকার করে ডেকে উঠল।

পিছিয়ে এল ডানকান। মুহূর্তের জন্য তার সেইদিনের কথা মনে পড়ে গেল যেদিন সেই পশুটা তাকে আক্রমণ করেছিল।

"চুপ করো বার্ট। আমি শুনতে পাচ্ছি, এতো জোরে ডাকতে হবে না।"

বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে ডানকানের।

"মিস্টার তুমি কি জানো এখানে জুটা কোথায়? আমার এক বোকা ভাই এদিকেই এসেছে।"

রেগে গেল ডানকান, লোকটার দিকে পিস্তল তুলে গুলি চালিয়ে দিলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই হাউন্ডটা লাফিয়ে উঠল আবার। ড্রাইভার চিৎকার করে উঠল, "শালা!"

বার্ট আক্রমণ করেছে, কিন্তু আক্রমণ করতে গিয়ে দুই গাড়ির মাঝখানে পড়ে গিয়েছে সে। সাথেসাথে ট্রাকের ইঞ্জিন চালু হলো, গিয়ার পড়ল, সরে গেল শেভি।

গাড়ি থেকে নেমে এল ডানকান, ট্রাক লক্ষ্য করে পুরো ক্লিপ খালি করল সে। মিসিসিপির ধারে ব্লকের সাথে ধাক্কা খেলো সেটা, ডুবে গেল। দুই মিনিট ধরে অপেক্ষা করল সে কিন্তু না, কাউকে দেখতে পেল না সে।

লোকটা যদি বেঁচে যায় তাহলে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেবে। কিন্তু খোঁজার মতো সময় নেই।

সে তার গাড়ির কাছে ফিরে এল, হাউন্ডটাকে খুঁজল। না, মনে হয় সরে পড়েছে। রেডিও তুলল সে।

"সবাই তৈরি হও। এখুনি আক্রমণ করতে হবে।"

২৭

"ইগর, আমাকে বলো তো পাই (▯) কী?" লোরনা কাইলের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। "পাই কী জিনিস?"

সবাই তার পিছনে জড়ো হয়ে আছে। প্যারটটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

"কী করছ তুমি?" মেটোয়ের জিজ্ঞেস করলন।

"একটা ছোট্ট পরীক্ষা করছি।" সে তার বসের দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, "সবাই সরে যাও।"

আরও এগিয়ে গেল লোরনা, নরম স্বরে বলল, "কা'মন ইগর।"

"ইগর," পাখিটা অনুকরণ করে বলল।

"গুড," লোরনা বলল, "ভালো পাখি কে?"

"ইগর," আবার বলল পাখিটা। দেহের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ে নিলো।

"এইতো খুব ভালো। এখন বলো পাই কী জিনিস? তুমি পাইয়ের কথা আগেও বলেছো।"

কম্পিউটারে লোরনা পাইয়ের মান ফুটিয়ে তুলল।

পাখিটা মাথা নাড়াল, "থ্রি..."

"এইতো ইগর, খুব ভালো..."

"ওয়ান... ফোর..."

থেমে গেল মাঝপথে।

"এইট... সেভেন... রাউন্ড...ট্রায়াঙ্গেল..."

পাখিটা মাথা উপরে-নীচে নাড়াচ্ছে।

"লোরনা?" ডক্টর মেটোয়ের বলে উঠলেন। হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তিনি।

কিন্তু লোরনা পাখিটার উল্টা-পাল্টা আচরণে ধৈর্য হারায়নি। সে তার হাইপোথিসিস প্রমাণ করতে ব্যস্ত।

"জোয়ি তুমি কি বাঘীরাকে নিয়ে আসতে পারবে? আর পল তুমি ক্যাপুচিনগুলো?"

দুই নিউরোবায়োলজিস্ট দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

লোরনা কার্লটনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ট্রলারে আর ওয়ার্ডে ইগর পাইয়ের মান একশ পর্যন্ত বলেছিল। আমি তাড়াহুড়ায় ডাবল চেক করতে পারিনি। তবে আমি নিশ্চিত যে অন্তত বারোটি সংখ্যা সঠিক ছিল।"

"আমারও মনে পড়ছে," লোরনার কথায় জ্যাক সমর্থন করল।

কার্লটন শ্রাগ করলেন, "আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি প্রমাণ করতে চাচ্ছো?"

"আপনি জানতে চেয়েছিলেন কেন, এই প্রাণীগুলো তাদের ব্রেইনের সাহায্যে একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে! আমার মনে হয়, আমি উত্তরটা জানি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই জোয়ি আর পল প্রাণিদেরকে হাতে করে নিয়ে এল। জোয়ি বাঘীরাকে কোলে নিয়ে আছে, যেন কম্বল দিয়ে জড়ানো একটা বাচ্চা। আর পলের ল্যাব কোট হাত আর পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে ক্যাপুচিন মাংকি দু'টো। শাবকটা নীল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্যাপুচিন দু'টোকে নামিয়ে দিয়ে পল হাসলো, দেখে মনে হলো ও তাদের বাবা।

"প্রাণীগুলোকে একত্রিত করলে সিনক্রোনাইজ (সমন্বয়) করতে তাদের কেমন সময় লাগে?" ডক্টর মেটোয়েরের দিকে তাকিয়ে লোরনা প্রশ্ন করল।

"কয়েক সেকেন্ড, খুব বেশি হলে আধা মিনিট।"

খুশি হলো লোরনা। "তাহলে আবার চেষ্টা করে দেখা যাক।"

"ইগর, পাই কী?"

পাখিটাকে এবার বেশ মনোযোগী মনে হচ্ছে, চোখ দুটো অনেক উজ্জ্বল, সরাসরি তাকিয়ে আছে লোরনার দিকে।

এবার ইগরের চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠল, দ্বিধাদন্ধ ছাড়াই সে মানুষের গলায় কথা বলে উঠল।

"পাই কী?" লোরনা আবার জিজ্ঞেস করল।

"থ্রি, ওয়ান, ফোর, ওয়ান, ফাইভ, নাইন, টু, সিক্স, ফাইভ..."

কাইল কম্পিউটারের কাছে বসে ছিল। বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল, "সে ঠিক বলছে।"

ইগর বলেই যাচ্ছে, "... থ্রি, ফাইভ, এইট, নাইন, সেভেন, নাইন, থ্রি..."

কাইলের সাথে ডক্টর মেটোয়েরও স্ক্রীণের দিকে তাকিয়ে আছেন। পুরো তিন মিনিট ধরে ইগর পাইয়ের মান বলে গেল, প্রায় একশ সংখ্যা পর্যন্ত নির্ভুল বলে গেল।

কার্লটন চোখ থেকে চশমা নামালেন, রুমাল দিয়ে সেটার গ্লাস পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "আমি স্বীকার করছি ইগরের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।"

"আমি এখনও নিশ্চিত নই এটা তার স্মৃতিশক্তির খেলা কিনা। তবে আমার মনে হয় সে এটা হিসেব করে বলছে।"

কার্লটন বললেন, "তারমানে তোমার ধারণা... এই সিনক্রোনাইজেশন... সে প্রাণীদের কর্মক্ষমতাও...! "

লোরনা হেসে নড করল।

"এর মানে কি?" কাইল জিজ্ঞেস করল।

জোয়ি এগিয়ে এসে তার কোলের শাবকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তারা শুধুমাত্র নিজেরদের মাঝে সিনক্রোনাইজ করছে না"-

বাকীটা পল শেষ করে দিলো, -"তারা নিজেদের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে যোগাযোগের মাধ্যমে একটা কার্যকর স্তরে কাজ করছে।"

কাইল জোরে শ্রাগ করল, কিছুই বুঝছে না সে। জ্যাকও লোরনার কাছে এগিয়ে এল, সে আরও জানতে চায়।

লোরনা ব্যাখ্যা করল, "ব্রেইন একটা অর্গানিক কম্পিউটার। এর ভেতরে প্রচুর নিউরন আর সাইনপস আছে যাদের রিসোর্স প্রচুর, কিছুটা কম্পিউটারের অব্যবহৃত শক্তির মতো । প্রাণীগুলোর মাথায় যে ট্রান্সমিশন ডিশ আছে, সেটা আসলে একটা নেটওয়ার্ক রাউটারের কাজ করছে। প্রত্যেক প্রাণীই একে অপরের ব্রেইনে ঢুকতে পারে। আসলে প্রাণীগুলো একেকটা ক্রুড কম্পিউটারের মতো করে কাজ করছে। আর তাদের মাঝে যোগাযোগ চলছে ওয়্যারলেস পদ্ধতিতে।"

"কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু কেউ জবাব দেয়ার আগেই কার্লটনের সেলফোন বেজে উঠল। সবার দিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকিয়ে কল রিসিভ করে কথা বললেন। "ধন্যবাদ জন। আমরা নীচে আসছি।"

জ্যাকের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আমাদের প্যাথোলজিস্ট কিছু পেয়েছে। আমার মনে হয় আপনি আপনার উত্তর সেখানেই পেয়ে যাবেন, এজেন্ট মেনার্ড।"

জ্যাক এর আগে মৃতদেহ নিয়ে কাজকারবার দেখেছে। কিন্তু ACRES -র প্যাথোলজি ল্যাব সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা নেই তার। জানালাবিহীন ঘরটা বাস্কেটবল মাঠের সমান বড়। সিমেন্টের মেঝেতে ড্রেইন আর ফাঁকে ফাঁকে

তারের জালি দেয়া, যেখানে পানি বা অন্যান্য তরল নিষ্কাশনের ছিদ্র দেখতে পেল। বাতাসে ফরমালডিহাইডের গন্ধ।

একপাশে মা জাগুয়ারটার দেহ ঢাকা দেয়া আছে। সবাই অন্যপাশে দাঁড়াল। সেখানে অপর শাবকটার দেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে, ঠিক ব্যাঙের মতো করে। মুখটা খোলা। হৃৎপিণ্ড, কিডনী, প্লীহা, যকৃৎ সব আলাদা আলাদা করে লেবেল দেয়া পাত্রে রাখা আছে। তবে সবচেয়ে বীভৎস দৃশ্য হলো মাথার খুলির গর্ত। ব্রেইনটা একটা ট্রে-তে রাখা আছে, উপরে হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বলছে, তাতে জিনিসটা ধূসর দেখাচ্ছে।

জ্যাক লক্ষ্য করল লোরনা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেদিকে। প্যাথোলজিস্ট ডক্টর জন গ্রিয়ার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। হাত নেড়ে সবাইকে সামনে আসতে বললেন। "আমার মনে হয় তোমরা এর আগেও ব্রেইন দেখেছো।" একটা ফরসেপ আর স্কালপেল নিয়ে তিনি ব্রেইনের একটা স্তর তুলে ধরলেন, ভেতরে সেরেব্রাম দেখা যাচ্ছে। সবকিছুই স্বাভাবিক দেখাচ্ছে শুধু চারটা ছোট কালো ডায়মন্ডের মতো জিনিস ছাড়া।

"আমি কয়েকটা ক্যুইক টেস্ট করেছি। চলুন দেখাই।" ডক্টর গ্রিয়ার বললেন।

অপরদিকের একটা টেবিলের কাছে নিয়ে এলেন সবাইকে। ট্রে-তে বাকী একটা ছোট ডায়মন্ড রাখা আছে তবে সেটা চারটা টুকরা করা। ডক্টর গ্রিয়ার একটা চিমটা দিয়ে একটা টুকরো তুলে সেটাকে লোহার গুঁড়ায় ভরাট করা একটা পাত্রে নিলেন। একটু পরেই সেটা ধাতুর ক্রিস্টালে পরিণত হলো।

ডক্টর গ্রিয়ার বললেন, "আমার মনে হয় আমরা যে জিনিস নিয়ে কাজ করছি সেটা ম্যাগনেটাইট ক্রিস্টাল।"

"ম্যাগনেটাইট?" জ্যাক জানতে চাইল। অন্য কাউকে খুব একটা অবাক বলে মনে হলো না। কাইলকে দেখে মনে হলো এখানে না থেকে অন্য কোথাও থাকলে তার ভালো লাগতো। "মানে চুম্বকের মতো ?"

"ঐ রকম কিছু একটা।" লোরনা বললো।

জোয়ি বলল, "সব ব্রেইন টিস্যুতে এমনকি আমাদেরও এই ধরণের ম্যাগনেটাইট ক্রিস্টাল আছে। সাধারণত সেরেব্রাল কর্টেক্সে পাওয়া যায়।"

লোরনা বলল, "পাখি প্রজাতির প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ম্যাগনেটাইট লেভেল আরও বেশি। পৃথিবীর ম্যাগনেট ফিল্ডের সাথে এর সম্পর্ক আছে সেজন্য এরা মাইগ্রেশনের সময় কোথাও হারিয়ে যায় না, দিক ঠিক রাখতে পারে। এটা মৌমাছি, মাছ এবং ব্যাকটেরিয়ার ভেতরেও দেখা যায়। অনেকটা ইন্টারনাল কম্পাসের মতো ।"

"তাহলে আমাদের এটার প্রয়োজন কী?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল।

"কেউ জানে না," লোরনা শ্রাগ করল।

জোয়ি বলল, "তবে সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে জীবিত প্রাণীর মধ্যকার চুম্বকীয় ক্ষেত্র আমাদের গ্রহে জীবনের অস্তিত্বের ভিত্তি হতে পারে। এই চুম্বক ক্ষেত্রেটাই শক্তি এবং জীবিত বস্তুর মধ্যকার সংযোগ সেতু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পাইজোয়িলেকট্রিক মৌল আমিষ, এনজাইম এমনকি DNA (ডি এন এ) -র ভেতরেও আছে। আর এগুলোই প্রাণের মূল ভিত্তি।"

"তা সত্ত্বেও," ডক্টর গ্রিয়ার বলে উঠলেন, "এদের ভেতরে যে পরিমাণ ম্যাগনেটাইট রয়েছে, সে পরিমাণ অন্য কোনও প্রাণীর ভেতরে দেখিনি। আমি ডিসেকটিং মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষা করে দেখেছি। এর ভেতরে প্রচুর ছোট ছোট ক্রিস্টাল আছে, আরও ভেঙ্গে ফেললে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশ পাওয়া যায়।"

"Fractals -র মতো ?" কাইল বললো।

"একদম ঠিক।" ডক্টর গ্রিয়ার বললেন।

ডক্টর তাদেরকে আবার ব্রেইনের কাছে নিয়ে এলেন, বললেন, "ম্যাগনেটাইটের বিষয়টি এই গল্পের অর্ধেক মাত্র।" তিনি চিমটা দিয়ে একটা দাগ টানলেন, বললেন, "এগুলোর প্রত্যেকটা সংযোগস্থল সূক্ষ্ম মাইক্রোস্কপিক ওয়েব দ্বারা সংযুক্ত, এরা নিউরনগুলোকে ঘিরে রেখেছে।"

"যেমনটা তুমি আশা করেছিলে," ডক্টর মেটোয়ের বললেন।

ডক্টর গ্রিয়ার ব্যাখ্যা করলেন, "ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশনের কারণে ব্রেইনে নিউরনের কার্যকারিতা বেড়ে যায় এবং নতুন নতুন সাইন্যাপটিক কানেকশন তৈরি হয়।"

জ্যাকের আগের ব্যাখ্যা করা বিষয়গুলো মনে পড়ে গেল, "এইজন্যই প্রাণীগুলো এতো বুদ্ধিমান হয়।"

"আলাদা আলাদা ভাবে... কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তবে এক্ষত্রে ডক্টর পোল্কের ওয়্যারলেস ইন্টারকানেকটিভিটি থিওরিরও অবদান আছে। যত নিউরন তত লোকাল ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন। একটা দূর্বল EM (Electromagnetic) পালস প্রাণীগুলোর মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

লোরনা মাথা ঝাঁকালো, "আরও অনেক কিছু বাকী আছে জানার।"

"তাহলে তোমাদের নিজের নিজের গবেষণা শুরু করে দেয়া উচিৎ।" ডক্টর গ্রিয়ার বললেন, "তবে একটা জিনিস দেখানো এখনও বাকী আছে।"

"কি?" ডক্টর কার্লটন জিজ্ঞেস করলেন।

অন্য একটি টেবিলের কাছে সবাইকে নিয়ে গেলেন ডক্টর গ্রিয়ার সবাইকে। সেখানে একটা ট্রে-তে ছোট্র একটা জিনিস পড়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে মানুষের তৈরি। মটরদানার সাইজের একটা প্লাস্টিকের ক্যাপসুল। স্বচ্ছ আবরণের জন্য এর ভেতরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে।

“আমি ভেবেছিলাম তোমরা সবাই প্রাণীগুলোতে প্রতিস্থাপন করা মাইক্রো চিপ দেখতে চাইবে।”

“মাইক্রো চিপ?” ভ্রু কুঁচকে লোরনা বলল, “এগুলো কি কোনও ধরণের ট্যাগ?”

“MRI স্ক্যানে প্রতিটা প্রাণীর চামড়ার নীচে এধরণের মাইক্রো চিপ দেখা গেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনও আইডি ট্যাগ ধরণের কিছু যাতে তাদেরকে সহজেই মার্ক করা যায়, যেমনটা কুকুর বা বিড়ালের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। কিন্তু পরে পরীক্ষা করে দেখি এটা তা নয়। এটা আরও জটিল। সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তারে ভর্তি।”

“আমি কি দেখতে পারি জিনিসটা?” জ্যাক জিজ্ঞেস করল।

প্যাথোলজিস্ট তার হাতে দিলেন। সে কাছে নিয়ে দেখল, খুব বেশি কিছু বলতে পারল না তবে তার ভেতরের রাডার তাকে সাবধান হবার সংকেত দিলো। এর জটিল গঠন আর ক্ষুদ্রাকার সংস্করণ দেখে মনে হচ্ছে মিলিটারি গ্রেডের।

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। দম বন্ধ করে ব্যাকআপ জেনারেটর আবার চালু হবার জন্য অপেক্ষা করা শুরু করল সবাই।

ডক্টর কার্লটন বললেন, “মনে হয় আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে।”

জ্যাকের চেহারায় দুশ্চিন্তার আভাস দেখা গেল। কিছুক্ষণ আগে ওর মন যে ব্যাপারে সাবধান করেছে।

এটা একটা ট্র্যাকার...

মনে পড়ে গেল ট্রেলারে বিস্ফোরণের ঘটনা। কেউ তাদেরকে পথ থেকে সরাতে চাইছে।

ওর ভেতরে কেউ বলে উঠল, এটা বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা গলায় সে বলল, “আমাদের আক্রমণ করা হয়েছে।”

অন্ধকারে ময়না তদন্তের টেবিলের সাথে ধাক্কা খেলো লোরনা। উষ্ণ দেহের স্পর্শ পেলো কারও, জড়িয়ে ধরলো তাকে। ঘাম আর আয়োডিনের গন্ধে চিনতে পারল জ্যাককে। টেবিলের আরেকপাশে আলো জ্বলে উঠলো, জোয়ি-র সেলফোনের আলো। এ মুহূর্তে আর কোন কাজে জিনিসটা লাগবে বলে মনে হয় না। ঝড়ে সেলফোনের টাওয়ারের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সিগন্যাল দূর্বল।

"তোমার কেন মনে হচ্ছে বাইরের কোনো আক্রমণের কারণে পাওয়ারের সমস্যা দেখা দিয়েছে, এজেন্ট মেনার্ড?" ডক্টর কার্লটন জিজ্ঞেস করলেন।

"নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে চাই। আমার ধারনা, ট্রলারের বিস্ফোরণে যারা জড়িত ছিল তারাই এই আক্রমণের সাথে জড়িত। তারা এখানে এসেছে বাকী প্রাণীগুলোকে নিয়ে যেতে। শাবকটার শরীর থেকে যে চিপ পাওয়া গিয়েছে সেটা একটা ট্র্যাকিং ডিভাইস, এটা দিয়েই তারা জানতে পেরেছে আমরা কোথায়।" জবাব দিলো জ্যাক।

"কিন্তু কে এধরণের কাজ করতে যাবে?" ডক্টর মেটোয়ের জিজ্ঞেস করলেন।

লোরনা টের পেলো জ্যাকের দেহ পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে, তবে এখনও তাকে ছাড়েনি। মনে হলো কাইল কঠোর দৃষ্টিতে তাকে দেখছে যেন। অবশেষে সে নিজেকে আস্তে করে ছাড়িয়ে নিলো জ্যাকের বন্ধন থেকে।

"এজেন্ট যা বলে সেটাই আমাদের করা উচিৎ," জোয়ি বলে উঠল। "নিজেকে রক্ষার প্রস্তুতি নেয়া দরকার।"

সবাই জ্যাকের দিকে তাকাল।

"এই রুমে কোনও জানালা নেই," সে বলল। "তারমানে এটা একটা ব্লাইন্ড স্পট। কেউ টের পাবে বলে মনে হয় না। তবুও সাবধানতার জন্য সবাই এখানেই থাকুন যতক্ষণ না পর্যন্ত বাইরের অবস্থা দেখে আমি ফিরছি।"

"এখান থেকে চলে গেলে কেমন হয়?" ডক্টর গ্রিয়ার জিজ্ঞেস করলেন। "এখান থেকে বেরোনোর জন্য রাস্তা আছে, সেখান দিয়ে যাওয়া যায়।"

"না, আমার হিসেবে তারা রাস্তাটার উপর নজরে রেখেছে, বের হবার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে।"

"তাহলে আমরা কী করব?" জোয়ির কণ্ঠে ভয়।

"আপাতত এখানেই থাকো। লুকিয়ে থাকার মতো আর কোন জায়গা আছে কী?"

"হিমঘর আছে।" প্যাথোলজিস্ট বললেন। "কিন্তু সেটা ভেতর থেকে বন্ধ করা যায় না।"

কাইল বলল, "আমাকে ওটা দেখতে দাও। চার বছর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পড়ে অন্তত ভেতর থেকে বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"গুড। তাহলে সবাই হাতের কাছে যা পাও, যেমন-স্কালপেল, কাঁচি, ছুরি, সিরিঞ্জ যা পাও তাই নিয়ে নাও। আমি বাইরে আমার ট্রাকের দিকে যাচ্ছি। ওটার লকবক্সে আমার রাইফেল আর শটগান আছে।"

গ্রিয়ার দু'টো ইমারজেন্সী ফ্ল্যাশলাইট খুঁজে বের করলন। একটা জ্যাকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "কাজে লাগতে পারে।"

সবাই হাতের কাছে ধারালো যা যা পেলো তাই নিলো। রুমের উপরে একদিকে ব্যাটারীর হাল্কা আলোতে এক্সিট লেখা সাইনবোর্ড জ্বলছে। লোরনা খেয়াল করলো ওটা দেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলজ্যাক।

"আমার ট্র্যাংকুলাইজার গানের কি হবে? যেটা নিয়ে শিকারে গিয়েছিলাম।" লোরনা বলে উঠলো। "অফিসেই ফেলে এসেছি। বাইরে যাবার চাইতে সেটা আনাই সহজ।"

লোরনা চাচ্ছিলো না জ্যাক অস্ত্রধারী একদল লোকের সামনে খালি হাতে পড়ুক।

"গুড আইডিয়া," জ্যাক মাথা নাড়লো।

"আমি তোমার সাথে যাবো।" জোর দিয়ে বলে উঠলো সে, জানে জ্যাক নিষেধ করবে, "এটাতে M99 সিরিঞ্জের কারট্রিজ নিরাপদে লোড করতে দক্ষ হাতের প্রয়োজন।"

আসলেই তাই, এটার কয়েক ফোঁটা মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট।

জ্যাক একটু দেরি করতে চাইলো যাতে সে লোরনাকে বাইরে বেরোতে মানা করতে পারে। কিন্তু লোরনা এগিয়ে এলো।

"আমি শুধু অফিস পর্যন্ত যাবো। তারপর সোজা এখানে চলে আসবো।" কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস। জ্যাককে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলসে, "দেরী করে লাভ নেই, চলো।"

দরজা খুলতে গিয়েই বাধা পেলো লোরনা, জ্যাক তাকে আটকেছে। সে চেষ্টা করলো জ্যাককে সরিয়ে দিতে যাতে তাকে যেতে বাধা দিতে না পারে। কিন্তু ওকে পাশ কাটিয়ে জ্যাক এগিয়ে গেল।

"আমার পিছনে থাকো। কোনও কথা শুনব না।"

বেরিয়ে গেল ওরা দু'জন। দরজা বন্ধ হতেই হলওয়ে কালো কালিতে ডুবে গেলযেন, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। জ্যাক অন্ধকারেই লোরনার হাত ধরলো। হাতের তালু অনেক চওড়া আর রুক্ষ। কিন্তু হাতটা তাকে অন্ধকারে চলতে সাহায্য করলো। দু'জনে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

"ও ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করছে না কেন?" মনে মনে জিজ্ঞেস করল লোরনা।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল ওরা, উঠবে উপরে।

নীচতলার ল্যান্ডিঙ থেকে ক্ষীণ আলো আসছে, মেঘমুক্ত আকাশের তারার আলো জানালা গলে ঢুকে পড়েছে। অল্প হোক তবুও আলো দেখে খুশি হলো সে।

জ্যাক হলের দিকে এগিয়ে গেল, সাথে লোরনা। কয়েকটা দরজা পেরোলেই লোরনার অফিস রুম। কিন্তু অর্ধেক পথ পেরোতেই চাপা আওয়াজ পেলো। সামনের বিল্ডিং থেকে আসছে। সাবধান হয়ে গেল জ্যাক, ওর হাতে লোরনার আঙুল চেপে বসলো। কে ওখানে? এই সময় কারও তো থাকার কথা না!

জ্যাক দ্রুত লোরনার অফিসের দিকে এগোল। আস্তে করে দরজাটা খুলে একটা হাত ঢুকিয়ে দিলো, তারপর লোরনাকে রুমের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল। নিঃশব্দে দরজাটা লাগিয়ে দিলো। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে লোরনাকে শব্দ করতে নিষেধ করল।

তাড়াহুড়া শুরু করে দিলো লোরনা, অন্ধকারে হাঁটু কাঁপছে তার। টেবিলের উপরেই সে রাইফেল কেসটা রেখে গিয়েছিল, হাতড়ালো কিছুক্ষণ, পেয়েও গেল। দু'টো অংশ জোড়া লাগাতে হবে এখন। মেরিনরা অন্ধকারেও তাদের অস্ত্র জোড়া লাগিয়ে ফেলতে পারে, তবে সে এতটা দক্ষ না। কিছুক্ষণ রাইফেলের দু'টো অংশ নিয়ে কসরত করতেই জোড়া লাগিয়ে ফেলল।

ওর পিছনে দাঁড়িয়ে জ্যাক দরজার দিকে নজর রাখছে।

দু'টো সিরিঞ্জ কারট্রিজ আর কেসের ভেলভেট মোড়ানো কম্পার্টমেন্ট থেকে M99 এর ভায়াল নিয়ে নিলো। অন্ধকারে এই রাইফেল রিলোড করার চেষ্টা করাও বড়সড় বোকামো আর বিপদজনক কাজ কিন্তু আর কোনো উপায়ও নেই। তবে অন্ধকারে রাইফেল জোড়া দিতে যতটা দেরি হয়েছে তার চেয়েও দ্রুত রাইফেলে সিরিঞ্জ কারট্রিজ লোড করে ফেলল সে। কারণ অনেক বছরের অভিজ্ঞতা আছে ওর, সূচ আর ওষুধের বোতল নিয়ে কাজ করার।

লোরনা ঘুরে দাঁড়াতেই জ্যাক সরে গেল, দরজায় লাগানো কাঁচের মধ্য দিয়ে একটা ছায়াকে দেখল, পায়ের শব্দ পেলো না। দরজার কাছে দাঁড়াল সেটা।

বরফের মতো জমে গেল লোরনা। হৃৎপিণ্ড পাঁজরে সজোরে ধাক্কা মারছে। দেখল ছায়াটা সামনে আগাচ্ছে। বুঝতে পারল কোন দিকে যাচ্ছে-কুকুরের খাঁচার ওয়ার্ডের দিকে। সেখানে অবশ্য বেশিরভাগ খাঁচাই খালি পাবে। যদিও ভেড়ার খাঁচাটা আছে সেখানে। আর বাকী প্রাণীগুলো একতলায় নিয়ে আসা হয়েছিল পরীক্ষা করার জন্য। সেগুলো জেনেটিক ল্যাবের স্টীলের খাঁচায় আছে।

কিন্তু খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগবে না, যদি তারা ইলেকট্রনিক ট্র্যাকার ব্যবহার করে। চিপগুলো কি এখনও কাজ করছে?

দশ সেকেন্ড পর অন্ধকারেই জ্যাক ওর পাশ কাটালো। সে ওকে রাইফেলটা দিতে চাইল কিন্তু হাত দিয়ে ওর দিকে ঠেলে দিলো। কানের কাছে ওর নিঃশ্বাসের সাথে কয়েকটা শব্দ শুনতে পেলো, "এখানেই থাকো। লুকিয়ে থাকো।"

জ্যাক আস্তে করে চেপে ধরলো লোরনার আঙুলগুলো।

বুঝতে পারল লোরনা।

মন না চাইলেও জ্যাককে যেতে দিলো সে। কিন্তু বাইরে কয়জন আছে কে জানে?

জ্যাকেরও ইচ্ছে করছিল না লোরনাকে একা ফেলে যেতে কিন্তু আর কোনও উপায় নেই। খেলা পাল্টে গিয়েছে। তারা এখন আক্রমণের শিকার। বাইরে অস্ত্রধারী দলের সামনে তাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই সে আঙুলের চাপে ইশারায় লোরনাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল বর্তমান পরিস্থিতি।

জবাবের অপেক্ষা না করেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সামান্য ফাঁক করল, বেরিয়ে গেল রুমের বাইরে। নীচে আরও কয়েকজন আছে তবে তারা আছে হিমঘরে। দেখে মনে হচ্ছে এরা সাধারণ কোনও চোর নয়। পেশাদার খুনী, রীতিমতো মিলিটারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

হলে বেরিয়ে এল সে। লোকগুলোর উদ্দেশ্য নিয়ে একবার চিন্তা করল জ্যাক। তারা আসলে কী করতে এসেছে? ট্রেলারে বিস্ফোরণের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো। নিশ্চয়ই বাকী প্রাণীগুলোকে মেরে ফেলতে এসেছে ওরা যেন কোনও চিহ্ন না থাকে। কিন্তু এরপর? এরপর তাদের উপর আরও কোনও নির্দেশ আছে নাকি? ACRES এ এখন যারা আছে তাদের সবাইকে মেরে ফেলার নির্দেশ নয় তো?

ভয় পেল সে।

হলওয়েের শেষ প্রান্তে চলে এল জ্যাক। এখানে একটা সুইং ডাবল ডোর আছে যেটা মূল লবি আর সামনের প্রবেশ পথকে আলাদা করেছে। সে জানে কাজ শেষ করে এখান দিয়েই সবাই বেরিয়ে যাবে। কিন্তু চিন্তা করে দেখল তারা কিভাবে এই অন্ধকারে হলওয়েতে দ্রুত আর নিঃশব্দে চলাফেরা করছে? নিশ্চয়ই ওদের সাথে নাইট ভিশন গগলস আছে। আর এক্সিটগুলোতেও পাহারা বসিয়েছে ওরা।

ডবল ডোরটা সামান্য ফাঁক করল জ্যাক, আবছা আলো ফাঁক গলে এল। মূল প্রবেশপথের সামনে কাঁচের দরজা দেখতে পেলো তবে সন্দেহজনক ছায়া বা নড়াচড়া দেখতে পেলো না। ঘুরে দাঁড়াল সে, চলে আসবে ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হলো কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে।

মিস করেছে সে, লবির সোফার ছায়াতে ছোট্ট লাল আলো মিটমিট করে জ্বলছিলো সেটা লাগানো ছিল পাঁচ গ্যালনের ক্যানেস্টারের গায়ে।

ঘাড়ের পিছনের চুল দাঁড়িয়ে গেল তার।

বোমা পেতে রেখেছে ওরা...

ওরা শুধু প্রাণীগুলোকে মারতে আসেনি, এখানে যারা আছে তাদের সবাইকে মারতে এসেছে। কাউকে বাঁচিয়ে রাখবে না।

লাথি দিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে, জানে কেউ না কেউ নাইট ভিশন গগলস দিয়ে দেখছে তাকে। একটা ফ্ল্যাশ বম্বের প্রয়োজনবোধ করল, হাতে থাকলে সেটা দিয়ে লোকটাকে অন্ধ না করা গেলেও বেশ কিছু সময়ের জন্য প্রায় অন্ধ করে রাখা যেত। কিন্তু সেটা করার কোনও সুযোগ নেই।

ঘুরেই দৌড় দিয়ে বেরিয়ে এসে পার্কিং লটে এল। ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে, নীচু হয়ে দৌড় দিলো, মনে মনে প্রার্থনা করল ওদের কেউ যেন লোরনা বা অন্য কাউকে খুঁজে না পায়। এদের সাথে লড়তে হলে তার অস্ত্র দরকার।

হিসেবে কিছুটা ভুল করে ফেলল সে। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল সে। তাকিয়ে দেখল বিল্ডিঙের একপাশ জ্বলছে। গড়িয়ে ঝোপঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। বুঝতে পারল দলের নেতা নির্দয় আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। কাউকে ছাড়বে না সে।

গড়িয়ে ট্রাকের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাক।

যদি সবাইকে বাঁচাতে হয় তাহলে তাকেও শত্রুপক্ষের মতোই নির্দয় আর আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

জ্বলতে থাকা আগুনের ভেতর দিয়ে এগোল ডানকান, মুখে গ্যাস মাস্ক পরা। আগুনের আঁচ টের পাচ্ছে। তাকিয়ে দেখল জানালাগুলো বিস্ফোরণের চোটে ভেঙে গিয়েছে, এক অংশের ছাদ ধ্বসে পড়েছে।

পুরো বিল্ডিং ধ্বংস করার কোনও ইচ্ছে নেই তার, তবে নীচতলায় আগুন ধরেছে বেশ ভালো ভাবেই। এভাবেই পুরো বিল্ডিঙের আরও দশ জায়গায় বম্ব চার্জ করে রেখেছে সে। তবে আগুন যেভাবে ধরেছে তাতে কারও পক্ষে বের হওয়া সম্ভব না। তার একজন লোক অ্যালার্ম সিস্টেম বন্ধ করে রেখেছে। লবির দিকে এগিয়ে গেল, অর্ধেক ছাদ ভেঙে পড়েছে। ঘন ধোঁয়া পরিষ্কার হতেই তার সেকেন্ড ইন কমান্ডকে দেখতে পেলো। টিমের লোকদের কথা শুনছে সে। কথা শেষ হতেই ডানকান জিজ্ঞেস করল, "কী খবর?"

"ওরা কুকুরের ওয়ার্ডে পৌঁছে গিয়েছে। একটা ভেড়া খুঁজে পেয়েছে। কথামতো সেটার মাথা কেটে নিয়ে সরে পড়েছে।"

"বাকীদের খবর কী? আরও চারটি প্রাণী বাকী আছে।"

"কোনও খবর নেই। কোরি দলটার নেতৃত্বে আছে। তিনজন মর্গের দিকে এগোচ্ছে।" সেকেন্ড ইন কমান্ড মাথা নাড়লো।

ডানকানের চোখে জাগুয়ারের ছবি ভেসে উঠল।

"তিনজন প্রত্যেক ফ্লোর আর রুমগুলো চেক করে দেখছে। বাকীগুলোও পেয়ে যাব।"

ডানকান মাথা নাড়লো।

লস্ট ইডেন কে-র নির্দেশ অনুযায়ী প্রাণীগুলো মাথা কেটে নিয়ে আসতে হবে আর ধড় পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যদিও ব্যাপারগুলো ইডেনের সমস্যা আরও বাড়াবে তবে এছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। তার বসদের ধৈর্য কম। যা করার তাকেই করতে হবে। অবশ্য কাজটাও বেশ আনন্দের। এই প্রজেক্টের জন্য সেও কম কষ্ট স্বীকার করেনি। যত যাই হোক এটাকে সে বিফলে যেতে দেবে না।

প্রাণীগুলো আয়রন ক্রিকের সম্পত্তি, এক একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার। কথামতো প্রাণীগুলোর মাথা ফেরত নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেগুলো পাওয়া গেলে তো? তবে তাতেও সমস্যা নেই, ওরা প্রাণীগুলোকে খুঁজে না পেলেও সমস্যা নেই, আগুন যেভাবে ধরেছে তাতেই পুড়ে খাক হয়ে যাবে। তবে মাথাগুলো না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না সে।

"বাকীদের খবর কী?" সেকেন্ড ইন কমান্ডকে জিজ্ঞেস করল ডানকান, "বিজ্ঞানীরা কোথায়? জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য একজনকে চাই।"

"কোনও খবর নেই, স্যার।"

বিল্ডিঙের চারিদিকে দিকে নজর বোলাচ্ছে ডানকান। "ভালো করে লক্ষ্য রাখো।" সে বলল, "যদি কোরির টিম তাদেরকে খুঁজে নাও পায়, তবে আগুন তার কাজ করবে।"

নিজের অফিস রুমে লোরনা নীচু হয়ে বসে আছে। বুকের সাথে রাইফেল চেপে ধরা। বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছে সে। দরজার নীচ দিয়ে ধোঁয়া ঢুকছে, ছোট্ট রুমটা ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে, পানি পড়ছে।

মনে মনে বিস্ফোরণে জ্যাকের ক্ষতির কথা ভাবলো সে। জ্যাক বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে জানার উপায় নেই। তার সামনে দুইটা অপশন আছে, এক রুমে আটকে থেকে শ্বাস কষ্টে মরা অথবা ধরা পড়ার ভয় থাকলেও বেরিয়ে যাওয়া।

আসলেই কোনও উপায় দেখছে না সে। কিন্তু বেরিয়ে যাবেই বা কোথায়?

মেইন হলওয়ের দিকে তাকাল একবার। নীচের প্যাথোলজি ল্যাবে তার ভাই আর অন্যান্য সহকর্মীরা আছে। তারা যদি শান্ত থাকে তাহলে আপাতত কোন বিপদ হবে না। আর যেতে হলে তাকে মেইন হলওয়ে দিয়েই সেখানে যেতে হবে। তাহলে আক্রমণকারীদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। স্টিলের তৈরি হিমঘরটা মোটামুটি দুইটা গাড়ি পাশাপাশি রাখার মতো বড়। ক্ষতি হবার সম্ভাবনা অনেক কম। আগুন আর ধোঁয়ার প্রকোপ বেশ কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল সে। রুমের পিছনে ল্যাবে যাবার দরজা দেখা যাচ্ছে। দিনের বেশিরভাগ সময় সে এখানেই কাটায়। একবার ল্যাবে যেতে পারলেই পাশাপাশি অন্যান্য ল্যাবের দরজা দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

কিন্তু সে ইগর আর অন্যান্য প্রাণীগুলোর কথা ভাবছে। উপরের ফ্লোরে জেনেটিক ল্যাবে সেগুলো রাখা আছে। আগুনে পুড়ে মারা যেতে দিতে পারে না ওগুলোকে। সেখানে একটা সিঁড়ি আছে যেটা দিয়ে উপরের ফ্লোরে যাওয়া যায়।

মনের একটা অংশ তাকে লুকিয়ে থাকতে বলছে। বলছে কেউ তাকে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। যদিও সে অনবরত সেটার বিরূদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। আসলে এটা সেই অতীতের ঘটনার ফল। তখন যে আঘাত পেয়েছিলো সেখান থেকেই এমন অনুভূতি হচ্ছে। তবে এসব পাত্তা দেয়ার সময় নেই।

উঠে পড়ল সে। ল্যাবের দরজার দিকে এগোল। দরজায় হাতের তালু রাখলো, দেখল গরম কিনা। নাহ। আস্তে করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে, চারিদিকে তাকাল।

টেবিল, বেঞ্চ, বায়োজেনিক ইকুইপমেন্ট - মাইক্রোস্কোপ, ক্যাথেটার, মাইক্রোপিপেট, ইনকিউবেটর, সেল (Cell) ফিউশন ইউনিট ইত্যাদি দিয়ে জায়গাটা ভরা। একপাশে ডবল ডোর রেফ্রিজারেটর দিয়ে বোঝাই, সেখানে ডিওয়্যার'স বটলে ক্রায়োটিউবে বিলুপ্ত প্রাণীদের হিমায়িত ভ্রূণ, শুক্রাণু রাখা আছে। এখানেই তার জীবনের সেরা কাজগুলো জমা-ফ্যাসিলিটির ফ্রোজেন জু।

কিন্তু এই মুহূর্তে আতংকে দিশেহারা লোরনা তার মূল্যবান গবেষণার কথা ভুলে গিয়েছে। আগুন যদি এখানে পৌঁছাতে না পারে তাহলে লিকুইড নাইট্রোজেনে রাখা ভ্রূণগুলো বহু বছর যাবৎ নিরাপদ থাকবে।

ল্যাবের অন্ধকার অংশটা পেরিয়ে পিছনের সিঁড়ির দিকে এগোল সে। কান পেতে আন্দাজে বোঝার চেষ্টা করলো আক্রমণকারীদের অবস্থান। কিন্তু কানে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলো না। আগের মতো দরজায় হাত দিয়ে দেখল গরম কিনা। সামান্য গরম তবে আগুন এখনও এসে পৌঁছায়নি। সিঁড়িতে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। নাহ, খালি। এক দৌড়ে সিঁড়ি পেরিয়ে গেল, আস্তে করে দরজা খুলে ঢুকে গেল জেনেটিক ল্যাবে।

নির্জন, অন্ধকার ল্যাবে একা লোরনা। কিচিরমিচির শব্দ শুনতে পেলো, খুব আস্তে। ইগর।

পাখিটা বুঝতে পেরেছে সে এখানে আছে। ওটার চোখের উজ্জ্বলতার ছবি ভেসে উঠল তার চোখে, মনে পড়ল পাখিটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কিছুক্ষণ আগে দিয়েছে।

সন্তর্পণে এগোল সে। টপ ফ্লোরে হওয়ার কারণে স্কাইলাইট দিয়ে অল্প হলেও আলো আসছে। খাঁচার মধ্যে এখনও ইগর আছে। পাশেই শাবকটা আর ক্যাপুচিন মাংকি দেখতে পেলো, ওরাও প্লাস্টিক এয়ারলাইন ক্যারিয়ারের মতো দেখতে খাঁচার মধ্যে রাখা আছে। এধরণের খাঁচাগুলো সাধারণত এখানকার প্রাণীদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু উভয় সঙ্কটে পড়ে গেল লোরনা। শাবক আর ক্যাপুচিন মাংকি সহজে বহন করতে পারলেও ইগরকে নিতে হলে তার আরও একটি অতিরিক্ত হাত দরকার।

ইগরের খাঁচার আছে গিয়ে সে বলল, "একদম চুপ থাকো, শশশ...!"

পাখিটাকে দেখে মনে হলো সে লোরনার কথা বুঝেছে। লোরনার কণ্ঠ নকল করে বলল, "ইগর... হেল্প, ইগর..."

"ঠিক ধরেছ ছোট্ট বন্ধু, এটাই আমাদের প্ল্যান।"

পাখিটা নিশ্চয়ই ধোঁয়ার গন্ধ পেয়েছে।

খাঁচার দরজা খুলে দিলো লোরনা, পাখিটা লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, সামনে-পিছনে মাথা ঝাঁকালো। তারপর খাঁচার দরজায় উঠল পাখিটা। লোরনা হাত এগিয়ে দিতেই সেটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই উঠে গিয়ে আঁকড়ে ধরলো। যেন বুঝতে পেরেছে লোরনার প্ল্যান। কাঁধে উঠে গেল পাখিটা।

লোরনার টের পেলো পাখিটা ভয়ে কাঁপছে, শান্ত করার প্রয়াস পেল। এক কাঁধে ইগরকে নিয়ে আরেক কাঁধে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিলো। দুই হাতে নিয়ে নিলো দুই খাঁচা, বাঘীরা নড়ে উঠল, মৃদু গরগর শব্দ করে উঠল, জিহ্বা বের করল, হাঁ করে

বাড়ন্ত সাদা দাঁত বের করল। ক্যাপুচিন মাংকি দুইটা খাঁচার শিক ধরেছিল, লোরনার দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনে।

রওনা দিলো সে, কাঁধে রাইফেল থাকায় ভারসাম্য বজায় রেখে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবে প্রাণীগুলোকে বের করে নিয়ে যাওয়া দরকার। এখানে থাকার চাইতে বাইরেই ওগুলো ভালো থাকবে। সিঁড়ির দিকে এগোল, ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছে লোরনা। প্রাণীগুলোও চুপ করে আছে যেন বিপদ বুঝতে পেরেছে। শুধু ইগরের বুক থেকে গুড়গুড় করে শব্দ হচ্ছে যেন কেউ গোঙাচ্ছে। গরম হয়ে গিয়েছে সিঁড়ির পুরোটা, ধোঁয়ায় অন্ধকার সিঁড়ির ধাপগুলো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। প্রাণীগুলোরও একই অবস্থা।

নেমে এল সিঁড়ির শেষ মাথায়, দরজা ঠেলে ওর ল্যাবে ঢুকে গেল। কিছুটা ঠাণ্ডা আছে ল্যাবটা। বাতাসে কিছু একটার গন্ধ টের পেলো। মনে হচ্ছে ফ্রোজেন জু থেকে তরল কিছু বের হয়ে আসছে। লিকুইড নাইট্রোজেন ভেতরের নমুনাগুলোকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য একধরণের গ্যাস বের করে দেয়। সাধারণত রুমের ভেন্টিলেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সেগুলো বের হয়ে যায় কিন্তু পাওয়ার না থাকার কারণে ভেন্টিলেশন সিস্টেম বন্ধ। আর সে কারণে এটা রুমের ভেতরেই জমা হচ্ছে, বেরোতে পারছে না। নাইট্রোজেন খুব দ্রুত বাতাসের অক্সিজেন আলাদা করে ফেলতে পারে ফলে বিপদের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়।

জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে, খাঁচা দু'টো নামিয়ে রেখে খুলে দিলো জানালা। বাইরের বাতাস ঘরে ঢুকল, কেঁপে উঠল ইগর।

"ঠিক আছে," ইগরকে শান্ত করতে লোরনা বলে উঠল। "আমরা যাচ্ছি।"

লোরনা ডক্টর চ্যাঙের বায়োমেট্রিক ল্যাব দিয়ে বের হওয়ার কথা ভাবলো, ল্যাবটা তার নিজের ল্যাবের পাশেই। ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্য সেখান দিয়ে বের জয়ে লুকানোর মতো কোনও জায়গা বেছে নেবে সে।

কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না।

"থামো!"

হঠাৎ চিৎকারে সে লাফিয়ে উঠল। শব্দটা তার ঠিক পিছন থেকেই এসেছে। ইগর ভয় পেয়ে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু লোরনা তাকে দু'হাতে ধরে জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দিলো। পালক না থাকায় পড়ে গেল পাখিটা কিন্তু বেশি জোরে পড়েনি। ঝুপ করে শব্দ পেলো লোরনা, বুঝল ইগর ঘাসের উপর পড়েছে।

"ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াও।" বাতাসে নাইট্রোজেনের গন্ধ পেয়ে এতোই চিন্তিত ছিল যে দরজা খুলে কেউ ঢুকে পড়েছে সেটা খেয়াল করেনি। "হাতের অস্ত্র ফেলে দাও না হলে গুলি করব।"

বুঝল তার ট্র্যাংকুলাইজার গানের কথা বলছে সে। কাঁধ ঝাঁকালো লোরনা, মেঝেতে পড়ে গেল সেটা, হাত তুলল উপরে।

ফাঁদে পড়েছে সে।

লম্বা সুচালো পাতার ঝোপের পিছনে লুকিয়ে আছে জ্যাক। সেখান থেকে ট্রাকের দিকে তাকাল। ত্রিশ গজ দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সেটা। আশেপাশে কোনও কভার নেই, ট্রাকের দিকে এগোতে গেলেই নিজের অবস্থান শত্রু পক্ষ জেনে যাবে। আর হাঁটতে গেলে বুট জোড়া এতো জোরে শব্দ করবে যে মিসিসিপির ওপারে থেকেও সবাই শুনতে পাবে!

কিন্তু আর কোনও উপায় নেই।

পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল সে, দৌড় দিলো ট্রাক লক্ষ্য করে। দৌড়ানোর সময় মনে হচ্ছিল প্রতি পদক্ষেপের সাথে সে গুলির শব্দ শুনতে পাবে কিন্তু না। মনে হচ্ছে এদিকে কেউ নেই। পৌঁছে পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলো ট্রাকের পিছনে, কেউ ভেতরে আছে কিনা বোঝার জন্য। এরপর ক্রল করে এগোতে লাগল ট্রাকের সামনের দিকে। ট্রাকটা Ford F-150 Raptor মডেলের, পিছনের অংশটা প্রয়োজনমতো গুছিয়ে করে নেয়া যায়। অস্ত্রের লকবক্স রিয়ার কম্পার্টমেন্টে আছে। কব্জিতে ভেজা কিসের যেন স্পর্শ পেলো, হাত ঝেড়ে ফেললো, নুড়ি পাথর। কালো আকৃতির কিছু একটা নড়তে দেখলো ট্রাকের নীচে, কুকুর, কালো ট্যান চামড়ার হাউন্ড, লেজটা সামনে-পিছনে নাড়ছে, বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো জ্যাকের।

"বার্ট!" ফিসফিস করে বলল সে।

ও এখানে কী করে এল?

ওকে তো সে তার ভাইয়ের সাথে স্টেশন হাউজে রেখে এসেছিল, মনে পড়লো ফোন কলের কথা। র‍্যান্ডি বলেছিল সে স্টেশনে বসে থাকার চাইতে ACRES -র দিকে আগাতে চায়। হাউন্ডটাও ওর সাথে ছিল। কিন্তু ওর ভাই কই? পার্কিং লটের ব্যক্তিগত প্রবেশ পথের দিকে নজর দিলো। নাহ, কাউকেই দেখা যাচ্ছে, এমনকি তার ভাইয়ের ট্রাকটাও না।

আরও কিছু ব্যাখ্যা আশা করল জ্যাক কিন্তু বুঝতে পারল র‍্যান্ডি নিশ্চয় শত্রুপক্ষের গোলাগুলির মুখে পড়েছিল। বার্ট, র‍্যান্ডিকে ছেড়ে পালিয়ে আসার মতো কুকুর নয়। নিশ্চয় এমনকিছু হয়েছিল যাতে করে বার্টের সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। আর সেও জ্যাকের গন্ধ পেয়ে এই ট্রাকের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

সাবধানে ট্রাকের পিছে চলে এল, হুক নামিয়ে ডালা খুলল। ভেতরে আলো জ্বলছে না তার মানে নাইট ভিশন গগলস দিয়েও তাকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা নেই। লকবক্সে তার অস্ত্রগুলো রাখা আছে, খুলল, হেকলার অ্যান্ড কচ P2000 ডবল অ্যাকশন পিস্তল, সাথে রেমিংটন ৮৭০ শটগান পাশাপাশি রাখা আছে।

দুটোই তুলে নিলো। কোমরে গুঁজলো পিস্তলটা, শটগান হাতেই রাখলো। তৃতীয় আরেকটি অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ালো, একটা AA-12 কমব্যাট অ্যাসল্ট শটগান, মিনিটে তিনশ গুলি ছুঁড়তে পারে, ওর ট্রাকটা গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

অস্ত্রটা সম্পর্কে ওর ভাইয়ের একটা কথা মনে পড়ল, সত্যিকারের হারামী একটা।

ট্রেলারে বিস্ফোরণের কথা মনে পড়ে গেল। তুলে নিলো অস্ত্রটা। শত্রুপক্ষের লোকেরা নির্মম হতে পারে, তবে এখনও সত্যিকারের ক্যাজুন রক্তের মুখোমুখি এখনও হয়নি। শয়তানগুলোকে শিক্ষা দিতে হবে।

সাবধানে লাফিয়ে নামলো যেনো নুড়ি পাথর ছিটকে না ওঠে। নিঃশব্দে বার্টকে ফলো করার ইশারা করল। জলাভূমি বা অন্য কোথাও শিকারের জন্য সে আর বার্ট পারফেক্ট জুটি।

"কা'মন বয়, শিকারে চলো..."

৩২

হাত উঁচু করা অবস্থায়ই লোরনা ঘুরে গানম্যানের মুখোমুখি দাঁড়াল। ভারী একটা গগলস পরে আছে লোকটা, মুখের অর্ধেক ঢাকা পড়েছে তাতে। লোকটার রাইফেল ওর দিকে তাক করা।

"জানালা থেকে সরে এসো," হাত নাড়িয়ে লোকটা আদেশ দিলো।

আদেশমতো সরে এল লোরনা, বেঞ্চে ধাক্কা খেলো। লোকটা নীচু হয়ে প্লাস্টিকের খাঁচা দুটো একত্রিত করল, রাইফেল এখনও লোরনার দিকে তাক করা। তারপর গলার কাছে দু'টো আঙুল নিয়ে এয়ারপিসের সুইচ টিপে কথা বলল, "আলফা ওয়ান। আমি এখানে একজন বিজ্ঞানীকে খুঁজে পেয়েছি, আমার হেফাজতে আছে। ওর সাথে দু'টো খাঁচায় দু'টো প্রাণী আছে তবে আরেকটিকে জানালা দিয়ে পশ্চিম দিকে ফেলে দিয়েছে।"

মনে মনে লোকটাকে অভিশাপ দিলো লোরনা।

আবার বলল, "হ্যাঁ, ঠিক, একটা পাখি ছিল সেটা। ঠিক আছে, আমি দেখছি।"

গগলস খুলে ফেলল লোকটা, হেলমেটের সুইচ টিপে আলো জ্বাললো, কপাল ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল আলো। চোখে পড়ে লোরনাকে প্রায় অন্ধ করে দিলো, রাইফেল এখনও বুকের দিকে তাক করা। জানালা দিয়ে লোকটা নীচে তাকাল। না, বাইরে কিছু নেই, এমনকি কোনও মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোরনার দিকে তাকাল সে। তীব্র আলোর জন্য চেহারা দেখা যাচ্ছে না তবে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে এখন, দৃষ্টি ঠাণ্ডা আর নির্মম।

লোরনার দৃষ্টি অগ্রাহ্য করল লোকটা, রেডিওতে যোগাযোগ করল। "প্যারটটা নেই, স্যার।" থামল, অপরপ্রান্তের কথা শুনল সে। "ইয়েস স্যার। প্রাণীগুলোর মাথা কেটে সাথে করে নিয়ে নেবো। বুঝেছি স্যার।"

কোমরে ঝোলানো ড্যাগারের দিকে হাত চলে গেল লোকটার, হাঁটুতে ভর দিয়ে নীচু হলো সে কিন্তু চোখ তখনও লোরনার দিকে নিবদ্ধ। কোনও সন্দেহ নেই লোকটা মার্সিনারি কমান্ডো। কথা বলে উঠল রেডিওতে, "আমি তাকিওর জন্য অপেক্ষা করব।" হেলমেট থেকে বেরিয়ে আসা আলোতে ঝিকিয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর দর্শন ড্যাগার।

বিপদ টের পেয়ে ক্যাপুচিন মাংকি দুটো শব্দ করে উঠল।

রেগে উঠল লোরনা ভেতর ভেতর কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ করল না। সে আগেই হাতে ষ্টীলের থার্মোস নিয়ে রেখেছিল। আসলে লোকটা যখন জানালা দিয়ে বাইরে দেখছিল তখন এক ফাঁকে টেবিল থেকে থার্মোস উঠিয়ে নিয়ে আবার দু'হাতের পিছনে আড়াল করে রেখেছিল যাতে দেখতে না পায় লোকটা। থার্মোস থেকে লিকুইড নাট্রোজেন ছুঁড়ে মারলো লোকটার দিকে। তরল পদার্থের মতো কিছু একটা ছিটে পড়ল লোকটার দুই চোখের মাঝখানে। সাথে সাথে লোকটা রাইফেল আর ড্যাগার ফেলে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। লিকুইড নাইট্রোজেন পড়েছে কর্নিয়াতে, মুহূর্তের মধ্যে চোখ জমাট বেঁধে ঝুরঝুর করে পড়ে গেল। অন্ধ হয়ে গিয়েছে লোকটা, গলা দিয়ে তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এল। শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। মনে হয় মুখ দিয়ে খানিকটা লিকুইড নাইট্রোজেন গিলে ফেলেছে, ফুসফুসে চলে গিয়েছে এতোক্ষণে। জমাট বাঁধা ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লোকটা।

পা দু'টো অসাড় হয়ে গিয়েছে লোরনার। এর আগে কখনও সে কাউকে এভাবে খুন করেনি। খেয়াল হতেই মনে পড়ে গেল হাতে বেশি সময় নেই, প্রাণীগুলোকে এখান থেকে বের করতে হবে। জানালার দিকে এগিয়ে গেল, খাঁচা দু'টো তুলল সে। একটার দরজা খুলে দিলো, ক্যাপুচিন মাংকি দু'টো ভয়ে পিছিয়ে গেল, কাত করতেই একটা বেরিয়ে গেল খাঁচার দরজা দিয়ে কিন্তু ঝুলে রইল কারণ ভেতর থেকে দ্বিতীয়টা খাঁচার শিক ধরে রেখেছে। খাঁচা ধরে হাল্কা ঝাঁকি দিলো লোরনা, পড়ে গেল নীচে। এরপর শাবকের খাঁচার দিকে তাকাল। দরজা খুলে দিতেই ছোট্ট লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা। এভাবে ওদের ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না লোরনার কিন্তু উপায় নেই, বাঁচাতে হলে এখান থেকে বের করে দিতেই হবে।

লোকটার অ্যাসল্ট রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল লোরনা কিন্তু সেটা লোকটার বুকের উপর পড়ে আছে, ভয় পেলো তুলতে। নাইট ভিশন গগলসের দিকে

তাকাল, পড়ে নিলো, হঠাৎ চোখের সামনের কালি মাখা অন্ধকার সরে গিয়ে গ্রীন-ফসফরাস রঙ হয়ে গেল।

অন্ধকারে দেখতে পেয়ে ভাবলো জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় কিন্তু সেখানে শত্রুপক্ষের চোখে পড়ে যেতে পারে। তারচেয়ে ভালো ভেতরেই থাকা। একটা দায়িত্ব মোটামুটি ভালোভাবেই শেষ করতে পেরেছে-প্রাণীগুলোকে মুক্ত করে দেয়া। এতোক্ষণে মনে হয় পালাতে পেরেছে। এখন দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো নিজেকে রক্ষা করা আর সেই সাথে নীচতলায় যারা আছে তাদেরকেও।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ল্যাব থেকে। এখন অনেক দ্রুত চলাফেরা করতে পারছে। ভেটেরিনারি ক্লিনিকে যাওয়া দরকার। ওখানে একবার পৌঁছাতে পারলেই একটা প্ল্যান করা যাবে।

ডানকান রেডিওতে মিইয়ে আসা চিৎকারটা পরিষ্কার শুনতে পেল। কী ঘটেছে-তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে না পারলেও অন্তত এতটুকু আন্দাজ করতে পারছে যে মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া ওর দলের লোকটার কাছ থেকে আর কোন কিছু আশা করা ঠিক হবে না।

কোরির টিমের একজন পৌঁছাল ল্যাবে। রেডিওতে যোগাযোগ করল, গলায় রাগ ফুটে উঠল, "ফিল্ডিং ডাউন। মারা গিয়েছে। মেয়েটারও কোনো চিহ্ন নেই, খাঁচাগুলোও খালি।"

"মেয়েটাকে খুঁজে বের করো," ডানকান বলল।

চোখ বন্ধ করে ঢোক গিলল। ভাবলো খাঁচাগুলো খালি, তারমানে প্রাণীগুলো আশেপাশেই কোথাও ছড়িয়ে আছে। চোখ খুলল, সেকেন্ড ইন কমান্ডের দিকে চাইল, কনর রীড। লাল চুলে একহাত বুলাচ্ছে, এই কম বয়সী মানুষটাই সেদিন বাগদাদে তার উপর আক্রমণকারী ভয়ঙ্কর দর্শন পশুটাকে বম্ব চার্জ করে নিষ্ক্রিয় করেছিল।

"পশ্চিম দিক দিয়ে বেরনোর রাস্তায় কে আছে?" ডানকান জিজ্ঞেস করল।

"জেরার্ড, গাছগুলোর সাথে মিশে আছে স্নাইপার রাইফেল নিয়ে।"

"যাও, ওর সাথে থাকো। প্রাণীগুলোকে খুঁজে বের করো। কিছু নড়তে দেখলেই গুলি করবে।"

"ইয়েস স্যার," বলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল কনর রীড।

ডানকান জানে কনর ওকে নিরাশ করবে না। সে একই সাথে বর্বর আর যন্ত্রের মতো কঠিন। বছর দু'য়েক আগে সোমালিয়াতে বিদ্রোহীদের গ্রাম ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল, পুরুষ-নারী-বালক-বৃদ্ধ, এমনকি রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কুকুরগুলোও ওর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এই নির্মম মানসিকতার জন্যই তাকে বাছাই করা হয়েছে।

রেডিও শব্দ করে উঠল, “আলফা ওয়ান। কোরি বলছি মর্গ থেকে।”
“বলে যাও,” ডানকান বলল। “জাগুয়ার দুটোর মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছো?”
“ইয়েস স্যার তবে সেই সাথে আরও কিছুর খোঁজ পেয়েছি। এখানে একটা বড় লকার আছে, ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরে কিছু একটার নড়াচড়ার শব্দ পেয়েছি।” কোরি বলল, “আপনি পারমিশন দিলে বোমা মেরে দরজাটা উড়িয়ে দিই? তবে ভেতরের লোকজনের অবস্থা বিস্ফোরণের পর কী হবে, সেটা বলতে পারছি না।”
লোকটার দ্বিধার কারণ বুঝতে পারল ডানকান। তাদের একজন বিজ্ঞানীকে দরকার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। একটা মেয়ে ধরা পড়েছিল কিন্তু সে পালিয়েছে। মনে মনে হিসেব করে নিলো সে। সবাই মারা গেলেও ক্ষতি নেই, মেয়েটা তো বেঁচেই আছে।
“উড়িয়ে দাও।” অবশেষে নির্দেশ দিলো।
“ইয়েস স্যার।”
ফ্রন্ট ফ্যাসিলিটির দিকে নজর দিলো ডানকান। এদিক দিয়ে কেউ আসেনি। এখনও আগুন জ্বলছে, ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে জায়গাটা। জানালার দিকে, মেয়েটা এদিকেই পালিয়েছে। খুঁজে বের করতে হবে তাকে। কিছু প্রশ্নের উত্তর তাকে পেতে হবে, হয়তোবা সাথে আরও কিছু। সাইড আর্ম থেকে Sig Sauer পিস্তল বের করল, জানালা বরাবর তুলল সে।
তার অজস্র কাটাকুটির দাগ ভরা মুখের দিকে কোনো মেয়ে দ্বিতীয়বার তাকায় না। যদিও বা তাকায় চোখে থাকে চোখে থাকে আতঙ্ক। তার মধ্যে খুব অল্পই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে আর সেই সন্তুষ্টিটা পেতে হয় টাকা বা পিস্তলের মুখে।
মেয়েটাকে শিকারের কথা ভেবে মনে মনে বেশ পুলক অনুভব করল ডানকান। শিকারটা বেশ মজার হবে। আদায় করে নিতে হবে তার যা যা চাই।
তারপর কাজ শেষে মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলেই হবে।

৩৩

জ্যাক কমপ্লেক্সের দিকে এগোচ্ছে। তবে ফ্যাসিলিটি দিয়ে ঢুকবে না সে, বনের ভেতর দিয়ে ঘুর পথে বেরোবে। জানে সেখানে সতর্ক পাহারা আছে। চেষ্টা করছে যাতে হাঁটার সময় শব্দ কম হয়, প্রতিটি পদক্ষেপ নিঃশব্দে ফেলছে। বার্ট তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। সেও কোনো শব্দ করছে না, বুঝতে পেরেছে এখন শিকারে যাচ্ছে।

ACRES -র ভেতর থেকে কিছুক্ষণ আগে গুলির শব্দ পেয়েছে, অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে বেরিয়েছে। চোখের সামনে রক্তাক্ত লোরনার ছবি ভেসে উঠল, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

ফ্যাসিলিটির দক্ষিণ দিকে এগোল। পঞ্চাশ গজ দূরে একটা ওক গাছের পিছনে পজিশন নিলো। জায়গাটা স্প্যানিশ মসে ছেয়ে আছে। ফ্যাসিলিটির পিছনে বেজমেন্টে প্যাথোলজি ল্যাব, সেখানে বাকীরা লুকানো।

কিন্তু ওখানে কী এতোক্ষণ সবাই অবস্থান করছে... আর লোরনারই বা কী অবস্থা?

যদি গুলির শব্দে লোরনা সরে পড়তে পারে তাহলে সে প্যাথোলজি ল্যাবের দিকেই আবার যাবে। তারমানে সবাই কাছাকাছি থাকবে।

মনে মনে সেটাই প্রার্থনা করল।

বিল্ডিঙটাকে আরও ভালো করে লক্ষ্য করল। কংক্রিটের তৈরি রাস্তা স্টীলের তৈরি ঘোরানো দরজা বরাবর চলে গিয়েছে। একটা ভারী ট্যাংক যাবার মতো যথেষ্ট চওড়া।

ওক গাছের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসলো সে, পাশে বার্ট, বোঝার চেষ্টা করছে কেউ নজর রাখছে কিনা। এদিকে কারও না কারও অবশ্যই নজর রাখার কথা কিন্তু কই সে?

বার্টের কানের পিছনে হাল্কা আঁচড় কাটলো জ্যাক। নাইট ভিশন গগলস নেই তো কী হয়েছে? তার সাথে আছে লুইজিয়ানার শ্রেষ্ঠ শিকারী হাউন্ড।

পাহারায় থাকা লোকটাকে আড়াল থেকে বের করে আনতে হবে! হাত নেড়ে আস্তে করে একটা আদেশ দিলো সে, "হাপ!"

বুলেটের মতো ছুটে গেল বার্ট। গাছের ফাঁক দিয়ে সাবধানে কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছে হাউন্ডটা। ট্রেনিং পাওয়া হাউন্ড। ডানা কাটা পায়রা দিয়ে তাকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, র‍্যান্ডি আর টমি মিলে ট্রেনিং দিতো।

গাছের আড়ালে আড়ালে এগোল সেও, চোখ দু'টো সতর্ক। বার্টের ছুটে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছে, এখনও বিশ গজ মতো সামনে আছে হাউন্ডটা। হঠাৎ কানে এল ক্যারোলিনা ওয়েন্ডের্ড পাখির আওয়াজ, এই স্টেটের পরিচিত পাখি। বুঝতে পারল এটা একটা সিগন্যাল। আরও সতর্ক হয়ে গেল সে। পুরো এক

মিনিট অপেক্ষা করল, বোঝার চেষ্টা করল কারও উপস্থিতি টের পাওয়ার। তারপর আবার এগোতে লাগল। বুঝে ফেলল বার্ট ওদের চোখে পড়ে গিয়েছে।

বনের শেষ মাথায় একটা ছায়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে, কাঁধে স্নাইপার ঝুলছে। M21, সেমি অটোম্যাটিক রাইফেল, দরজা দিয়ে কাউকে আসতে দেখলে সেকেন্ডের মধ্যেই লাশ ফেলে দিবে।

পিস্তল হাতে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলজ্যাক। বাতাস উল্টো দিকে বইছে। এতে সুবিধাই হয়েছে, ওর উপস্থিতি টের পাবে না। জ্যাক যখন আর দুই গজ দূরত্বে আছে হঠাৎ গার্ডটা নড়ে উঠল কিন্তু জ্যাক গুলি করতে চাইল না। তার হেকলার অ্যান্ড স্কচ নির্জনতার মধ্যে কামান দাগার শব্দ করবে। আরও এগিয়ে গেল সে। ঘুরে দাঁড়াল গার্ডটা। আচমকা আক্রমণ করল জ্যাক, ফেলে দিলো মাটিতে, পাঁজরের উপর দুই হাঁটু তুলে দিলো, ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে লোকটার।

থুতনির সাথে পিস্তলের মাজল চেপে ধরে গুলি করল। বালিশের মতো আওয়াজটাকে কিছুটা চাপা দিলো মাথাটা কিন্তু তাতে অনেক জোরে শব্দ হলো। লোকটার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

বিল্ডিঙের দিকে এগিয়ে গেল জ্যাক। দরজার নব চেক করল, বন্ধ। পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে কাঁধ থেকে AA-12 অ্যাসল্ট শটগান নামালো। বোল্ট বরাবর তাক করল সেটা। নিঃশব্দতার প্রয়োজন শেষ।

ট্রিগার টানতে যাবে এমন সময় গুলির শব্দ পেলো সে। পশ্চিম দিকে। আওয়াজ শুনে মনে হলো বাইরে হলো শব্দটা। ঘুরে দাঁড়াল ও।

ওরা কাকে গুলি করছে?

ভাবতে ভাবতেই দেহটাকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে ফেলল সে, ওর মনে হচ্ছে কে যেন মিসিং।

বার্ট।

হাউন্ড খুব কমই তার ফিল্ড ট্রেনিঙের নিয়ম ভাঙে, তবে ভাঙে তখনই যখন তার আর কোনো উপায় থাকে না। নিশ্চয় তেমন কিছু ঘটেছে।

একবার গুলির শব্দ হয়েই আবার সব চুপচাপ।

ঘুরে দরজার দিকে ফিরল জ্যাক। তার থেমে থাকার উপায় নেই। শটগান তুলে ফায়ার করল।

পাশের ল্যাবের ভেতর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে পায়ের নীচে গানফায়ারের শব্দ শুনল লোরনা। বুঝতে পারল না কোথায় হলো-ভেতরে না বাইরে। ভেটেরিনারি ক্লিনিকের দিকে দৌড়াচ্ছে সে। কিছুটা চিন্তা মুক্ত এখন, প্রাণীগুলোকে অন্তত ছেড়ে দেয়া গিয়েছে। ভেটেরিনারি ক্লিনিকে সার্জিক্যাল স্যুইটের কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে। ভাগ্য ভালো সেখানে কোনও পশু-পাখি নেই।

এক হাতে রাইফেল নিয়ে নীচু হয়ে দৌড়াচ্ছে। চারিদিকে অন্ধকার, অবশ্য চোখে নাইট ভিশন গগলস আছে। নাকে রঙের গন্ধ এল। মাথার উপর

সার্জিক্যাল লাইট, পাশেই বাম দিকে স্টেইনলেস স্টীলের খাঁচা, দেয়াল বরাবর দাঁড়িয়ে আছে, খালি। আশেপাশে কাউকেই দেখতে পেলো না।

হাতের বাঁয়ে ছোট্ট একটা দরজায় "বিপদ" লেখা চিহ্ন দেখতে পেলো। টান দিয়ে খুলল সে, ভেতরে দাঁড়ানো সবুজ রঙের অক্সিজেন ট্যাংক, মোট পাঁচটা। এগুলো ক্লিনিক এবং ল্যাবে অক্সিজেন সাপ্লাই করে থাকে। লোরনা জানে সার্জিক্যাল স্যুইটে কোনটা থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই হয়। ভাল্ব খুলে দিলো সেটার, বাকীগুলোতে হাত দিলো না।

জোরে হিসসস... শব্দ করে উঠল অক্সিজেন ট্যাংক। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজা বন্ধ করে দিলো। আরেকটা কাজ বাকী আছে কিন্তু করার সময় পাবে কি?

শটগানের গুলির শব্দ এখনও কানে বাজছে জ্যাকের। লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল। ছোট্ট ঘর, চেয়ার, ডেস্ক আর একটা ফাইল কেবিনেট দেখা যাচ্ছে। সামনে বন্ধ দরজার ওপারে প্যাথলজি ল্যাব। একটা জানালার দিকে এগিয়ে গেল, কাঁচে চোখ রাখল, আলো নড়তে দেখল, বুঝল ফ্ল্যাশলাইট। একটা চেয়ার তুলে কাঁচে বাড়ি মারলো, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল কাঁচ। কাঁধ দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারলো দরজার গায়ে, ওপাশের মেঝেতে গিয়ে পড়ল। দুইজন লোককে দেখতে পেলো, এক হাতে ফ্ল্যাশলাইট আরেক হাতে পিস্তল। দেরি করল না জ্যাক, ট্রিগার টেনে ধরলো, মেশিনগানের মতো এক পশলা গুলি বেরিয়ে গেল, লোক দুইটির দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

জ্যাক জানে না কয়জন লোক নীচে আছে। রুমের ভেতর হলওয়ের দিকে তাকাল যেটা কুলারের দিকে গিয়েছে। আলো দেখা যাচ্ছে। অন্তত একজন নীচে থাকার কথা। যখন সে মনে মনে হিসেব করছে ঠিক তখনই পরপর দু'বার গুলির শব্দ হলো। আলো আর জ্বলছিল না। কিছুটা পিছিয়ে গেল জ্যাক। সিমেন্টের মেঝেতে বুটের শব্দ পেলো, আন্দাজের উপর ভর করে নিশানা তাক করল। মাজল ফ্ল্যাশের কারণে তার অবস্থান বুঝে যাবে শত্রুপক্ষ। কিন্তু কিছুই করার নেই।

ম্যাগাজিন খালি করে ফেলল সে। আর্তনাদ কানে এল কিন্তু বোঝা গেল না মারা গেল কিনা। বুটের শব্দ দূরে সরে যাওয়ার আওয়াজ পেল।

হাতের শটগান ফেলে পিস্তল নিলো জ্যাক।

রুমের দরজাটা একবার খুলে আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একজনকে চলে যেতে দেখল হিমঘরের বন্ধ দরজার দিকে। ভাবভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, কাপুরুষ নয় মোটেই।

জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এল জ্যাক। দরজার দিকে পিস্তল তাক করল-আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড রাগে যেন ফেটে পড়ল পৃথিবী।

ডানকানের কানে এল বিস্ফোরণের শব্দ। নীচতলা থেকে এসেছে। কোরির টিমের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে সে কিন্তু কেউ রিপ্লাই দিচ্ছে না।

চিন্তার ব্যাপার।

ফিল্ডিঙের মৃতদেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। মুখটা রক্তাক্ত হয়ে আছে, চোখ নেই, ঠোঁট জোড়া ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। রুমে লিকুইড নাইট্রোজেনের উপস্থিতি টের পেলো, বুঝতে পারল আসল ঘটনা। নিশ্চয় ফিল্ডিং মেয়েটাকে আন্ডার এসটিমেট করেছিল, আর তাতেই এই দশা।

স্টুপিড কোথাকার!

ফিল্ডিঙের জন্য মনে করুণার উদ্রেক হলো না তার।

ডানকানের ইউনিটের এক এশিয়ান-আমেরিকান, নাম-তাকিও, পিছনে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট করল, "তিন তলার পুরোটা চেক করা হয়েছে, স্যার। মেয়েটাকে পাওয়া যায়নি।"

দলের আরেকজন বলল, "মর্গে গিয়ে চেক করে আসব নাকি?"

"তোমরা দু'জনেই আমার সঙ্গে থাকো," ডানকান বলল।

সে আর দুই মিনিট থাকবে এখানে। তারপর জায়গাটায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাবে যেন কেউ বাঁচতে না পারে।

"কী করতে হবে, স্যার?" তাকিও জিজ্ঞেস করল।

কিছুই বলল না ডানকান। টেবিলের একপাশে কতকগুলো কার্ড নজরে পড়ল। ডক্টর লোরনা পোল্ক। খবর জানতো মেয়েটা এখানকার ভেটেনারিয়ান। ভেটেনারি ফ্যাসিলিটি আর ল্যাব সেই দেখাশোনা করে। মেয়েটা এখানকার সব কিছুই জানে, চেনে। তাকে আন্ডার এসটিমেট করা ঠিক হবে না।

"ফলো মি," ডানকান আদেশ দিলো।

উঠে দাঁড়াল জ্যাক। বিস্ফোরণের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিল সে। অন্ধকার ল্যাবে আগুন জ্বলছে, হলওয়ে ধরে কুলার পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে মেইন রুম।

দ্রুত এক নজর দেখে নিলো প্যাথলজি ল্যাবের চারিদিকে। না, কেউ নেই। হাতে সময় কম। দৌড়ে আগুনের দিকে গেল, লকলক করে জ্বলছে আগুন, নেচে উঠছে। ধোঁয়ার ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ পেলো। এগিয়ে গেল শব্দ লক্ষ্য করে। হঠাৎ ধোঁয়ার ভেতর থেকে ছুরি ধরা হাত মুখ বরাবর ধেয়ে এল। পিছন দিকে বাঁকা হয়ে আক্রমণ এড়াল সে। নাকের প্রান্ত প্রায় ছুঁয়ে দিয়ে ঝিকিয়ে উঠল স্টীলের ফলা।

"আমি," হিসহিস করে উঠল একটা কণ্ঠ। "এজেন্ট মেনার্ড।"

ধোঁয়ার ভেতর থেকে লোরনার ভাইয়ের চেহারা বেরিয়ে এল। হাতে স্কালপেল।

"লোরনা কোথায়?"

"আমি জানিনা।"

"তার মানে?"

"আমি তাকে উপরে ওর অফিসে রেখে এসেছি।"

কাইলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল জ্যাক। কান্নার শব্দ পাচ্ছে। সবাইকে এখান থেকে বের করে নেয়া দরকার। নিউরো বায়োলিজিস্ট জোয়ি ট্রেন্ট হাঁটু গেড়ে তার হাজব্যান্ডের পাশে বসে আছে, মেঝেতে রক্ত ছড়ানো। একটা মোটা স্টীলের পাইপ বুকে গেঁথে আছে। বিস্ফোরণের কারণে ঘটেছে বুঝতে পারল।

শ্বাস পড়ছে না লোকটার, প্রাণের স্পন্দন নেই।

অপর পাশে প্যাথলজিস্ট ডক্টর গ্রিয়ার বসা, এক হাত পলের গলায়। জ্যাকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো।

কাইল অপরাধীর কণ্ঠে বলল, "আমি যদি দরজাটা না আটকাতাম... ওরা যদি বিস্ফোরণ না ঘটাতো..."

"তাহলে তোমরা সবাই মারা যেতে," বাকীটা জ্যাক বলে দিলো।

ডক্টর কার্লটন মেটোয়ের উঠে দাঁড়ালেন। মুখটা ভার হয়ে আছে, বয়সটাও বেড়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। "ও মারা গিয়েছে মাই ডিয়ার," নরম স্বরে বললেন। "আমাদের যাওয়া উচিৎ।"

"নাআআআ..." গুঙিয়ে উঠল জোয়ি তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে।

জ্যাকের হাতে সময় কম, এতো কিছু দেখার সময় নেই। মেয়েটাকে ধরে তুলল। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল জোয়ি। জ্যাক ওকে হলওয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল, ছুটে যেতে চাইলো জোয়ি। গ্রিয়ার আর কার্লটনের কাছে এসে জ্যাক বলল, "মেয়েটাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যান। হলওয়েটা আরও কয়েক মিনিট ফাঁকা থাকবে।"

কেউ কিছু বলল না, জ্যাকের কথা মতো কাজ করল।

কাইল বলল, "আমার বোন..."

"তুমি যাও। আমি তাকে খুঁজে বের করবো।"

কাইল তবুও দাঁড়িয়ে থাকল।

কাইলকে অন্যান্যদের সাথে ঠেলে দিয়ে বলল, "আমাকে বিশ্বাস করো। তাকে আমি নিয়ে আসব।"

লোরনা সার্জিক্যাল স্যুইটে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। চোখে নাইট ভিশন গগলস, সামনের সব দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে দৃষ্টি ট্রিটমেন্ট রুম ছাড়িয়ে

দরজার দিকে, একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে গিয়েছে, তবুও চোখের পলক ফেলছে না।

অবশেষে একটানা তাকিয়ে থাকার ফল মিললো।

কোনও রকম সাড়াশব্দ ছাড়াই দু'জন লোককে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখল, হাতে অস্ত্র। পিছনের তৃতীয়জন বেশ লম্বা।

লোকটার আচরণে এমন কিছু ছিল যা দেখে লোরনার হার্টবিট বেড়ে গেল।

নীচু হয়ে একটা ফ্লিন্ট স্ট্রাইকার তুলে নিলো। এটা সাধারণত বুনসেন বার্নার জ্বালাবার কাজে ব্যবহার করা হয়। বুনসেন বার্নারে ফুয়েল সাপ্লাই করা হয় প্রোপেন ট্যাঙ্ক থেকে। তাদের ল্যাবে কোনও প্রাকৃতিক গ্যাসের লাইন নেই।

আরেক হাতে গ্যাস পাইপ আছে যেটা অ্যানেসথেটিক মেশিন থেকে বেরিয়েছে। দুই মিনিট অপেক্ষা করলো যাতে গ্যাস পাইপে প্রোপেন পুরোপুরি বের হওয়া শুরু করে।

আগুন ধরিয়ে দিলো পাইপের মুখে, জ্বলে উঠল নীল রঙের আগুন, ছুটে গেল সামনের দিকে।
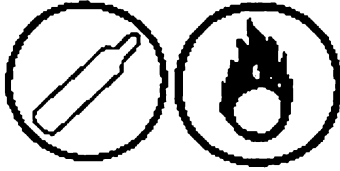
হিসহিস শব্দ শুনে ডানকান ভেবেছিল সাপ হয়তো। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল। কিন্তু জিনিসটা এল বাম দিক থেকে। "বিপদজনক" লেখা চিহ্ন চোখে পড়ল।

ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল শরীরের মধ্য দিয়ে। নাইট ভিশন গগলসের সামনে নীল আলোয় ভরে গেল। বুঝে গেল আসল ঘটনা।

অ্যাম্বুশ...

ডানে-বামে থাকা কাউকে সাবধান করে দেয়ার সময় নেই। লাফিয়ে পিছিয়ে গেল সে। মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটল, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন ছিটকে গেল। শ্র্যাপনেল ছিটকে এল, সবুজ রঙের অক্সিজেন ট্যাঙ্ক গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাকিওর দেহটা তার নিজের আর বিস্ফোরণের মাঝে পড়ে গিয়েছিল। তাই আঘাত কিছুটা কম পেয়েছে ডানকান। ঠেলে সরিয়ে দিলো তাকিওর দেহটা। দেখলো শ্র্যাপনেলে মুখ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, রক্তে ভরে গিয়েছে, একটা কান উড়ে গিয়েছে।

তবে জ্ঞান আছে এখনও তাকিওর। একটা হাত তুলে নিয়ে গলার কাছ থেকে কী যেন বের করে আনলো।

একটা ট্র্যাংকুলাইজার ডার্ট...

তাকিওর মাথা নুয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে গোঙানোর শব্দ হলো, কিছু বলতে চাইল যেন কিন্তু পারল না। সরে পড়তে যাবে ঠিক সেই সময় ডানকানের গলার স্বরনালীতে কী যেনো বিঁধল। মনে হলো কেউ আঘাত করেছে। টান মেরে বের করে আনলো ডার্ট।

এতো সাবধানতা সত্ত্বেও তারা ডক্টর পোল্ককে আন্ডার এসটিমেট করেই ফেলল, বুঝতে ভুল করল তাকে। এই মুহূর্তে মেয়েটাকে অভিশাপ দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

হারামজাদী...

দ্বিতীয় লোকটাকেও পড়ে যেতে দেখল লোরনা। অবশ্য লোকটা বের করে ফেলেছে ডার্ট কিন্তু M99 এর সুঁইয়ের ডগার সামান্য খোঁচাও মরণ ডেকে আনে। আর সে টার্গেট করেছিল লোক দুইজনের স্বরনালী যেখানে রক্ত চলাচল বেশি। একইভাবে ডার্ট মেরে গন্ডারকে শুইয়ে দেয়া হয়।

আরও ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল লোরনা।

না, আর থাকা সম্ভব নয়। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তার রাইফেলেও আর কার্ট্রিজ নেই। মাত্র দু'টো লোড করা যায়, দু'টোই শেষ করে ফেলেছে। হাতে অস্ত্র রাখা দরকার। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। প্রথমজনকে পাশ কাটালো, মারা গিয়েছে লোকটা, মেঝে থেকে রাইফেলটা কুড়িয়ে নিলো, বেশ ভারী। দ্বিতীয়জনকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই কে যেন তার গোড়ালি আঁকড়ে ধরলো, জোরে ঝাঁকি দিলো, উপুড় হয়ে পড়ে গেল লোরনা।

সোজা হতেই চোখের সামনে উদয় হলো ডানকান, লোরনার উপর উঠে বসল, Sig Sauer বের করে বাঁট দিয়ে সজোরে মাথায় আঘাত হানলো। অজ্ঞান হয়ে গেল লোরনা।

শেষ পর্যন্ত কে কাকে আন্ডার এসটিমেট করল ডক্টর পোল্ক?

গলাটা হাত দিয়ে ডললো ডানকান। বেশি ভেতরে গাঁথেনি সুঁইটা, চামড়ার সামান্য ভেতরে ঢুকতে পেরেছে। আসলে সে সবসময় একটা আলগা লেদারের আবরণ দিয়ে গলাটা ঢেকে রাখে ফলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। মেয়েটার দিকে তাকাল, শ্বাস পড়ছে। দেখতে সুন্দরী, পছন্দ করার মতো ।

পুরস্কারটাকে তুলে কাঁধের উপর ফেলল, হাঁটা ধরলো ফ্যাসিলিটির দিকে যেখান দিয়ে এই বিল্ডিঙে ঢুকেছে সেখান দিয়ে।

রুমটা ধোঁয়ায় ভরে আছে। একজনকে দেখলো দেয়ালের বিপরীতে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা হাত উপরে উঠল। কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, "স্যার।"

কোরি, অ্যাসল্ট টিমের লিডার।

মর্গে গিয়েছিল ওরা সেখান থেকে বিজ্ঞানীদের একজনকে ধরে আনতে। দলের একজন আহত হয়ে মেঝেতে পড়ে গোঙাচ্ছে।

"হেল্প..."

এসব দেখার সময় নেই ডানকানের। তার যা দরকার সে পেয়ে গিয়েছে। সেকেন্ড ইন কমান্ডকে আদেশ করার জন্য গলার কাছে সুইচ চাপলো।

"কনর, সবাইকে বেরিয়ে আসতে বলো।"

"স্যার?"

"তোমাকে তোমার আদেশ দেয়া হয়েছে। আউট ফ্রন্টে তোমার সাথে দেখা করব।"

"পালিয়ে যাওয়া প্রাণীগুলোর ব্যাপারে কী হবে, স্যার?" কনর জিজ্ঞেস করল। "সেগুলো এখনও খুঁজে বের করা বাকী আছে। আশে পাশের GPS রেঞ্জের ভেতর নেই ওগুলো।"

কথাটা সত্যি। মোটামুটি এক বর্গমাইলের ভেতর চিপটা কাজ করে কিন্তু এর বাইরে গেলে সিগন্যাল পাওয়া মুশকিল। আশেপাশে এতো গাছ আর ঘন বন প্রাণীগুলোকে খুঁজে বের করা অসম্ভব, তাও এই অন্ধকারে।

কনর আরও বলল, "একটা কুকুরকেও দেখা গিয়েছে।"

কুকুর?

ডানকানের মনে পড়ল শেভিতে একটা কুকুর দেখেছিল, সেই হাউন্ডটাই হবে।

"মারতে পেরেছ?"

"না, পালিয়ে গিয়েছে।"

"তাহলে খোঁজা বাদ দাও।" ডানকান আদেশ করল, "উড়িয়ে দাও জায়গাটা।"

পার্ক করা ট্রাকের দিকে এগোল সে। প্রাণীগুলো দূর্বল, বেশিক্ষণ বাঁচবে না। তবে কাঁধের উপর তার পুরষ্কারটা ঠিকই আছে। এর কাছ থেকেই জানা যাবে কতখানি এই ব্যাপারে জেনেছে, আর এর বাইরে আরও কে কে জানে। তাহলেই লস্ট ইডেন কে-তে তার সুপিরিয়র বস খুশি হবে।

তারপর মেয়েটা তাকে খুশি করার কাজে লাগবে।

একান্তই তার নিজের।

ধোঁয়ায় ভরে আছে হলটা। রক্তাক্ত এক লোকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে জ্যাক। শত্রুপক্ষের লোক। বেশিক্ষণ বাঁচবে না লোকটা।

"এখানে একটা মেয়ে ছিল," জ্যাক বলল লোকটাকে। "সোনালী চুল। ডক্টর। তুমি কি জানো সে কোথায়?"

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো লোকটার। দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছিল। জ্যাক আবার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় সে?"

ক্ষীণ স্বরে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল লোকটা, "ধরে নিয়ে গিয়েছে..."

চোখ উল্টে গেল লোকটার। মাথাটা বামে হেলে পড়ল।

"কোথায় নিয়ে গিয়েছে?" জ্যাক আবার জিজ্ঞেস করল। চিন্তায় পড়ে গিয়েছে সে। "কোথায় ধরে নিয়ে গিয়েছে?"

কোনও উত্তর নেই। লোকটার হাত ঘষলো জ্যাক। নাহ, মারা গিয়েছে। দৌড়ে জানালার কাছে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কিনা, কাউকে চোখে পড়ল না।

জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে বেরোল, পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আকাশে অল্প অল্প করে আলো ফুটে উঠছে। হঠাৎ কানে ট্রাকের ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ শুনতে পেলো। শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল সে। বিল্ডিঙের কোণায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো শত্রুপক্ষ ট্রাকে করে সরে পড়ছে, সাথে লোরনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রাকটা পার্কিং লট ছেড়ে মেইন রোডে উঠে গেল, নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিস্তল তুলল সে। কিন্তু না, গুলি করতে পারল না। তাহলে হয়তো লোরনার গায়েই বিঁধত গুলি।

দৌড়ে এসে নিজের ট্রাকের কাছে এল। এক ঝটকায় দরজা খুলে বসে পড়ল সিটে, ইগনিশনে চাবি ঘোরাল। গিয়ারের জায়গা বদল করে, চেপে ধরলো অ্যাক্সিলারেটর। চাকা ঘুরতে শুরু করল, নুড়ি পাথর ছিটকে উঠল, আগে বাড়লো ফোর্ড।

জ্যাক পিছু নিয়েছে ট্রাকের। এক হাতে হুইল সামলাচ্ছে, অপর হাতে পিস্তল। তাক করে রেখেছে সামনের ট্রাকের দিকে। শত্রুপক্ষের কারুরই ক্ষতি করার আপাতত ইচ্ছে নেই তার, তবে লোরনাকে যে করেই হোক উদ্ধার করতে হবে ওদের কবল থেকে। তিন বারের বার গুলি করে শত্রুপক্ষের গাড়ির রিয়ার উইন্ডোর কাঁচ ভেঙে ফেলল সে। মনে মনে ওদের পালিয়ে যাবার জন্য অভিশাপ দিলো জ্যাক।

সামনের ট্রাকের ছাদে একজনকে উঠতে দেখল সে, হাতে রাইফেল। গুলি করল সে। জ্যাকের ট্রাকের উইন্ডশিল্ড ভেঙে গেল। সামনে বাঁক আছে, ট্রাকের গতি কমাতেই হবে নইলে সোজা মিসিসিপিতে গিয়ে পড়বে।

দূরত্ব কমে আসতে লাগল।

সামনের ট্রাকটা বাঁক নিতে শুরু করেছে।

কা'মন...

জ্যাক তার V-8 ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দিলো। হঠাৎ দেখতে পেলো রাস্তার মোড়ে এক লোককে উঁকি দিতে। হাতে গ্রেনেড লঞ্চার, লক্ষ্য জ্যাকের ট্রাক বরাবর। ওর বোঝা উচিৎ ছিল শত্রুপক্ষ এরকম জায়গায় তাদের লোক রেখে দিবে।

লঞ্চারে আগুনের ঝলক দেখতে পেলো জ্যাক, সাথে ধোঁয়া।

আচমকা শব্দে জেগে উঠল লোরনা। মাথার পিছনে প্রচণ্ড ব্যথা, হাত দিতে গেল কিন্তু টের পেলো হাত দু'টো পিছ মোড়া করে বাঁধা। মুখে রক্তের স্বাদ পেলো। মনে হলো বোটে আছে সে। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল সে একটা SUV (Sports Utility Vehicle) -তে আছে। জানালা দিয়ে ACRES -র দিকে তাকাল। পিছনে একটা ট্রাক ছুটে আসছে। ড্রাইভারকে পরিচিত মনে হচ্ছে।

জ্যাক...!

ঠিক তখনই রাস্তার পাশ থেকে আগুনের ঝলক ছুটে আসতে দেখল সে। বিস্ফোরিত হলো জ্যাকের ট্রাক। সামনের অংশ উড়ে গেল আকাশে, যেন আগুনের বল উপরের দিকে উঠে গেল। মুখ দিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল লোরনার। একটা হাত তার কাঁধ ধরে টেনে সিটে বসালো, চড় কষালো।

"শাট দ্য হেল আপ!"

চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল লোরনার। ঝটঠ দ্রুত গতিতে ছুটে চলছে। জ্যাকের ট্রাক দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তীব্র বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলো। ACRES -এ আগুন ধরে গিয়েছে। ঘন, কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

ACRES...

চোখ বন্ধ করে ফেলল লোরনা। তার ভাই আর কলিগদের কথা মনে পড়ল। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন সবাই বেরিয়ে আসতে পারে।

"কনর, ডোহার্টিকে বলো শেষবারের মতো এলাকাটা দেখে নিতে। সবাইকে মেরে ফেলতে বলো, যেন কেউ বেঁচে না থাকে।"

উল্টে গিয়েছে ট্রাক, ভেতরে জ্যাক। চোখ মেলে চাইলো, আগুন ধরে গিয়েছে, নাকে তেলের গন্ধ এল। লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল, নিজেকে ট্রাকের বাইরে ছুড়ে ফেলল সে। ঘাসের উপর গড়িয়ে পড়ল। শ্বাস নিতে পারছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকের কথা মনে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ এভাবেই পড়ে থাকলো। উঠতে যাবে এমন সময় বুটের শব্দ পেলো। এদিকেই আসছে।

চোখের সামনে একজোড়া পা দেখতে পেল। মুখ তুলে তাকাল জ্যাক, দেখলো লোকটা গ্রেনেড লঞ্চার রেখে রাইফেল নিয়েছে। নাক বরাবর তাক করা।

"তাহলে তুমিই সেই শেষ বদমাশ যাকে মেরে ফেলার হুকুম এসেছে," গজরাতে গজরাতে বলল লোকটা।

দু'হাত উপরে তুলল জ্যাক। জানে লোকটার মনে মায়া-দয়ার কোনও স্থান নেই। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে।

হঠাৎ লোকটা চিৎকার করে প্রায় জ্যাকের গায়ের উপর পড়ে গেলো। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। পিছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে।

র‍্যান্ডি...

জ্যাক একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। র‍্যান্ডি হাত দিয়ে নিজের ভেজা চুলে ঝাড়া দিলো।

"বার্ট কই?"

আধা ঘন্টা পর, জ্যাক আর তার ভাই তখনও গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এগোতে হবে তবে সাবধানে। র‍্যান্ডি জ্যাককে রাস্তায় হওয়া তার উপর আক্রমণের কথা বলল। তবে একজন ক্যাজুনকে এতো সহজে মেরে ফেলা যায় না। সে নদীতে পড়ে গেলেও সাঁতরিয়ে পাড়ে চলে আসে। ঐ অবস্থায়ই সে গানফায়ারের শব্দ শুনতে পায়।

র‍্যান্ডি তার ভাইয়ের কথা ভাবলো। দু'জন মিলে অনেকদিন শিকারে যায় না।

কিন্তু এখন অনেক কাজ বাকী। শুধু বার্টকেই না, আরও বাকী যারা আছে তাদেরকেও খুঁজে বের করতে হবে। সতর্ক নজর রেখে সামনে এগোচ্ছে দুই ভাই যাতে শত্রুপক্ষের কারও নজরে না পড়ে। জ্যাক র‍্যান্ডির কাছ থেকে রাইফেল নিয়ে নিলো। র‍্যান্ডি লোকটাকে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মেরেছে। এতো জোরে মেরেছে যে লোকটার খুলি থেঁতলে গিয়েছে, সাথে সাথেই মারা গিয়েছে লোকটা। জ্যাকের লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ইচ্ছে ছিল যাতে জানতে পারে লোরনাকে ওরা কোথায় নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সুযোগ আর নেই। এদিকে আকাশে সূর্য উঠতে শুরু করেছে।

"এখন কি করবো?" র‍্যান্ডি জিজ্ঞেস করল।

"আমরা বার্টকে খুঁজে বের করব। তারপর এখান থেকে চলে যাব।"

চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কিনা। তারপর জোরে শিস বাজাল জ্যাক। র‍্যান্ডিও শিস বাজাল, বার্টের নাম ধরে ডাকল। কিন্তু ACRES -র বিল্ডিঙে আগুন লাগার কারণে বিস্ফোরণের শব্দে শিস বার্টের কানে পৌঁছাল কিনা কে জানে। হঠাৎ কানে সরসর আওয়াজ পেলো জ্যাক, বনের দিক থেকে আসছে, সতর্ক হয়ে গেলসে, রাইফেল তাক করলো শব্দ বরাবর।

চারজন মানুষকে দেখতে পেল। লোরনার ভাই আর তার কলিগেরা। সবাই আছে তাহলে একজন ছাড়া। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত সবাই। তবে তাদেরকে দেখে খুশি হলো সবাই। কাইল এগিয়ে এল জ্যাকের দিকে।

"লোরনা কই...?" গলায় স্পষ্ট কান্নার আওয়াজ।

"নেই।" জ্যাক তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিন্তু সত্যটা গোপন করা গেল না। "তাকে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

"ধরে নিয়ে গিয়েছে?" জ্যাকের কথার প্রতিধ্বনি করলে কাইল।

জ্যাক উত্তর দেয়ার আগেই বনের ভেতর থেকে তীব্র গর্জন ভেসে এল।

র‍্যান্ডির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"বার্টের আওয়াজ মনে হচ্ছে।"

শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিলো র‍্যান্ডি। তাকে ফলো করল জ্যাক আর বাকীরা। বার্টকে এখানে ফেলে যেতে চায় না সে। রেসকিউ সাইরেন বাজিয়ে হেলিকপ্টার আসার আগেই সে বার্ট সহ বাকী সবাইকে একত্রিত করতে চায়। কাইল তার পাশে দৌড়াতে দৌড়াতে জিজ্ঞেস করল, "তারা কেন আমার বোনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে?"

"জিজ্ঞাসাবাদ করতে।" ভোঁতা স্বরে জ্যাক জবাব দিলো।

"তারপর?"

জ্যাক কাইলের দিকে তাকাল, আসলে বলার মতো কিছুই তার জানা নেই। তবুও বলল, "অন্তত আরও একদিন মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখবে ওরা।"

"তুমি কিভাবে জানতে পারলে এজেন্ট মেনার্ড?" কার্লটন জিজ্ঞেস করলেন।

"ACRES -এ আক্রমণ দেখেই বোঝা যায়। তারা এখানে আক্রমণ করেছিলো যাতে এখানে কেউ না বাঁচে। আর অদ্ভূত ঐ প্রাণীগুলো সম্পর্কে আর কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। তারা সম্ভবত জানতে চায় এখানকার স্টাফরা কে কতটা জানতে পেরেছে প্রাণীগুলো সম্পর্কে।"

"আমার মনে হয় ইউ এস সীমান্তের কোনও এক জায়গায় ধরে নিয়ে গিয়েছে লোরনাকে," কার্লটন বললেন।

"এমনটা কেন বলছেন?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল, কারণ সেও এমনটাই ভাবছে।

"কারণ প্রাণীগুলোর উপর যেরকম গবেষণা করা হয়েছে, সেরকম গবেষণার অনুমুতি ইউ এস-এর মাটিতে দেয়া হয় না। তারপরেও অ্যামেরিকান কর্পোরেট কোম্পানীগুলো এধরণের হাই প্রোফাইলের গোপন ল্যাব দেশের বাইরে সীমান্ত

এলাকার কাছাকাছি স্থাপন করে, বিশেষ করে মেক্সিকো, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলসমূহ আর ল্যাটিন অ্যামেরিকাতে। ইনফ্যাক্ট এধরণের ল্যাব হাজারখানেক আছে সারা পৃথিবীতে।"

ইনফরমেশনগুলো যেন গিললো জ্যাক। মনে পড়ল ট্রলারটাও দেশের বাইরে থেকে আসছিল।

"এখন আমরা কী করব?" কাইল জিজ্ঞেস করল।

বাকীদের দিকে তাকাল জ্যাক, "যদি আমাদের ধারনা ঠিক হয়, তাহলে শত্রুরা ভেবে নিয়েছে আমরা সবাই মারা গেছি। ওরা লোরনাকে নিয়ে গিয়েছে, ভাবছে ওকে দিয়েই তারা কার্যোদ্ধার করবে, নিজেদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবছে।"

মাথা নাড়াল সবাই। জোয়ি-ও সায় দিলো। চেহারায় কান্নার আভাস, কিন্তু হাত মুঠো করে শোককে শক্তিতে পরিণত করল।

"এইখানে, এদিকে।" র‍্যান্ডির গলা শোনা গেল।

এগিয়ে গেল জ্যাক। পারিবারিক হাউন্ডকে দেখল। উঁচু একটা সাইপ্রেস গাছকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, লেজ উঁচু হয়ে আছে, চেহারায় গর্বের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যান্ডি, গাছটিকে লক্ষ্য করছে। "করছেটা কী ও?"

জ্যাক গাছের উপরে তাকাল। কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।

"ইগর!"

অবাক হয়ে গেল জ্যাক ইগরকে দেখে। ভেবেছিল সবগুলো প্রাণী আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে। তারপর গাছের একটা ডালে বাদামী রঙের দু'টো মুখ দেখতে পেলো, পাশেই আরেকটি শাখায় মৃদু হিসস... শব্দ শুনতে পেলো।

"লোরনা...।" জোয়ি বলল, "ও নিশ্চয় ধরা পড়ার আগে প্রাণীগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে।"

জ্যাক বুঝতে পারল বার্ট কেন এখানে এসেছে। মনে পড়ল লোরনার সাথে জলাভূমিতে শিকারে যাবার সময় বার্টও সাথে ছিল। আর যতদূর জানে হাউন্ড একবার কোনো কিছুর গন্ধ পেলে সেটা সহজে ভোলে না।

বার্টের পিঠ চাপড়ে দিলো জ্যাক, "গুড বয়, বার্ট। গুড বয়।"

"আমার বোনকে খোঁজার ব্যাপারে কী হবে? আমার মাথায় কিছুই আসছে না।" কাইলের চেহারায় উদ্বেগ।

"আমি জানি কিভাবে খুঁজতে হবে," জ্যাক আশ্বস্ত করল।

"মানে? তুমি কী বলতে চাচ্ছো?"

গাছের দিকে নির্দেশ করে বলল, "ওদের সাহায্য নিয়ে।"

৩৭

জীবনে এই প্রথমবারের মতো ফ্লাইটে ভয় পাচ্ছে না লোরনা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট প্লেনটার নীচে সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত সাগর দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে সাগরটাকে টেনে লম্বা করা হয়েছে। মাঝেমধ্যে দ্বীপগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তবে বেশিরভাগই দক্ষিণ দিকে। প্লেনটাও দক্ষিণ দিকেই যাচ্ছে। মনে কোনও উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, হাতের তালু ঘামছে না, হার্টবিট স্বাভাবিক।

শুধু নিজেকে অবশ আর প্রাণহীন মনে হচ্ছে।

ফিল্মের রিলের মতো এক এক করে তার মনে সব ঘটনা ভেসে উঠছে। জ্যাকের ট্রাক বিস্ফোরিত হওয়া, ACRES -এ আগুন লাগা।

সবাই মারা গিয়েছে...

সামান্য প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে তাকে। প্রথমে ওরা লোরনাকে হেলিকপ্টারে করে গালফ অফ মেক্সিকোতে নোঙর করে রাখা একটা জাহাজে নিয়ে যায়। সেখান থেকে সী-প্লেনে উঠায়। তিন ঘন্টা ধরে প্লেনে উড়ছে সে। পশ্চিম ক্যারিবিয়ানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে, সম্ভবত কিউবার দিকে এগোচ্ছে।

জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে সোজা হয়ে বসলো, দেখল একজন লোক ককপিট থেকে মেইন কেবিনের দিকে আসছে। ছয়জন বসতে পারে প্লেনটাতে, মেহগনি রঙের সিটগুলো দামী লেদারে মোড়ানো। বোঝাই যায় এর মালিক বেশ সৌখিন আর পকেটে প্রচুর পয়সা আছে।

লোকটার মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, লোরনার মনে হলো মানচিত্র দেখছে। সাথে দু'জন গার্ড। জাহাজে থাকতেই লোকটা শাওয়ার নিয়েছিল, চুলে জেল দেয়া। মুখের দাগগুলো দেখে মনে হয় কোনও পশু আক্রমণ করেছিল, সিংহ জাতীয় কিছু। কখনও নাম বলেনি লোকটা, তবে একজনকে লোকটার নাম বলতে শুনেছে-ডানকান।

আরেকজন লোকের পাশে বসলো সে, পেশীবহুল শরীর সেই লোকটার, লাল চুলগুলো মিলিটারি ধাঁচে কাটা। লোরনার দিকে তাকাল না সে। অবশ্য এখন তার উপর নজর রাখা ছাড়া আর তেমন কাজ নেই। আর হাতে হ্যান্ডকাফ লাগানো। এখনও ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি কেউই।

ওকে পাত্তা না দিয়ে ডানকান লোকটার দিকে তাকাল, "এখনও কোনো খবর পাওয়া যায়নি ডোহার্টির কাছ থেকে? ওর উচিৎ ছিল এরই মধ্যে রিপোর্ট করা।"

“তাহলে এখন আমার কী কর্তব্য?”

“আমি চাই আমরা জায়গাটা ছেড়ে আসার পর সেখানে কী কী ঘটেছে সেটা জানতে।”

“ইয়েস স্যার। কিন্তু আপনি তো জানেন ডোহার্টিকে, গা ছাড়া ভাব আছে ওর মধ্যে। মনে হয় কাজ সেরে বারবন স্ট্রীটের কোনও বারে বসে মদ গিলেছে। তারপর কোনও বারবণিতার ঘরে গিয়ে শুয়ে আছে।”

“যদি তাই হয় তাহলে পরে দেখা পেলে আমি তার বাম পাশের বীচি কেটে ফেলব।”

“তাতে খুব বেশি লাভ হবে না। যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে দু'টোই কেটে ফেলতে হবে।”

একটা ভ্রু উঁচু করল সে, যেন ভাবছে কাজটা করা ঠিক হবে কিনা। দৃষ্টি প্লেনের বাইরে বহুদূর চলে গিয়েছে।

লোরনা আড়চোখে তার দিকে নজর রাখছে, বিশ্বাস করতে পারছে না লোকটাকে।

লম্বা শ্বাস ফেলে সামনের দিকে ঝুঁকলো ডানকান। পকেটে হাত দিয়ে লাইফ সেভারস (এক ধরণের ক্যান্ডি) সাধল লোরনাকে।

মাথা নেড়ে না করল লোরনা।

শ্রাগ করলো সে, বলল, “তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ, ডক্টর পোল্ক।”

সাথে তো কোনও আইডি নেই, তাহলে লোকটা তার নাম জানতে পারল কিভাবে? নিশ্চয় লোকটা চাইছে সে ভড়কে যাক।

“আমার হিসেবে, তুমি আমার দলের তিনজনকে ঘায়েল করেছ।”

ডানকানের কণ্ঠে রাগ বা হুমকির আভাস পেলো না লোরনা।

“ইমপ্রেসিভ।” আবার বলল লোকটা, “তুমি স্মার্টও বটে। দ্বীপে পৌঁছাবার পর আমি এবং আমার সুপিরিয়র বস তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। সহযোগিতা করলে পুরস্কৃত করা হবে।”

যদি সহযোগিতা না করে তাহলে কী হতে পারে তার চোখে সেটা স্পষ্ট ফুটে উঠল।

“এসবের মানে কী?” গলায় আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল, ওরা যেন বুঝতে না পারে সে ভয় পেয়েছে। “তোমরা প্রাণীগুলোর মধ্যে জেনেটিক পরিবর্তন এনে কী করতে চাচ্ছো... কী করতে চাও তাদের দিয়ে?”

দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ডানকান তার দিকে। চোখ দু'টো দেখে মনে হলো উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করছে না আবার অনিচ্ছাও নেই।

“আমরা এটাকে ব্যাবিলন প্রজেক্ট বলি।”

ব্যাবিলন?

"হ্যাঁ, যেখান থেকে সবকিছুর শুরু সেখানকার নামেই এই প্রজেক্টের নাম রাখা হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে আমরা বায়ো ওয়ারফেয়ারে জড়িয়ে গেছি। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে এটা একটা বায়ো উইপন্স সিস্টেম। এতক্ষণ যা ঘটেছে তা ছিল আমাদের উচ্চাশার গায়ে সামান্য আঁচড় মাত্র। প্রজেক্টের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি আমরা। খুব শীঘ্রই এই যুদ্ধে সবকিছু পাল্টে যাবে।"

প্রথমবারের মতো লোরনার চোখে সত্যিকারের ভয় দেখা দিলো। এইজন্যই তারা গোপন আর নিষিদ্ধ গবেষণাগুলো করছে।

আরও কিছু বলার আগেই পাইলট রেডিওতে ঘোষণা করল, "আমরা আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ল্যান্ড করতে যাচ্ছি।"

জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো লোরনা। সী-প্লেনটা নীচের দ্বীপের দিকে নামছে। সারি সারি গাছ দেখা গেল, সুন্দর করে বাঁকানো রেখার মতো লাগছে উপর থেকে। আরও নামতে খাঁড়ি দেখা গেল। দু'টো দ্বীপ বহু বছর আগে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি বালির ব্রীজ এবং ম্যানগ্রোভ বন দিয়ে সংযুক্ত। দ্বীপের পশ্চিম দিকে নামছে প্লেনটা।

হাজারেরও বেশি দ্বীপ আছে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে। এর মধ্যে অনেকগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন। কেউ যদি নিয়ম-নীতির বাইরে গিয়ে ল্যাবরেটরি স্থাপন করে কোনো কাজ করতে চায় তাহলে এই দ্বীপগুলোর চাইতে ভালো কোনও জায়গা হতে পারে না।

আস্তে করে পানিতে নামলো সী-প্লেনটা, পানির ফোয়ারা ছিটলো চারিদিকে। তারপর গ্লাইডিং করে ধীরে এগিয়ে গেল পাথরের জেটির দিকে। একদল ঘুঘু গভীর বন থেকে উড়ে গেল, মনে হলো ওদের আসায় বিরক্ত হয়েছে। চারিদিকে চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য কিন্তু এর পিছেই আছে এক ভয়ঙ্কর গোপন বিষয়।

ভেতরে আটকে রাখা দম ছাড়ল লোরনা। ঘাড় ঘুরাল, দেখল ডানকান তার দিকে তাকিয়ে আছে। একহাত তুলে দ্বীপের দিকে নির্দেশ করল। চেহারায় খুশির চিহ্ন তবে চোখে নির্মমতা নিয়ে লোরনার দিকে তাকাল।

"ওয়েলকাম টু ইডেন, ডক্টর পোল্ক।"

সবাইকে সাথে নিয়ে জ্যাক তার নিজের অফিস নিউ অরলিয়েন্সের বর্ডার পেট্রল স্টেশনে এল। এই মুহূর্তে সে কম্পিউটার ল্যাবে বসে আছে।

লাল ইটের তৈরি দালানটার ইতিহাস অনেক পুরনো। বিশের দশকে এটি কাজ করতো ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে চোরাইপথে আনা অবৈধ রাম স্মাগলারদের ধরপাকড়ের কাজে। এখন সময় অনেক গড়িয়েছে। এটি এখন হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অংশ হিসেবে কাজ করে। তাদের আছে অত্যাধুনিক সার্ভিল্যান্স সিস্টেম, পুরো দেশের সবখানে নজরদারি করে বিশেষ করে বর্ডার এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আর অবৈধ অস্ত্রের ব্যাপারে।

হাতের তালু দিয়ে নাক ঘষলো জ্যাক, কপাল ডললো। চামড়া পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, হাড়ে ব্যথা করছে। শুকনো মুখেই তিনটা অ্যাসপিরিন গিলেছে ব্যথা কমাবার জন্য। এই মুহূর্তে জ্বর নিয়ে ভাববার সময় নেই।"এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের?" জোয়ি জিজ্ঞেস করল।

কপাল থেকে হাত নামাল জ্যাক। "একদিনের বেশি নয়।"

বার্টকে খুঁজে পাওয়ার পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় রেসকিউ হেলিকপ্টার চলে এল। সবাইকে নিয়ে উঠল জ্যাক, এমনকি প্রাণীগুলোও বাদ পড়ল না। সকালের খবরে এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচার হলো। কিছুক্ষণ পর এনবিসি ইমেইল পেলো, যেখানে বলা ছিলো প্রাণী অধিকার সম্পর্কিত কোনও গ্রুপের সন্ত্রাসীমূলক কাজ এটা।

জ্যাক নিশ্চিতভাবেই জানে এটা কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণ ছিল না। অন্তত তাদের আক্রমণের ধরণ সেটা বলে না। পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় এর পিছনে অন্য কারও হাত আছে।

র‍্যান্ডি একটা চেয়ারে বসে আছে, চোখ বন্ধ। বার্ট পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। অন্যান্য প্রাণীগুলোকে লোকাল অ্যানেসথেসিয়ার মাধ্যমে তাদের শরীরে রাখা ট্যাগগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পাশের টেবিলে Faraday cage -র (বিশেষ ধরণের খাঁচা স্থির বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থেকে বস্তুকে নিরাপদে রাখে) ভেতরে নিরাপদে সেগুলো রাখা আছে। সবগুলোই আছে শুধু একটা বাদে, সেটা অ্যানালাইজ করার জন্য স্থানীয় FBI অফিস থেকে কম্পিউটার ফরেনসিক এক্সপার্ট আনা হয়েছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখে সে ট্যাগটা নিষ্ক্রিয় করেছে।

জ্যাক যা বলেছিল সেও একই মন্তব্য করল। এটা কোনও কমার্শিয়াল গ্রেডের ট্যাগ নয়। বরং এটা মিলিটারি বা প্যারামিলিটারি গ্রেডের। কেউ না কেউ টাকা দিয়ে এই জিনিস বানিয়ে নিয়েছে।

কার্লটন তাদের সাথে যোগ দিলো, হাতে ধূমায়িত কফির মগ। জ্যাকের দিকে সরল দৃষ্টিতে চাইলেন, বললেন, "যদি তোমার লোকের কথা সত্যি হয় তাহলে আশংকার বিষয়।"

"কী সেটা?" জ্যাক আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাকাল ডক্টর কার্লটনের দিকে।

"এগুলো গোপন গবেষণার বিষয়, একরকম নিষিদ্ধ ব্যাপার। তবে প্রাণীদেরকে নিয়ে এইধরনের গবেষণার জন্য সরকার পিছন থেকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে থাকে।"

"মানে আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট?"

"এধরনের আন্ডার গ্রাউন্ড প্রজেক্টে স্বয়ং ইউ এস সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, DARPA-ও এসবে জড়িত। তবে বিগত কয়েক বছরে গুজব শোনা যাচ্ছে এই ধরণের প্রজেক্টের সায়েন্টেফিক কমিউনিটিতে যারা একবার জড়িয়ে যাচ্ছে তারা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কারোরই কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।"

"এবং আপনি মনে করেন আমরাও এমন কোন কমিনিউনিটির মুখোমুখি হয়েছি?"

"আমি জানিনা। তবে দুশ্চিন্তার আরও কারণ আছে। আমি প্রাইভেট ডিফেন্স কন্ট্রাকটরদের কাছে জানতে পেরেছি। মিলিটারিতে চাকরীর সুবাদে তুমি নিশ্চয় ব্ল্যাকওয়াটার সম্পর্কে শুনেছ?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো জ্যাক।

ব্ল্যাকওয়াটার হলো প্রাইভেট কর্পোরেট সিকিউরিটি ফোর্স যারা ইউ এস গভর্নমেন্ট কর্তৃক আফগানিস্তান এবং ইরাকে নিয়োজিত। তাদের আসল পরিচয় তারা মার্সেনারি। ইউএস আর্মিতে থাকা অবস্থায় ইরাকে জ্যাক ব্ল্যাকওয়াটারদের সাথে একই সেনাদলে থেকে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু ব্ল্যাকওয়াটার সদস্যদের নিয়ে তাদের ভেতর কিছু অসন্তোষ ছিল। কারণ ওদের তুলনায় ব্ল্যাকওয়াটার সদস্যরা বেতন আর অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেশি পেত, সেইসাথে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল অনেক উন্নত আর অত্যাধুনিক। তারা বেশিরভাগই সার্ভিস থেকে রিটায়ার করে ব্ল্যাকওয়াটারে যোগদান করতো। জ্যাকও এই প্রস্তাব পেয়েছিলো কিন্তু সে গ্রহণ করেনি।

এরপর ব্ল্যাকওয়াটারের কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে পড়ে। সবাই জেনে যায় তাদের অপকর্মের কথা-গুপ্তহত্যা, অস্ত্র চোরাচালান, জনগণের মাঝে আতঙ্ক ছড়ানো আর রাষ্ট্রপক্ষের স্বাক্ষীদের হত্যা করা ইত্যকার নানান অপরাধের সাথে তাদের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে।

"এই ব্যাপারে ব্ল্যাকওয়াটারের নাম এল কেন?" জ্যাক জানতে চাইল।

“কারণ কর্পোরেশন সরকারের কাছ থেকে বিলিয়ন ডলারের কন্ট্রাক্ট পায়। আর সায়েন্টিফিক কমিউনিটি এবং কয়েকশ রিসার্চ গ্রুপ এর সাথে জড়িত। তাদের এধরনের গোপন গবেষণায় এইসব প্যারামিলিটারি গ্রুপের সহযোগিতা দরকার পড়ে। আর কাজগুলো শুধু ভয়ঙ্কর নয় মারাত্মক রকমের বিপদজনকও বটে।”

কার্লটন বলে চললেন, “ব্ল্যাকওয়াটারের এইসব অপকর্মের কথা সারা দেশে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কর্পোরেট এসপিওনাজ, গুন্ডামি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আইন ভেঙ্গে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম এইরকম বহু কাজের সাথে জড়িত এরা।”

জ্যাক ডক্টরের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ বুঝতে পারল। সেও এই ব্যাপারে কিছু কিছু জানে।

রুমের দরজা খুলে গেল, দেখা গেল কাইল প্রবেশ করছে। মেডিক্যাল ওয়ার্ড থেকে ছাড়া পেয়েছে। বাম হাতের কনুই পর্যন্ত প্লাস্টার করা। চোখ কাঁচের মতো স্বচ্ছ, পেইনকিলার খেয়েছে।

কাইলের দিকে তাকিয়ে র‍্যান্ডি বলল, “দারুণ, পোল্কদের একজন আমাদের সাথে যোগদান করেছে। তারমানে এবার আমাকে কেউ না কেউ হত্যা করবে।”

“তুমি কী বলতে চাও?” মুখ বাঁকিয়ে কাইল জিজ্ঞেস করল।

জ্যাক দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল। সে চায় না এখানে এসব ব্যাপারে আর কোনও কথা হোক, বিশেষ করে র‍্যান্ডি যেনো কিছু না বলতে পারে।

“র‍্যান্ডি, তুমি চুপ করবে?”

“আমি তেমন কিছুই বলিনি। শুধু বলছিলাম যখনই মেনার্ড আর পোল্ক একত্রিত হয় তখন কেউ না কেউ খুন হয়। আর আমার ক্ষেত্রে প্রায় খুন হয়েই গিয়েছিলাম।”

রাগে কাইলের চেহারা লাল হয়ে গেল, “তাহলে আমার বোনের ব্যাপারে কী হবে? তোমরা দুইভাই আরামে গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছ আর ডোনাটে কামড় বসাচ্ছ। আর ওদিকে আমার বোন বিপদের মধ্যে আছে।”

“এখানে ডোনাট আছে নাকি?” র‍্যান্ডি সোজা হয়ে বলল।

ওর দিকে না তাকিয়ে কাইল জ্যাককে জিজ্ঞেস করল, “তুমি না বলেছিলে লোরনাকে খুঁজে বের করার জন্য তোমার প্ল্যান আছে। কী সেই প্ল্যান?”

“শান্ত হও কাইল। আমি পারব, আশা করি তোমার বোনকে আমি উদ্ধার করতে পারব।” ঘাড় ঘুরিয়ে কম্পিউটার ফরেনসিক এক্সপার্টের দিকে তাকাল সে।

“কিভাবে?” জানতে চাইলো কাইল, গলায় কষ্টের আভাস।

Faraday cage হাতে তুলে নিলো জ্যাক। ট্যাগগুলো দেখিয়ে বলল, “এটার সাহায্যে। যখন ACRES -এ পাওয়ার চলে যায় তখন আমি ট্যাগগুলো পকেটে নিয়ে নিই, চেয়েছিলাম পরে আরও ভালোভাবে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে।

তারপর যখন লোরনাকে ওর অফিসে রেখে আসি তখন ওর রাইফেলের সাথে একটা ট্যাগও লোরনার পকেটে রেখে আসি।"

"মাই গড, তুমি এটা দিয়ে লোরনাকে ট্র্যাক করবে?" জোয়ি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, সেটাই করব।"

কাইলের চেহারা কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ফরেনসিক এক্সপার্ট ওদের কথাবার্তা শুনছিল, বলল, "আমি যন্ত্রটাকে ঠিক করতে পেরেছি। এটা দিয়ে এখন কাজ করা সম্ভব। GPS টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে এতে। যদি সবগুলোতে একই টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে লোরনাকে খুঁজে বের করা যাবে। যদিও একটু সময় লেগে যেতে পারে। আমাকে অনেকগুলো স্যাটেলাইট পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আরও কিছু তথ্য পেলে কাজ করতে সুবিধা হত।"

জ্যাক, কার্লটন আর তার নিজের সমস্ত সন্দেহের কথা ফরেনসিক এক্সপার্টকে বলল। বলল, "অপহরণকারীরা মেক্সিকো বা উপকূলের কোনও দিকে গিয়েছে, ক্যারিবিয়ানও হতে পারে। তবে ইউ এস বর্ডারের দক্ষিণে গিয়েছে এটা শিওর।"

কার্লটন মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল জ্যাকের সাথে।

কাইল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, "এলাকাটা অনেক বড়। আমার পরিচিত। জায়গাটা গালফ কোস্ট। যে তেল কোম্পানির সাথে আমি চুক্তিবদ্ধ তার প্ল্যাটফর্ম ঐদিকেই।"

"গুড।" জ্যাক বলল, "এইরকম কিছু একটা আমাদেরকে বেজ হিসেবে ব্যবহার করা লাগতে পারে অপারেশনের সময়।"

কাইল তাকাল জ্যাকের দিকে। চোখে আশার ছায়া, সাথে দুশ্চিন্তারও। ভাবছে একটাই।

লোরনা কি এখনও বেঁচে আছে?

৩৯

লোরনা ডক ধরে নেমে ভিলার দিকে সোজা এগিয়ে গেল। পিছনে কনর নামে একজন হাতে পিস্তল নিয়ে ছিল। তবে লোরনার দিকে তাক করে রাখেনি।

আর এগুলোর প্রয়োজনটাই বা কী? কোথায় পালাবে মেয়েটা? তাই ওর হ্যান্ডকাফও খুলে দিয়েছে তারা।

কব্জি ডলতে ডলতে ডানকানকে অনুসরণ করলো লোরনা। বাতাসে নোনা গন্ধ, কাছের ম্যানগ্রোভ বন থেকে দারুচিনির গন্ধ ভেসে আসছে। পানির কাছাকাছি বীচ চেয়ার পাতা, দেখে মনে হচ্ছে রিসোর্ট।

তবে কাছে থেকে দেখলে তা মনে হবে না।

ক্যামোফ্লেজ গিয়ার পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে পানির কিনারায়, কাধে ঝোলানো রাইফেল। আরও উপরে ভিলার ছাদ জুড়ে আছে ডিশ এন্টেনা। টেলিফোন বা স্যাটেলাইট টেলিভিশন সার্ভিসের জন্য এতো বড় ডিশ এন্টেনার প্রয়োজন নেই। কেমন যেন অদ্ভূত নীরবতা বিরাজ করছে চারিদিকে, কোনও র‍্যাগে মিউজিক (Reggae = ওয়েস্ট ইন্ডিজের জনপ্রিয় দ্রুতলয়ের সংগীত) নেই, হাসি-তামাশা নেই। শুধুই শান্ত-স্নিগ্ধ সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালুকাবেলায়।

লোকটা ডানকানকে একপাশে ডেকে নিলো গোপনে কথা বলার জন্য। লোরনা ডকের শেষপ্রান্তে মধ্য দুপুরের তপ্ত সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে বীচের শেষ মাথায় তারপুলিনে ঢাকা কিছু নজরে পড়ল তার, মনে হলো কোনও জলযান ঢেকে রাখা হয়েছে। এক সময় ডানকানও সেদিকে তাকাল। তারপুলিনের নীচে কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে, দেখে মনে হয় তেল। কিন্তু লোরনা জানে সেটা তেল না।

সাদা মতো কী যেন একটা উঁকি দিচ্ছে। বোঝা গেলসেটা একটা মানুষের হাত।

ডানকান কনরের দিকে তাকালে কনর বলল, "গতরাতে আরেকটা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। পোলাস্কিকে মেরে ফেলেছে আর গার্সিয়াকে আহত করেছে।"

"কিভাবে? এরা না খুব দক্ষ! অসাবধান হল কেন? ট্যাগগুলোর খবর কী?"

"জানি না। আমি মালিকের সাথে আর কথা বলিনি। সে বলেছে তার সাথে ল্যাবে দেখা করতে।"

কনর লোরনার দিকে নির্দেশ করে বলল, "এর কী হবে?"

"একেও নিয়ে এসো। আটকে রাখো লকআপে। যতক্ষণ না আমি রেডি হচ্ছি কথা বলার জন্য ও সেখানেই থাকবে।"

এগিয়ে চলল সবাই, লাউঞ্জের চেয়ার আর সেগুন কাঠের টেবিলগুলো খালি। শুধু দু'জন মানুষ বসা, চামড়ার রঙ কালো, গায়ে ল্যাব স্মক (Smock = ঢিলে পোষাক) পরা দু'জনেরই। একজন আঙ্গুলের ফাঁকে ইউরোপিয়ান স্টাইলে সিগারেটের ফিল্টার ধরে আছে। অপরজন হাতের উপর মাথা রেখে আছে।

মেইন ভিলার জানালাগুলো খাঁড়ির দিকে মুখ করা, যাতে শক্তিশালী ঝড় এলেও ক্ষতি না হয়। উঁচু ফ্রেঞ্চ ডোরের পর্দাগুলো আইভরি দামাস্কের তৈরি, ফার্নিচারগুলো দামী মেহগনি আর রোজউড কাঠ দিয়ে বানানো, গাছগুলো মনে হয় স্থানীয়। চারিদিকে সুনসান নীরবতা।

ফ্রন্ট প্যাভিলিয়ন দিয়ে লম্বা হলওয়েতে নিয়ে এল লোরনাকে ডানকান, হলওয়েতে প্রচুর পরিমাণে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একপ্রান্তে কিচেন দেখা গেল, তিনজন কুক সেখানে খাবার তৈরি করছে। বেক করা রুটি আর গার্লিক স্ট্যু -র গন্ধে চারিদিক ম' ম' করছে, ক্ষুধায় মোচড় দিয়ে উঠল পেট, মনে পড়ল অনেক্ষণ যাবৎ সে কিছুই খায়নি।

হলওয়ে পার হয়ে লাইব্রেরীতে এল সে। এ যেন ব্রিটিশ মিউজিয়াম! থরে থরে চামড়ায় বাঁধানো বই আর হস্তশিল্প, সাগর ভ্রমণের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে ভর্তি। এমনকি সেক্সট্যান্টও দেখতে পেলো সে।

ডানকানকে দেখতে পেয়ে উঁচা-লম্বা একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল, এতক্ষণ সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। পরনে হাইকিং প্যান্ট আর বুট, গায়ে ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট। বয়স ষাটের মতো তবে শরীরে যথেষ্ট পেশী বিদ্যমান। সাদা-কালোয় মেশানো চুলগুলো যেন সূর্য আর সাগরের বাতাসে ট্যান করা। লোকটা এক্স মিলিটারি, সম্ভবত নেভির, চেয়ারের হাতলে ক্যাপ দেখা যাচ্ছে। চেহারায় সমৃদ্ধির ছাপ স্পষ্ট।

এগিয়ে এসে ডানকানের হাতটা তার হাতের তালুর ভেতর নিয়ে হ্যান্ডশেক করল। ঢোক গিলে ডানকান বলল, "স্যার আপনি এখানে এখন আছেন সেটা জানতাম না। ভেবেছিলাম আপনি ডিসি -তে আয়রন ক্রিকের প্রেজেন্টেশনে আছেন।"

"কার্গো হারানোর পর সেখানে থাকার কারণ নেই।"

বয়স্ক লোকটা লোরনার দিকে একবার তাকালেন, নাকের দু'পাশের তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে একবার পর্যবেক্ষণ করেই আবার ডানকানের দিকে মনযোগ দিলেন।

"আমি সকালের ফ্লাইটেই চলে এসেছি।" তিনি বললেন, "এখানকার সমস্যা দেখতে।"

ডানকান নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস নিলো, "আমি মিস্টার মালিকের সাথে দেখা করার জন্য ল্যাবের দিকেই যাচ্ছিলাম।"

"তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমার সাথে পরে কথা হবে।" বলেই তিনি একটা হাত উপরে তুললেন। বুকশেলফের একটা তাক সরে গিয়ে লাইব্রেরীর ভেতর একটা পথ উন্মুক্ত হলো। কনরের সাথে লোরনাও ভেতরে ঢুকে গেল। ঢুকতেই পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার সূর্যের দেখা পাবো তো?

কনর ডানকানের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "ব্রাইস বেনেট এখানে কী করছে?"

ডানকান কটমট করে তাকাল, বলল, "এটা নিশ্চয় মালিকের কাজ। এখানকার ঝামেলা সম্পর্কে সেই বসকে জানিয়েছে। তাকে বারবার বলেছি বসকে এসব বিষয়ে না জানাতে। কিন্তু না, তারা একজন র‍্যাগহেডকে (মিডল ইস্ট এবং ফার ইস্টের লোকেদেরকে মাঝেমধ্যে এই নামেও অভিহিত করা হয়) বিশ্বাস করবে কিন্তু আমাদেরকে করবে না।"

একটা শর্ট প্যাসেজওয়ে ধরে এগিয়ে গেল ডানকান, উন্মুক্ত হলো গোলাকার বিশাল ল্যাব। কয়েকটা ছোট ছোট স্টেশনে ভাগ করা, সেগুলোর ভেতর চলাচলের জন্য আরও কিছু প্যাসেজওয়ে আছে। সাদা ল্যাব স্মক পরা

টেকনিশিয়ানরা অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। কেউ কেউ লোরনার দিকে একবার তাকিয়েই আবার নিজ নিজ কাজে চলে যাচ্ছে। ভিলাটা আসলে এই আন্ডার গ্রাউন্ড ল্যাবের সম্মুখ অংশ। গোপনে গবেষণা করার পারফেক্ট জায়গা।

ডক্টর মেটোয়েরের জেনেটিক ল্যাবের মতো ই এটা, তবে যন্ত্রপাতিগুলো অনেক উন্নত। থার্মোসাইক্লারস, জেল বক্স, হাইব্রিডাইজেশন ওভেন, ইনকিউবেটর, এমনকি LI-COR 4300 DNA অ্যানালাইজার রয়েছে। গবেষণার জন্য এমন কী নেই এই ল্যাবে। লোরনা ভাবছে এরকম ল্যাব তৈরিতে কত খরচ হয়েছে কে জানে? এমন হাইটেক ল্যাবে কাজ যে কেউই করতে চাইবে।

ডানকান লোরনাকে আরেকটি হলে নিয়ে গেল। "ডক্টর পোল্ককে পিছনে এককোণায় নিয়ে যাও। আমি ডক্টর মালিকের সাথে কথা বলবো।"

পিছন থেকে খোঁচা মেরে কনর নিয়ে চলল তাকে। যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে সার্জিক্যাল স্যুইট নজরে পড়ল, উন্নত সব যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো স্যুইট। স্টীলের বেডের উপর ডবল সুইং হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বলছে। রুমের ভেতর ঘন কালো চুলের মাঝ বয়সী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় আরব দেশীয় বা মিশরীয়।

ডানকান অন্য একটা দরজা দিয়ে রুমে ঢুকল। লোকটার কপালে চিন্তার ভাঁজ।

লোরনা সার্জিক্যাল স্যুইট পার হবার সময় একটু থেমে তাকাল ভেতরে, কনরও তাকাল। তাকাবার কারণটা শুয়ে আছে একটা টেবিলে।

"এই প্রাণিটা বেড়ার এদিকে কী করছে? আমি তো ভেবেছিলাম সবসময় প্রাণীগুলোর উপর নজর রাখা হয়।"

"আমরা তাই করছিলাম।" ডক্টর মালিকের কন্ঠে বিরক্তির আভাস।

লোরনা বুঝতে পারল ডক্টর মালিক এই ফ্যাসিলিটির প্রধান। আর ডানকান সিকিউরিটির ব্যাপারটা দেখে।

মালিক টেবিলের দিকে নির্দেশ করে বলল, "প্রাণীগুলোর ট্যাগগুলো ধারালো কিছু দিয়ে কেটে নেয়া হয়েছে, সম্ভবত কুড়াল বা ঐ জাতীয় কিছু। এসো আমি দেখাচ্ছি।"

ডক্টর মালিক একটু সরে দাঁড়াতেই, টেবিলে কী আছে তা লোরনাকে পরিষ্কার দেখতে পেল। ভয়ে মুখে হাত চাপা দিলো সে। প্রথমে সে খেয়াল করেছিলো পা, ধড়ের নীচের দিকের অংশ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এটা একটা ওরাংওটাং বা ঐ শ্রেণীর বড় সাইজের কোনও প্রাণী।

কিন্তু ডক্টর মালিক আরও সরে দাঁড়ালে, লোরনা বুঝতে পারে যে তার ধারণা ভুল।

টেবিলে শোয়া দেহটার হাতে পশমের পরিমাণ কম, বুকে একটা বুলেটের ক্ষত। জট পাকানো মোটা চুল, কিন্তু চোয়াল দেখে মনে হয় না এটা গরিলা

জাতীয় প্রাণী। বরং কিছুটা সমান। চোখ দু'টো বড় বড়, কপালে শিরা দেখা যাচ্ছে। লোরনা আদিম মানুষের ছবি দেখেছে, Hominid Species যেমন Australopithecus বা Homo Habilis-নাহ, কোনও ভুল নেই। টেবিলে এটা কী শুয়ে আছে! এই দেহ কোন গরিলার বা বানর প্রজাতির হতেই পারে না!

ট্রলারের প্রাণীগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, কিভাবে সেগুলোর শরীরে পরিবর্তন করা হয়েছে এক এক করে সব মনে পড়ল। তারপর কনরের দিকে ঘুরল। কণ্ঠে ভয় আর ঘৃণা গোপন না করেই বলল, "তোমরা মানুষ নিয়ে গবেষণা করছ!"

৪০

সেক্টর চীফ বার্নাড প্যাক্সটনের অফিস রুমে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। এই সেই প্যাক্সটন যে জ্যাককে নিজে হাতে তুলে নিয়ে এসে SRT -তে জয়েন করিয়েছিলেন।

টেবিলের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এতক্ষণ পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পড়েছিলেন। কারণ প্রেসের সাথে সারা সকাল কথা বলতে হয়েছে। এখন নেভি ব্লু স্ল্যাকস, তাতে কালো রঙের পাইপিং করা আর ম্যাচ করা শার্ট। প্রিয় "Ike" জ্যাকেট গায়ে চড়ানো তবে বোতাম খোলা।

টেবিলে বিছানো ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রেখে বললেন, "তাহলে তুমি এখানে ডক্টর পোল্কের সিগন্যালে পেয়েছ?"

মাথা নাড়লো জ্যাক। "জায়গাটা লস্ট ইডেন কে। সেখানে বেশ কতকগুলো দ্বীপ আছে।"

"কিন্তু তুমি তো শিওর না।"

"কয়েক সেকেন্ডের জন্য সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছিল, তারপরেই হারিয়ে যায়।"

FBI কনসালট্যান্ট মিলিটারি GPS 2R-9 স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সিগন্যালটা পেয়েছিল যেটা কিনা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারো হাজার মাইল উপরে গালফের উপর নিয়মিত চক্কর খাচ্ছে। সিগন্যালের রিডিং বেশ ভালো ছিল, একেবারে পিনপয়েন্ট লোকেশন দেখিয়েছিল, তারপর হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায়।

"এরপর তুমি আর সিগন্যাল পাওনি?"

"কিডন্যাপাররা লোরনাকে দ্বীপের এমন কোনও জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যেখানে স্যাটেলাইটের সাহায্যে সিগন্যাল পাওয়া যায় না। অথবা FBI-র লোকটির কথা অনুযায়ী কিডন্যাপাররা কোনও ধরনের লোকাল ইলেক্ট্রনিক জ্যামার ইকুইপমেন্ট (স্যাটেলাইট সিগন্যাল বাধা দেয়ার যন্ত্র) ব্যবহার করেছে যা পুরো দ্বীপটাকে লক ডাউন (আড়াল করে রাখা) করে রেখেছে।"

জ্যাক মনে মনে লোরনার কথা ভাবলো, নিশ্চয় ওরা সাগরের মাঝে লোরনাকে এমন জায়গায় রেখেছে যাতে করে কোনও ভাবে যোগাযোগ না করা যায়।

"এখানকার দ্বীপগুলো নিকারাগুয়ার পতাকা ওড়ায়। তার মানে আমরা আন্দাজের উপর ভিত্তি করে কোনো রেসকিউ মিশনে যেতে পারি না।"

"স্যার..."

একহাত তুলে থামালেন জ্যাককে, "এটা আমাদের আইনের বাইরে। এক্ষেত্রে আমি ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলের মাধ্যমে কথা বলতে পারি। তবে এতে একদিন সময় তো লাগবেই।"

আমাদের হাতে একদিনের মতো সময় নেই।

জ্যাকের মনে মনে ইচ্ছে হলো, বসকে ভয় দেখিয়ে, ডেস্ক চাপড়িয়ে মিশনের অনুমতি আদায় করে নিতে।

"আমাকে এখন ম্যাজিক দেখাতে হবে।" প্যাক্সটন বলে চললেন, "আমাকে কয়েক ঘন্টা সময় দাও, কয়েকটা কল করব। এরমধ্যে FBI এজেন্ট সিগন্যাল ট্র্যাক করতে থাকুক। যদি মিলে যায় তাহলে সেটা আমাকে এই কেসে সাহায্য করবে। আর জ্যাক, তুমিও এই ফাঁকে একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, তোমাকে দেখতে বিশ্রী লাগছে।"

জ্যাক মনে মনে কিছুটা খুশি হলেও মুখে কিছুই বলল না। গলার ভেতরটা কেমন জ্বলে যাচ্ছে, জ্বরের প্রকোপ। কিন্তু এসময় ফ্লু -তে আক্রান্ত হবার কোনও মানে হয় না। অ্যাসপিরিন আর অ্যান্টিহিস্টামিন খেয়ে আরও একদিনের মতো কাজ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। কাজ হয়ে গেলেই তারপর সব ঠিকঠাক।

"পিছনে খাট আছে, গিয়ে একটু ঘুম দিয়ে নাও। আর এটা আমার আদেশ," প্যাক্সটন বললেন।

"ইয়েস স্যার।" ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল জ্যাক।

"জ্যাক," পিছন থেকে তার বস ডাক দিলেন। "আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমি করব।"

মাথা নাড়লো, মানুষটা সম্বন্ধে জানে সে। কম্পিউটার রুমের দিকে এগিয়ে গেল। সবাইকে জানাতে হবে পরিস্থিতি সম্পর্কে।

তাকে দেখেই কাইল জিজ্ঞেস করল, "আমরা কখন লোরনাকে খুঁজতে বেরোচ্ছি?"

জ্যাক নিরুত্তর।

র‍্যান্ডি তার ভাইয়ের চেহারা দেখে বুঝে নিলো। "শালার... আমরা কেউই যাচ্ছি না।"

চকিতে একবার র‍্যান্ডির দিকে তাকিয়ে আবার জ্যাকের দিকে তাকাল কাইল। ঘড়ি দেখল। বন থেকে উদ্ধারের পর পাঁচ ঘন্টা বাইশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। সবাই জানে লোরনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করতে হবে।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল জ্যাকের। এমনিতেই গায়ে জ্বর তার উপর আবার এসব কথাবার্তা শুনে শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। র‍্যান্ডিকে বলল, "তোমার এসব ফালতু প্যাঁচাল বন্ধ করো। থিবোডক্স ভাইদের বলো আমরা আবার শিকারে যাচ্ছি।"

র‍্যান্ডি দাঁড়িয়ে গেল, প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু জ্যাক কাইলের কাঁধে হাত রেখে বলল, "তুমি বলেছিলে আমরা প্রয়োজনমতো যেকোন একটা অয়েল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারব।"

কাইল মাথা নাড়লো, "কোন সমস্যাই না। কখন দরকার?"

"এখনই।"

জ্যাক লজিস্টিক (Logistic = রসদ) সাপোর্টের জন্য দৌড় লাগাল। সে জানে, পাইলট আর SRT এর দু'জন সদস্য আছে যাদেরকে সে যা বলবে মুখ বুজে করে যাবে। আর এই মুহূর্তে তার এটাই দরকার। টিম যত ছোট হবে ততই কাজে সুবিধা। কেউ জানতে পারার আগেই রাডারকে ফাঁকি দিয়ে লোরনাকে উদ্ধার করে আনতে হবে।

কার্লটন দাঁড়িয়ে পড়লেন, সাথে জোয়ি আর গ্রিয়ারও। ACRES প্রধান বুঝতে পারলেন কী ঘটতে চলেছে তাই বেশি উচ্চবাচ্য করলেন না। শুধু বললেন, "প্রাণীগুলোকে নিউ অরলিয়েন্স জু-র ভেটেরিনারি হসপিটালে ট্রান্সফার করা হবে। আমরাও যেতে চাই। তাহলে প্রাণীগুলো সম্পর্কে আরও গবেষণা চালিয়ে যেতে পারব।"

"পল...," ভাঙা গলায় জোয়ি তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করল, "সে একটা সার্ভারে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছিল। সেখান থেকে ডাটাগুলো নিয়ে আমরা যতদূর কাজ করেছিলাম সেখান থেকে আবার শুরু করতে পারব।"

কার্লটন জোয়ি-র কাঁধে হাত রাখলেন, বললেন, "আমরা তোমাকে সেখান থেকে প্রতি মুহূর্তে আপডেট জানাব।"

জ্যাক তার দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকা সবাইকে একবার দেখে নিলো।

"তাহলে চলো বেরিয়ে পড়ি।"

৪১

লোরনাকে দশ বাই চার ফুট একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। চারিদিকে বন্ধ, শুধু মাথার উপরে একটা বাল্ব জ্বলছে। দেয়াল হাতড়ালো সে, আঁচড়ের দাগের স্পর্শ পেলো। টেবিলের উপর কিছুক্ষণ আগে দেখা মানুষটার কথা মনে পড়ল। চওড়া কপাল আর মুখের গড়ন দেখে বোঝাই যায় মানুষ। ট্রলারে প্রাণীগুলোর দেহে যেরকম পরিবর্তন এসেছে সেরকম পরিবর্তন মানুষটার শরীরেও আছে, অনেকটা আদিম যুগের মানুষের মতো।

ডানকানের কথাটা মনে পড়েল, বায়োউইপন্স সিস্টেম।

কিন্তু ব্যাখ্যা খুঁজে পেলো না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছে এরা প্রাণীদেহের উপর গবেষণা শেষ করে মানবদেহ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে। পৃথিবীতে গবেষণার বিষয়ের অভাব নেই। তবে কেন এরা এই বিষয়ে গবেষণা করছে বুঝতে পারছে না। তবে আশেপাশের দরিদ্রতম দেশ যেমন; হাইতি থেকে প্রচুর মানুষ পাচার হয়। এরা দাস হিসেবে বিক্রি হয়, কখনও কখনও নিজেদের আত্মীয়ের মাধ্যমেই এমনটি ঘটে থাকে। আর সেদেশের সরকার সবকিছু জেনেও এসব ব্যাপারে উদাসীন।

দরজা খোলার শব্দ পেলো সে। কেউ একজন বলল, "মেয়েটাকে এখানে বন্দী করে রেখেছি।"

"বাইরে বের করে আনো।" ঝাঁঝালো আর কর্কশ কণ্ঠ শুনেই বুঝল ডানকান কথা বলছে। "মালিক মেয়েটার সাথে কথা বলতে চায়। সে নাকি ভেটেরনারিয়ান। আমাদের ডক্টর র‍্যাগহেড ওর সাথে চক্রান্ত করবে কিনা কে জানে।"

দু'জন লোককে দেখতেই দরজা থেকে পিছিয়ে গেল লোরনা। একজন এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিলো। পিছনে ডানকান বুকের উপর হাত আড়াআড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। "এগোও," কনর বলল। গভীর লম্বা শ্বাস নিলো লোরনা। এদেরকে সহযোগিতা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, সে চায় না তাকে টেনে-হিঁচড়ে এখান থেকে নিয়ে যাক। ডানকান স্থির চোখে তাকিয়ে আছে, কাটা দাগে ভর্তি চেহারায় রাগের আভাস। কিছু না বলে ঘুরে সবাইকে নিয়ে হাঁটা দিলো সে।

গোলাকার ঘরটা এখন ফাঁকা। শুধুমাত্র একটা জেনেটিক স্টেশনে ডক্টর মালিক কাজ করছেন। তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

লোরনা এগিয়ে যেতে ইতস্তত বোধ করলে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে কনর তাকে সামনে এগোতে বাধ্য করে।

"এটার কি খুব প্রয়োজন ছিল?" মালিক বললেন। উচ্চারণ ব্রিটিশ হলেও স্পষ্ট মধ্যপ্রাচ্যীয় টান বুঝতে পারল লোরনা। "আমাদের সাথে যোগদান করো।"

কাছ থেকে লোকটাকে এবার ভালোভাবে দেখল সে। বয়স পঞ্চাশের শেষ ভাগে, মাথার চুল ধূসর রঙের। এখনও লোকটা সার্জিক্যাল পোষাক পড়ে আছে। একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো ওর দিকে, "তোমাকে এসবের মধ্যে জড়ানোর জন্য ক্ষমা চাইছি আমি।"

দাঁড়িয়ে থাকলো লোরনা। কিন্তু ডানকান তার কাঁধ ধরে জোর করল বসার জন্য। মালিক রাগত চোখে তাকিয়ে থাকলো সেদিকে।

"তোমার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো।" ডানকান বলল, "এসব কথা বাদ দাও।"

"এখানকার সিকিউরিটির স্বার্থে আমি জানতে চাইছি নিউ অরলিয়েন্সে তুমি এবং তোমার সহকর্মীরা প্রাণীগুলো সম্বন্ধে কী কী জানতে পেরেছ?"

লোরনা ওদের দিকে তাকাল না। সে চারিদিকের যন্ত্রপাতি আর লেবেলগুলো দেখতে লাগল; পিওর লিংক জেনোমিক ডাইজেশন বাফার, নোভেক্স জাইমোগ্রাম

জেল কিটস, স্পটলাইট হাইব্রিডাইজার। মালিকের পিছনে দুইটা ইনকিউবেটর এবং একটা ইনভার্টেড মাইক্রোস্কোপ স্টেশনে দুইটা মাইক্রোম্যানিপিউলেটর কন্ট্রোল যা দিয়ে ভ্রূণ রাখার পাত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়।

শক্ত হাতের চড় পড়ল গালে, ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল, চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল, কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

"অনেক হয়েছে!" মালিক বলে উঠলেন।

ডানকান পাত্তা দিলো না। "তার কথার জবাব দাও না হলে এর চাইতেও খারাপ হবে।"

ডানকানের দৃষ্টিতে কঠোরতা দেখল, বুঝল যা বলে সে তাই করে। ঠোঁটের রক্ত মুছে নিলো সে, মনে মনে ঠিক করল যা জানে সব বলে দিবে, কিছুই লুকাবে না। কী ক্ষতি হবে তাতে?

"আমরা অতিরিক্ত ক্রোমোজোম পেয়েছি প্রাণীগুলোর মধ্যে। আর তাদের ব্রেইনের গঠনে পরিবর্তন ধরতে পেরেছি। ম্যাগনেটাইট ক্রিস্টালের নেটওয়ার্ক পেয়েছি।"

"চমৎকার," মালিক বললেন। "খুব কম সময়ে তোমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছ।"

"আর কী জানো?" ডানকান জিজ্ঞেস করল, কণ্ঠে পরিষ্কার হুমকির আভাস।

"আরও জেনেছি প্রাণীগুলো নিজেদের মধ্যে নিউরোলজিক্যালি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে। এটা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"

মালিক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

"এতোটুকুই জানি।" লোরনা বলল।

"আর কে কে জানে এটা?" ডানকান জিজ্ঞেস করল।

লোরনা জানতো তাকে এই প্রশ্ন করা হবে। এজন্যই তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ওদের হিসেব অনুযায়ী সে ছাড়া বাকী সবাই মারা গিয়েছে, তাই তারা শিওর হতে চাচ্ছে ACRES এর বাইরে ইনফরমেশন লিক হয়েছে কিনা।

"আমি সঠিক বলতে পারব না তবে আমাদের কাজের তথ্যগুলো ব্যাকআপ সার্ভারে সেভ হয়ে যায় অটোম্যাটিক্যালি।"

মালিক ডানকানের দিকে তাকাল। ডানকান বলল, "সম্ভাবনা নেই। কারণ ACRES -এ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।"

"তবুও একবার দেখা দরকার। নাহলে মিস্টার বেনেট ঝামেলা করবেন।"

ডানকান লোরনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাকআপ স্টোরেজ কোথায়?"

"আমি জানি না," সত্য বলল লোরনা। ও শুধু জানে যে, ACRES ব্যাটন রুজের (Baton Rouge = লুইজিয়ানার রাজধানী এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর) একটা কোম্পানির সাথে সাথে চুক্তিবদ্ধ।

ডানকান আবার হাত তুলল চড় মারার জন্য। তাকে থামানো জন্য সে বলল, "আমি শুধু নামটা জানি- সাউদার্ন কম্প্যু-সেফ। তবে তাদের সার্ভার সারা লুইজিয়ানায় ছড়ানো আছে।"

কে জানে লোকটা তার কথা বিশ্বাস করল কিনা। কিন্তু এর বেশি সে আর কিছুই জানে না। যদি ডানকান মনে করে সমস্ত তথ্য এক জায়গাতেই জমা আছে তাহলে সে ফ্যাসিলিটি উড়িয়ে দেবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

হাত নামালো ডানকান, বিশ্বাস করল তার কথা।

লোরনা আরও বলতে লাগল, "সার্ভারে ঢুকতে হলে এমপ্লয়িদেরকে আইডি, পাসওয়ার্ড জানতে হয়। তারপর সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেতে হয়। প্রত্যেক এমপ্লয়িদের জন্য আলাদা গোপন প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। সেটার উত্তর মিললেই তবে সার্ভারে প্রবেশ করতে পারে। তবে বাইরে থেকে প্রবেশ করা যায় কিনা সেটা জানা নেই।"

শেষের কথাগুলো সত্যি।

ডানকান কথাগুলো বিশ্বাস করলেও তার দৃষ্টি ছিল হাজার মাইল দূরে। এরই মাঝে মাথা কাজ করা শুরু করে দিয়েছে।

মালিক জিজ্ঞেস করলেন, "সিকিউর স্যাটেলাইট আপ লিংকের মাধ্যমে কম্প্যু-সেফে প্রবেশ করতে হলে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে?"

"কমপক্ষে চারঘন্টা।" একঘেয়েমি সুরে কথাগুলো বলল ডানকান। "তবে একটা ফোন কল করলেই জানা যাবে ডক্টর ল্যোরনা সত্য বলছে কিনা।"

"তাহলে মনে হচ্ছে সে আমাদের সাথে এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকছে। এই সুযোগে আমি মেয়েটির মতিষ্কটা ব্যাবহার করে আরও কিছু কাজ এগিয়ে নিই।"

"তার এসব বিষয় জানার দরকার নেই।"

"বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। আর ভয়ই বা কিসের?" একটা ভ্রু উঁচু করে মালিক বললেন, "তোমরা কি এখানকার নিরাপত্তা নিয়ে সন্দিহান? কী ভাবছ, সে এখান থেকে পালাতে পারবে?"

ডানকানের মুখ কালো হয়ে গেল।

লোরনার মনে হলো মালিক বেশ হেল্পফুল মানুষ। তবে তার শেষ কথাটা শুনতে পেয়ে যা বোঝার বুঝে গেল সে।

"তাছাড়া তাকে প্রস্তুত করতে করতে অনেকটা সময় লেগে যাবে।"

ডানকানের মুখ কালো হয়ে গেল।

"কিসের জন্য প্রস্তুত?" লোরনা জিজ্ঞেস করলো।

মালিক এপাশ থেকে ওপাশে গেলো, আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। "ছোট্ট একটা প্রক্রিয়া। যতক্ষণ তুমি এখানে আছো, সময় নষ্ট করাটা লজ্জার ব্যাপার হবে। এই সময়টাতে আমি এখানকার জেনেটিক স্টক আরও বাড়িয়ে নেব।"

"আপনি কি বলতে চান?" লোরনার পেট মোচড় দিয়ে উঠল।

"ভয় পেও না। আমরা তোমার কিছু ডিম্বাণু সংগ্রহ করব।"

টেকনিশিয়ান যখন রক্তের স্যাম্পল নিয়ে চলে যাচ্ছে সেসময় লোরনা চোখের পানি আটকে রাখলো জোর করে। গাইনোকোলজিস্টের ওয়ার্ডটা দেখে মনে হলো নরক। চারিদিকে আল্ট্রাসাউন্ড ব্যাটারীর তার আর সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি দিয়ে ভর্তি। যে বেডে শুয়ে আছে সেখানে আরামবোধ করার জন্য কোনো প্যাডিং করা নেই, সাধারণ স্টেইনলেস স্টীলের তৈরি। সবচেয়ে বিরক্তিকর হলো এটার চারপাশে লেদারের স্ট্র্যাপ লাগানো আছে রোগীর নিরাপত্তার জন্য।

বুঝতে পারল মানবদেহ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা এখানেই করা হয়। দাসত্বের আধুনিক রূপ। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। কতো মেয়েদেরকে এখানে ধরে এনে জোর করে তাদের উপর গবেষণা করা হয়েছে তার হিসেব নেই!

শেষ পর্যন্ত কনর এসে বলল, "চলো।"

বাধা দিলো না লোরনা। নামলো, হাঁটতে শুরু করল বহির্গমনের দিকে। প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে তার ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। কারণ টেকনিশিয়ান শুধু রক্ত নেয়নি সাথে তার কোমরের অস্থি মজ্জার বায়োপসি করেছে। তীব্র ব্যথা অনুভব হচ্ছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার। তবে সামনে আরও কষ্ট আছে-তার হরমোন টেস্ট করা হবে, জেনেটিক গঠন পরীক্ষার জন্য।

কনর কনুই ধরে পাশের রুমে নিয়ে এল। এখানে ডক্টর মালিক চেয়ারে বসে আছেন, কী যেন লিখছেন চার্টে। পিছনে বুকশেলফে জার্নাল রাখা আছে। আওয়াজ পেয়ে চার্ট বন্ধ করে নাকের ডগায় আটকে থাকা রিডিং গ্লাসের উপর দিয়ে লোরনার দিকে তাকালেন।

"প্লিজ, বসো।" হাত নেড়ে চেয়ার দেখালেন। বডিগার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সার্জেন্ট রীড, এখনকার মতো এই। প্রয়োজন হলে আবার ডাকব।"

কনর নড়ল না। বলল, "কমান্ডার কেন্ট বলেছেন আমি যেনো বন্দীর সাথে সবসময় থাকি।"

ডানকান কম্প্যু-সেফ সম্পর্কে খবরাখবর নিতে যাওয়ার সময় তাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

মালিক লম্বা শ্বাস নিলেন, "তার প্রয়োজন নেই। তবে যদি তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় তাহলে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।"

কনর তর্ক করতে চাইল, লোরনার কনুই জোরে চেপে ধরলো।

হাত নাড়ালেন মালিক, "দরজার বাইরে যাও এবং সেখানেই থাকো। এখানে কোনো জানালা নেই যে ডক্টর পোল্ক পালিয়ে যাবে। আমার অফিস বরং যেকোনো জেলখানার চাইতে নিরাপদ।"

কনর কিছু বলল না পিছিয়ে গেল। বলল, "আমি দরজার বাইরে আছি।"

"ডক্টর পোল্ক, বসো। আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করতে হবে।"

লোরনা খুশি হলো শুনে। কোমরে ব্যথার কারণে সে পায়ের উপর আর ভর রাখতে পারছিল না। চেয়ারে বসে অফিস রুমের চারিদিকে তাকাল। বাম দিকের দেয়াল LCD মনিটর দিয়ে ভর্তি, তবে মাঝখানে পঞ্চাশ ইঞ্চির প্লাজমা স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগই বন্ধ তবে চারটি ছাড়া। সেগুলো বিভিন্ন ছবি দেখা যাচ্ছে, এমনকি গাইনোকোলজি ওয়ার্ডের ছবিও দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় লোকটা এসবও দেখে। বিরক্তিকর। লোরনা মুখ ঘুরিয়ে নিলো। অপর পাশের দেয়ালে বিভিন্ন পুরস্কার আর সার্টিফিকেট দেখতে পেলো। সার্টিফিকেটগুলো বিভিন্ন ভাষায় লেখা, তার মধ্যে কতকগুলো আরবীতে। একটা চিনতে পারলো ফ্রান্সের-Université Pierre et Marie Curie আর ঠিক তার নীচেই Centre National de la Recherche Scientifique-ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

"তোমার পরীক্ষাগুলো এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবার কথা," সামনে ঝুঁকে লোকটা বলল। "এখন তোমাকে বুঝিয়ে বলছি আসলে এখানে কী ঘটছে।"

আরও বললেন, "টেস্ট করার পর আমরা Lupron এবং Menopur (কৃত্রিমভাবে গর্ভস্থাপনের জন্য দরকারি অংশ) এর জেনেটিক্যালি স্পেসিফিক কম্বিনেশন তৈরি করব। এখানে অবশ্য ডিম্বাশয়ের ডিম্বাণু তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হতে কমপক্ষে একদিন সময় লাগে। তবে আমার আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মাত্র কয়েক ঘন্টাতেই সেটা সম্ভব। তাই কথা বলার জন্য আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে।"

অবশেষে লোরনা কথা খুঁজে পেলো, "আমার ডিম্বাণু নিয়ে আপনি কী করার প্ল্যান করছেন?"

"বিশ্বাস করো আমরা সেগুলোকে ভালোভাবেই ব্যবহার করবো। আমাদের নতুন এমব্রায়ো (ভ্রূণ) হাইব্রিডাইজেশন প্রজেক্টে ব্যবহার করা হবে খুব শীঘ্রই।"

"কী ধরনের এমব্রায়ো?"

"উত্তরটা খুব সহজ না। তবে সেই ব্যাপারে যাবার আগে আমি তোমার ফাইলটা ভালো করে স্টাডি করেছি।"

"আমার ফাইল?"

"জেনেটিকস অ্যান্ড ব্রিডিঙে তোমার অভিজ্ঞতা অনেক। আমার ল্যাবের বাইরে তোমার মতো অভিজ্ঞ মানুষের পড়ে থাকার কোনও মানেই হয় না। আমাদের চিন্তা-চেতনা আর উদ্দেশ্যের সাথে যদি তুমি একমত হও তাহলে এই দ্বীপের বাইরে তোমার যাবার প্রয়োজন হবে না।"

"তার মানে আমাকে বন্দী করে রাখতে চান?"

"কলিগ বললে আরও ভালো শোনায়।"

লোরনা লোকটার এসব কথার আগা-মাথা কিছুই বুঝল না তবে এটুকু বুঝলো যতক্ষণ কথা বলা যায় ততক্ষণ সে জীবিত থাকবে।

"আগে বলুন," লোরনা বলল। "আসলে এখানে আপনারা করছেনটা কী?"

চেয়ারে হেলান দিলো মালিক, "আমরা এখানে কী করছি? সে বিষয়ে বলার আগে আমাদের যেতে হবে একদম শুরুতে। তোমার কি Genesis (বাইবেলের অংশ। যেখানে পৃথিবীর সৃষ্টি, নোয়াহ (হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ, বাবেলের টাওয়ার এবং আব্রাহাম, আইজ্যাক, জ্যাকব, জোসেফের পিতাদের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে) সম্বন্ধে আইডিয়া আছে?"

লোরনা মাথা নাড়াল, "বাইবেলের কথা বলছেন?"

মাথা নাড়লেন মালিক, "সবকিছুর শুরুতে ছিল শব্দ আর ঈশ্বরের সাথে ছিল সেই শব্দ এবং শব্দটি ছিল ঈশ্বর।"

লোরনা কিছুই বুঝল না।

"আমার ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা ক্ষমা করবে ডক্টর লোরনা। আমাদের পরম হিতকারী বন্ধু ব্রাইস বেনেট একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি প্রায়ই আমাদের কর্মস্থলে এসে এই কথাগুলো বলেন-আর এজন্যই তিনি এই ফ্যাসিলিটির জন্য এমন একটি দ্বীপ বেছে নিয়েছেন। লস্ট ইডেন কে।" বলেই মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। "আসলেই, এরচেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পেতেন তিনি?"

"আমি জানিনা কিন্তু এসবের সাথে জেনেটিক এক্সপেরিমেন্টের সম্পর্ক কী?"

"তাহলে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করা যাক। বেনেট বলেছিল ঈশ্বরের কথা। পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতে আছে এটা। তবে এটাকে ব্যাখ্যা করার আমার একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে।"

"আর সেটা কী?"

"তোমার কি Fractals সম্বন্ধে আইডিয়া আছে?"

লোকটা কী বলছে কিছুই বুঝছে না সে। তবে ACRES-এ দুইটা পশুর ব্যবচ্ছেদ করার সময় তার ভাই Fractals এর কথা বলেছিল। তারও আগে মনে হয় এই শব্দ শুনেছে কিন্তু তার আগে জানতে হবে এর সাথে সম্পর্কটা কী?

মাথা ঝাঁকালো লোরনা, মানে সে জানতে চায়।

"আহ, ব্যাপার না। Fractals হলো একই ধরণের জ্যামিতিক আকারের রিপিটেশন। এতে করে আরেকটি ভিন্ন আকার গঠন হয়। অথবা আরেকভাবে বলা যায় বড় কোনও আকৃতি ভাঙতে ভাঙতে সেটারই ক্ষুদ্র আকারে পরিণত হওয়া।"

লোরনার গ্রিয়ারের ব্যাখ্যার কথা মনে পড়ে গেল। ব্রেইনের ম্যাগনেটাইটের ব্যাপারটা, কিভাবে মৌল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিস্টালের (Crystal = স্ফটিক) আকারে পরিণত হয়েছিল।

"আমার মনে হয় তুমি এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারোনি। আমি তোমাকে হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মালিক কীবোর্ডে বাটন চাপতেই একটা মনিটর জ্যান্ত হয়ে উঠল। "সবগুলো জ্যামিতিক নকশাকে একটা সিঙ্গেল অ্যালগরিদম বা গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।"

এটা একটা সাধারণ ত্রিভূজ। আবার বাটন চাপলেন তিনি। "কিন্তু যদি তুমি কম্পিউটার দিয়ে এর সাথে আরও যোগ করো, তাহলে আকৃতি এমন দাঁড়াবে।"
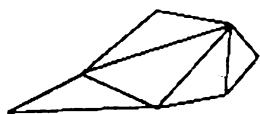
মালিক আরও বাটন চাপতেই আরও কয়েকটা যোগ হয়ে একটা আকার দাঁড়ালো, Polygon. "আমি জানি একদম হুবহু এরকম না। তবে তুমি কম্পিউটারকে ত্রিভূজটাকে আরও কয়েক'শ হাজারবার রিপিট করাও, ছোট করো, বড় করো। তাহলে আকৃতি কিছুটা এমন দাঁড়াবে।"
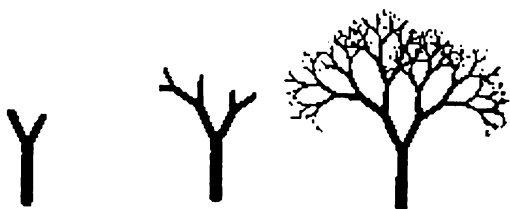
লোরনার চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল, "এটা তো একটা পাহাড়ের আকার নিয়েছে।"

"ঠিক তাই। একটা ভূচিত্র কয়েক লক্ষ বার রিপিটেশনের মাধ্যমে এই রকমের চিত্র দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে হয়েছে ত্রিভূজ। মুভি এবং ভিডিও গেমে এধরনের কাজ করা হয়, একইরকম আকৃতিকে রিপিটেশনের মাধ্যমে জটিল করে তোলা হয়।"

"কিন্তু এগুলো দিয়ে কী কাজ করা -"

মালিক তাকে শেষ করতে না দিয়েই বললেন, "কারণ এই ধারণাটা শুধুমাত্র পাহাড় আর উপকূলরেখার ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। এটাকে প্রাকৃতিক ভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়। একটা গাছের কথাই ধরা যাক, এটার শাখা-প্রশাখার বিস্তারের ব্যাপারটা কল্পনা করো। একই রকমের আকৃতির রিপিটেশন ছাড়া আর কিছুই নয়।"

স্ক্রিনে একটা "Y" অক্ষর এলো, তারপর সেটা রিপিট হতে হতে একটা গাছের আকার নিলো।

"এই একই Fractals প্রকৃতির সবখানেই খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি মহাশূন্যের গ্যালাক্সিতেও এটা বিদ্যমান। এটা আমাদের চারপাশে আছে, এমনকি আমাদের ভেতরেই আছে।"

"আমাদের ভেতরে?"

"হ্যাঁ, আমাদের দেহ এভাবেই গঠিত। রক্তনালী, ফুসফুসের অ্যালভিওলি, কিডনী, ব্রেইনের ডেনড্রাইট ইত্যাদি সবখানেই। ভেবে দেখো Fractals আমাদের দেহের ভেতরে অনবরত কাজ করছে, হার্ট, ফুসফুস ইত্যাদি। Fractals আমাদের হাঁটাচলা, কাজেকর্মে অংশগ্রহণ করছে। এখন বিজ্ঞানীরা EEG-র ভেতরে যে Fractals আছে সেটা বের করার চেষ্টায় আছে। পেয়েছেও।"

মালিক লোরনার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। আজকাল নিউরোফিজিওলজিস্টরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টি হয়েছে Fractals থেকে। ছোট্ট একটা ধ্রুবকের রিপিটেশনের মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার জন্ম। অন্যভাবে বলতে গেলে কোথাও না কোথাও বুদ্ধিমত্তার ছোট্ট Fractals-এর বীজ বোনা ছিল যেখান থেকে আজ এই মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। তুমি কি ভাবতে পারো কী দাঁড়াচ্ছে?"

লোরনা ট্রলারের প্রাণীগুলোর কথা ভাবলো। "আপনি তাহলে এটার উপরে কাজ করছেন। প্রাণীদেহের Fractals খুঁজছেন?"

"একদম ঠিক ধরেছ," মালিক বললেন। "এবং আমরা সাফল্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মালিক কিন্তু তার আগেই দরজায় হাল্কা নক শুনে তিনি ফিরে তাকালেন। টেকনিশিয়ান দাঁড়িয়ে আছে, যে লোরনার রক্তের

স্যাম্পল নিয়েছিল। লোকটার চোখে মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভয়ের আভাস দেখতে পেলো।

এতো তাড়াতাড়ি টেস্ট হয়ে গেল?

"এটা কী, এডওয়ার্ড?"

"ডক্টর মালিক আমি রক্ত আর অস্থিমজ্জার স্ক্যান কমপ্লিট করেছি।" লোরনার দিকে একবার তাকিয়ে আবার মালিকের দিকে তাকালো। "কোনও দূষণ পাওয়া যায়নি।"

"ভেরি গুড। হরমোনের অবস্থা ল্যাব থেকে জানতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

"আধা ঘন্টা, স্যার।"

লোকটা ঘুরে চলে গেল।

"ভালো খবর। আমাদের পরবর্তী এক্সপেরিমেন্টে তোমার ডিম্বাণু ব্যবহারে আর কোনও সমস্যা নেই।"

"আমার রক্তে কি ধরণের দূষণ খুঁজছেন?"

"হ্যাঁ, ভালো কথা, আমাদের এক্সপেরিমেন্টের নমুনাদের সংস্পর্শে আসার কারণে তোমার রক্তে এক ধরণের খারাপ প্রোটিন উৎপন্ন হতে পারে যা কিনা বিষাক্ত। এটা আসলে পুনর্গঠনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, এই বিষয়টা নিয়ে আমি ভীত। ব্যাপারটা কেন হচ্ছে, তাও আমার কাছে পরিষ্কার না। তবে সেলফ রেপ্লিকেটিং এই প্রোটিন যে মানবদেহের জন্য বিষাক্ত, সেটা পরিষ্কার।"

"বিষাক্ত?"

"ঠিক ধরেছ। আমাদের নমুনাদের দেহে এগুলো কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যদি অন্যদেহে ছড়িয়ে পড়ে, তখন জ্বর জাতীয় উপসর্গ দেখা দেয়। একসময় সেটা দাবানলের মতো সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। নিউরণকে মারাত্মক রকম উত্তেজিত করে তোলে যা খুবই বিপদজনক। তবে এক্ষেত্রে ঘ্রাণ, স্বাদ, অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্ময়কর রকমের ফলাফল দেখায়। আমরা প্রথমে যুদ্ধরত সৈনিকদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম কিন্তু পরে সেটা থেকে হাত গুটিয়ে নিই।"

"কেন?"

শ্রাগ করলেন মালিক, "এধরনের মারাত্মক রকমের উত্তেজনা নিউরণকে অকার্যকর করে তোলে। এর কোনও প্রতিকার নেই। ফলে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।"

চপারের সাথে তালে তালে জ্যাকের মাথা নড়ছে। নীচে গালফে সূর্যের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, সানগ্লাসেও তেমন কাজ হচ্ছে না। পাইলটের পাশে বসে আছে সে। গা-টা কেমন যেন করছে। সাধারণত হেলিকপ্টারে মাথা ঘোরার সমস্যা হয় না। কিন্তু আজ পেটের ভেতর কেমন মোচড়াচ্ছে। চোখ বন্ধ করল, কিন্তু লাভ হলো না কোন। হাতের তালু দিয়ে হাঁটু চেপে ধরলো, ঢোক গিলল।

"প্রায় চলে এসেছি," পাইলট হেডফোনে বলল।

চোখ খুলল জ্যাক, সামনেই অয়েল প্ল্যাটফর্ম। "দ্য বুলস" আইয়ের মতো হেলিপ্যাড সাইন আঁকা। ক্রুদেরকে পিঁপড়ের মতো লাগছে। লোরনার ভাই পিছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকল। জ্যাক ঘুরে কাইলের দিকে তাকাল। ছেলেটা প্যাসেঞ্জার সিটে র‍্যান্ডি আর তার দলের দু'জন সদস্য ম্যাক হিগিন্স আর ব্রুস কিমের সাথে ভাগাভাগি করে বগিয়েছে।

ম্যাক নামকরণ হয়েছে একটা ট্রাকের ব্র্যান্ডের নাম অনুসরণে। বিরাটকায় ম্যাকের পুরো মাথা শেভ করা, চওড়া কপাল। এই মুহূর্তে সে সিগার চাবাচ্ছে আর নীচের অয়েল রিগটাকে পর্যবেক্ষণ করছে।

তার সঙ্গী ব্রুস কিম ঢ্যাঙা আর ছিপছিপে, কোরিয়ান-অ্যামেরিকান, চোখ দু'টো কালো, জলপাই রঙের চামড়া আর চালচলনে ছেলেমানুষি ভাব। দেখে মনে হয় ব্রুস লি-র ছোট ভাই, ভালো মারামারি করতে জানে।

জ্যাক এই দুইজনকে তুলে এনেছে আর সেকেন্ড ইন কমান্ড স্কট নেস্টারকে ব্যাকআপ হিসেবে নিউ অরলিয়েন্সে রেখে এসেছে। এছাড়া স্কট সেখানে সেক্টর চীফ প্যাক্সটনের কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পেলে সে অনুযায়ী কাজ করবে।

"র‍্যান্ডি তার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছে," কাইল বলল। "ওরা দক্ষিণ দিকে গিয়েছে।"

মাথা নাড়লো জ্যাক। বন্ধু বলতে, দুই থিবোডক্স ভাই। ওরা ওদের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে একটা প্রাইভেট চার্টার বোট ধার নিয়েছে। সাধারণত গালফের গভীরে মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা হয় বোটটা। অয়েল রিগে পৌঁছানো মাত্রই হেলিকপ্টারের দলটা ভাগ হয়ে যাবে। জ্যাক তার দুই সদস্যকে নিয়ে সী-প্লেনে করে এগিয়ে যাবে। আর বাকীরা হেলিকপ্টার নিয়ে যোগ দিবে থিবোডক্স ভাইয়েদের সাথে। সবাই এগিয়ে যাবে লস্ট ইডেন কে-র দিকে, রাতের অন্ধকারে দুইদিক থেকে আক্রমণ করবে।

জ্যাক স্যাটেলাইট এবং নটিক্যাল দুইটি ম্যাপই ভালো করে স্টাডি করেছে। এখন সেগুলো ভাঁজ করে বাম উরুর নীচে রাখা আছে। ইচ্ছে ছিল রিগ থেকে বেরিয়ে আরেকবার স্টাডি করে নিবে কিন্তু মাথা আর পেটের ব্যথার কারণে সেটার ইচ্ছে হচ্ছে না।

প্ল্যানটা খুব বেশি কঠিন কিছু নয়-ভেতরে ঢোকো, লোরনাকে খুঁজে বের করো, বেরিয়ে এসো।

স্যাটেলাইট ম্যাপ অনুযায়ী ভিলাটা দ্বীপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অন্ধকার নামার সাথে সাথেই সে আর তার লোকেরা স্থলপথ আর সাগরপথ উভয় দিক দিয়েই আক্রমণ করবে। তার দল এক মাইল দূরে থাকতেই স্কুবা গিয়ার পড়ে পানিতে নামবে, অস্ত্রগুলো পানি নিরোধক ব্যাগে থাকবে, পানির নীচে দ্রুত চলার জন্য টো স্কুটার ব্যবহার করবে ওরা, মাথা তুলবে আইল্যান্ডের পূর্ব তীরে।

বীচে নিরাপদ ল্যান্ডিঙের জন্য র‍্যান্ডি আর থিবোডক্স ভাইয়েরা আইল্যান্ডের খাঁড়ির দিকে অবস্থান নিবে। থিবোডক্সদের কাছে রকেট প্রোপেলড গ্রেনেড লঞ্চার আছে। জ্যাক জিজ্ঞেস করেনি তারা কোত্থেকে সেটা যোগাড় করেছে। থিবোডক্স পরিবার আঠারো শতকের ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের জলদস্যুদের বংশধর। লোকমুখে শোনা যায় তারা নাকি এখনও তাদের পূর্বপুরুষদের আচরণ বজায় রেখেছে।

খাঁড়ির বাইরেই থাকবে ওরা। ইঞ্জিন চালু রাখবে, প্রস্তুত থাকবে জ্যাকের সিগন্যালের অপেক্ষায়।

কিন্তু একটা উত্তর এখনও অজানা।

লোরনা বেঁচে আছে তো?

ভাবনাগুলোকে পাত্তা দিলো না জ্যাক, মনযোগ নষ্ট হবে এতে। লোরনার নীল চোখ দু'টো কল্পনায় ভেসে উঠলো, বালি রঙের চুল আর মসৃণ চামড়া। যখন মনযোগ দিয়ে চিন্তা করে তখন নীচের ঠোঁট কামড়ায় সে। হাসিটা যেন প্রখর রোদে শীতল ছায়ার মতো । এতো কিছুর পরেও সেই রাতের পার্কিং লটের ঘটনা তাকে বিদ্রুপ করে আজও, এখনও পীড়া দেয়।

সেদিন বাঁচিয়েছিল জ্যাক মেয়েটিকে, আবার অনেকাংশে ব্যর্থও হয়েছিল।

তারপর থেকেই জ্যাকের ভেতর যেন আগুন জ্বলে ওঠে, আর্মিতে যোগদান করে ইরাকে চলে যায় যুদ্ধ করতে। ভেতরের আগুন দিয়ে যেন সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চায়, পিষে ফেলতে চায় সবকিছু। কারণ একটাই, সে রাতে লোরনাকে সে বাঁচাতে পারলেও কেন জানি একজন মানুষ হিসেবে তার কাছে পরাজিত হয়েছিল।

কিন্তু না, এই মুহূর্তে আবেগকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

এখনও এসব নিয়ে ভাববার সময় আসেনি।

যতক্ষণ না পর্যন্ত লোরনাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয়।

লোরনা ডক্টর মালিকের সাথে দেয়ালে ঝোলানো একটা মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে একটা থ্রিডি ইমেজ দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ল ইগরের MRI টেস্টের কথা। মনে মনে মালিকের কথাগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজছে।

"এটাই সবচেয়ে ভালো ইমেজ যেখানে ব্রেইনের অস্বাভাবিকতা বোঝা যাচ্ছে।" মালিক বললেন।

তিনি মনিটরের দিকে নির্দেশ করলেন। লোরনা লক্ষ্য করল তাদের ল্যাবের চাইতেও ভালো ইমেজ এখানে দেখা যাচ্ছে, রেজ্যুলেশন অনেক ভালো এটায়। খেয়াল করল ইমেজটা যতই ঘুরছে ততই সেটা ক্রিস্টালের মতো আকার নিচ্ছে যেমনটা নিয়ে তাদের ল্যাবে কথা হয়েছিল।

"Fractals অ্যান্টেনা কী জানো?" মালিক জিজ্ঞেস করলেন।

জবাব দিতে লোরনা একটু সময় নিলো, "না।"

"তুমি কি সেলফোন ব্যবহার করো?"

"অবশ্যই।"

"তাহলে তোমার কাছে Fractals অ্যান্টেনা আছে। বিগত দশকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে অ্যান্টেনা Fractals থেকেই তৈরি হয়েছে যার ফলে সেগুলো অনেক বড় এলাকা জুড়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করতে পারে। আর সাইজের তুলনায় শক্তিশালীও বটে। এই সাফল্য থেকে অ্যান্টেনা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো ছোট কিন্তু শক্তিশালী অ্যান্টেনা উৎপাদন আগ্রহী হয়ে উঠেছে।"

ইমেজের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, "আর সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ব্রেইনের ভেতর Fractals থেকে একটা ন্যাচারাল ম্যাগনেটাইট ক্রিস্টাল।"

লোরনা প্যাটার্নটা ভালো করে লক্ষ্য করল। এটা দেখতে ঠিক স্যাটেলাইট ডিশের মতো যেমনটা সে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল "তারমানে এর সাহায্যে প্রাণীগুলো নিউরোলজিক্যালি যোগাযোগ রক্ষা করে।"

"ঠিক তাই। ম্যাগনেটাইট ক্রিস্টালাইজেশনের প্যাটার্নটা পুরোপুরি প্রাকৃতিক। পুরো নিউরাল ম্যাট্রিক্স একটা বেসিক ক্রিস্টালের রিপিটেশন।"

"ত্রিভূজ দিয়ে সেই পাহাড় তৈরির মতো ।"

সম্মতি জানালেন মালিক, "তবে এটা শুধুমাত্র পাহাড়টার উপরিভাগ। যদি একটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে জুম করে দেখো তাহলেও তুমি ক্রিস্টাল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। যতই মনে হবে তুমি সবচেয়ে ছোট অংশটা দেখছ আসলে ততই সেটার ভেতর থেকে সেটার নিজের অনুরূপ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিস্টাল বেরোতে থাকবে।"

"দেখতে যত কঠিন হোক না কেন প্রাইমারি Fractals ছোট থেকে ছোট হতেই থাকে এবং একসময় হারিয়ে যায়, যেন কোনও গর্তে চলে গিয়েছে।"

লোরনার "অ্যালিস ইন দ্য ওয়ান্ডারল্যান্ড" গল্পের খরগোশের কথা মনে পড়ে গেল যেখানে সেটাও গর্তে থাকতো।

"যেহেতু গর্তের ভেতর স্ক্যান করা সম্ভব নয় তাই আমি আন্দাজ করতে পারি সেখানে কী আছে।"

"কী?"

"কোয়ান্টাম ফিজিক্সের অদ্ভূত জগৎ। Fractals গুলো আসলে Subatomic (অতিপারমাণবিক) জগতের দিকে নির্দেশ করে। এমনকি অনেক ফিজিসিস্ট বিশ্বাস করেন যে Fractals এর ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কিছু কিছু থিওরির সাহায্যে দেয়া সম্ভব। কিভাবে একটা Subatomic পার্টিক্যাল একই সময় দুই জায়গায় থাকতে পারে, তারা কতটা হালকা হতে পারে যে বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে। তুমি যত এ বিষয়ে চিন্তা করবে তত অদ্ভূত মনে হবে। কিন্তু Fractals এর ভেতরেই এর ব্যাখ্যা লুকানো আছে।"

লোরনা এতো কিছু খেয়াল করল না।

"চলো তোমাকে দেখাই আমি গবেষণা করে কী পেয়েছি। আমি ব্রেইনটাকে আবারও স্ক্যান করেছি তবে ক্রিস্টাল খোঁজার জন্য নয়, স্ক্যান করেছি যে ম্যাগনেটিক এনার্জি তৈরি হচ্ছে সেটার জন্য। যদিও সেটা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখা সম্ভব না। তবে হয়তোবা আন্দাজ করা সম্ভব।"

"যেভাবে দূরের তারা থেকে আলো আসে?"

মালিকের চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে গেল, "হ্যাঁ, দারুণ উদাহরণ দিয়েছ। যদিও খালি চোখে আমরা সূর্যের সঠিক চিত্র দেখতে পাই না তবে আলো দিয়ে সেটা বুঝে নিতে পারি।"

"তারমানে আপনি স্ক্যান রিপিট করেছেন ক্রিস্টালের পরিবর্তে এনার্জি খুঁজে পাওয়ার জন্য!"

"আমি তাই করেছি এবং দেখো কী পেয়েছি।"

রিমোটে বাটন চেপে ডক্টর মালিক মনিটরে একটা নীল রঙের ইমেজ আনলেন যেটা একটা প্রাণীর খুলির ভেতর রয়েছে আর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সেটা।

লোরনা ঢোক গিলল, "এতো দেখি ছড়িয়ে পড়ছে।"

মালিক মুচকি হাসলেন, "প্রত্যেকটা বিন্দু দেখতে Fractals এর গাছের বীজের মতো । এগুলো ছড়িয়ে পড়তেই থাকবে এবং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া।"

লোরনার সেই "Y" দিয়ে গাছ তৈরির কথা মনে পড়ে গেল। ব্রেইনের ভেতর ক্রিস্টাল সেই একই কাজ করছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে সেগুলো দেখার কোনও উপায় থাকছে না। তবে

সেগুলোর ভেতর থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন (Eletromagnetic radiation = তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ) বের হচ্ছে যা তাদের উপস্থিতি প্রকাশ করছে।

মালিক হাত নেড়ে লোরনাকে চেয়ারে বসতে বলল। "তাহলে আমি দেখালাম Fractals-র ধাঁধা, দেখালাম কোয়ান্টাম জগতের কাহিনী। এখন ঠিক এর বিপরীত চিন্তা করো। ভাবো একবার একটা Farctals গাছ কত বড় হতে পারে? প্রাণীগুলোর ব্রেইনের সাহায্যে কিভাবে নেটওয়ার্কিং করে চলেছে?"

মাথা নাড়লো লোরনা, "তারমানে যেভাবে নেটওয়ার্কিঙের মাধ্যমে শাখা-প্রশাখা তৈরি হচ্ছে সেভাবে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।"

"ঠিক এবং এভাবেই আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয়ে উঠবে এক সময়।"

ইগরের ম্যাথমেটিক্যাল কন্সট্যান্ট পাই (π) এর কথা মনে পড়ে গেল লোরনার।

"কিন্তু তারচেয়েও বড় প্রশ্ন হলো এর শেষ কোথায়? Subatomic জগতে যদি এভাবে বাড়তে থাকে তাহলে বাইরে কী অবস্থা দাঁড়াবে? বুদ্ধিমত্তা কোন স্তরে চলে যাবে?"

"Genesis এ উল্লেখ করা সেই জ্ঞান বৃক্ষের মতো ।"

"এখন তুমি মিস্টার ব্রাইসের মতো করে বলছো।" মালিক হাত নেড়ে বললেন।

"কিন্তু আপনি যা করছেন তা বন্ধ করা উচিৎ," লোরনা বলল।

"একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি তোমার কাছ থেকে আরও খোলা মনমানসিকতা আশা করেছিলাম।"

টেকনিশিয়ানটা এবার ফিরে এল হাতে একটা স্টীলের ট্রে নিয়ে, তাতে তিনটা বড় বড় সিরিঞ্জ।

"আহ... এডওয়ার্ড, হরমোন পরীক্ষা শেষ?"

"ইয়েস ডক্টর। সেইসাথে আমি ওষুধও নিয়ে এসেছি।"

"তাহলে আপাতত কিছুক্ষণের জন্য আমরা আমাদের আলোচনা বন্ধ রাখি ডক্টর পোল্ক। তবে আমার ইচ্ছে তুমি ইডেন নামের দ্বীপে কাজ শুরু করো।"

লোরনা পেটের উপর একহাত রাখলো। টেকনিশিয়ানের পিছে বডিগার্ড দেখতে পেলো। কনর, নিশ্চয়ই সে লোরনার চেহারায় ভয়ের আভাস দেখেছে। হোলস্টারে একহাত রাখলো, চায় না ওর সাথে জবরদস্তি করতে।

"ইঞ্জেকশন দেয়ার পর তোমার আধা ঘন্টার মতো শুয়ে থাকলেই ভালো হবে, " মালিক বললেন। "আমার ভয় হচ্ছে, আসছে সময়টা তোমার জন্য খুব একটা সুখকর হবে না। তোমার ডিম্বাশয় স্টিমুলেট করার পর শুরু হবে..." খুব ধীরে মালিক শব্দটা উচ্চারণ করলেন, "ব্যথা।"

লোরনার মনে হলো কেউ তার পেটে ছুরি ধরেছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

"তারপর আমরা আবার আলোচনা শুরু করব। তখন তোমাকে দেখাব তোমার ডিম্বাণু নিয়ে আসলে আমরা কি করতে যাচ্ছি।"

কনর লোরনাকে শক্ত করে ধরলো। সে এখনও তাকিয়ে আছে মনিটরের ইমেজের দিকে, ব্রেইন স্ক্যানের ইমেজটা অনবরত ঘুরেই যাচ্ছে। ভাবলো ঈশ্বর মানুষকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল জ্ঞান বৃক্ষের প্রতি আগ্রহের জন্য।

কিন্তু মানুষ তার নিজের ভেতর বেড়ে ওঠা বৃক্ষ সম্পর্কে জানতে চাইলে কী ঘটবে?

এর শেষ কোথায়?

সে জানে না। জানে শুধু একটা ব্যাপার।

এদেরকে থামাতেই হবে।

৪৫

"ব্যো দিউ (ফ্রেঞ্চ, হায় ঈশ্বর), চেহারা দেখে খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না।"

র‍্যান্ডির সাথে তর্কে গেল না জ্যাক। মনে হচ্ছে কেউ গলিত সীসা শরীরের জোড়গুলোতে ঢেলে দিয়েছে। চামড়া পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু একটু পর ঘাম বেরিয়ে ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। ঘুম তাড়ানোর জন্য থেরাফ্লু (TheraFlu) নিয়েছে যাতে আগামী চব্বিশ ঘন্টা সে ঠিক থাকতে পারে।

"আমি ঠিকই আছি," র‍্যান্ডিকে বলল জ্যাক।

ছোট্ট একটা A-star হেলিকপ্টার থেকে কয়েকগজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যান্ডি। ইঞ্জিন চালু, মাথার উপরে রোটর তীব্র গতিতে ঘুরছে। সে আর কাইল এটাতে করেই থিবোডক্স ভাইদের বোটের দিকে যাবে, ওরা এখন লস্ট ইডেন কে-র দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

একটু দূরে কাইল দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তিত, একটা আঙুল দিয়ে প্লাস্টারের উপর বোলাচ্ছে। সে জ্যাকের সাথে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তার ভাঙা কব্জির জন্য পারছে না। আবার জ্যাকেরও তাকে নেয়ার উপায় নেই কারণ, এধরনের গোপন অপারেশনে যেতে হলে মিলিটারি ট্রেনিং দরকার।

কাইল এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সে এখনও জ্যাকের সাথে যেতে প্রস্তুত। ম্যাক হিগিন্স আর ব্রুস কিম কয়েক ডেক নীচে ড্রিল ক্রুদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। আরও নীচে পানিতে ভাসছে একটা সী-প্লেন, অ্যাসল্ট টিমকে উড়িয়ে নেয়ার অপেক্ষায়। তারপর দ্বীপ থেকে এক মাইল দূরে থাকতেই তাদেরকে গিয়ারসহ পানিতে ফেলে দিয়ে আবার ফিরে যাবে নিজের আস্তানায়।

"তোমার কাছে টাইমটেবল আছে?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল।

"মে উই (ফ্রেঞ্চ, Of course = অবশ্যই)।" সে তার মাথার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "সবকিছু এখানে আছে।"

কথা বলার ধরন পছন্দ হলো না জ্যাকের। গত আধা ঘন্টা সে রিগের জিওলজিস্টের রুমে অ্যাসল্ট টিমের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করেছে। সফল হতে হলে সবগুলো দলের মাঝে কাজের সমন্বয় থাকতে হবে।

কাইল এক পা এগিয়ে এসে বলল, "চিন্তা করো না, আমি সব লিখে নিয়েছি। আমরা তোমার সিগন্যালের অপেক্ষায় থাকবো।"

জ্যাক মাথা নাড়লো, খুশি হলো এই ভেবে যে থিবোডক্সদের বোটের বাকী সদস্যদের সাথে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারবে কাইল। বার ফাইট হলে জ্যাক একটুও চিন্তা করত না, কিন্তু ক্যাজুনরা সাধারণত হাতঘড়ি পড়ে না। তাই, সময় জ্ঞানও একটু কম।

র‍্যান্ডি শ্রাগ করল, "আমরা সেখানেই থাকবো যেখানে তোমার প্রয়োজন।"

"আর আমি নিশ্চিত করব তারা সেখানেই আছে," কাইল বলল।

জ্যাক মনে মনে আশা করল আর যাই হোক মিশনের সময় এই দু'জন যেন পুরনো ঘটনার কথা ভুলে থাকে।

"চপারে উঠে পড়ো, আমি বেজের সাথে রেডিওতে যোগাযোগ রাখবো।"

দু'জনেই ঘুরে গেল হেলিকপ্টারের দিকে। এগিয়ে যাচ্ছে, তবে দু'জন একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেছে মাঝখানে।

মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল এসব ব্যাপার। সিঁড়ির দিকে এগলো, নীচে নামবে। নামতে নামতে খেয়াল করল হেলিকপ্টারটা মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ল্যান্ডিঙে এসে দাঁড়াল, টাটকা বাতাস মুখে লাগল, আরামবোধ করল কিছুটা।

চপারটা দক্ষিণে ঘুরতেই সেলফোনের ভাইব্রেশন টের পেলো। এখন আবার কী? বের করল সেটা, স্ক্রিনের নম্বরটা চিনতে পারল না, শুধু নিউ অরলিয়েন্সের এরিয়া কোড চিনতে পারল। বুঝতে পারল না কে কল করেছে, রিভিস করল সে।

পরিচিত কণ্ঠ কথা বলে উঠল, শান্ত এবং স্থির, "এজেন্ট মেনার্ড, আমি খুশি যে এখনও তোমার সাথে কথা বলতে পারছি।"

"ডক্টর মেটোয়ের?" আশ্চর্য হলো জ্যাক।

"আমি জানি তুমি ব্যস্ত আছো কিন্তু আমার কাছে এখন যে ইনফরমেশন আছে সেটা মিশনের জন্য জরুরী।"

"কী সেটা?" জ্যাক প্রশ্ন করল।

"ঐ প্রাণীগুলোর ব্যাপারে। ল্যাবে যা ঘটেছে তারপর আমাদের পক্ষে প্রাণীগুলোর দেহে অতিরিক্ত Chromosome এর বিষয়ে DNA অ্যানালাইসিস পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।"

জ্যাকের মনে পড়ল লোরনা তাকে অতিরিক্ত Chromosome এর ব্যাপারটা বলেছিল।

"আমি এখন অডুবন জু-তে আছি। এখানে আমি আর জোয়ি দু'জনে মিলে একটা ভয়ঙ্কর রেজাল্ট পেয়েছি।"

"বলে যান," জ্যাক বলল। "আমার হাতে সময় কম।"

"অবশ্যই, কিন্তু আমাকে পুরোটা শেষ করতে দাও। আমি জানি না তুমি জেনেটিক কোড সম্বন্ধে জানো কিনা, বিশেষ করে জাংক DNA সম্পর্কে।"

জ্যাক লম্বা শ্বাস ফেলল, "জীববিজ্ঞানে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত, ডক্টর।"

"দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এটা জীববিজ্ঞানের প্রথম পাঠ। আর আমি এটুকু নিশ্চিত যে তুমি জানো DNA জেনেটিক ইনফরমেশন জমা রাখে। এই জেনেটিক কোডের অক্ষরগুলো লম্বায় তিন বিলিয়ন। তবে এটার খুব সামান্য কয়েক শতাংশ - বিশেষ করে ৩% কার্যকর। আর বাকী ৯৭% জেনেটিক আবর্জনা।"

"কিন্তু তাহলে তা আমরা এখনো বয়ে চলছি কেন?"

"গুড কোয়েশ্চেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে সেগুলোর পুরোটাই জেনেটিক আবর্জনা নয়। জাংক DNA-র ভিত্তির জোড়া একটা প্রাচীন ভাইরাল কোডের ভিত্তির জোড়ের সাথে মিলে যায়।"

জ্যাক ঘড়ির দিকে তাকাল। জানে না এই আলোচনা কোন দিকে যাচ্ছে।

"আমরা কেন এই প্রাচীন ভাইরাল কোড বহন করছি তার ব্যাখ্যার জন্য দুইটা তত্ত্ব আছে। একদল বলছে নতুন ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য। জেনেটিক মেমোরি সাধারণত সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তবে যখন প্রয়োজন তখন সেটা কার্যকর করে ওঠে। আরেকদল বলছে হাজার বছর আগেই আমাদের DNA-র ভেতরেই ভাইরাল কোড শোষিত হয়ে গিয়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে বিবর্তনের সময়েই। বিভিন্ন প্রাণীদেহে এই ভাইরাল কোডের ক্ষুদ্রাংশ DNA-র ভেতর পাওয়া গিয়েছে। ধারণা করা হয় হয় এই অভিন্ন অংশ আমরা কোনও প্রাচীন উৎস থেকে পেয়েছি এবং ভবিষ্যতের কোনও অজানা কারণে এখনও বহন করে চলেছি। তবে আমার মনে হয় দু'টোই ঠিক।"

"এখানে আসল কথা কী, ডক্টর?"

"এখানেই তো আসল কথা। আমরা সেই অতিরিক্ত Chromosome এর জেনেটিক কোড পরীক্ষা করেছি। এবং জোয়ি দারুণ একটা বুদ্ধি বের করে

সেগুলো ডাটা ব্যাংকের সাথে মিলিয়ে দেখেছে এবং এক ঘন্টার মধ্যেই ফলাফল পেয়ে গেছি।"

"তার মানে কী?"

"মানে অতিরিক্ত Chromosome এর জেনেটিক কোড। এই কোড আমাদের দেহের জাংক DNA-তে বিদ্যমান। শুধু আমাদেরই নয়, বেশিরভাগ প্রাণীদেহেই এটা পাওয়া গিয়েছে।"

"কী?"

"প্রাচীন ভাইরাল কোড, যেটা সুপ্ত অবস্থায় প্রাণী দেহে আছে সেটার সাথে অতিরিক্ত Chromosome এর টেস্ট রেজাল্ট মিলে গিয়েছে।"

"বুঝলাম, কিন্তু এগুলোর মানে কী?"

"মানে সমস্ত প্রাণী বিশেষ করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভাইরাল কোডটি ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকটা মানবদেহের বিবর্তনের মতো । এখন বর্তমানে সেটা আবার কার্যকর হয়ে উঠেছে।"

"কার্যকর হয়েছে?"

"জোয়ি এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করুক। ও আরও ভালো করে বলতে পারবে।"

জ্যাক কিছু বলার আগেই নতুন কণ্ঠ কানে এল। "হাই জ্যাক, তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।"

"এখন কেমন আছো, জোয়ি?"

"স্বাভাবিক থাকার জন্য আমার ব্যস্ততা দরকার।"

জ্যাকের কান স্পষ্ট ধরতে পারল মেয়েটা চোখের পানি কথা দিয়ে ঢাকতে চাচ্ছে। ওর নিজেরও বুকটা কেমন করে উঠল। না জানি লোরনার কী অবস্থা!

"বলো জোয়ি, তুমি কী জানো?"

"ACRES ত্যাগ করার আগে আমার স্বামী পল, DNA নিয়ে স্টাডি করছিল, কোডের সিকোয়েন্স নিয়ে, যা সাধারণত জেনেটিক মার্কার নামে পরিচিত। মার্কারগুলো সুস্পষ্ট।"

"সুস্পষ্ট বলতে?"

"মানে অতিরিক্ত Chromosome এর ধরণ ভাইরাসের সাথে মিলে যায়।"

"ভাইরাস? দাঁড়াও, তুমি বলতে চাচ্ছো Chromosome গুলো ভাইরাস?"

"সেটাই মনে হচ্ছে। বেশিরভাগ ভাইরাস DNA-কে আক্রমণ করে তারপর সেটার দখল নিয়ে নেয়। একারণে জাংক DNA-তে ভাইরাল কোড পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা তেমন ঘটেনি। ভাইরাস শুধু DNA-র দখল নেয়নি, সেই সাথে নিজেকে Chromosome -এ রূপান্তরিত করেছে।"

কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেলজ্যাকের পুরো শরীর। এখন বুঝতে পারল ডক্টর কার্লটনের আগে বলা কথাগুলো।

"আমাদের ধারণা কেউ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের মাধ্যমে বাইরে থেকে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল প্রাণীগুলোর দেহে প্রবেশ করিয়েছে।" জোয়ি বলতে থাকল, "আমরা অন্ধকারে জ্বলে এমন জেলিফিশের Gene ইঁদুরের ডিমে প্রবেশ করিয়েছিলাম, তারপর সেটাকে বেড়ে উঠতে দিই। পরে দেখা যায় ডিম থেকে জন্ম নেয়া ইঁদুর রাতের অন্ধকারে জ্বলে। যদিও এধরনের গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। তবে, এই পদ্ধতিতে যে প্রাণীগুলো তৈরি করা হয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে তাদের বংশ বৃদ্ধি করলে সেখানেও একই অবস্থা দেখা যাবে।"

জ্যাক সাগরের দিকে তাকাল, শূন্যতা ছাড়া কিছুই নজরে এল না। বুঝতে পারল গবেষণার জন্য কেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বেছে নিয়েছে।

সে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি মনে হয় এই ভাইরাস সংক্রামক?"

"হতে পারে। আমরা জানি না। তবে প্রাণীগুলোকে অন্তরীণ করে রেখেছি যাতে বাইরের কেউ এদের সংস্পর্শে না আসতে পারে।"

হঠাৎ জ্যাক তার ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠল। কিন্তু এসব নিয়ে ভাববার সময় নেই। স্টীলের সিঁড়িতে শব্দ পেয়ে বাস্তবে ফিরে এল সে। ম্যাক হিগিন্স উপরের ল্যান্ডিঙে উঠে এল, এখনও সে নিভে যাওয়া সিগার চাবাচ্ছে।

"এক সেকেন্ড জোয়ি।" সে ম্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"পাইলট জানালো তেল ভরা শেষ।"

"এই শেষ নাকি আরও কিছু বাকী আছে, জোয়ি?"

"আর একটা কথা।" একটু চুপ থাকলো সে, গলাটা কেঁপে উঠল যেন, "লোরনাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনো। যারা পলকে খুন করেছে, ওসব বদমাশগুলোকে উচিৎ শিক্ষা দাও।"

"কথা দিলাম জোয়ি," বলেই লাইন কেটে দিলো জ্যাক। ম্যাকের দিকে তাকাল।

"আমরা কি রেডি?"

"পাইলটের আরও মিনিট দশেক দরকার সর্বশেষ প্রি ফ্লাইট চেকিংয়ের (ওড়ার আগে সন্দেহ দূর করার জন্য আরও একবার সবকিছু চেক করে নেয়া হয়) জন্য। তারপরেই আমরা উড়ে যাব। স্টেশনে জিমির সাথে কথা হয়েছে। আপনি জানেন আমরা অফিশিয়াল ছুটি না নিয়েই অফিসে অনুপস্থিত। প্যাক্সটন জানতে পারলে ঝামেলা হয়ে যাবে," ম্যাকের জবাব।

মুখ বাঁকা করল জ্যাক। জানে কথাটা সত্যি। প্যাক্সটন চাইলে আদেশ অমান্য করার জন্য সবাইকে কঠিন শাস্তি দিতে পারে।

"তুমি আর ব্রুস চাইলে ফিরে যেতে পারো, এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি।" জ্যাক প্রস্তাব দিলো।

পাত্তা দিলো না ম্যাক, "এই ঠাট্টার কোনও মানে হয়, স্যার?"

জ্যাক ম্যাকের কাঁধ চাপড়ে দিলো, "ধন্যবাদ। FBI এজেন্টের কাছ থেকে কোনও খবর আছে। সে কি ডক্টর পোল্কের সিগন্যাল ট্র্যাক করতে পেরেছে?"

ম্যাকের চেহারা কালো হয়ে গেল, "কিচ্ছু পায়নি, বস।"

জ্যাক ঢোক গিললো। লোরনাকে বেঁচে থাকতেই হবে। আর তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে সে বেঁচে আছে। আশা করা যায় সে এখনও বড় কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়নি।

"তাহলে কি আমরা মিনিট দশেকের মধ্যেই এখান থেকে সরে পড়ছি?" ম্যাক জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়লো জ্যাক, "না। আমরা এখুনি ফ্লাই করছি।"

৪৬

"ওরা করছেটা কী?" মনে মনে বলল লোরনা।

ডিম্বাশয় স্টিমুলেট করার ওষুধ ওরা তার শিরায় ইনজেক্ট করে হয়েছে। পেট গুলাচ্ছে তার, ভেতরে যা ছিলো সব বেরিয়ে আসতে চাইল। বমি হয়ে গেল। ওরা জানতো এধরনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তাই আগে থেকেই বমি করার পাত্র দিয়ে রেখেছিল। মাথা ঘুরছে।

পাশেই কার যেন গলা শুনতে পেলো। চওড়া কাঁধ, স্টাডিতে একে দেখেছিল বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রুস বেনেট, এই কর্মকাণ্ডের পিছনে যার হাত আছে। এখনও লোকটা হাইকিং প্যান্ট পড়ে আছে। মুখের চামড়া রুক্ষ, চোখ দু'টো ম্লান।

লোকটা হাত নেড়ে টেকনিশিয়ানকে রুম থেকে চলে যেতে বলল। সামনে ঝুঁকে বলল, "বছর দশেক আগে আমি কেমোথেরাপি নিয়েছিলাম ক্যান্সারের কারণে। যখন সাবমেরিনার ছিলাম তখন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। আমি জানি তোমার কেমন বোধ হচ্ছে। তবে তুমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনান্য মেয়েদের মতো ঠিক হয়ে যাবে।"

লোরনা রুমের চারিদিকে তাকাল। আর কাউকে নজরে পড়ল না। নিজেকে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মতো লাগছে। প্রতি নিঃশ্বাসের সাথে মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

"আপনি এখানে কী করছেন?" লোকটাকে জিজ্ঞেস করল সে। তার তো এখানে থাকার কথা নয়।

বেনেট স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলো, "আমি এখানে এসেছি ডক্টর মালিকের সাথে কথা বলেই। মূল এক্সপেরিমেন্ট শুরুর আগে আমি তোমার সাথে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই।"

"কী ব্যাপারে?"

"ইডেনের ব্যাপারে।"

চুপ থাকলো লোরনা। চেয়ারে বসলো বেনেট। খেয়াল করল তার জ্যাকেটের ল্যাপেলে ছোট্ট ক্রুশবিদ্ধ যীশু পিন দিয়ে আটকানো।

"একদম শুরু থেকে বলি। আমি এই প্রজেক্ট শুরু করি পেন্টাগনের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার নথিপত্র থেকে, দলটা নিজেদেরকে "জ্যাসন্স" নামে পরিচয় দিয়ে থাকে।"

একটা ভ্রু উঁচু করল বেনেট, খেয়াল করলো লোরনা কথাগুলো শুনছে কিনা।

"দশ বছর আগে এই জ্যাসন্স মিলিটারিতে বিশেষ প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে যেটাকে বলা হয় "হিউম্যান পারফরম্যান্স মডিফিকেশন"। পাশাপাশি ওষুধ নিয়েও গবেষণা চলতে থাকে। লক্ষ্য থাকে এমন সৈন্য তৈরি করা যারা যেকোন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে।" বেনেট আরও বলল, "উপদেষ্টারা পেন্টাগনকে সাবধান করে দিয়েছিল এই বলে যে, আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের দরকার আরও বেশি বেশি গবেষণা এবং বহির্বিশ্বে নজরদারি বৃদ্ধি - এই দুই বিষয়ে প্রচুর বিনিয়োগ। বিশ্বাস করো তুমি, ঠিক তারপর থেকেই প্রচুর পরিমাণে অর্থ আসতে চারিদিক থেকে। আমার মতো ডিফেন্স কন্ট্রাকটিং ব্যবসায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এক কোম্পানি এমন এক ওষুধ নিয়ে কাজ করছে যা সৈনিকদের স্মৃতিশক্তি বাড়াবে এবং তাদের কর্মক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে এইসব প্রজেক্টে কাজ করার জন্য বিদেশী বিজ্ঞানীদের অনেক টাকার লোভও দেখানো হয়। ডক্টর মালিক সেরকমই একজন।"

বেনেটের পিছনে দরজা খুলে গেল, মালিক ট্রিটমেন্ট রুম থেকে এলেন, তার পিছনে সিকিউরিটি চীফ ডানকান। মুখটা লাল হয়ে আছে, বেনেটকে দেখে আরও ভালোভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো।

"কী সমস্যা?" বেনেট জিজ্ঞেস করলেন।

"কম্পাউন্ডে একটা ক্যামেরা কাজ করছে না।" ডানকান কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিলো।

"যান্ত্রিক ত্রুটি," মালিক বললেন।

"অথবা এটা উনার তৈরি প্রাণীগুলোর কাজ। এই প্রাণীগুলো আগেও আমার একজন লোককে মেরে ফেলেছে, এরা এতোই চালাক যে তাদের পক্ষে ক্যামোফ্লেজ ক্যামেরা নষ্ট করে ফেলা কোনও ব্যাপার না।"

“বাকীগুলোর কি অবস্থা?” বেনেট জিজ্ঞেস করলেন, “সেগুলো কাজ করছে? কী দেখাচ্ছে?”

“তেমন কিছুই না। সাধারণত যা দেখিয়ে থাকে তাই।” মালিক বললেন।

“আমার মতে জায়গাটা একবার চেক করে আসা উচিৎ,” ডানকান বলল।

মালিক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মাঝখান থেকে বেনেট হাত তুলে থামতে বলল দু'জনকে। “গেটের কাছে পাহারা বাড়িয়ে দাও, দুই দ্বীপের মাঝখানের গেট বন্ধ করে দাও, আর একটা অ্যাসল্ট টিম নিয়ে যাও ক্যামেরা চেক করতে। ততক্ষণে আমরা সিদ্ধান্ত নিই কী করা যায়।”

লোরনা চুপচাপ সব শুনতে লাগল। স্কুলে থাকতে শিখেছিল যত চুপ থাকা যায় ততই শেখা যায়, এখানেও সেটা কাজে লাগল।

ডানকান জ্বলন্ত চোখে লোরনার দিকে তাকাল, যেন সব দোষ ওর। বলল, “স্যার, আমাদের কম্পিউটার টেকনিশিয়ানের থেকে খবর পেয়েছি নিউ অরলিয়েন্স ফ্যাসিলিটির সাথে কম্প্যু-সেফের কন্ট্রাক্ট আছে। আমরা এখনও ট্র্যাক করার চেষ্টায় আছি ডাটাগুলো যে সার্ভারে জমা আছে সেটা কোথায়।”

“সেটাই করতে থাকো,” রাগে গজগজ করে উঠলেন বেনেট। “আমি চাই না আমাদের টেকনোলজিক্যাল সুবিধাগুলো হাতছাড়া হোক।”

“ইয়েস স্যার,” বলেই মাথা ঝাঁকিয়ে আবার চলে গেল ডানকান।

ওর চলে যাওয়াতে মনে মনে খুশি হলো লোরনা।

বেনেট মালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “একদম ঠিক সময়ে চলে এসেছেন, ডক্টর মালিক। আমি কেবল এই ভদ্রমহিলাকে আমাদের ব্যাবিলন প্রজেক্ট সম্পর্কে জানাচ্ছিলাম।”

লোরনার দিকে তাকিয়ে বেনেট বললেন, “তুমি জানো কেন আমরা একে ব্যাবিলন প্রজেক্ট বলি?”

মাথা নাড়ালো সে।

“কারণ এর শুরু হয়েছিলো বাইবেলে উল্লিখিত ব্যাবিলন থেকে। বিশ বছর আগের একটা প্রজেক্ট নিয়ে মালিক ঠিক সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। বছর কয়েক আগে বাগদাদ জু -র নীচে একটা গোপন অস্ত্রের খোঁজ পাওয়া যায়। মালিক বায়োওয়ারফেয়ার নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি তুরস্কের কাছে অবস্থিত পাহাড়ের পাদদেশের ছোট্ট এক কুর্দিশ গ্রামে এক ভাইরাসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তুমি জানো ১৯৮৮ সালে সাদ্দাম হোসেন কুর্দিশদের এলাকায় আক্রমণ করেন, তখন তিনি বোমা মেরে এই গ্রামটিও ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এছাড়া মাস্টার্ড গ্যাস এবং সারিন নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করেন। স্থানীয় কূপগুলোও ধ্বংস করে দেন। সব কিছুর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, ওখানে পাওয়া জিনিসটাকে ধামাচাপা দেয়া।”

“সেখানে কি পাওয়া গিয়েছিল?” লোরনা জিজ্ঞেস করল, গলায় স্পষ্ট আতঙ্ক।

উত্তর এল ডক্টর মালিকের কাছ থেকে, "ঐ গ্রামের ঘটনার আগের বছর জন্মানো সবগুলো বাচ্চা ছিল অস্বাভাবিক। দেখে মনে হয়েছিল, বাচ্চাগুলো যেন মানুষের নয়। আদিম কোন প্রজাতির।"

আদিম প্রজাতির কথা শুনেই, টেবিলে দেখা মানবাকৃতির কথা মনে পড়ে গেল লোরনার। বুঝতে পারল, ডক্টর কি বোঝাতে চাইছেন।

"কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা বাচ্চাদেরকে লুকিয়ে রেখেছিল, ভেবেছিল ওদের গ্রামের উপর কোন অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। গ্রামের ছাগল আর উটের মাঝেও যখন একই অস্বাভাবিকতা দেখা দিল, তখন আর সন্দেহের কোন অবকাশই রইল না। ধীরে ধীরে প্রাপ্ত বয়স্করাও অসুস্থ হয়ে পড়া শুরু করল। অদ্ভুত ধরণের জ্বরে আক্রান্ত হতে শুরু করল ওরা। সেই সাথে শব্দ আর আলোর প্রতিও স্পর্শকাতর হয়ে পড়ল। আমাকে সেখানে যেতে বলা হয় ব্যাপারটা দেখার জন্য। আমি গিয়ে DNA টেস্ট করে দেখতে পাই সেখানকার বাচ্চাদের Chromosomal defect দেখা দিয়েছে।" একটানা বললেন মালিক।

"অতিরিক্ত Chromosome?"

"ঠিক ধরেছো। তবে আসলে Chromosome না। এটা ছিল বাইরে থেকে এক ধরনের আক্রমণ। এক জাতীয় ভাইরাস তার নিজের DNA এর ভেতরে ইনজেক্ট করে, তারপর পুরোটার দখল নিয়ে নেয়।"

উঠে বসলো লোরনা। এখন মাথা ঘোরানো একটু কমেছে।

"এক জাতীয় ভাইরাস?"

"হ্যাঁ। তবে এটাকে তুমি এক রকম বিবর্তন বলতে পারো, যেটা আমরা আগেই ধরতে সক্ষম হয়েছি।"

মালিক প্রমাণ হিসেবে দেখালেন কিভাবে এই ভাইরাস আসলে আমাদের দেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, আসলে এক ধরনের জাংক DNA -র অংশ।

"তারমানে এই ভাইরাস তার DNA ইনজেক্ট করে পুরো কোষের দখল নিয়ে নেয়? এরপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পরে?" লোরনা জানতে চাইল।

"দেখে মনে হয় এটা শুধু কার্যকর কোষেই ছড়ায় কিন্তু তা নয় বরং লসিকা, পাকস্থলী ও অন্ত্রের কোষ, অস্থিমজ্জা, এমনকি ডিম্বাশয় আর শুক্রাশয়ের কোষেও ছড়িয়ে পড়ে। ভ্রূণ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে তত সে ছড়িয়ে পরে, এক সময় সেটা ব্রেইনের গঠন পরিবর্তন করে দেয়।"

লোরনার সেই Fractals গাছের কথা মনে পড়ল।

ডক্টর মালিক বলে চললেন, "এই ভাইরাল DNA এক ধরনের প্রোটিন উৎপন্ন করে যা নিউরনকে উত্তেজিত করে এবং অতিরিক্ত শক্তি উৎপন্ন করে Fractals অ্যান্টেনার সাহায্যে। সেইসাথে যারা নিউরোলজিক্যাল কাজ করতে পারে না তাদের ধ্বংস করে দেয়। আর এটাই সবচেয়ে মারাত্মক দিক, নতুনেরা এসে পুরনোদের বিনাশ করে দেয়।"

"এসব কথার মানে কি?" ভ্রু কুঁচকে বেনেট জিজ্ঞেস করলেন।

লোরনা উত্তরটা ধরতে পেরেছে। আবার তার পেট গুলিয়ে উঠল তবে সেটা ওষুধের প্রভাবে নয়, গবেষণার ধরণ দেখে।

মালিক বললেন, "এর অর্থ প্রাচীন এক ধরনের DNA আবার কার্যকর হয়ে উঠবে। জাংক DNA আর জাংক থাকবে না।"

"কিভাবে সেটা ঘটবে?" লোরনা জানতে চাইল।

"আমি বার্তাবাহী RNA(কোষের একটা অংশ যা আমিষ তৈরিতে অংশ নেয়) নিয়ে বিশদ ব্যাখ্য দিতে পারি, কিন্তু সে কথা থাক। তবে এটুকু বলাই যায় যে, এই প্রোটিন প্রাচীন DNA (ডি এন এ) কে আবার কার্যকর করে তুলবে। আমার বিশ্বাস এই প্রাচীন কোডের কার্যকর হয়ে ওঠার পর প্রাণীদেহের জিনগত প্রত্যাবর্তন আবার দেখা দেবে। জাংক DNA-র ভেতরে পুনঃবিবর্তনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো আবার জাগিয়ে তুলবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হাজার বছর ধরে সুপ্ত অবস্থায় আছে।"

"মানে এক ধরনের জিনগত আদান-প্রদান।" লোরনা বলল।

মালিক ভ্রু কুঁচকে তাকাল তার দিকে।

"মানে ভাইরাসগুলো স্নায়বিকভাবে একধাপ এগিয়ে যাবে, তবে সেটার ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য প্রাণিটা প্রয়োজনমতো বিবর্তনের আগের ধাপে সরে আসবে।"

"আমি ঠিক সেভাবে ভেবে দেখিনি," মালিক বললেন।

"হাসান, ডক্টর পোল্কের ব্যাপারে তুমি ঠিক বলেছিলে। সে তোমার গবেষণায় নতুন দিক উন্মোচন করতে পারবে," বেনেট বলল।

"আমি একমত।"

তারা দু'জনেই লোরনার দিকে তাকাল।

"তুমি যদি হাঁটার মতো সুস্থ বোধ করো," বেনেট বলল। "তাহলে এবার তুমি ইডেনের সত্যিকারের স্বাদ পাবে এবং উপলব্ধি করতে পারবে, আমরা এখানে আসলে কী করছি!"

৪৭

লোরনা মালিককে অনুসরণ অরে তার অফিসে রুমে এল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার, পায়ে জোর পাচ্ছে না। বেনেট তার হাত ধরতে বলল কিন্তু লোরনা বিরক্তিতে মুখ সরিয়ে নিলো। এক্সাম টেবিলের কাছে আসতেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। এখন আস্তে আস্তে একটু ভালো বোধ করছে।

হাতে রিমোটের বাটন চাপতেই একটা প্লাজমা স্ক্রিন জীবন্ত হয়ে উঠল। মালিক বললেন, "এটা একটা লাইভ ক্যামেরা যেটা দিয়ে আমরা পাশের দ্বীপের চিত্র

দেখতে পারব। পাশের দ্বীপটা এই দ্বীপের সাথে ব্রীজ দিয়ে সংযুক্ত, চারিদিকে ইলেকট্রিক বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা। দ্বীপে আমাদের পরীক্ষানিরীক্ষা করার একটা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।"

স্ক্রিনে ফুটে ওঠা দৃশ্য এতটাই জীবন্ত যে মনে হচ্ছে, জানালা দিয়ে নতুন এক পৃথিবী দেখছে লোরনা। হয়তো, আসলেই তাই। দৃশ্যটা একটা আদিম দেখতে জঙ্গলে। অনেকগুলো হাতে বানানো তাল গাছের কুটীর দেখা যাচ্ছে। বৃত্তাকারে বানানো কুটিরগুলোর ঠিক মাঝখানে জ্বলছে একটা অগ্নিকুণ্ড।

এক জোড়া শরীর দেখা গেল। উলঙ্গ, কিন্তু সমস্ত দেহ পশমে ঢাকা। আকারে বড়সড় বাচ্চাদের মতো । নাকটা চওড়া এবং চ্যাপ্টা, কপাল উঁচু আর চওড়া, চোয়াল দেখে মনে হচ্ছে বানর আর মানুষের মাঝামাঝি গঠন।

লোরনা দূর্বল হলেও, উঠে দাঁড়াল।

টেবিলে দেখা প্রাণীটার জীবন্ত উদাহরণ ঠিক চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে। পুরুষ লোকটা তার সাথের মেয়েকে হাঁটতে সাহায্য করছে। বুঝতে পারল, এরা মানবদেহের আদিম সংস্করণ। মেয়েটার স্তন দু'টো বড় আর ভারী, পেটটা বড় আর উঁচু, একটা হাত রেখেছে ওতে।

"মেয়েটা প্রেগন্যান্ট," লোরনা আশ্চর্য হলো।

"হ্যাঁ, যেকোন সময় প্রসব করবে। কিন্তু মেয়েটা খুব বেশি বাইরে আসে না। সৌভাগ্যক্রমে আজ দেখা গিয়েছে।" মালিক বললেন।

"আমি তার নাম রেখেছি ইভ," বেনেট বলল, কণ্ঠে গর্ব।

"বয়স কত?"

"ছেলেটার আট, মেয়াটার সাত।" মালিক বললেন। "খুব দ্রুত বেড়ে উঠছে এরা।"

লোরনা লক্ষ্য করল ওদের পিছনে কালো একটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে, লেজটা বেশ লম্বা। সেবার-টুথ টাইগারের মতো দেখতে, যেটা তারা জলাভূমিতে শিকার করেছিল। জাগুয়ার, পেশীবহুল শরীরের ওজন একশ পাউন্ডের মতো । নজর সামনের দু'জনের দিকে, হঠাৎ আক্রমণ করল সেটা।

ভয়ে পিছিয়ে গেল লোরনা।

পুরুষ লোকটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। বড়সড় বিড়ালটা চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে গেল কিন্তু না পেরে উল্টো দিকে কিছুটা গড়িয়ে গেল। সামান্য নীচু হলো মেয়েটা, শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে পিছনে একটা হাত রাখলো, নীচু হয়ে বিড়ালটার চিবুকে হাত রেখে একটু আদর করে দিলো। আদর পেয়ে তৃপ্তিতে লেজ নাড়লো প্রাণিটা।

বেনেট লোরণার পাশে এসে দাঁড়াল, "*...আর সিংহ খেলা করবে ভেড়ার সাথে।*" (বাইবেলের শ্লোক)

মালিক কিছুটা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করল, "তাদের মাঝে একটা বন্ধন আছে। এক বছর আগে এই আবাস তৈরি গড়ে হয়েছে। প্রথমদিকে প্রায়ই প্রাণহানির ঘটনা ঘটতো। কিন্তু যত দিন গিয়েছে ততই তাদের মাঝে একটা বন্ধন গড়ে উঠেছে, একটা পরিবারের মতো হয়ে উঠেছে।"

লোরনা মনিটরে আরও তিনটি মানুষের আকৃতির নমুনা দেখতে পেলো। তাদের একজনের হাতে বর্শা, বাকী দুইজন একটা ছোটখাটো শূয়োর বহন করছে।

"দ্বীপে প্রচুর হরিণ আর শূকর মজুত করা আছে তাদের খাবারের জন্য," বেনেট বলল।

"এছাড়া দ্বীপের জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা নারিকেল এবং আম গাছ আছে, আছে সুপেয় পানির ঝর্ণা।" মালিক যোগ করলেন।

এই তিনজন শিকারীর পিছনে জঙ্গলের ভেতর থেকে প্রায় ডজন খানেক কুকুর ছুটে বেরিয়ে এল, দেখতে নেকড়ের ছোট্ট সংস্করণ কিন্তু সাইজে ককার স্প্যানিয়েলের মতো । সাংঘাতিক জোরে ছুটতে পারে এরা, মুহূর্তেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেতে পারে, ঘ্রাণ শক্তি প্রবল, তীক্ষ্ণ চাহনি। অদ্ভুত ব্যাপারটা হল, সবগুলো প্রাণির নড়াচড়ার মাঝে কেমন যেন এক স্বননয়তা দেখা যাচ্ছে।

আরও কয়েকজন আদিম মানুষ বেড়িয়ে এল কুঁড়ে ঘর থেকে, চিৎকার চেঁচামেচির কারণ জানতে চায়। লোরনা গুনল ওদের সংখ্যা।

কমপক্ষে দশ জন হবে।

"অনেক দিক থেকেই, জায়গাটাকে ইডেনের সাথে তুলনা দেয়া যায়।" বেনেট বলল। "এখানে ঈশ্বরের সব সৃষ্টি, তা সে আকারে বড়ই হোক আর ক্ষুদ্র- শান্তিতে বসবাস করছে।"

মালিক অবশ্য ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকভাবেই ব্যাখ্যা করতে চাইলেন, "এখানে যা দেখতে পাচ্ছ, তা হলো fractal বুদ্ধিমত্তার উদাহরণ। এখানে সমগ্রটা আসলে এর অংশ গুলোর যোগফলের চেয়েও বেশী কিছু। আমাদের বিশ্বাস যে এরা একধরণের সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। হয়তো সে জন্যই, ভাষার ব্যবহার এখনো শিখে উঠতে পারেনি। দরকারই নেই। এদের প্রত্যেকে জানে, অন্যরা কী ভাবছে।"

"হয়তো আমাদেরকে শুরুতে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।" বেনেট বলল। "আমাদেরকে ইডেন থেকে বের করে দেবার সময় হয়তো আমরা এমনই ছিলাম।"

এবার কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার কোন চেষ্টা করলেন না ডক্টর মালিক, "মি. বেনেট ঠিক হলেও হতে পারেন। হয়তো পুরাণে যা বলা হয়েছে, সেই গার্ডেন অফ প্যারাডাইজ এই পৃথিবীরই কোন অংশ ছিল। এই একই কাহিনী

বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্নভাবে প্রচলিত। কিন্তু কেন? হয়ত আমরা আমাদের অজান্তেই ইডেনের স্মৃতি বহন করে চলছি।"

"হয়তবা এটা শুধু স্মৃতিই নয়, স্মৃতির চেয়েও বেশী কিছু।" বলল লোরনা।

মালিক আরও ব্যাখ্যার জন্য ওর দিকে চাইলেন।

স্ক্রিনের দিকে নড করল মেয়েটি, "বিগত বহু বছর ধরে, প্রাণীবিদ আর মনোবিদেরা পোষা প্রাণি আর মানুষের মাঝে যে বন্ধন আছে, সেটা নিয়ে কাজ করে চলছে। এই বন্ধনটা যে কেন গঠিত হয়, তা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। শুধু যে মানসিকভাবে আমরা, মানুষেরা শান্তি পাই তাই নয়। শারীরিকভাবেও আমাদের অনেক উপকার হয়। যেমন দেখা গিয়েছে, যদি পোষা প্রাণিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, তাহলে তার প্রভুর স্বাস্থ্যের উন্নতি তুলনামূলক আরও দ্রুত গতিতে হয়ে থাকে। এই শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কোন ব্যাখ্যা এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।"

আবার স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটি, "হয়তো এটাই সেই কাড়ন। হয়ত শুধু ইডেন স্মৃতিই আমাদের মধ্যে নেই, সেই সাথে আমাদের শরীরও সেটাকে মনে রেখেছে।"

"ইন্টারেস্টিং।" বললেন মালিক, "হতে পারে। হয়ত খুব দূর্বল কোন কানেকশন এখনো রয়ে গিয়েছে। তবে এই শারীরিক ব্যাপারটাই আমাকে বেশী ভাবাচ্ছে।"

মুহূর্তেই বুঝে ফেলল লোরনা, "ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিবর্তনের উল্টো পথে যাওয়ার কথা বোঝাচ্ছেন? এসব রিসার্চের প্রতি পেন্টাগনের আগ্রহের কথা বলেছিলেন। এখনো পুরপরিভাবে সফল হতে পারেননি আপনি। তাই ওদেরকে দেখাবার মতো ও কিছু নেই আপনার কাছে।"

বেনেট নড করল, "ঠিক তাই।"

লোরনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন মালিক। বললেন, "এটাই আমাদের গবেষণার হলি গ্রেইল। মানুষের জন্ম হবে ঠিকই কিন্তু অতীতে পার হয়ে যাওয়া বিবর্তনের সময়টাতে ফিরে না গিয়েই।"

"পেন্টাগন কি জানে আপনারা মানবদেহ নিয়ে এধরনের গবেষণা করছেন?"

শ্রাগ করল বেনেট, "জানে যে এদিকে নজর না দিলেই, ওদের বেশী লাভ হবে। আর সেজন্য আমরা ট্রলারে করে প্রাণীগুলো নিয়ে যাচ্ছিলাম যাতে সেগুলো দেখিয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারি, বোঝাতে পারি আমাদের কাজ কতখানি অগ্রসর হয়েছে। তাহলে এই খাতে বিনিয়োগ আরও বাড়বে। চিন্তা করে দেখো আমাদের তৈরি সৈন্যরা কতটা স্মার্ট হবে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হবে।"

"হয়তোবা এখানে, এই ইডেনে কিছু একটা ঘটবে।" মালিক বললেন।

"কী সেটা?" লোরনা জিজ্ঞেস করল।

রিমোট চেপে একটা স্ক্রিন নির্দেশ করল মালিক। সেখানে দেখা গেল ল্যাব কোট আর খাকি ইউনিফর্ম পরা বেশ কয়েকজন মানুষ মাটিতে পড়ে আছে। পাশের এক ক্যামেরায় এর এর জীবন্ত ছবি দেখা গেল। দেখা গেলদ্বীপের এক সৈন্য ধূমপান করছিল। হঠাৎ করেই একটা প্রাণী এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে, এমনকি মারা যাওয়ার পরেও সেটা সৈন্যটার বুকে অনবরত খামচাতে থাকে, এক সময় চিবুকটাকে দু'ভাগে চিরে ফেলে।

"গত রাতের ঘটনা এটা?" বেনেট বললেন।

লোরনার মনে পড়ল ডানকানের চেহারার ক্ষত চিহ্ন। কারণ কি এটাই?

"ডানকানকেও কি আক্রমণ করেছিল?" সে জিজ্ঞেস করল।

"ডানকান?" মাথা নাড়লো বেনেট। "না, সে আরও আগে আক্রমণের শিকার হয়েছিল। এক সপ্তাহ কোমায় ছিল সে। তার মুখটাকে বহুবার সার্জনের ছুরির তলায় যেতে হয়েছিল।"

পেটে ব্যথা করতে লাগল লোরনার, মনে হলো ডিম্বাশয়ে ব্যথাটা হচ্ছে। শরীর কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

"কিন্তু এসব প্রাণীদের স্বভাবটাই এমন," বলেই চলছে বেনেট, "আমার মনে হয়, এখানে যে অস্বাভাবিক হিংস্রতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার কারণ হল প্রাণীদের মাঝে এই অদ্ভুত বন্ধন। এই ব্যাপারটা কোনভাবে দূর করতে পারলেই আর কোন সমস্যা হবে না।"

"আমারও তাই মনে হয়।" যোগ দিলেন মালিক, "এই বন্ধনটা ওদের মাঝে এমন একটা বৈশিষ্ঠ্যের জন্ম দিয়েছে, যেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। একারণে, আমাদের পরবর্তী ধাপের পরীক্ষাগুলো শুধু মানব প্রজাতির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাকেও এজন্যই কষ্ট দিতে হয়েছে।"

"তবে আমরা চাই, তুমি এই সমস্যাটা সমাধানে আমাদেরকে সহায়তা করল," একটু চুপ থেকে বললেন মালিক, "মি. বেনেট আর আমি এরিমধ্যে তোমাকে নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের মনে হয়, তুমি এখানে যোগ দিলে তা আমাদের উভয় পক্ষের জন্যই উপকারী হবে।"

হঠাৎ সবকিছু লোরনার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে ওর পরীক্ষা নেয়া হচ্ছিল। নিজেকে যদি যোগ্য প্রমাণ করতে না পারত, তাহলে জীবন হারাতে হত।

"আমরা এখানে কী করছি, তা নিজের চোখে দেখে নাও নাহয়।" বেনেট বলল।

ঠিক মাঝখানের স্ক্রিণের দিকে তাকাল লোরনা। ব্যস্ত গ্রামের দৃশ্য দেখতে পেল ওতে। ইগরের মতো দেখতে একটা পাখিও নজরে পড়ল। সাথে সাথে ওর মনে পরে গেল কাইল আর অন্যান্যদের কথা।

বনের মাঝে নিশ্চয় কোন প্রাণি শব্দ করেছে, কারণ হঠাৎ করেই দেখা গেল স্ক্রীণের সবগুলো পাখি, কুকুর, বিড়াল আর মানুষ ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে। পুরো আবাস যেন বরফের মতো জমে গেল। দেখে মনে হল সবই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে, লোরনার দিকে।

শিরায় প্রবাহিত হওয়া রক্ত যেন মুহূর্তেই জমে বরফ হয়ে গেল।

মালিক একটা হাত লোরনার কাঁধে রাখলেন, বললেন, "চিন্তা করো না। তোমার কিছু হবে না। আমাদের কাছে তুমি নিরাপদ। তবে যদি ঐ দ্বীপে অন্য কেউ পা রাখে তবে সেটা হবে তার জন্য আত্মহত্যার শামিল।"

৪৮

ডানকান দুই দ্বীপের সংযোগ স্থলের বালিতে পা রাখলো। মুখে চেরি লাইফ সেভারস কিন্তু মিষ্টির পরিবর্তে তিতা লাগছে তার। নিজস্ব লোকদেরকে এতো ঝুঁকির মধ্যে রাখার পক্ষপাতি না। কিন্তু মালিক সেটা বুঝলে তো। বুঝবে তখন যখন নিজের বিপদ টের পাবে।

অদূরে তিনজন সৈনিক XM8 লাইটওয়েট অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে, সাথে আছে ৮০ মিলিমিটার গ্রেনেড লঞ্চার। সে কোনও ঝুঁকি নেয়ার পক্ষে নেই।

দ্বীপের এই অংশটা বারো ফুট উঁচু বৈদ্যুতিক বেড়া দিয়ে ঘেরা, এর খানিকটা অংশ ব্রীজের কাছেও এসে পড়েছে। তার উপর কাঁটাতার দেয়া আছে। এছাড়াও বেড়ার বাইরে খালি মাটিতে মাইন রাখা আছে, সামান্য একটা পালক পড়লেই ফাটবে। আছে চব্বিশ ঘন্টা পাহারার ব্যবস্থা এবং সবকিছু ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা দিয়ে সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা।

তিনজন পাহারাদার জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেল। বীচে নেমে চেক করতে ইচ্ছে হলো না তার কিন্তু এটা তার ডিউটি-সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে রাখা।

রেডিওর কথা কানে এল। যদিও নীচু স্বরে তবু সে সাবধান করে দেয়ার জন্য গলার কাছে সুইচ চেপে ওদের সাথে যোগাযোগ করল, "একেবারে চুপ থাকো, শুধু হাত ইশারায় কথা বলবে।" উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সে, চোয়ালের পেশীগুলো ব্যথা করছে।

অবশেষে একটা নতুন কণ্ঠ শুনতে পেলো, "কমান্ডার কেন্ট, ঐ তিনজন একটু পরেই ব্ল্যাক আউট জোনে প্রবেশ করবে। ক্যামেরায় দেখতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এখানে বসে ট্যাগ দিয়ে ট্রাক করা যাবে।" কথাগুলো যে বলল, সে ভিলার সিকিউরিটি রুমে বসে আছে।

"ঠিক আছে, সময়মতো আমাকে আপডেট জানাবে।"

ডানকান দূরের জঙ্গলের ভেতরে পাহাড়ের দিকে তাকাল। যখন এই দ্বীপে ইঞ্জিনিয়ারিঙের কাজ চলছিলো তখন সে সাবধানতার জন্য দ্বীপের চারিদিকে নাপাম বোমা দিয়ে ঘিরে রেখেছে যাতে প্রয়োজন মতো বাটন চেপে অপর দ্বীপটাকে পানিতে তলিয়ে দেয়া যায়।

রেডিওতে আবার গলা শুনতে পেলো, "যেখানে ক্যামেরাটা ভেঙেছে, সেই গাছের কাছে পৌঁছে গিয়েছে দলটা।"

ডানকান কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠল, "আমাকে রিপোর্ট করো। সেখানে ওরা কী দেখতে পেয়েছে?"

গলাটা আবার শুনতে পেলো সে, "ক্যামেরাটা ভাঙা। মনে হচ্ছে কেউ পাথরের টুকরা ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলেছে।"

"যান্ত্রিক ত্রুটি, শালারা...," মনে মনে বললো ডানকান।

"রিপ্লেস করে দাও। তাই বলে সময় বেশি নিও না।"

"করে দিচ্ছি।"

"কমান্ডার কেন্ট, আমি একটা ইঞ্জিন বোটের ক্ষীণ শব্দ পাচ্ছি।"

"কত দূরে সেটা?"

"বীচ প্যেট্রল বলছে খুব বেশি দূরে না, আধা কিলোমিটারের মতো হবে। আমরা কী জবাব দেবো?"

"নজরে রাখো। আমি আসছি।"

"আই (Aye) স্যার।"

ভিলা বরাবর ঘুরে দাঁড়াল ডানকান, এগোতে থাকলো। ভিলা তৈরির সময় সে ভিলার টপ ফ্লোরে বাংকার তৈরি করেছিল একটা M242 Bush-master কামান লুকিয়ে রাখার জন্য। মিনিটে দুইশ রাউন্ড গোলাবর্ষণ করতে পারে।

ডানকান কোনও সারপ্রাইজ চায় না। বোটে করে যেই আসুক কামানের গোলার মুখে পড়লে তাকে আফসোস করতে হবে।

৪৯

পাঁচ মিটার পানির নীচে প্রবাল প্রাচীরের স্পর্শ পেলো জ্যাক। ম্যাক আর ব্রুস তাকে অনুসরণ করছে। সবাই নিওপ্রপেনের স্যুট পরে আছে। প্রত্যেকের সাথে অয়েল স্কিন ড্রাই স্যাকস আছে যাতে একটা করে M4 কারবাইন আর H & K ডবল অ্যাকশন পিস্তল আছে। এছাড়া জ্যাক তার রেমিংটন ৮৭০ শটগান নিয়েছে।

এটুকু গোলাবারুদ যথেষ্ট না মিশনের জন্য কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু সে নিতে পারছে না। তাছাড়া থিবোডক্স ভাইয়েরা তো আছেই দ্বীপের সিকিউরিটিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ওরা ঠিকমতো কাজ করতে পারলে ঠিকই দ্বীপে ঢুকতে

পারবে। স্যাটেলাইট ম্যাপটা সে ভালোভাবে স্টাডি করেছে। উত্তর দিকে যে দ্বীপটা আছে সেটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা আর ভিলাটা দক্ষিণ দিকের অংশে অবস্থিত। তারমানে উত্তরে এদের নজর কম থাকবে।

স্কুটারের গতি কমিয়ে দিতেই সমুদ্র তীর চোখের সামনে উঠে এল। প্রপেলার বন্ধ করে দিলো, বিশ গজ দূরে বীচ। আস্তে আস্তে তীরের দিকে উঠতে লাগল। সামনে ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ আর তালগাছের সারি। এছাড়া তীরের কাছে ক্যারিবিয়ান পাইন আর ওয়ালনাট সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরো এক মিনিট স্থির হয়ে থাকলো যাতে দেখতে পায়, কোনও নড়াচড়া নজরে পড়ে কিনা। সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, সেইসাথে ঘন অন্ধকার চারিদিকে ছেয়ে আসছে।

না, কেউ নেই, চারিদিকে সুনসান নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর ম্যাক আর ব্রুস যোগ দিলো। সাত পা হেঁটে পানি থেকে ওরা সবাই বেরিয়ে এল। জ্যাকের পিছনেই ব্রুস, সে তার ছোটখাট শরীর নিয়ে গড়িয়ে গিয়ে ছায়ার আড়ালে দাঁড়াল কোনরকম পায়ের ছাপ ছাড়াই। অন্য দিকে ম্যাক উদয় হলো যেন উভচর কোনও প্রাণীর মতো । সেও বাম দিকে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল।

সাগরের পানি অনবরত আছড়ে পড়ছে তীরে, মুছে দিচ্ছে তাদের আসার চিহ্ন। জ্যাকের মাথা ব্যথা করছে, নাকে আসছে গাছের লতা-পাতা আর ভেজা বালির গন্ধ, কিছু বুনো ফুলের গন্ধও নাকে এল। চোখ দু'টো জ্বালা করছে।

নাহ, কোনও অ্যালার্ম বা চিৎকার শোনা গেল না। মনে মনে খুশি হলো, বাকীদের ইশারা করল। ইশারা পেয়ে ওরা দু'জনেই স্যুট থেকে বেরিয়ে এল, গায়ে এখন সবুজ-কালো ডিউটি ইউনিফর্ম।

জ্যাক একটা হাত তুলে ঝট করে নীচে নামালো, মনে হলো যেন কুড়াল দিয়ে কোপ মারা হচ্ছে। সন্তর্পণে দুই দ্বীপের সংযোগ ব্রীজের দিকে এগিয়ে গেল ওরা, ইচ্ছে সেখানে কোনও গার্ড থাকলে তাকে আটকে ভিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা। আর যদি সহযোগিতা না করে তাহলে ওটাকে ওখানেই শেষ করে দেবে। হাতে সময় কম, লোরনাকে খুঁজে বের করতে হবে।

মনে মনে সংকল্প করল লোরনা যেখানেই থাক খুঁজে বের করবে তাকে।

লোরনা একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার উপর লেখা "শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তি"। ওর পিছনে বেনেট দাঁড়িয়ে আছে। সাথে লাল চুলো বডিগার্ড, কনর। মালিক তার আইডি পাঞ্চ করলেন। ওরা তিননজ রুমের ভেতর ঢুকলেও কনর দাঁড়িয়ে রইলো দরজার বাইরে। ভেতরে আরেকটা দরজা দেখতে পেলো লোরনা কিন্তু প্রথম দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়টা খুলল না। এয়ার লকের মতো ।

লোরনার দিকে ঘুরে মালিক বললেন, "তুমি প্রথমে যা দেখবে হয়তোবা তোমার কাছে কঠোর মনে হতে পারে তবে এটার দরকার আছে।"

"বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য," বেনেট বলল।

"অন্যভাবে বলা যায় তুমি আমাদের গবেষণার প্রথম অংশ দেখেছ, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ এখনও দেখা বাকী আছে।" মালিক বললেন।

লোরনার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল, না জানি বন্ধ দরজার ওপাশে খারাপ কী লুকিয়ে আছে। মালিক দরজা খুলে দিলেন। বাচ্চার হাসির শব্দ কানে এল, সাথে হাততালির আওয়াজ, Sesame Street এর থিম মিউজিক বাজছে।

"আমার সাথে এসো," মালিক লোরনাকে নিয়ে রুমের ভেতর ঢুকলেন। লোরনা তাকে অনুসরণ করল।

মালিক বলতে লাগলেন, "তারা এখানে একাকী থাকলেও আমরা খুব ভালোভাবে ওদের দিকে খেয়াল রাখি।"

রুমের চারিদিকে তাকাল, টেবিল-চেয়ার আছে, দেয়ালের একপাশে চকবোর্ড দেখল। ডজনখানেক বাচ্চা চেয়ারে বসে আছে, সবার নজর সামনের টেলিভিশনের দিকে। সবার বয়স আর উচ্চতা একইরকম মনে হলো লোরনার। কেউই তার কোমরের চেয়ে বেশি লম্বা না। তবে দেখতে আবার পুরোপুরি বাচ্চাদের মতো না। সবার গায়ে নীল রঙের জামা।

"এদের বয়স কত?"

"ষোলো মাস থেকে দুই বছর।" মালিক উত্তর দিলেন।

কয়েক পা এগোতেই সবাই লোরনার দিকে ঘুরে তাকাল, দেখে মনে হলো একগাদা ক্যামেরায় যেন ফোকাস করা হলো তাকে। মনে পড়ল মালিক বলেছিলঃ সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তা।

এসব বাচ্চার এরকম আচরণের কারণ কউ?

"আমরা ওদের আইকিউ লেভেল পর্যবেক্ষণ করছি। প্রতি সপ্তাহে তা বেড়েই চলছে।" বললেন মালিক।

"আপনি এদেরকে নিয়ে কী করতে চান?" লোরনা জিজ্ঞেস করেই ভয়ঙ্কর উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

"এরা প্রাপ্ত বয়স্ক হবার সাথে সাথেই মেয়েদের কাছ থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করব। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই ওরা সেক্সুয়াল ম্যাচিউরিটি পেয়ে যাবে। তারপর তাদের ডিম্বাণুতে জাংক DNA -র কার্যকর অংশটা নষ্ট করে দিবো যাতে করে পরবর্তী জেনারেশন সেটা ছাড়াই জন্মাতে পারে।" দুই হাতের তালু ঘষলো মালিক, "আমরা সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি প্রায়।"

"আর এজন্য আমাদের তোমার সাহায্য প্রয়োজন," বেনেট যোগ করল।

"বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীদের ব্রিডিং বিষয়ে তোমার অসামান্য অভিজ্ঞতা আমাদের কাজের শেষ ধাপের জন্য দরকার।"

হুমকীটা একেবারে পরিষ্কার-যদি সে বাঁচতে চায়, তাহলে ওর না করা উচিত হবে না। কিন্তু কিভাবে সে এসব কাজে সহায়তা করবে! এরা তো কোনও প্রাণী নয় যে তাদেরকে ব্রিডিং করে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করতে হবে।

একটা মেয়ে বিনব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কি যেন বের করে আনলো। লোরনা এগিয়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলো। মেয়েটা আন্দাজের তুলনায় বেশ ভারী, হাড়গুলো বেশ মোটা। মেয়েটা দেয়ালের টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল মুখে দিয়ে চুষতে লাগল।

"এর মা কোথায়? আর বাকীদের বাবা-মাই বা কোথায়?"

"তুমি তাদেরকে ইতিমধ্যেই দেখেছ। তারা দু'জন সেই জঙ্গলের ভেতর তাদের আবাসস্থলে আছে। বাচ্চাগুলো জন্মানোর পরপরই তাদেরকে তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। এই রুমে তাদেরকে আলাদা করে রাখা হয়। আমরা এই নার্সারির দেয়ালে কপার ওয়্যারিং করে রেখেছি, যাতে তাদের ব্রেইন ঠিকমতো গঠিত হয়।"

লোরনা সেই ভিডিওর কথা ভাবলো যেখানে সিকিউরিটি গার্ড এইরকম একটা প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো। মালিক নিজেই বলেছেন, কথা বলতে না পারলেও প্রাণীগুলো যথেষ্ট বুদ্ধিমান। নিজেদের মধ্যে কোন না কোনভাবেই ঠিকই সংযোগ স্থাপন করছে ওরা।

এধরনের আক্রমণের কারণ আঁচ করতে পারছে এখন। বুঝতে পারছে, কেন প্রাণীগুলো এতটা হিংস্র।

কারণটা এখন ওর কোলে!

মাতৃস্নেহ অধিকাংশ প্রাণির মাঝেই খুব প্রবল। আবাস স্থলের যে ভিডিও লোরনা দেখেছে, তাতে নিশ্চিত করে বলতে পারে যে, ও ধরণের পরিবেশে অনুভূতিটা আরও তীব্র হয়।

পাহারা খুব কড়া থাকাটাই স্বাভাবিক।

ও পাশে যে পা রাখে, ঈশ্বর তাকে সাহায্য করুন।

পাঁচ মিনিট পর জ্যাক তার সঙ্গীদের নিয়ে বীচের উপর দিয়ে পাইনের ঘন বনের দিকে হাঁটা দিলো। একটা ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্যাক আর ক্রুস কাঁধের রাইফেল ঠিক করে নিলো। জ্যাক একটা বোল্ডারের উপর উঠলো। এই প্রথম সে দ্বীপের একটা পরিষ্কার ভিউ পেলো। খাঁড়িটা পশ্চিম দিকে। ডুবন্ত সূর্যের পাশ দিয়ে ধোঁয়া নজরে এল। সে মনে মনে আশা করল র‍্যান্ডি আর থিবোডক্স ভাইয়েরা কৌশলে ইঞ্জিনের ধোঁয়া আড়ালে করতে পারবে।

ওরা দুই দ্বীপের মাঝে ব্যারিকেড দিয়েছে কেন? ভাবতে ভাবতে বোল্ডারের ধারে চলে এল, লাফ দিয়ে নামবে, হঠাৎ রাইফেলের গুলির শব্দ শুনল। সতর্ক হয়ে গেল, ভাবলো তাদের কেউ দেখে ফেলেছে কিনা। আবার গুলির শব্দ শুনল, সাথে রক্ত জল-করা আর্ত চিৎকার।

চিৎকার থামতেই চারিদিক নীরবতা নেমে এল, বন যেন তার শ্বাস আটকে রেখেছে। গাছের পাতাও নড়ছে না।

বোল্ডার থেকে পিছলে নেমে ছায়ায় সরে এল, চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ। ব্যারকেডের কথা চিন্তা করল। দ্বীপটাতে অজানা কিছু আছে।

জানেনা অজানা জিনিসটা আসলে কী আছে তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

এই মুহূর্তে বেড়ার উল্টো দিকে আছে সে।

৫০

ডানকান মনিটরিং রুমের ডেস্কের উপর ঝুঁকলো। সিকিউরিটি রুমটা পাহাড়ের পাশে একটা বাংকারের ভেতর বসানো। এখান থেকে সহজেই ভিলা এবং ল্যাব দুই জায়গাতেই যাওয়া যায়। ওর পিছনে বুলেটপ্রুফ কাঁচের জানালা, সেখান থেকে খাঁড়ি দেখা যায়। ফিশিং বোটটা এদিকেই আসছে। আসুক, সমস্যা নেই। ভিলার উপরে বোটটার উপর নজর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে।

কানে লাগানো এয়ারপিসে একটা স্থির শব্দ আসছে। কিছুক্ষণ আগে কানে তীব্র আর্তনাদ শুনেছে। বুঝতে পারছে না সেটা কী একজনের গলা ছিলো নাকি কয়েকজনের। তার নিজের লোকেরা আক্রান্ত হয় নি তো?

"টেপটা আবার চালাও," ডানকান বলল।

ডেস্কের কাছে বসা টেকনিশিয়ান রেকর্ডার চালালো আবার। কালো মিনিটরে অনুজ্জ্বল আলো দেখা গেল। তারপর একজায়গায় এসে থেমে গেল। জায়গাটা সুপেয় পানির ঝর্ণা, পাহাড়ের পাশে, এখানে 4A ক্যামেরা লাগানো আছে। দ্বীপের মোট বারোটা ক্যামেরার মধ্যে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। এটা দিয়ে সাধারণত টেস্ট সাবজেক্টের প্রাত্যহিক রুটিন পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ডানকানের একটা টিম সেখানে ক্যামেরা চেক করতে গিয়েছে। একজনের হাত নড়তে দেখা গেল ক্যামেরায়, লাফ দিয়ে সরে এল, কাঁধে রাইফেল ঠেকানো, থুতনি বাঁটের সাথে চেপে আছে। ফায়ার হলো, ধোঁয়া বের হলো রাইফেলের নল থেকে, তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল, বেমালুম গায়েব!

একটুপর স্ক্রিন কালো হয়ে গেল।

ডানকান সোজাসুজি তাকাল, লম্বা গভীর শ্বাস নিলো। বাকী এগারোটা ক্যামেরার সবগুলো স্বাভাবিক ইমেজ দেখাচ্ছে, একটায় উন্মুক্ত শৌচাগার, আরেকটায় পাথুরে শৈলশিরা, একটাতে গুহা আর তিনটায় মূল বাসস্থান দেখাচ্ছে। আর কিছু নজরে আসছে না। তার মানে একটাই...

"ওরা ক্যামেরার কথাও জানে," বিড়বিড় করল সে।

সবগুলোর ব্যাপারে জানে।

ব্যাপারটা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলো।

তাহলে ঠিক এই ক্যামেরাটাই কেন নষ্ট করল?

উত্তরটা খুব সাধারণ। হারামজাদারা ক্যামেরা নষ্ট করে টোপ তৈরি করছে যাতে আমরা সেখানে যাই। কিন্তু কউ কারণে? প্রতিশোধ? মনে হয় না। ওদের আচরণ বেশ হিসেব করা। সে আরেকবার রাইফেল থেকে গুলি হওয়ার দৃশ্যটা ভাবলো। তাহলে কি... ওরা কি অস্ত্র সংগ্রহ করছে?

ডানকান কম্পিউটার মনিটরের দিকে মন দিলো। এখানে পুরো দ্বীপের ম্যাপ দেখা যাচ্ছে। লাল বিন্দুগুলো চলমান, সেই হিসেবে চৌদ্দটা বনমানুষ আর তেইশটা অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। তবুও গুনতে শুরু করলো ডানকান।

... বারো, তেরো, চৌদ্দ।

নাহ, ঠিকই তো আছে। তাহলে কি অন্য কিছু?

হঠাৎ টেকনিশিয়ান বলে উঠল, "স্যার, দেখুন।"

মনিটরের দিকে তাকাল। জঙ্গলের ভিউ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখলো জঙ্গলের ভেতর কিছু একটা হামাগুড়ি দিচ্ছে। প্রথমে মনে হলো বনমানুষ কিন্তু পরক্ষণেই দেখলো ট্রাউজার পরে আছে, ভাবলো নিজদের লোক মনে হয়। কিন্তু ইউনিফর্ম মিলছে না। উঁহু, আমাদের লোক নয়। তিনজন দেখা যাচ্ছে।

"কউ করব, স্যার?"

"মনিটরিং করতে থাকো।"

মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল। বোকা লোকগুলো নিজেরাই ভুল জায়গায় পা রেখেছে, দ্বীপের উল্টো দিকে অবস্থান নিয়েছে। "এই সমস্যা আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে।"

কিন্তু যারা আক্রমণ করবে তারা অন্যদিকে থাকবে কেন? চট করে জানালার কাছে দাঁড়াল ডানকান। পাখিদের ব্যাপারে একটা কথা মনে পড়ে গেল তার, বাসার বাইরে গেলে ডানার একটা ভাঙ্গা অংশ ফেলে দেয় যাতে বিড়াল তার বাসায় অবস্থানরত বাচ্চাদের কাছে না আসে। খাঁড়ির দিকে যারা বোট নিয়ে আসছে তারা নিশ্চয় ওদের নজর অন্যদিকে নেয়ার চেষ্টায় আছে।

রাগে শরীরে আগুন ধরে গেল। পিষে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হলো তাদেরকে। চিৎকার করে উঠল, "বাংকারে গানারকে রেডি হতে বলো। বোট লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে বলো তাকে।"

দেখার আগেই টের পেলো জ্যাক। হাত তুলে থামতে বলে দলের বাকী দু'জনকে।

সাগর থেকে আসা বাতাস পাইনের ফাঁক গলে যাবার সময় অদ্ভূত শব্দ করছে, পরিচিত লোনা গন্ধ নাকে লাগছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে চড়চড় শব্দ পেলো, এদিকেই আসছে, নাক উঁচু করে গন্ধ নিলো। ম্যাক আর ব্রুস রাইফেল তাক করল। সামান্য ঝুঁকে রেমিংটন হাতে নিলো জ্যাক। এধরনের পরিবেশে রেমিংটন তার প্রিয় অস্ত্র, রাইফেলের চাইতে ভালো সার্ভিস দেয়।

হঠাৎ একটা ছায়া উড়ে এসে পড়ল তাদের মাঝখানে। কাঁধ থেকে হাত দু'টো টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বাকী আছে ধড় আর পা কিন্তু অবস্থা মারাত্মক। আহত জায়গা থেকে অনবরত রক্ত বেরোচ্ছে।

কউ সাংঘাতিক...

জ্যাক কালো খাকী ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম লক্ষ্য করল, এই ইউনিফর্মধারীরাই ACRES -এ তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। অন্ধকার বনের দিকে তাকাল, শান্ত-নিস্তব্ধ, শুধু বীচে ঢেউয়ের একটানা আছড়ে পড়ার শব্দ কানে আসছে।

কিছু একটা টের পেলো জ্যাক, বলল, "ওরা আসছে।"

লোরনা বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আছে।

"তাহলে তুমি মনে করো গতরাতের আক্রমণ ছিলো ওদের এই বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য?" বেনেট জিজ্ঞেস করল।

"আর কী কারণ থাকতে পারে? ওরা যথেষ্ট পরিমাণ খাবার এবং সুপেয় পানি পাচ্ছে, কোনো কিছুর অভাব নেই।" লোরনা বলল।

"আমার মনে হয় না তা।" মালিক প্রত্যুত্তর দিলেন। "গত বছর একটা প্রাণীর যখন আই কিউ টেস্ট নেয়া হচ্ছিলো, হঠাৎ করেই সে আমাদের এক টেকনিশিয়ানকে মেরে ফেলে।"

"আপনারা কী করছিলেন ল্যাবে? টেস্ট করার সময় কোনও ব্যথা পেয়েছিল সেটা?"

মালিক চিবুকে হাত ঘষলো, "আমরা সবসময়ই তো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকি। তোমার পয়েন্টটা বুঝতে পারলাম না?"

"আপনি বলছেন প্রাণীগুলো তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সবকিছু শেয়ার করে, তাহলে ব্যথা-যন্ত্রণা শেয়ার করবে না কেন? একজন ব্যথা পেলে বাকী সবাই সেটা টের পাবে।"

বেনেট মালিকের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কি ডক্টর লোরনার সাথে একমত?"

“না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।” বিজ্ঞানীর চোখ সরু হয়ে এল, বলল, “আমাকে আবার রেকর্ড চেক করে দেখতে হবে।”

তবে মালিককে একটু চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো, বেনেটের দিকে চাইল সে। বেনেটও তার দিকে তাকাল।

মালিকের গলায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠল, “বড় ধরনের সমস্যা হয়েছে মনে হচ্ছে।”

“তার চাইতেও খারাপ কিছু।” লোরনা বলল।

“কী রকমের খারাপ?” বেনেট জানতে চাইল।

“যদি ডক্টর মালিকের আই কিউ -র ব্যাপারটা সত্যি হয় তাহলে ক্রোধ আর উন্মাদনা ওদের মধ্যে এক ধরনের পাগলাটে স্বভাব এনে দিয়েছে।” মাথা নাড়লো লোরনা, চেহারায় আশংকা, “আপনারা দানব সৃষ্টি করেছেন।”

জ্যাক বনের দিকে তাকাল। মাথাটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে। ভাবছে দেহটাকে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারা হলো কেন? আমাদেরকে সাবধান করে দিলো নাকি হুমকি? ওদেরকে তো সহজেই আক্রমণ করতে পারতো কিন্তু করল না কেনো?

“হাতের রাইফেল নামাও,” ম্যাক আর ব্রুসকে বলল জ্যাক।

“আপনি কি পাগল হলেন, স্যার?” ম্যাক জিজ্ঞেস করল।

“যদি বাঁচতে চাও তাহলে যা বলি তাই করো।”

গজগজ করতে করতে আদেশ মান্য করল সে।

হাতের অস্ত্র নামাতেই ছায়াটা কাছে সরে এল। মাত্র কয়েক গজ দূরত্বে আছে ওটা। জ্যাক আন্দাজ করতে পারেনি এতো কাছে চলে এসেছে। কোনটা লম্বা, কোনটা খাটো। প্রথমে মনে করেছিল বড়সড় শিম্পাঞ্জি বা ছোটখাটো গরিলা, একটার কান নেই। অস্ত্রপোচার করে যে কেটে নেয়া হয়নি সেটা স্পষ্ট, মনে হচ্ছে কোনও হাতাহাতি লড়াইয়ে খুইয়েছে।

চ্যাপ্টা নাকের ফুটো দু'টো বড় হয়ে গেল প্রাণীটার, যেন জ্যাকের গায়ের গন্ধ নিচ্ছে। কয়েক গজ দূরে আছে প্রাণীটা, সারা দেহ পশমে ঢাকা, জায়গায় জায়গায় রক্ত লেগে আছে। সমস্ত শরীরে পেশীর ছড়াছড়ি, শক্তিশালী হাড় আকারে চওড়া, জ্যাক ভেবে দেখল তাকে ঘায়েল করতে প্রাণীটার একটি হাতই যথেষ্ট। উজ্জ্বল চোখ দু'টো ওর দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে, শীতের তারার মতো ঠাণ্ডা কিন্তু বুদ্ধির ঝিলিক সেখানে। জেনেটিক প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে লোরনার দেয়া ব্যাখ্যা মনে পড়ে গেল। বুঝতে পেরেছে সে যাদের মুখোমুখি হয়েছে তারা পশু না হলেও একসময় মানুষ ছিল।

প্রথমটার পিছনে আরেকটাকে দেখা গেলো, হাতে লাইটওয়েট অ্যাসল্ট রাইফেল, মনে হয়া মারা যাওয়া লোকটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বাঁয়ে কালো পশমে ঢাকা একটা বাঘ দেখতে পেলো, লম্বা সাদা দাঁত অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনটি প্রাণীই জ্যাকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

জ্যাকের তাদের একদৃষ্টিতে দিকে তাকিয়ে থাকাতে ওর প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করতে লাগল, দু'হাতের তালু দিয়ে কপালের দু'পাশ চেপে ধরলো। প্রথম প্রাণীটা জ্যাকের কাছে চলে এল ঝুঁকে এল সামনে, একহাত দিয়ে শার্ট খামচে ধরলো। টান মেরে খুলে ফেললো শার্ট, বোতামগুলো আকাশের দিকে উড়াল দিলো, বুক আর পেট বেরিয়ে এলো জ্যাকের। লোরনার বেঁধে দেয়া ব্যান্ডেজটা লক্ষ্য করল প্রাণীটা, সেটাও টান দিয়ে খুলে ফেলল, কিছু পশম উঠে গেলসাথে, জ্বলে উঠল জায়গাটা, ক্ষতস্থান দিয়ে তাজা রক্ত ঝরছে।

বাঁয়ে ম্যাক দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, হাত দু'টো এখনও উপরে তোলা। ডানে ব্রুস, দেখল কয়েকটা নেকড়ে ওদের দলের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে ব্রুসের চোখ দু'টো অস্ত্রের উপর নিবদ্ধ। জ্যাক খেয়াল করল ব্যাপারটা। কোনও রকমে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "না।" আদেশ মানলো ব্রুস।

প্রাণীটা আরও ঝুঁকে প্রায় জ্যাকের নাকের কাছে চলে এল। ওর পেটের কাছ থেকে এখনও তাজা রক্ত অল্প অল্প করে বেরোচ্ছে। লম্বা শ্বাস নিলো প্রাণীটা, যেন গভীর ভাবে রক্তের গন্ধ নিলো, তারপর মাথাটা পিছনে নিলো। আশ্চর্যজনকভাবে বাকী প্রাণীগুলোও একই রকম আচরণ করল যেন একই জিনিস ওরাও বুঝেছে। ছেড়ে দিলো জ্যাককে। একটু পিছিয়ে ঘুরে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে কাঁপছে জ্যাক।

"ওদের পিছন পিছন যেতে হবে।"

কী ঘটে গেল এই মুহূর্তে?

প্রথম প্রাণীটা যেটা জ্যাকের মুখোমুখি হয়েছিল, সে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে জ্যাককে একবার দেখল। তারপর মাটিতে পড়ে থাকা শটগানের দিকে তাকাল। ম্যাসেজটা পরিষ্কার হয়ে গেল জ্যাকের কাছে।

"এখন কী... বস?" দিশেহারা হয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যাক।

ব্যথায় মাথা নীচু করে ছিল জ্যাক। বলল, "আমরা ওদের সাথে যাচ্ছি।"

"কী... আরেকটু হলে ওরা তো আমাদের টুকরা টুকরা করে ফেলতো!"

জ্যাক জানে তার দলের লোকেরা ভুল কিছু বলেনি আর এটা বুঝতে কোনো মেধা লাগে না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত আগেই সে একটা অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষাটা কেমন ছিল সে জানেনা তবে ফলাফল অনুধাবন করার সাথে সাথে শিউরে উঠেছে।

কিন্তু সে কোনও ভ্রান্তির মধ্যে নেই। আর এটাও কোনো উষ্ণ অভ্যর্থনা ছিলো না। প্রাণীটার আচরণে স্পষ্ট বোঝা গেল ওদের আর তাদের শত্রু একই। এর বেশি কিছু না। প্রাণীটার তাকানোর ভঙ্গি মনে পড়ল।

"চলো," জ্যাক বলল।

কয়েক পা এগোতে না এগোতেই পাশের দ্বীপ থেকে কিসের যেন একটানা গর্জন কানে এল ঝোপঝাড় ভেঙ্গে এগিয়ে গেল জ্যাক। এই প্রথম ভিলাটা নজরে এল তার। দ্বীপের অপরপাশে অবস্থিত সেটা।

কংক্রিটের তৈরি ছাদে কামানের নল নজরে এল, সঙ্গে আগুনের ঝলকানি। তবে ওদের দিকে নয়, খাঁড়ির বরাবর।

শত্রুপক্ষের বর্বর আক্রমণের লক্ষ্য কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারল সে।

থিবোডক্সদের বোট।

৫২

ডানকান জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর কামান অনবরত গোলা বর্ষণ করে যাচ্ছে বোট লক্ষ্য করে, বোটের চারপাশে লোনা পানি ছিটকে উঠছে।

বিপদের গন্ধ পেয়েই বোটটা গতি বাড়িয়ে সৈকতের দিকে ছুটতে শুরু করল। বোটের অগ্রভাগ উঁচু হয়ে উঠেছে, পিছনের পানি জোরে ছিটছে। মনে হচ্ছে শক্তিশালী ইঞ্জিনের কাজ তবে সাধারণ কোনো ফিশিং বোট না। দেখে মনে হচ্ছে বোটটা চোরাচালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। বোটের কাঠামোটা বেশ শক্তপোক্ত।

ভিলার কামানটা হাল্কা সাঁজোয়া যান বা নীচ দিয়ে ধীর গতিতে উড়ে চলা এয়ারক্র্যাফটের বিরুদ্ধে কার্যকর হলেও দূরত্বের কারণে নিশানায় আঘাত হানতে পারছে না।

হঠাৎ একটা অবাক করা ব্যাপার ঘটল।

বোটের পিছন থেকে একটা জোডিয়াক র‍্যাফট (এক ধরণের রাবারের ভেলা) পানিতে নেমে গেল। তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করল, যেন একটা কালো রঙের রকেট।

Bushmaster কামান তার নিশানা আবার খুঁজে পেলো। ফিশিং বোটের শক্ত কাঠামো লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকলো। এদিকে জোডিয়াকটা প্রচণ্ড গতিতে খাঁড়ির দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওখানে ডানকানের দলের লোকেরা পাহারায় আছে। তারা দেখতে পেয়েই গুলি করতে শুরু করল। জোডিয়াক থেকে পাল্টা জবাব পেলো সাথে সাথেই।

ভালোভাবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরেকটি বিপদ দেখা দিলো।

ফিশিং বোটের খোলা জায়গায় এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে লম্বা মতো একটা অস্ত্র। কালো রঙের একটা টিউব সেটার মাথা দিয়ে বেরিয়ে আছে, ভিলার দিকে লক্ষ্যস্থির করা।

জঘন্য গাল বকলো ডানকান, গ্রেনেড লঞ্চার ওটা...!

কিছু বুঝে উঠার আগেই আগুন ঝলসে উঠলো অস্ত্রটা থেকে। দরজার দিকে ঝাঁপ দিলো সে।

মালিক আর বেনেটের সাথে লোরনা স্থির দাঁড়িয়ে আছে নার্সারি ওয়ার্ডে। কোলের বাচ্চা মেয়েটা ব্লাউজের কলার আঁকড়ে ধরে আছে, কামানের গোলার শব্দে ভয় পেয়েছে। কিছু বুঝে উঠার আগেই কাছেপিঠে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ পেলো সবাই। থরথর করে কেঁপে উঠল ভিলার দেয়াল।

প্রথম বাচ্চাটা কেঁদে ওঠার সাথে সাথেই বাকীগুলো কেঁদে উঠল। মোটা মতো ন এক চাইনীজ মহিলা এগিয়ে এসে সবাইকে থামানো চেষ্টা করল কিন্তু থামার কোনও লক্ষণ নেই।

"আমাদের উপর কেউ আক্রমণ করেছে," মালিক চেঁচিয়ে উঠল।

"এখানেই থাকো সবাই," বলেই বেনেট দরজার দিকে হাঁটা দিলো।

কিন্তু দু'পা না যেতেই ঝট খুলে গেল দরজা, কনরের মুখ দেখা গেল। "আপনারা এখানে ঠিক আছেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"হচ্ছেটা কী?" বেনেট পাল্টা প্রশ্ন করল।

"কমান্ডার কেন্ট রেডিওতে জানালো খাঁড়ির দিক থেকে একটা বোট থেকে ভিলা লক্ষ্য করে আক্রমণ করছে। তার ধারণা জলদস্যু হবে।"

জলদস্যু?

লোরনা কিছুটা অবাক হলো। সে কাইলের কাছে গল্প শুনেছে গালফে এরকম বেশ কিছু বোট নিয়ে ঘুরে বেড়ায় জলদস্যুরা। সাগরের মাঝ থেকে জাহাজ হাইজ্যাক করে মুক্তিপণ দাবী করে, মাঝেমধ্যে অয়েল রিগগুলোতেও আক্রমণ করে থাকে অর্থের লোভে। কিন্তু এরকম দ্বীপে জলদস্যুর আক্রমণ একটু অন্যরকম লাগছে।

"আমাকে ডানকানের কাছে নিয়ে চলো।" বেনেট বলে উঠল।

"আপনাদের সুরক্ষার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

"বুলশিট। আমি কোনও বাচ্চা নই যে গর্তে লুকিয়ে থাকবো।"

মালিকও তার বসের সাথে গলা মিলিয়ে বলল, "এখানে কোনও সমস্যা হলে আমাকে আগে ল্যাবে যেতে হবে। ভাইরাল স্যাম্পলগুলোর যেন কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকটা দেখতে হবে। একবার নষ্ট হয়ে গেলে সব শেষ।"

কনর এগিয়ে এসে পথরোধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু বেনেট ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে এক্সিটের কাছে গিয়ে বলল, "খেয়াল রাখো ডক্টর পোল্ক যেন এইখানেই থাকে।" ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে লোরনার দিকে চাইল একবার। "গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে শীঘ্রই আমরা আবার আলোচনা শুরু করব।"

মালিক তার বসকে অনুসরণ করল।

ওরা চলে যেতেই রাগ ঝাড়লো কনর তারপর লোরনাকে সেখানে রেখে পিছন পিছন বেরিয়ে গেল। ফিরেও তাকাল না দরজার দিকে।

আসলে হচ্ছেটা কী? লোরনা মনে মনে ভাবলো, সে যদি কোনোভাবে এখান থেকে বেরিয়ে রেডিওতে একটা ম্যাসেজ পাঠাতে পারে... কিন্তু তারপর কিভাবে

এই দ্বীপ ছেড়ে পালাবে, জলদস্যুদের বোটে করে? আর এই বাচ্চাগুলোর তো কোনও দোষ নেই, এদেরকে কিভাবে বাঁচাবে সে? "অন্য কোনো পথ বের করতে হবে," মনে মনে বলল।

দরজাটা খুলে মাথা বের করে উঁকি দিলো, আশেপাশে কেউ নেই। হার্টটা গলার কাছে চলে এসেছে, বুক সাংঘাতিক ধুকপুক করছে। ভয় পেলো সে। কিন্তু ভাবলো এরা তার কাছ থেকে তার জীবন, ভাই, কলিগ, বন্ধুবান্ধব সবাইকে ছিনিয়ে নিয়েছে, এমনকি জ্যাককেও। কথাগুলো তার ভয়ের গালে তীব্র চপেটাঘাত করল, ভয়ের পরিবর্তে প্রচণ্ড রেগে গেল সে। না কিছু একটা করতেই হবে। জ্যাকের কথা মনে হতেই সে ভাবলো যদি জ্যাক এদের আটকাতে না পারে তাহলে কোনো আশাই নেই।

কিন্তু পালাবার পথ পাচ্ছে না। রুমের মাঝখানে ফিরে এল সে। বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাল, ভেজা চোখে সবাই তাকিয়ে আছে, কেউ তার পা জড়িয়ে ধরলো, কেউ তার হাত। মেঝেতে বসলো সে, এবার বাচ্চা মেয়েটার সাথে একটা বাচ্চা ছেলেও এল। দুজনেই কোলে বসলো লোরনার।

মনে মনে বলল, "যেভাবেই হোক এখান থেকে বেরোতেই হবে। নিজেকে না হলেও বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতেই হবে।"

কিন্তু কিভাবে?

বিস্ফোরণের শেষ মুহূর্তে সিকিউরিটি রুম থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল ডানকান। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা করছে, কান থেকে রক্ত ঝরছে, গলা বেয়ে পড়ছে সেই রক্ত। রকেটটা ভিলার উপরে বাংকারে আঘাত করেছে। ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে চারিদিক, চোখ জ্বালা করছে। সিকিউরিটি রুমে ঢুকলো, পায়ের নীচে কাঁচের টুকরো, টেকনিশয়ান মেঝেতে পড়ে আছে, চারপাশে রক্তে ভরে আছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বোটটার চারপাশে ধোঁয়ায় ঢেকে আছে। এখনও বীচের টহল পার্টি আর বোটের মাঝে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। জায়গায়টায় যেন নরক নেমে এসেছে। কিন্তু বোটটা সরাসরি আক্রমণ না করে কিছুটা ঘুরেঘুরে বারবার আক্রমণ করছে।

কিন্তু কেন?

মনিটরের দিকে চাইল, বেশিরভাগই হয় বন্ধ না হয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে দুএকটা এখনও জ্যান্ত আছে, মনিটরের পর্দা ঝিরঝির করছে। একটা অবশ্য এখনও ইমেজ দেখাচ্ছে, দুই দ্বীপের মাঝের ব্রীজের ইমেজ।

পাঁচজন বেড়ার সাথে ঝুলে আছে, দু'জন মাটিতে পড়ে আছে, চারপাশে রক্তের পুকুর হয়ে গিয়েছে। কালো ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম দেখে বুঝলে পারলো তারই লোক। কিন্তু কারা এই আক্রমণকারীরা? কেনই বা আক্রমণ করেছে তাদের? হঠাৎ লুকানো ক্যামেরাটার সামনে একজনের নড়াচড়া দেখতে পেলো। পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছে তবে অন্ধকারের কারণে স্পষ্ট না। মাথায় বল ক্যাপ আছে।

বল ক্যাপ? কোথায় যেন দেখেছে সে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ACRES-এ আক্রমণ করতে যাবার সময় জলাভূমির পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে যাচ্ছিল তখন একটা শেভি ক্রস করতে দেখে সে। আরোহী লোকটা ক্যাজুন ছিলো, মাথায় ছিল বল ক্যাপ। কিন্তু সে স্পষ্ট শেভিটাকে মিসিসিপিতে ডুবে যেতে দেখেছে, তাহলে লোকটা এলো কোথা থেকে? আর যদি লোকটা বেঁচেও যায় তাহলে লস্ট ইডেন কে -তে ডানকানকে খুঁজে পেলো কিভাবে?

ডোহার্টির কথা মনে পড়ল তার। ACRES ত্যাগ করার পর এখন পর্যন্ত ওর কাছ থেকে কোনও খবর আসেনি। তাহলে কি ধরা পড়েছে সে, বলে দিয়েছে সবকিছু? না, সে জানে তার লোকেরা কখনো মুখ খুলবে না। কিন্তু যাই হোক হারামজাদারা দ্বীপের খোঁজ পেয়ে গিয়েছে। এবার তাদের নিকেশ করার পালা।

মনিটরের দিকে ভালো করে দেখল সে, লোকটা বেড়ার দিকে এগোচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে সে এদিকে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যটা কী?

বুঝতে দেরি হলো না। রেডিও মুখের কাছে আনলো, "কনর।"

"ইয়েস স্যার।" দ্রুত জবাব এল। "বেনেট আসছে। তাকে থামাতে পারিনি।"

"লাগবে না। মেয়েটা কোথায়?"

"নার্সারিতে আটকে রেখেছি। কোথাও যেতে পারবে না।"

"ভুল করেছ। ফিরে যাও। ওর মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে এসো।"

৫৩

বাচ্চাদের সাথে নিয়ে মেঝেতে বসে আছে লোরনা। ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। হঠাৎ বাচ্চাগুলো সচকিত হয়ে গেল। সবার নজর দরজার দিকে। কিছু টের পেয়েছে ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। ওদের সাথে সেও দাঁড়িয়ে গেল। পিছাতে লাগল সবাই। ওদের মাঝে লোরনা, সেও পিছাতে লাগল। বলা ভালো বাচ্চাগুলোই ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

পিছনের অন্ধকার রুমের দিকে চলে গেল সবাই। সারি সারি স্টীলের খাট, বুঝল বাচ্চাদের ঘুমানোর জায়গা। অন্ত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাচ্চাগুলো একেকটা খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ল। সে নিজেও একটা খাটের আড়ালে লুকালো কিন্তু চোখ দু'টো দরজার দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগল।

একটা কন্ঠ চিৎকার করে উঠল, "কোথায় গেলে তোমরা সবাই?"

চিনতে পারল, গলাটা কনরের। বাথরুম চেক করল, হাত হোলস্টারে। আস্তে আস্তে অন্ধকার রুমের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

"বেশি ঝামেলা করো না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো, কাজটা শেষ করে ফেলি। কথা দিচ্ছি বেশি ব্যথা লাগবে না।"

কী করবে লোরনা? পালাবার আর কোনও রাস্তা নেই। ফাঁদে পড়েছে সে।
জ্যাক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছে। পিছনে ম্যাক আর ব্রুস। সামনে বড় আকারের ছায়া নড়ছে, বনমানুষদের ছায়া ওটা, ব্রীজের দিকে এগিয়ে চলছে। একটা ছায়া সামনে থেকে একটু সরে এগিয়ে গেল। এটা সেই বনমানুষ যে জ্যাককে আক্রমণ করেছিল, একটা কান নেই, মুখে কাটাকুটির দাগে ভরা। একটা হাত তুলে বীচের দিকে নির্দেশ করল সে। এগিয়ে গেল জ্যাক, দেখল সে একটা উঁচু বেড়ার দিকে নির্দেশ করছে। অদূরে জেনারেটের নজরে এল। বুঝল ইলেকট্রিফায়েড বেড়া। তাহলে এটাই ওদের বিরক্তির কারণ।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখল ঢেউয়ের তালে তালে একটা বোট দুলছে। থিবোডক্সদেরই মনে হয়, বেঁচে আছে তো এখনও? বেড়ার পাশেই সূক্ষ্ম নড়াচড়ার আভাস পেলো। কিন্তু বুঝল না কারা আছে বন্ধু নাকি শত্রু। হঠাৎ কাকে যেন তার নামধরে চিৎকার করতে শুনল।

"জ্যাক!" র‍্যান্ডি দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে রাইফেল। শটগান নামালো জ্যাক।

থ্যাংক গড। বেঁচে আছে তাহলে। কিন্তু ওদের ব্যস্ত করে তুলল একটা ছোট জেট বোট। ব্রীজের দিকে ছুটে আসছে, দু'জন আরোহী বসা। অপরদিক থেকে আরও একটা জেট ছুটে আসছে। মাজল ফ্ল্যাশ করল। জ্যাকের বুটের ডগা প্রায় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। লাফ দিয়ে জঙ্গলের ভেতর আশ্রয় নিলো জ্যাক। র‍্যান্ডিও লাফিয়ে পড়েছে।

কী ব্যাপার? ওরা এখানে আছে সেটা জানলো কী করে? এখন আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। লোরনাকে বাঁচাতে হবে। দেরি করলেই মৃত্যু।

কিন্তু লোরনা বেঁচে আছে তো?

এখনও স্টীলের খাটের পাশে লুকিয়ে আছে লোরনা। টের পেলো তার পাশে আরও কয়েকটা বাচ্চা এসে আশ্রয় নিয়েছে, ভয়ে কাঁপছে। কনর আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে, রুমে ঢুকতে বেশিক্ষণ দেরি নেই।

হঠাৎ বলে উঠল, "বাঁদরের বাচ্চা..."

লোরনা দেখল একটা বাচ্চাকে গলা ধরে উঁচু করে ধরেছে, পেটে পিস্তল ঠেকানো। ব্যথায় ছটফট করছে বাচ্চাটা।

"বেরিয়ে এসো, না হলে এটা কষ্ট পাবে।"

এখনও কনর খুঁজছে লোরনাকে।

অসম্ভব! তার জন্য বাচ্চাটা মরতে পারে না। কিন্তু সে কী-ই বা করতে পারে এই মুহূর্তে। আর কনর বাচ্চাটাকে নাগালে পেলো কী করে? মনে হয় দরজা দিয়ে কোনোভাবে বেরিয়ে গিয়েছিল বাচ্চাটা আর তখনই ধরে ফেলেছে তাকে। পরিস্থিতি বুঝতে কিছুটা সময় নিলো সে। তাকিয়ে দেখল স্টীলের খাটগুলোর

নীচে চাকা লাগানো, তারমানে প্রয়োজনমতো সরানো যায় এগুলো। কনর এখনও দরজা দিয়ে ঢোকেনি তবে যেকোনো সময় ঢুকে পড়বে, তখন কিছুই করতে পারবে না সে। যা করার এখনই করতে হবে। কাঁধ দিয়ে ঠেলতে লাগল একটা খাট, নড়ানো যাচ্ছে না, জোর লাগাল, কিছুটা নড়ে উঠল, আরও জোর লাগাল চলতে শুরু করল খাট, শক্তি খাটালো আরও, ছুটতে শুরু করলো স্টীলের খাট।

জোর শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল, ছুটে আসা স্টীলের খাট দেখে বোকা হয়ে গেল কনর, বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। কী করবে ভেবে না পেয়ে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিলো। সজোরে বুকে ধাক্কা মারলো খাট, উড়ে গিয়ে পিছনের দেয়ালে বাড়ি খেলো, পিস্তল হাত থেকে ছিটকে গেল। থামলো না লোরনা, খাটটাকে পিছিয়ে নিয়ে আবার সজোরে ধাক্কা দিলো কনরকে। নড়লো না আর কনর।

বাচ্চাগুলো তাকিয়ে আছে লোরনার দিকে।

"চলো আমার সাথে," বলল সে।

ওর পিছন পিছন সবাই গুটিগুটি পায়ে হাঁটতে লাগল। বিশ্বাস করছে ওরা লোরনাকে।

৫৪

"তোমার প্ল্যান কী?" বেনেট জিজ্ঞেস করলেন।

গুড কোয়েশ্চেন, ভাবলো ডানকান। মনে মনে হিসেব কষছে, এই ধরণের আচমকা আক্রমণ বোঝার চেষ্টা করছে। তবে স্পষ্ট বুঝতে পারছে নিয়ন্ত্রণ হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মেঝেতে পড়ে থাকা মৃত টেকনিশিয়ানকে কেউ কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। আরেকজন কম্পিউটার এক্সপার্ট কাজ করার চেষ্টা করছে। মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে, একটা ক্যামেরা ব্রীজের ইমেজ দেখাচ্ছে। দু'টো জেট পেট্রলিঙে ব্রীজের কাছে যায়। ওদের উপর নির্দেশ ছিল ক্যাজুনটাকে খুঁজে বের করা। সৌভাগ্যক্রমে পেয়েও গিয়েছিল। কিন্তু বেড়ার অপর পাশে আরেকটা মানুষকে দেখতে পায় সে। তবে জেট থেকে গুলি চলতেই সে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইউনিফর্ম দেখে বোঝা যাচ্ছে আগে জঙ্গলের মধ্যে যেই লোকটাকে দেখেছিল সেই একই লোক। কিন্তু দ্বীপের অপর পাশে থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বেঁচে গেল সে?

"আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্র্যাকিং সফটওয়্যার রিবুট হয়ে যাবে," টেকনিশিয়ান বলল।

তার কথামতো মনিটরের স্ক্রিন নীল হয়ে গেল তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল।

"ট্র্যাকিং সিগনেচারগুলো লোড হতে কয়েক সেকেন্ড লাগবে," টেকনিশয়ান আবার বলল।

আস্তে আস্তে লাল বিন্দু ফুটে উঠল স্ক্রিনে। সংখ্যা বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে, দ্বীপে যতগুলো প্রাণী আছে সবগুলোর অবস্থান দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সবগুলো ব্রীজের কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছে।

বেনেট ডানকানের দিকে তাকাল, "ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।"

"বেড়া ভাঙার চেষ্টা করছে।"

"আর তুমি কিছুই জানো না যে ওরা কারা?" বেনেট ধমকে উঠলেন।

"না। তবে লোকটা বোটের লোকদের সাথে কাজ করছে। ওরা সবাই একই দলের। বাজী ধরে বলতে পারি ডক্টর পোল্ককে উদ্ধার করার জন্য এখানে এসেছে।"

ইতিমধ্যেই ডানকান বল ক্যাপ পরা ক্যাজুন লোকটা সম্পর্কে বেনেটকে খুলে বলেছে।

"ওরা সরকারী সাহায্য ছাড়া এখানে আক্রমণের সাহস পাবে না। তবে মনে হচ্ছে ওরা রুটিন টহলে বেরিয়েছে। বোঝার চেষ্টা করছে ডক্টর পোল্ক বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু যাই হোক এদের এখনই থামাতে না পারলে নিয়ন্ত্রণ হাতের বাইরে চলে যাবে।"

"তুমি কি করতে বলো?" বেনেট জানতে চাইলেন।

"শক্ত হাতে দমন করতে হবে ওদের।"

"কতটা শক্ত?"

"পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। দুইটা দ্বীপই ধ্বংস করে দিতে হবে, ডুবিয়ে দিতে হবে সবকিছু। এরা এমনিতেই জেনে গিয়েছে আমরা লস্ট ইডেন কে-তে কি করছি। তাই আমাদের কোনো ঝুঁকি নেয়া যাবে না। যদি এখান থেকে বেঁচে যেতে পারি তাহলে অন্য কোথাও আবার সবকিছু শুরু করতে পারব। কিন্তু এখানে থেকে আমরা মাছের খাবার হতে পারি না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিস্ফোরিত জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বেনেট, "তাহলে ঈশ্বর আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন।"

"স্যার?"

"তোমার কথাই ঠিক। আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তবে ইতিমধ্যেই মালিক সবগুলো ভাইরাল স্যাম্পল আর নথিপত্র গুছিয়ে ফেলেছেন। হেলিকপ্টার উড়ার জন্য হেলিপ্যাডে অপেক্ষা করছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।"

"এটাকে দশ করুন," ডানকান বলল।

"কিন্তু ডক্টর পোল্কের কী হবে?"

"তার ব্যবস্থা করার জন্য একজনকে ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

বেনেটকে কেমন হতাশ দেখাচ্ছে, মুখটা ম্লান হয়ে আছে।

ডানকান আবার বলল, "দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার সময় আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। একটা দল পাঠানো হয়েছে বোটটাকে ডুবিয়ে দিতে।"

"কিন্তু অন্যদিকের কী হবে?"

ডানকান মনিটরে একগুচ্ছ লাল বিন্দুর দিকে তাকাল। মালিকের ব্যর্থ পরীক্ষার ফসল সেখানে জড়ো হয়ে আছে। সবগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। সাবধানতার কথা ভেবেই আগে থেকে সারা দ্বীপে নাপাম বোমা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। একশ'রও বেশি। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই মারা পড়বে নির্ঘাত।

পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটা রেডিও ট্রান্সমিটার বের করল। দুইটা বাটন আছে এতে। একটা পাশের দ্বীপটাকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য। অন্যটা ভিলার জন্য, বাটন চাপলেই বাংকার আর ভূগর্ভস্থ ল্যাবসহ ধসিয়ে দিবে। চুয়াল্লিশ টন টিএনটি-র সমপরিমাণ বিস্ফোরণ ঘটবে, দ্বীপটাকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। পুরোপুরি মুছে যাবে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে।

কিন্তু সেজন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে।

প্রথম বাটনের উপর আঙুল রাখলো সে।

"কী? তুমি এখনই পাশের দ্বীপটি ডুবিয়ে দিচ্ছো?" ভয়ার্ত কণ্ঠে বেনেট বললো।

"এর চাইতে উপযুক্ত সময় আর হবে না।" ডানকানের জবাব।

বাটন চেপে দিলো সে।

একটা সমস্যার সমাধান হলো।

৫৫

পায়ের নীচে কাঁপন অনুভব করল জ্যাক। তারপরেই বিস্ফোরণ ঘটলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল দ্বীপের উঁচু জায়গাটার দিকে, আকাশের কালো ধোঁয়ার টাওয়ার দেখতে পেলো। একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ আসছে।

বুম... বুম... বুম...

সমস্ত দ্বীপটাকে ঘিরে ফেলেছে ধোঁয়া। নাকে নাপামের দুর্গন্ধ এল।

"এখন কী হবে স্যার?" ম্যাক জিজ্ঞেস করল।

ব্রীজের দিকে দৌড় শুরু করেছে ব্রুস। বুঝে ফেলেছে কী করতে হবে এখন। জেট বোট বরাবর রাইফেল দিয়ে গুলি করতে শুরু করল। রক্ত ছিটকে উঠল, বনবন করে ঘুরতে লাগল জেট। ব্রুসের পিছন পিছন জ্যাকও দৌড় লাগাল, সাথে ম্যাক। ওরাও অন্য বোটটাকে গুলি করতে লাগল। বিস্ফোরণের প্রতিটা

শব্দ কাছে আসতে লাগল। বাতাসে আগুনের হল্কা, ফুসফুস নাপামের দুর্গন্ধে ভরে উঠছে।

ব্রীজের অন্যপাশে র‍্যান্ডি তার টিম নিয়ে অপেক্ষা করছে। বুঝতে পারছে জ্যাক বড় রকমের বিপদের সম্মুখীন, কিন্তু কিছুই করার নেই। বেড়ার ওপাশে না পৌঁছাতে পারলে সাহায্য করা অসম্ভব।

জ্যাক ব্রুসকে ধরে টান দিলো, সরিয়ে পিছনে নিয়ে যাবে ওকে। কিন্তু পিছনে কোথায় নেবে?

ঘুরতেই জঙ্গলের ভেতর কেউ বোমা মারলো। কয়েকটা গাছ উড়ে গেল। সেইসাথে গুলির বৃষ্টি। জান বাঁচাতে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল ম্যাক, না হলে আজ ঘিলু বেরিয়ে যেত। ধোঁয়ায় খাবি খেলো জ্যাক, সেও পানিতে পড়ল। আর পড়েই বুঝতে পারলো পালাবার কোনো রাস্তা নেই।

সিকিউরিটি রুমে বসে ডানকান মনিটরে নাপাম বোমার খেলা দেখছে। দ্বীপের কন্সট্রাকশন কাজ চলার সময় সে এমনভাবে বোমা বসিয়েছিলো যেন ধারাবাহিকভাবে বিস্ফোরণ ঘটে, আর ঘটছেও তাই। তিনজন ভালোভাবে ফাঁদে পড়েছে এবার। একদিকে নাপামের বিস্ফোরণ, আরেকদিকে তার লোকেরা বোমা আর গুলির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। এবার ওরা শেষ।

ঠোঁটের কোণায় এক চিলতে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল ডানকানের।

"ওহ... ডিয়ার গড...," বেনেট কিছু একটা বলতে গেল।

ঈশ্বরের এখন কিছুই করার নেই।

একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটছে আর আগুন ঘূর্ণির আকারে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেইসাথে পানিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

বনের ভেতর কিছু একটা নড়াচড়া দেখা গেল। উলঙ্গ আকৃতি দেখে বোঝা গেল এর দ্বীপের বাসিন্দাদের চারজন। একচিলতে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল মুখে। দ্বীপের আবহাওয়া ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এদের বাঁচার আর কোনও পথ নেই।

কিন্তু ওদের চলাফেরায় কিছু একটা গণ্ডগোল ঠেকছে মনে হলো। এই চারজন হলে বাকীরা কই? মনিটরের উপর ঝুঁকলো সে।

যাচ্ছে কোন দিকে ওরা?

এখনও পানিতে জ্যাক কিন্তু উঠে বগিয়েছে। পুরো হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। তাকিয়ে আছে জঙ্গলের দিকে, কিছু একটা নড়াচড়া নজরে পড়ল। দেখলো চারটা ছায়া পাশের দ্বীপের দিকে যাচ্ছে। একটু পর দেখল পিছন পিছন আরও আছে। ব্রীজের কাছাকাছি যেতেই তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পুরুষ-নারী, একটা বড়সড় সাইজের বিড়াল, নেকড়ের মতো দেখতে কুকুর এরকম আরও বেশ কয়েকটা প্রাণী যেগুলোকে জ্যাক চিনতে পারল না।

নাপামের তীব্রতা থেকে বাঁচতে পানির ভেতর গড়িয়ে গেল, সেসময় দেখল একটা বাঘের থাবা উড়ে আসছে তার দিকে, জঙ্গলের ভেতর সেটার দেহে আগুন লেগে গিয়েছিল, তারপর বিস্ফোরণের ধাক্কায় সেটা উড়ে এসে জ্যাকের কাছেই পানিতে পড়ল। বিস্ফোরণ ঘটলো পানিতেও, লাল হয়ে গেলচারপাশের পানি।

বাম হাতে শ্র্যাপনেল বিঁধেছে। চিনতে পারল জিনিসটা কী, ফ্লেশেট (ছোট্ট তীর)। হারামীরা পানিতেও মাইন পেতে রেখেছে। টিমমেটদের দিকে তাকাল সে, ম্যাকের জ্যাকেটে আগুন লেগে গিয়েছে, পিঠের চামড়া ঝলসে গিয়েছে তার, ক্রুসের বাম হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু বেঁচে আছে ওরা। বেড়ার দিকে তাকাল, অনবরত গুলি বৃষ্টি চলছে ইলেকট্রিফায়েড বেড়ার উপর, ওদের অস্ত্র দিয়েই কারা যেন গুলি চালাচ্ছে, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকের মতো স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। এক পর্যায়ে খুলে পড়ে গেল বেড়ার গেট।

অবশেষে রাস্তা পাওয়া গেল।

ডানকান সিকিউরিটি রুমে বসে সব দেখছিল এতক্ষণ। কিন্তু একটা বনমানুষ ক্যামেরায় গুলি চালিয়ে নষ্ট করে দিলো তা। দেখার আর কোনো উপায় থাকলো না, কালো হয়ে গেল মনিটর।

বেনেটের দিকে তাকালো সে। বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে লোকটার চেহারা।

"আর কোনও উপায় নেই," ভাঙা গলায় বেনেট বলল।

রেডিওট্রান্সমিটারের দিকে তাকাল ডানকান। একটা বাটনের কাজ শেষ, এবার অন্যটা কাজ দেখাবে। বলল, "ভিলাতে বোমা সেট করা আছে। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটবে। এরমধ্যে মালিককে নিয়ে আপনি হিলটপে চলে যান। আপনারা পৌঁছানোর আগেই রোটর ঘুরতে শুরু করবে।"

তবুও স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো বেনেট, যেন নড়ার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে।

"যান।"

ট্রান্সমিটারের অন্য বাটনটায় টাইমার ত্রিশ মিনিটে সেট করলো, চাপ দেবে এসময় আরেকবার তাকাল বেনেটের দিকে।

শেষ সুযোগ...

দরজার দিকে দৌড় দিলো বেনেট, বেরিয়ে গেল।

খুশি হলো ডানকান। বাটন চেপে দিলো। ফিরে দেখার কিছু নেই আর। হঠাৎ দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বেনেট জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি হেলিকপ্টারে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো নাকি চলে যাব?"

"না, আমি সী-প্লেনে করে আসব।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডানকান। ফিশিং বোট আর বীচের টহলদার পার্টির সাথে তুমুল গোলাগুলি চলছে।

"বাকীদের কী হবে?"

দ্বীপের বনমানুষগুলোকে পুরোপুরি নিকেশ করে ফেলতে তার দলের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে হবে। তবেই তার পক্ষে দ্বীপ থেকে নিরাপদে পালানো সম্ভব।

বেনেট জবাবের আশায় তার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে।

"আমরা যেকোনো সময় লোক জোগাড় করতে পারব।" উত্তর দিলো ডানকান।

৫৬

বাচ্চাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে লোরনা মেইন ল্যাবের দিকে রওনা দিলো। সামনে লোরনা, পিছে পিছে বাচ্চারা। হলওয়ের এক জায়গায় দাঁড় করালো তাদের। সবাই জড়োসড়ো হয়ে গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তাদের এই মুহূর্তে ওদের সবারই শারীরিক এবং মানসিক স্পর্শ দরকার।

"একদম চুপ থাকো সবাই।"

কোমর থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিলো লোরনা। তারপর আস্তে আস্তে আবার এগোতে লাগল। সবাই চুপচাপ হাঁটছে, এমনভাবে যেন বরফের টুকরোর উপর দিয়ে হাঁটছে। আস্তে আস্তে মেইন ল্যাবের কাছাকাছি চলে এল ওরা। এখান থেকে বের হবার একটাই পথ, মালিকের ল্যাবের ভেতর দিয়ে যাওয়া। কিন্তু কানে শব্দ পেলো লোক চলাচলের। কয়জন হবে? সংখ্যায় কম হলে সমস্যা নেই, পিস্তল দেখিয়ে পথ করে নিতে পারবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে বাচ্চাগুলো কিছু একটা দেখে ভয় পেলো। কিন্তু লোরনা বুঝতে পারলো না, কেন। আর এখন এতো সময়ও নেই বোঝার। সে সবাইকে নিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মেইন ল্যাবের দরজার কাছে চলে এল।

একটা শব্দ কানে এল যেন কেটলির নল দিয়ে একটানা বাষ্প বেরিয়ে আসছে। বাচ্চাগুলো কানে হাত চাপা দিলো।

ওদের বিরক্তির কারণ কী?

র‍্যান্ডি জ্যাককে ধরে ফেলল। অবশেষে ওরা বেড়া পার হয়ে এপাশে চলে আসতে পেরেছে।

"ক্রাইস্ট জ্যাক, তোমার গা তো প্রচণ্ড গরম, যেন জুলাই মাসের তপ্ত দুপুরে ড্রাইভ করা গাড়ির মতো ।" র‍্যান্ডি বলল। "তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, বাকীটা আমি দেখছি।"

জ্যাক কিছু বলল না। দৃষ্টি কেমন যেন লাগছে, প্রতিটি হৃৎকম্পনের সাথে তাল মিলিয়ে মাথা ব্যথা করছে, তার চেয়েও বড় কথা হাত দু'টো কেমন অসাড় হয়ে আছে।

তবুও অন্ততপক্ষে তারা মূল দ্বীপে আসতে পেরেছে এবং সাথে ওর দলের লোকেরাও।

“ওদের সমস্যাটা কোথায়?” কাইল জিজ্ঞেস করল।

সে থিবোডক্সদের এক ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। টী-বব র‍্যান্ডির সাথে আছে। কিন্তু পিয়ট ফিশিং বোটে রয়ে গিয়েছে। কাইলের একটা হাত বুকের কাছে মুঠো করে ধরা। আরেক হাতে Sig Sauer দেখতে পেলো, এমনভাবে ধরে আছে যেন সেটা ব্যবহারে দক্ষ। থিবোডক্সদের আরও দুই আত্মীয় ঘন ঝোপের পিছে লুকিয়ে আছে, তাদের কাঁধে শটগান আর কোমরের বেল্টে গোঁজা কুড়াল। সবাই ছায়াতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, ডার্ক আর্মি।

“ওরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?” কাইল জিজ্ঞেস করল।

জ্যাক চারিদিকে তাকাল। সূর্য দিগন্তে হেলে পড়েছে, গাছের গায়ে ছায়া লেগে আছে। জঙ্গলের আগুনের সাথে সাথে ছায়াগুলো যেন নাচছে। সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে সেই বনমানুষটা, যেটা জ্যাককে আক্রমণ করেছিল। জ্যাক তার নাম দিয়েছে স্কার।

কিছুক্ষণ আগেই জ্যাক আর র‍্যান্ডি একত্রিত হয়েছে। আলাপ করে ঠিক করল জ্যাক আরও এগিয়ে যাবে। কিন্তু ডার্ক আর্মি তাদের চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। স্কার মাথা উঁচু করে কান খাড়া করে কিছু একটা শুনছে। তার দেখাদেখি বাকীরাও শুনতে লাগল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে জ্যাকের দিকে ঠাণ্ডা চোখে একবার তাকালো, চলতে শুরু করল আবার।

স্কারের সাথে একটা বনমানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স একটু বেশি, বুকে পিরিচের মতো গোল ধাতুর তৈরি চাকতি লক্ষ্য করেছিল জ্যাক। সেটা স্কারের দিকে তাকাল। ওর দিকে তাকিয়ে স্কার বাকীদের কাঁধে হাত দিলো। এরপর কিছু না বলেই বয়স্ক বনমানুষটা অন্যদিকে দৌড় দিলো। স্কার বাকীদের নিয়ে সেইদিকেই দৌড় দিলো। ছোট বড় সবগুলো প্রাণী হিলসাইডে চলে গেল। চারটা বিড়াল আর একদল নেকড়ে কুকুর একদিকে চলে গেল, আরেক দল আরেকপাশে গেল। জ্যাক লক্ষ্য করল তিনটা প্রাণী, দেখতে শিয়ালের মতো কিন্তু সাইজে ডোবারম্যান। মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্কারের পিছন পিছন আরও কয়েকটা বনমানুষ দেখতে পেলো-কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে মুগুর, কেউবা আবার পাথরের কুড়াল নিয়েছে হাতে। তিনজনের হাতে অটোম্যাটিক রাইফেল দেখতে পেলো।

দলটাকে অনুসরণ করলো জ্যাক। ওরা দ্বীপটাকে ভালো চেনে।

ত্রিশ গজ হাঁটতেই গানফায়ারের শব্দ পেলো। সাথে সাথে সবাই ছড়িয়ে পড়ল, আশ্রয় নিলো গাছের আড়ালে।

অ্যাম্বুশ।

জ্যাকের কানের পাশ দিয়ে গরম কী যেন ছুটে গেল। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল। কাইল র‍্যান্ডির সাথে মাটিতে শুয়ে পড়ল, গুলি চলার সাথে সাথেই গড়ান দিয়ে র‍্যান্ডির একপাশে চলে গেল। গুলিতে র‍্যান্ডির মাথার বল ক্যাপ উড়িয়ে নিয়ে গেল।

"আমার ফেভারিট ক্যাপ," গাল দিলো র‍্যান্ডি।

"আমি নতুন একটা কিনে দেবো, এখন দয়া করে একটু চুপ করো," কাইল বলল।

কাইলের দিকে তাকাল র‍্যান্ডি, কিছুই বলল না। মাথার উপর দিয়ে গুলি বৃষ্টি হচ্ছে। জ্যাক ব্রুস আর ম্যাককে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু পাল্টা গুলির শব্দে ওদের অবস্থান জানতে পারল। শটগান আঁকড়ে ধরলো, পাহাড়ের দিকে এগোবার সময় হয়েছে।

আর্ত চিৎকার ভেসে এল। ডার্ক আর্মি এগিয়ে যাচ্ছে। সামনের গুলি বৃষ্টি ঠেকাতে মাটিতে পড়ে থাকা লাশগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে ওরা। সবচেয়ে অস্বস্তিকর হলো ওদের নীরবতা। ঢাল বেয়ে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল, ভালো করে লক্ষ্য করতেই আঁতকে উঠল জ্যাক, হেলমেট সহ একটা মানুষের মাথা।

তারপর হঠাৎ করেই সবকিছু যেভাবে শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবেই যেন শেষ হয়ে গেল।

"এগিয়ে যাও। ওদের সাথেই থাকো।" চিৎকার করে সবাইকে বলল জ্যাক।

চারিদিকের মাটি রক্তে ভেজা, অনেক লাশ পড়ে আছে, এর মধ্যে কেউ কেউ আবার ক্রল করে চলার চেষ্টা করছে। গাছের পাশে একজনকে দেখতে পেলো সে, মুখের অর্ধেকটা নেই, পিস্তলের ট্রিগার চেপে ধরেছে সে কিন্তু গুলি নেই। ওকেও শেষ করে দিলো ডার্ক আর্মি।

জ্যাকের দিকে ফিরল স্কার। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। অসহ্য সেই ঠাণ্ডা দৃষ্টি। হাত ধরলো জ্যাকের, মনে হলো হ্যান্ডশেক করছে সে।

জ্যাক বুঝতে পারল।

ওরা দু'জনেই ওদের নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছে।

এখন থেকে দুই দলের পথ আলাদা।

৫৭

হলওয়েতে বাচ্চাদেরকে রেখে ঘোরানো দরজার কাছে এল লোরনা। দরজাটা দিয়ে মেইন ল্যাবে প্রবেশ করা যায়। একটা কণ্ঠ কানে এল।

"হাতে আর কতটুকু সময় আছে?"

মালিকের গলা চিনতে পারল লোরনা। কণ্ঠে আতঙ্কের আভাস। পিস্তলের ডগা দিয়ে আস্তে করে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলো। বেনেট দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মালিককে দেখা যাচ্ছে না।

"বিশ মিনিটেরও কম। তাড়াতাড়ি করুন।" বেনেট অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল।

"আমার বাকী লোকদের কী হবে?" মালিক প্রশ্ন করল।

"বাকীদেরকে এই পরিস্থিতির মূল্য দিতে হবে।" হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "হাতে সময় কম, সবকিছু প্যাক করে নিন।" বেনেটের জবাব।

বুঝতে পারছে না লোরনা, ওরা পালাচ্ছে কেন? তাড়াহুড়ার কী আছে?

মালিক ব্রীফকেস বন্ধ করে বেনেটের হাতে দিলো। টেবিল থেকে ক্রায়োজেনের ফ্লাস্ক নিয়ে নিলো। "ভাইরাল স্যাম্পলগুলো বারো ঘন্টার মধ্যে সিকিউর ল্যাবে স্থানান্তরিত করতে হবে, না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"চিন্তার কিছু নেই। পথিমধ্যে ঠিক করে নেব।"

দু'জনে হাঁটা দিলো দরজার দিকে কিন্তু সেটা ভিলার দিকে যাওয়ার দরজা না। কিন্তু উপরে এক্সিট সাইন জ্বলছে। কোন দিকে গিয়েছে দরজাটা?

যেন ওর মনের কথা জানতে পেরেই মালিক বলল, "এটা তো হেলিপ্যাডে যাবার টানেল। নিরাপদ হবে এই মুহূর্তে?"

"সমস্যা নেই। এটা দিয়ে সোজা পৌঁছে যাব হেলিকপ্টারের কাছে, পাইলট রেডি আছে।"

লোরনা মনে মনে ঠিক করে ফেলল বাচ্চাদেরকে বাঁচাতে হলে ওদেরকে অনুসরণ করে করতে হবে।

কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো তো!

হঠাৎ করে পিছনে কর্কশ কণ্ঠ শুনতে পেলো। তাকিয়ে দেখে সেই টেকনিশিয়ান যে তার রক্তের স্যাম্পল নিয়েছিলো-এডওয়ার্ড।

"কী করছ তুমি এখানে?" উচ্চস্বরে বলে উঠল সে। বাচ্চাদের দিকে তাকাল, কাছের একটা বাচ্চাকে লাথি কষালো। "তোমার পিস্তল ফেলে দাও। ল্যাবে ঢোক।"

আর কোনো উপায় নেই। পিস্তল মেঝেতে ফেলে দিতেই ঝনঝন শব্দ করে উঠল। বাচ্চাগুলো দৌড়ে তার কাছে চলে এল, ঘোরানো দরজা দিয়ে ল্যাবে প্রবেশ করল সে।

তাকিয়ে দেখল মালিক আর বেনেট চেয়ে আছে দিকে।

"ডক্টর পোল্ক!" কণ্ঠে একইসাথে বিস্ময় এবং সন্দেহ বেনেটের।
"কী ভাগ্য!" মালিক বলেউল। "বাচ্চাগুলোও তোমার সাথে আছে? ওদের কয়েকটাকে ভাইরাল স্যাম্পল রাখার জন্য নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।"
কথাটা শুনে লোরনার পাকস্থলী যেন গলার কাছে উঠে এলো। এডওয়ার্ড পিস্তলের গুঁতো দিলো পিছন থেকে। তাকিয়ে দেখল ব্রীফকেস, ক্রায়োজেনের ফ্লাস্ক-জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?"
মালিক কয়েক পা পিছিয়ে বললেন, "মিথ্যা বলব না এডওয়ার্ড। অন্তত তোমাকে সত্যিটা বলে যাই। এই ভিলাটা আর সতেরো মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে।"
"কী?" বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল সে।
লোরনাও অবাক হলো। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।
"আমাকেও নিয়ে চলুন।" এডওয়ার্ড বলল, কণ্ঠে ভয় আর অনুরোধ।
"দুঃখিত, জায়গা হবে না। বাচ্চাগুলোকে সাথে নিতে হবে। তবে তুমি চিন্তা করো না, তোমার পরিশ্রম বৃথা যাবে না।"
চকিতে হাতে পিস্তল উঠে এল মালিকের। এডওয়ার্ডের বুক বরাবর লক্ষ্যস্থির করেই গুলি চালাল। কাটা কলাগাছের মতো ধপ করে পড়ে গেল সে।
বেনেটও অবাক হয়ে গেল মালিকের মতো লোকের এতোটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা দেখে।
বিস্ময় কাটিয়ে বলল, "কাকে নিতে চান? তাড়াতাড়ি করুন।"
মালিক তাকাল বাচ্চাদের দিকে। বেনেটকে ইশারা করতেই একটা ছেলেকে নিয়ে নিলো সে।
"একটা মেয়েকেও নিতে হবে। প্রজননের কাজে লাগবে।" বলেই পিস্তল দিয়ে একটা মেয়ের দিকে নির্দেশ করল।
বেনেট ঝুঁকে মেয়েটাকে নিতে গেল, চোখ পড়ল লোরনার দিকে, "দুঃখিত।"
দু'জন ঘুরে দাঁড়াতেই তীব্র বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লাগিয়ে দেয়ার যোগাড়। কেঁপে উঠল ল্যাব, পড়ে গেল লোরনা, বাচ্চাগুলোও দেয়ালের দিকে ছিটকে গেল, বেনেট আর মালিক মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে। বুকশেলফ থেকে একটা জ্বলন্ত বই উড়ে এসে লোরনার কাছে পড়ল। একটা অস্ত্র দরকার এখন, হাতড়ালো লোরনা কিন্তু নিজের পিস্তলটা খুঁজে পেলো না। এডওয়াড্রের লাশটাও টেবিলের দিকে সরে গিয়েছে। তবে রাইফেলটা কাজে আসতে পারে। সেটার খোঁজে হাত বাড়ালো সে।
গুড়ি মেরে রাইফেলের দিকে আগাচ্ছিল লোরনা, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার সামনে লাফিয়ে পড়ল একটা দৈত্যাকার বাঘ, কালো পশমে ঢাকা সেবার-টুথ

টাইগার যেমনটা সে কিছুক্ষণ আগে ল্যাবের ভিডিওতে দেখেছিলো। পাশের দ্বীপ থেকে এদিকে চলে এসেছে, মনে হয় কোনো না কোনো ভাবে বেড়া ডিঙিয়েছে।

মালিক হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগোনোর চেষ্টা করছে।

বেনেট পশুটার কয়েক গজ দূরত্বে স্থির হয়ে আছে। নড়তে সাহস পাচ্ছে না।

লোরনা চিনতে পারল বাঘটাকে। ভিডিওতে দেখেছিলো। নিশ্চয় বন্দীশালা থেকে কোনভাবে মুক্ত হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য চলে এসেছে। এখন বুঝতে পারলো কেন বেনেটের লোকেরা এলাকাটাকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দিতে চাইছে।

বাঘটার পিছনে পরপর আরও কয়েকটা আকৃতি দেখতে পেলো। ভিলার সাথে যুক্ত টানেল দিয়ে ঢুকেছে। আগুনের শিখা আর ধোঁয়াতে স্পষ্ট আকৃতি বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তাদের কয়েকটা দু'পায়ে হাঁটছে।

মালিক জরুরী নির্গমন পথের দিকে এগোচ্ছে। সে তার বুকের সাথে ক্রায়োজেনিক ফ্লাস্ক চেপে ধরে আছে। টানেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মালিক।

একটা মানব আকৃতির প্রাণী সামনে এগিয়ে এল। কান নেই, মুখে অজস্র কাটাকুটির দাগ। মনিটরে এটাকেই সেই প্রেগন্যান্ট মেয়েটার সাথে দেখেছিল, বেনেট যার নাম দিয়েছিল ইভ। নিশ্চয় এর নাম তাহলে অ্যাডাম।

হাতে বর্শা নিয়ে বেনেটের দিকে এগোল অ্যাডাম।

বেনেট নড়তেও ভুলে গিয়েছে যেন।

হঠাৎ বাচ্চাগুলো দৌড়ে সামনে এগিয়ে এল, গিয়ে বেনেটের গায়ের উপর উঠে অন্য মেয়েটাকে ঘিরে ধরলো যেন তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে।

থেমে গেল অ্যাডাম। পিছনে তার সাথীরা।

কম বয়সী একটা বাচ্চা অ্যাডাম আর বেনেটের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল। চোখে চোখ রেখে তাকাল বড়দের দলের দিকে। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে গেল বাচ্চা ছেলেটা অ্যাডামকে কিন্তু লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল সে। এমন করল কেন বনমানুষটা? নিরাপত্তার জন্য? কার নিরাপত্তা - তার নিজের নাকি বাচ্চাদের?

এদিকে টানেলের দরজা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল একটা ম্যামথ, দেখেই বোঝা যায় জেনেটিক প্রত্যাবর্তন। চোখ দিয়ে পুরো রুমটা চেক করে নিলো, তারপর যোগ দিলো অ্যাডামের দলের সাথে।

ছোটদের সাথে বড়দের চোখ যেন আটকে গিয়েছে। যেন কোনও ব্যাপারে নীরব সমঝোতা চলছে।

প্রতিধ্বনি কানে এল, ঠিকমতো বুঝতে পারল না লোরনা তবে মনে হলো ইংলিশে কেউ কিছু বলছে। দু'পেয়ে একটা প্রাণী লাফিয়ে পড়ল ল্যাবের ভেতর। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

"জ্যাক...?"

ওর নাম শুনে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলো জ্যাক। চোখ জ্বালা করছে তবুও চোখ পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করল। একটা ল্যাব নজরে এল, দেখে মনে হচ্ছে কোনও পাগলা বিজ্ঞানী এখানে কাজ করে। মেঝে থেকে কিছু একটা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

লোরনা...

ছুটে গেল সে, জড়িয়ে ধরলো বুকের সাথে, যেন পিষে ফেলতে চাইল তাকে। বুক ভরে ওর গন্ধ নিলো, ওর হার্টবিট জ্যাকের পাঁজরের সাথে ধাক্কা দিচ্ছে, থুতনিটা নরম গলার কাছে স্থির হয়ে আছে। সে নিশ্চিত হতে চাইছে লোরনাই তো নাকি এখনও সে কল্পনা করছে। আরও জোরে চেপে ধরলো ওকে।

আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পেতে চাইল লোরনা। ওর হাতের তালু জ্যাকের গায়ের সাথে ঠেকে আছে। গা দারুণ গরম হয়ে আছে।

বলল, "তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে।"

জ্যাক ছাড়ল না, শুধু মুখে বলল, "ও কিছু না। সামান্য জ্বর। ফ্লু। এমনিতেই সেরে যাবে।"

লোরনার আঙুলের ফাঁকে আঙুল জড়িয়ে রাখলো সে।

কিন্তু উত্তর শুনে লোরনা সন্তুষ্ট হলো না। তার ভয় করতে লাগল। জ্যাক আঙুলগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে।

"জ্যাক পুরো দ্বীপে ওরা বোমা পেতে রেখেছে। আর দশ মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরিত হবে।"

চোখে ভেসে উঠল নাপাম বোমার বিস্ফোরণের দৃশ্য। লোরনাকে কোলে তুলে দরজার দিকে দৌড় দিলো, চিৎকার করে হাত নেড়ে বলল, "সবাই বেরিয়ে যাও। আমাদের এখুনি পালাতে হবে।"

দরজার কাছে পৌঁছেই জ্যাক স্কারের মুখোমুখি হলো। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথম স্কারের চোখে সে রাগ দেখতে পেলো। জ্যাককে পাত্তা দিলো না। রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাদের দিকে নজর তার যেন সে তার নিজের সন্তানদের দেখছে।

জ্যাকের এসব দেখার সময় নেই।

সে স্কার এবং বাচ্চাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল।

এবার স্কারের চোখে জ্যাকের প্রতি রাগের আভাস ফুটে উঠলো। জ্যাকের মাথা চেপে ধরলো। চোখে অন্ধকার দেখল জ্যাক। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জ্যাক। চোখের সামনে বীভৎস সব দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগলো-ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত, স্কালপেলের ঝলক, লেদার বেল্ট, ব্যবচ্ছেদ করা মরদেহ ইত্যাদি।

প্রতিটি ছবি ভেসে ওঠার সাথে সাথে তীব্র ব্যথা করতে লাগল।

তারপর আস্তে আস্তে ব্যথা কমে এল, চোখের দৃষ্টিও পরিষ্কার হয়ে এল।

লোরনা হাঁটু গেড়ে পাশে বসলো, "তুমি ঠিক আছো?"

"মনে হয়।"

উপরে তাকাল, দেখলো স্কার বাচ্চাদের দলের দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলো কী চায় সে।

"ওরা আমাদের যেতে দেবে না।"

মালিক হুড়মুড়িয়ে শেষের কয়েক ধাপ উঠল, টান মেরে খুলে ফেলল দরজা। সূর্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ কমলা হয়ে আছে, আলো ছড়াচ্ছে এখনও।

ক্রায়োজেন ফ্লাস্কটা বুকের সাথে চেপে ধরে আছে সে। এটা সঙ্গে থাকলে সে আবার সবকিছু শুরু করতে পারবে, বেনেট থাক বা না থাক। ওর প্রয়োজনই পড়বে না। আবার সে তৈরি করতে পারবে সেই অজেয় বাহিনী।

নুড়ি বাধানো রাস্তায় ছিটকে উঠল ছোট ছোট পাথর, দৌড়াচ্ছে সে হেলিকপ্টারের দিকে। পাইলট হেলিপ্যাডের ধারে দাঁড়িয়ে নীচে দেখছে। সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো দুই আঙুলের দক্ষতায় ছুঁড়ে দিলো নীচে, দ্রুত ঘুরে চপারের কাছে চলে এল।

"মিস্টার বেনেট কোথায়?" পাইলট জিজ্ঞেস করল।

মালিক দ্রুত ভেবে নিলো কী বলতে হবে, "মারা গিয়েছে, অ্যাম্বুশে পড়েছিল।"

টানেলের দিকে তাকালো পাইলট, যেন বুঝতে চেষ্টা করছে মালিকের কথা সত্যি কিনা। মালিক তাড়া দেবার জন্য বলল, "আর দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের সরে পড়তে হবে। তাই হয় এখন, আর নাহয় কোন দিন না।"

পাইলট কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখল।

"উঠে পড়ো। বিস্ফোরণ আর আমাদের মাঝে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখি।"

উঠে পড়লো মালিক, পাইলট তার জায়গায় বসে পড়েছে। সেকেন্ডের মধ্যেই ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল, বাতাস কাটতে শুরু করল ব্লেড, উপরে উঠে গেল, কাত হয়ে পিচ ঢালা কালো রঙের হেলিপ্যাড থেকে দূরে সরে গেল। ভিলা থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথে মালিকের হার্ট পাঁজরে হাতুড়ির ঘা মারতে শুরু করল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, গাছগুলো দূরে সরে যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ফোরিত হবে ভিলাটা।

"কিসের গন্ধ ওটা?" পাইলট চেঁচিয়ে বলল।

কিসের গন্ধের কথা বলছে পাইলট বুঝতে পারল না মালিক। নাক কুঁচকে গন্ধ নিলো, মনে হয় গ্যাস-ট্যাস লিক করেছে। তাড়াহুড়ায় মেইন্টেন্যান্স চেক করা হয়ে ওঠেনি।

"তোমার সাথে ওটা কী?" পাইলট আবার জিজ্ঞেস করল।

কোথায় কী? এটা তো ক্রায়োজেন ফ্লাস্ক, লিক করার প্রশ্নই ওঠে না। শার্ট শুঁকল, নাহ একেবারে ধুয়ে পরিষ্কার করে ইস্ত্রী করা। তাহলে কোথায় গন্ধ? কিছুক্ষণ ভাবলো সে। হ্যাঁ, গন্ধ একটা পাচ্ছে সে। নীচের ল্যাবেও এতোক্ষণ গন্ধটা পেয়েছে। কিন্তু এখানে গন্ধটা এলো কী করে? সিটের পিছনে ছোট্ট স্টোরেজের দিকে তাকাল, একটা বীভৎস চেহারা দেখতে পেলো, সোজাসুজি তাকিয়ে আছে তার দিকে। মুখ সার্জারির দাগে ভর্তি, হিংস্র চাহনিতে চেয়ে আছে। চিনতে পারল প্রাণীটাকে, বুকে চাকতির মতো একটা বস্তু বসানো আছে।

ফ্লেশেট মাইন!

একবার একটা পুরুষ প্রাণীর উপর বিস্ফোরণের পরীক্ষা করেছিল। ডানকানের একটা লোককে আক্রমণ করেছিল প্রাণীটা। পরে লাশটা পরীক্ষা করে দেখেছিল মালিক। ডানকানের তথ্য মতে বিস্ফোরণের পর তার হাড়-মাংস আলাদা হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, পুরো এক মিনিট বেঁচেছিল।

আতঙ্কে শিউরে উঠল বেনেট।

পাইলট যখন হেলিকপ্টারের বাইরে সিগারেট খাচ্ছিল তখন কোনও এক ফাঁকে উঠে এসে বগিয়েছে হেলিকপ্টারে।

“না...,” দয়া ভিক্ষা করল, “প্লিজ...”

শীতল চোখে হাসলো একবার, একটা আঙুল তুলে ট্রিগার চেপে দিলো।

বিস্ফোরণের শব্দ পেলো লোরনা। মনে হলো দ্বীপটা পানিতে তলিয়ে যাবে কিন্তু না এখনও সেরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

হিসেব করে দেখল হাতে মাত্র আট মিনিট সময় আছে। কিন্তু এতো কম সময়ে ভিলা থেকে বেরোতে পারবে কী?

জ্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে বাচ্চাদের আর বড়দের মধ্যে নীরব যুদ্ধ, দুই দল একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে- একদল নিষ্পাপ, আরেকদল অত্যাচারিত। মানে বুঝতে পারছে না কিছুই।

শেষ পর্যন্ত একটা বাচ্চা নীরবতা ভাঙল, এগিয়ে গিয়ে বেনেটের হাত ধরলো। তারপর বাকী বাচ্চাগুলোও এগিয়ে গিয়ে বড়দের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বড়রা এখনও তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

লোরনা জ্যাককে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। ছোট্ট একটা বাচ্চা মেয়ে তার হাত এগিয়ে দিলো, লোরনার একটা আঙুল ধরলো। সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেল, বেরনোর জন্য তৈরি। অ্যাডাম এখনও দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর হঠাৎ করেই বড়দের এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কমবয়সী একটা বাচ্চাছেলের পিছন পিছন সবাই বেরিয়ে গেল - বেনেট, লোরনা, জ্যাক, বলা চলে সবাইকে নিয়ে গেল ওরা।

কিছুদূর এগোতেই ভিলার স্টাডি দেখতে পেলো লোরনা। একটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সেখান থেকে একজন দৌড়ে এল তার দিকে।

"লোরনা..."

নিজের ভাইকে দেখতে পেলো, জড়িয়ে ধরলো তাকে, তবে যেভাবে জ্যাক ওকে জড়িয়ে ধরেছিল সেভাবে নয়।

অবিশ্বাসের সাথে বলে উঠল, "কাইল!"

"আর কোনদিন এমন করবে না।"

"এমন" জিনিসটা কী, বুঝতে পারল না লোরনা। তবে বলল, "কথা দিলাম, এমন করব না।"

কাইলের কাঁধের উপর দিয়ে লোরনা দেখল জ্যাক তার নিজের ভাইয়ের সাথে কথা বলছে। র‍্যান্ডি অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, ওদের একজনকে রেডিওতে কথা বলতে দেখল।

জ্যাক বলল, "টী-বব রেডিওতে খবর পাঠিয়েছে। আরও লোক আসছে এখানে, তবে আমাদের এখনই ভিলা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বিস্ফোরণের আর বেশি সময় বাকী নেই।"

"বিস্ফোরণ?" কাইল চমকে উঠল।

"হ্যাঁ, এর চাইতে সহজ ব্যাখ্যা আর নেই।" বলেই সে ঘুরে দাঁড়াতে যাবে তখনই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। লোরনা দৌড়ে গেল, হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসলো। গায়ে হাত দিয়ে দেখল, প্রচণ্ড গরম। চোখ উল্টে যাচ্ছে, শরীর দারুণ রকম কাঁপছে। ল্যাবে আগেই টের পেয়েছিল জ্যাকের গা সাংঘাতিক গরম। আর খটকা তখনই লেগেছিল। চিবুকে হাত রাখতেই জ্যাক দূর্বল দৃষ্টিতে তাকাল, ফিসফিস করে বলল, "টমি চলে গিয়েছে।"

বুঝতে পারলো না জ্যাক কেন এই কথা বলছে। টমি চলে গিয়েছে এর মানে কী?

চোখের কোণ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল লোরনার। মাথা হেলে পড়ল জ্যাকের।

"কেউ হেল্প করুন, প্লিজ..." চিৎকার করে উঠল লোরনা।

দু'জন এগিয়ে আসলো ভীড় ঠেলে। ইউনিফর্ম দেখে মনে হলো জ্যাকের সঙ্গী। তাদের মধ্যে উঁচা-লম্বা যে সে বলল, "আমরা এখন কী করব?"

"ওকে তাড়াতাড়ি বোটে তোলার ব্যবস্থা করো।"

বেনেট এগিয়ে এল, বলল, "আর কোনও লাভ নেই। উপসর্গগুলো আমি আগেও দেখেছি। সেও একই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। বাঁচার আশা নেই।"

ল্যাবের দিকে দৌড় দিলো লোরনা।

বেনেট ভুল বলছে।

একজন বেঁচে গিয়েছে।

রাগে চোখ-মুখ কালো হয়ে আছে ডানকানের। আকাশে সূর্য ডুবে গেলেও তামাটে রঙ ছড়িয়ে আছে সবখানে। হেঁটে যাচ্ছে খাঁড়ির দিকে। সেখানে একটা বোট হাউজ আছে যেখানে রাখা আছে একটা সেসনা। ওটাতে চড়েই দ্বীপ ত্যাগ করবে সে। এই মুহূর্তে হাঁটু পানি ভেঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে সে। পিঠে ডলার আর সোনার কয়েন ভর্তি ব্যাকপ্যাক, বের হওয়ার আগে বেনেটের সেফ থেকে নিয়ে নিয়েছে। এগুলো পরবর্তীতে তার কাজে আসবে।

ভাবছে হেলিকপ্টারটা কিভাবে বিধ্বস্ত হলো? সে হেলিপ্যাড থেকে চপারটাকে নিরাপদেই ফ্লাই করতে দেখেছে কিন্তু তারপর কী হলো কে জানে - হয় গ্রেনেড, রকেট না হলে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এক পশলা গুলি বৃষ্টির সামনে পড়ে গিয়েছিল সেটা। আর তাতেই আগুন ধরে বিস্ফোরিত হয়। মাথা উঁচু করে উপরে তাকাতেই দেখে আকাশে ধোঁয়ার মেঘ, টুকরোগুলো লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে পাহাড়ের অপরপাশে পড়ে যাচ্ছে। জ্বলতে থাকে সেখানে পড়ে, যেন রাতের অন্ধকারে আগুনের বিপদ সংকেত জানাচ্ছে।

বুঝল সব শেষ।

যাই হোক এখন তাকে যতদ্রুত সম্ভব দ্বীপ ত্যাগ করতে হবে। পা চালাল সে। পাথুরে জেটিতে এসে দাঁড়াল। কব্জিতে বাঁধা ঘড়িতে সময় দেখল, এখনও পাঁচ মিনিট সময় আছে হাতে। এর মধ্যেই সে সেসনা নিয়ে বিস্ফোরণের আওতার বাইরে চলে যেতে পারবে। তবে একটা প্ল্যান আছে তার, কাঁধে সেটশেল বোমা ঝুলিয়ে রেখেছে, আকাশ থেকে ফিশিং বোটটার উপর নিক্ষেও করবে, অনেক ভুগিয়েছে ওটা তাকে।

হঠাৎ কানে একটা শব্দ এল যেন। বিপদ টের পেতেই ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে গেল। চকচকে মসৃণ একটা আকৃতি তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। বড়সড় সাইজের একটা শিয়াল, ডানকানের কোমরের সমান উচ্চতা, ওরা এর নাম দিয়েছিল ব্ল্যাক ঘোস্ট।

বেল্টের দিকে হাত বাড়ালো, পিস্তল বের করল, সাহস ধরে রাখার চেষ্টা করল। গুলি করল কিন্তু নামের মতোই শিয়ালটা মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল। গুলিটা পাথরে লেগে পিছলে বেরিয়ে গেল। ঝট করে পেছন ফিরল সে কিন্তু না সেখানেও নেই। গেলকোথায় ওটা? মনের ভেতর কে যেন বলে উঠল পশুটাকে অনুসরণ করতে কিন্তু কোথায়, দ্বীপটা বিস্ফোরিত হবার আর বেশি বাকী নেই। সেসনার দিকে দৌড় দিলো, দেখতে পেলো সেসনার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে চারপেয়ে প্রাণীটা। দুই হাতে পিস্তল ধরে তাক করল, দৌড়াতে দৌড়াতে পরপর

গুলি করল। প্রথম কয়েকটা কয়েকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও পরবর্তীগুলো ঠিকই নিশানায় লালে।

সামনের পায়ে গুলি লেগেছে। আরেকটা বাম কানে আর অপরটা বুকে বিঁধেছে। একপাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে গুলি করতে লাগলো ডানকান যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্লিপ খালি হয়।

যাক মরেছে তাহলে, গাল দিলো। এখন সরাতে হবে মৃতদেহটা, তারপর ধাপ ক'টা পেরোতে পারলেই সেসনার পেটের ভেতর। আরেকবার বিপদ টের পেলো ডানকান।

জোর ধাক্কা অনুভব করল, পাথরে মাথা ঠুকে গেল। তাকিয়ে দেখে আরেকটা শিয়াল, একই সাইজের। এবার বুঝতে পারল ওদের শিকারের কৌশল। প্রথমটা ছিলো ডানকানকে ফাঁদে ফেলার জন্য, যেন দ্বিতীয়টা পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারবে। গুলি করতে চাইল কিন্তু ক্লিপ খালি হয়ে গিয়েছে আগেই। ওর মনে পড়ল মোট তিনটা শিয়াল ছিল পাশের দ্বীপটায়। মাথা ঘুরাল, দেখলো আরেকটা দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে এল ওটা, কব্জি কামড়ে ধরল, ছুটে গেল পিস্তল। হাত ঝাঁকি দিলো ডানকান কিন্তু ছাড়ল না, কামড়ে ধরে থাকলো। অন্যটাও দৌড়ে এল, পা কামড়ে ধরলো। দানবীয় শক্তিতে দুইটা দুইদিকে পিছাতে লাগল, বুঝতে পারল ওরা ওকে চিরে ফেলতে চাইছে।

না, আবারো ভুল করল সে।

আরেকটা একটা আকৃতি চোখে পড়ল। ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলো তৃতীয় শিয়ালটাকে, তবে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। মরেনি ওটা, আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে। দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে এল ডানকানের পেট লক্ষ্য করে, কামড় বসিয়ে দিলো, কাপড়, চামড়া ভেদ করে পেটে সেঁধিয়ে গেল তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত। বুঝতে পারল ওরা ওকে জ্যান্ত খেতে চাইছে।

কিন্তু না, আবার ভুল করল ডানকান।

তৃতীয় শিয়ালটা পিছিয়ে এল, নাক রক্তে ভেজা। তবে দাঁতের সাথে নাড়ী ঝুলছে, পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এবার ওদের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল ডানকানের কাছে। আসলে ওরা ওকে জ্যান্ত খেতে আসেনি।

ওরা এসেছে ওকে নিয়ে খেলতে।

বন্দুক থেকে বের হওয়া গুলির মতো ভিলা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লোরনা। ল্যাবে যা খুঁজছিল সেটা পেয়েছে সে। বীচের দিকে ছুটছে। দু'টো জোডিয়াক ভাসতে দেখল, একটাতে বাচ্চাগুলোকে উঠানো হয়েছে, সেটাতে জ্যাককে তোলা হয়েছে।

এখন কেমন আছে জ্যাক? বেঁচে আছে তো?

ওর পিছন পিছন বাকী পশুদের বাহিনীও ছুটে আসছে, বিপদ আঁচ করতে পেরেছে ওরাও।

হঠাৎ কেউ ওর হাত ধরে ফেলল। তাকিয়ে দেখে একটা বনমানুষ, হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু লৌহ কঠিন বন্ধন থেকে মুক্তি মিললো না তার। বনমানুষটার মুখে অসংখ্য দাগ। ঘুরে অন্যদিকে তাকাল, দেখল সামনের ঝোপ থেকে একটা মেয়ে বনমানুষ বেরিয়ে আসছে, পেটটা মোটা, হাতে একটা নবজাতক শিশু, কলাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

এতো সেই প্রেগন্যান্ট মেয়েটা! ইভ! একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।

তার পাশে আরও একটাকে দেখতে পেলো, অ্যাডাম।

মেয়েটা লোরনার হাতে ওর বাচ্চাকে তুলে দিলো কিন্তু লোরনা মাথা নেড়ে মানা করল। মুখে দাগযুক্ত বনমানুষটা ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিলো। মেয়েটা করুণ চোখে তাকাল লোরনার দিকে। বুঝতে পারল, মেয়েটা তার বাচ্চাকে ওর হাতে তুলে দিতে চায়।

বাচ্চাটাকে নিতেই লোরনার হাত ছেড়ে দিলো বনমানুষটা, ইভ তার সঙ্গীর বুকে মুখ লুকাল।

এক পা পিছিয়ে গেল সে, বীচের দিকে দৌড়াতে শুরু করল। পিছনে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "আমাদের সাথে চলে এসো।"

কিন্তু ওর চিৎকার বনমানুষগুলোর কানে পৌঁছাল না, মনে হলো যেন বধির হয়ে গিয়েছে ওরা। জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে অ্যাডাম আর ইভ। তৃতীয়টাও ওদের অনুসরণ করছে।

মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল লোরনা, চিৎকার করে বলল, "দ্বীপটা নিরাপদ নয় তোমাদের জন্য। আমার সাথে চলে এসো।"

ইভ একবার ফিরে তাকাল একবার, চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। ওর মনের কথা বুঝতে পারল লোরনা, তারপর অন্ধকারে মিশে গেল।

ছুটতে শুরু করল আবার, দেখতে পেলো কাইল অস্থিরভাবে হাত নাড়াচ্ছে, চিৎকার করে বলল, "তাড়াতাড়ি লোরনা।"

কাইল হাত বাড়িয়ে দিলো লোরনাকে বোটে উঠতে সাহায্য করার জন্য, ওর কোলে বাচ্চাকে দেখে বলে উঠল, "এটা কি বাচ্চা?"

তাকে পাত্তা দিলো না সে, এগিয়ে গেলজ্যাকের বোটের দিকে। বেনেট বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল। লোরনা বলল, "ইভ জন্ম দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।" পাশে আরেকটা বাচ্চা এগিয়ে এল দেখার জন্য।

জোডিয়াকের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল, রওনা দিলো খোলা সাগরের দিকে, অন্যটিও অনুসরণ করল।

ফিশিং বোটটা রওনা দিয়েছে। খাঁড়ি খালি হয়ে গেল।

জ্যাকের দিকে তাকাল। পাশে এখনও ওর টিমের দু'জন লোক বসে আছে। লম্বা-চওড়া একজন বললো, "এখনও শ্বাস চলছে।"

গায়ে হাত দিলো লোরনা। প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে, নিজেও টের পেলো উত্তাপ। খাঁড়ির দিকে তাকাতেই পানিতে আলোড়ন দেখতে পেলো।

"শক্ত করে ধরো," চিৎকার করে উঠল জোডিয়াকের পাইলট।

লোরনা ভিলার দিকে ঘুরতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। আকাশের দিকে গলগল করে কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে। গরম বাতাস ঝাপটা মারলো মুখে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

দ্বিতীয় আরেকটা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা অঞ্চল, পানিতে তীব্র আন্দোলন উঠল, লাফিয়ে উঠল জোডিয়াক। পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটেছে, মাশরুমের আকৃতি নিয়েছে কালো ধোঁয়া, আকাশপানে উঠে যাচ্ছে। আরও জোরে লাফিয়ে উঠল জোডিয়াক, দেরি না করে ছুটতে শুরু করলো বোটের দিকে।

এখনও জ্যাকের গা থেকে হাত সরায়নি লোরনা। পাইলটের দিকে একবার তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "একে তাড়াতাড়ি বোটে নিতে হবে।"

মনে মনে প্রার্থনা করল যেন দেরি না হয়ে যায়।

"তুমি কী করতে চাইছ ওকে নিয়ে?" বেনেট বললো, "আমি আগেও বলেছি ওকে বাঁচানো সম্ভব না। এখন পর্যন্ত কেউ বাঁচেনি।"

"ডানকান বেঁচেছে।"

বেনেট তাকাল ওর দিকে।

লোরনা বিষয়টা এবার ব্যাখ্যা করতে চাইল, "তুমি বলেছিলে ডানকান ইরাকে আক্রান্ত হয়েছিল ঠিক এইরকমের একটা পশুর দ্বারা। তারপর সে এক সপ্তাহ কোমায় ছিল। এখানেই পার্থক্য। এই প্রাণঘাতী প্রোটিন ব্রেইনকে অত্যধিক উত্তেজিত করে তোলে। এটাকে থামানোর একটাই উপায় যদি ব্রেইন নিজে নিজেই তার কাজ বন্ধ করে দেয়। আর সেজন্যই মনে হয় ডানকানের শরীরে অসুস্থতার লক্ষণ কখনোই দেখা যায়নি।"

বেনেট কিছুই বুঝতে পারল না, শুধু জিজ্ঞেস করল, "তাহলে তুমি কী করতে চাও?"

গভীর শ্বাস নিলো লোরনা, দূরে বোটের দিকে তাকাল। জানে তার কথা শুনলে পাগলামো ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। তবুও জ্যাককে বাঁচাতে তাকে এই পাগলামী করতেই হবে।

জ্যাকের দিকে ঘুরে তাকাল, বেনেটের প্রশ্নের জবাব দিলো।

"ওকে ওষুধ প্রয়োগে কোমায় পাঠাবো।"

৬১

"তুমি আমার ভাইয়ের সাথে কী করতে চাও?" অবিশ্বাসের কণ্ঠে বলে উঠল র‍্যান্ডি।

জ্যাককে পাঁজকোলা করে রেখেছে ম্যাক, ব্রুসকে গুলি লাগার কারণে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন লোরনাকে তার কেবিন ব্যবহার করতে বললেন।

গটগট করে লোরনার দিকে এগিয়ে এল র‍্যান্ডি, একমাত্র সেই জ্যাকের আত্মীয়। ওর জানার অধিকার আছে জ্যাকের সাথে কী ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু রুদ্র মূর্তি দেখে মনে হচ্ছে না ওকে বোঝানো খুব একটা সহজ হবে।

"আমি ওকে ড্রাগ দিয়ে কোমায় পাঠিয়ে দেবো যতক্ষণ না পর্যন্ত মেডিভ্যাক হেলিকপ্টার পৌঁছায়।"

বোট থেকে ইতিমধ্যেই রেডিওতে যোগাযোগ করা হয়েছে হেলিকপ্টারের জন্য কিন্তু পৌঁছাতে এক ঘন্টা লেগে যাবে। বেনেটের সাথে কথা বলে জেনেছে কাপুনি একবার শুরু হলে এক ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে জ্যাক।

র‍্যান্ডি লোরনা সামনে দাঁড়াল, ক্যাপ ঠিক করার জন্য হাত উঠাল। মনে ছিল না তার ক্যাপ নেই, চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

"আমার বোন জানে তাকে কী করতে হবে।" কাইল রাগের সাথে বলে উঠল।

"কিন্তু সে একজন ভেটেরনারিয়ান," জবাব দিলো র‍্যান্ডি।

"এবং খুব ভালো মানের।"

লোরনা দু'জনের দিকে তাকাল, "র‍্যান্ডি এ ব্যাপারে তোমার নাক না গলানোই ভালো। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব জ্যাককে বাঁচাতে।"

রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, লোরনাকে দুই হাতের থাবায় ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে শুধু বলল, "আমার ছোট ভাইয়ের দিকে খেয়াল রাখবে। ওর যেন কিছু না হয়।" কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করছে সে, "জানি আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে গণ্ডগোল আছে সে কথা সত্যি কিন্তু জ্যাক তোমাকে বিশ্বাস করতো। আমিও তাই করি।"

র‍্যান্ডির কাঁধে হাত রাখলো কাইল, "বীয়ার খাবে?"

কিছু বলল না র‍্যান্ডি, মুখ নীচু করল, ঘুরে কাইলের সাথে চলে গেল।

কেবিনে ঢুকল লোরনা, বিশালদেহী ম্যাক বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানায় শোওয়া জ্যাক।

"সাহায্য লাগবে?" ম্যাক জিজ্ঞেস করল।

লোরনা কিছু বলল না, শুধু ম্লান মুখে হাসলো, বলা চলে হাসার চেষ্টা করল।

জ্যাকের মাথার কাছে বসলো ম্যাক। টেবিলের উপর রাখা ড্রাগের বোতল তুলে নিলো লোরনা। লেবেলে লেখা আছে সোডিয়াম থায়োপেন্টাল। মালিকের সার্জারি সাপ্লাইতে খুঁজে পেয়েছে সে। এটা সাধারণত পশুকে অজ্ঞান করতে ব্যবহৃত হয়। তবে সে এখন এটা দিয়ে অন্য কাজ করবে।

বিগত বছরগুলোতে থায়োপেন্টাল রোগীকে কোমায় পাঠাতে ডাক্তারেরাও ব্যবহার করে আসছে। এটি মূলত নিউরণের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় যেটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে দরকার। জ্যাকের ব্রেইন দ্রুতগতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে, সেটা এখুনিই বন্ধ করতে হবে।

সিরিঞ্জ তুলে নিলো সে, আগেই থায়োপেন্টাল ভরে রেখেছে তাতে। জ্যাকের হাতটাকে ঠিক করলো যাতে সঠিকভাবে ইনজেক্ট করতে পারে। ম্যাকের দিকে তাকাল একবার।

"তুমি তোমার কাজ করো," ম্যাক বলল।

সূচ ফোঁটাল, প্লাঞ্জার ঠেলে দিলো সামনের দিকে, ঢুকিয়ে দিলো ওষুধ ওর শরীরে, পাঠিয়ে দিলো কোমায় সেই মানুষটাকে যার প্রতি গভীর ভালোবাসা জন্মেছে ইতিমধ্যেই।

আধা ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে, ডেকে দাঁড়িয়ে আছে লোরনা। ম্যাক খেয়াল রাখছে জ্যাকের দিকে। সারাদিন প্রচণ্ড মানসিক চাপ গিয়েছে ওর উপর, ক্লান্ত লাগছে এখন। তাজা বাতাস নেয়ার দরকার ছিল ওর তাই ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে কালি গোলা অন্ধকারে ডুবে আছে দিগন্ত বিস্তৃত সাগর, আকাশে তারা ঝিকমিক করছে কিন্তু চাঁদ এখনও ওঠেনি।

খস খস শব্দে চমকে উঠল সে, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বেনেট ডেক চেয়ারে বসে আছে, ঠোঁটে পাইপ। নিজের ভাবনায় এতোই মশগুল ছিল যে টেরই পায়নি বেনেটের ডেকে আসা। আগুনের স্পর্শ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল তামাকগুলো। মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল।

"এখন কেমন আছে সে?"

"জানি না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোরনা, "জ্বর কমেছে, ওষুধের প্রভাবে খিঁচুনিও বন্ধ হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি নিরাপদ কিনা বলতে পারছি না।"

"তোমার পক্ষে যা করা সম্ভব তুমি করেছ।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো দু'জনে।

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য লোরনা জিজ্ঞেস করল, "বাচ্চাটা কেমন আছে?"

"ভালো। ঘুমাচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর চার মাসের একটা বাচ্চা আছে। আর ইভের বাচ্চাটাও নবজাতক।"

"বাকী বাচ্চারা?"

"ওরাও ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর কাছে ঘুমাচ্ছে। মনে ওরা উনাকেও তাদের মতো ই ভেবেছে। অথবা হয়তো এটা ওদের শিশুসুলভ কোনো কৌতূহল। বলা কঠিন।"

আবার নীরবতা নেমে এল।

"ইভ তার বাচ্চাটাকে কেন দিয়ে দিলো তুমি বলতে পারো?" বেনেট জিজ্ঞেস করল।

ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকার সাগরের দিকে তাকাল, নিজেও জানে না এর উত্তর, বলল, "যে কারণে আমাদের যেতে দিলো অথবা বলা ভালো বাচ্চাদেরকে যেতে দিলো।"

"তুমি কী বলতে চাচ্ছো?"

"বাচ্চাগুলো নিষ্পাপ। ওদের নিউরাল নেট ঠিকমতো গঠিত হয়নি। বড়রা বুঝেছিল বাচ্চাগুলো এখানে থাকলে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবে, বাঁচতে পারবে না। তাই তাদের বাঁচাতে, ভালোভাবে বেড়ে উঠতে তাদেরকে তাদের শেষ উপহার হিসেবে চলে যেতে দেয়। আপনার মনে নেই ছোট্ট বাচ্চাটা যখন অ্যাডামকে ছুঁতে গিয়েছিল তখন সে কেমন রিয়্যাক্ট করেছিল। তারা তাদের সন্তানদের বাঁচাতে যা করার তাই করেছে।" থামলো লোরনা।

"তারপর কী? তোমার কি মনে হয় তারা কি জানতো যে তারা মারা যাচ্ছে।"

ইভের ছলছল করা চোখ দু'টো ভেসে উঠল লোরনার মনে পর্দায়, "হ্যাঁ, জানতো।"

অনেকক্ষণ ধরে মাথা নীচু করে থাকলো বেনেট। তারপর জিজ্ঞেস করল সেই প্রশ্ন যেটা তাকে অনেকক্ষণ যাবত ভোগাচ্ছে।

"তাহলে আমাকে ছেড়ে দিলো কেন ওরা? মেরে ফেলল না কেন আমাকে?"

"আমার চাইতে তুমিই ভালো জানো এর উত্তর।" লোরনার জবাব।

বেনেট তাকিয়ে থাকলো লোরনার দিকে, চোখের কোণায় পানি।

"ওরা তো আমাকেও যেতে দিয়েছে।" লোরনা বলে উঠল, "যদিও তাদের সাথে আমাদের কোনও বন্ধন নেই তবুও ছেড়ে দিয়েছে আমাদের। ওদের মনে হয়তোবা সহানুভূতির মাত্রা অনেক বেশি। আর সে কারণেই হয়তোবা তোমাকেও ছেড়ে দিয়েছে।"

"কিন্তু তাই কী? আমি ওদের সাথে যা করেছি কিছু জেনে আর... আর কিছু না জেনে।"

"আমি জানি না। তোমার মনের কথা আমি বলতে পারব না। হয়তোবা তোমার মাঝে মুক্তি পাবার ইচ্ছেটা তারা বুঝতে পেরেছিল যেটাকে তারা দ্বীপটা ধ্বংস হবার সাথে সাথে নষ্ট হতে দিতে চায়নি।"

মাথা ঝাঁকাতে লাগল বেনেট, বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "এ আমি কী করলাম... এ আমি কী করলাম...!"

"এটাই আসল। আগে কী করেছ সেটা বড় কোনও ব্যাপার নয়, বরং এখন কী করবে সেটাই বড়।"

কথাটা মুখে বললেও নিজে অনুধাবন করার চেষ্টা করল লোরনা। অতীতের সেই ঘটনার পর নিজেকে বহুদিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, এখন সময় এসেছে সেই অবরোধ ভাঙার। জ্যাকের শেষ কথাটা মনে পড়লো-টমি চলে গিয়েছে।

এখন সময় ব্যাপারটা জানার, কী হয় সেটা দেখার।

মনে মনে প্রার্থনা করল এখনও সুযোগটা পায়।

৬২

শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত তুলান ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের বিল্ডিংগুলো কয়েক দশকের পুরানো, কলেজ বিল্ডিং কমপ্লেক্স আর পার্কিং লট ম্যাগনোলিয়ার ছায়ায় ঘেরা। সেন্ট চার্লস থেকে লোরনার গার্ডেন ডিস্ট্রিক্ট হোমে গাড়ি চালিয়ে আসতে খুব অল্প সময় লাগে।

কিন্তু লোরনা গত তিনদিন যাবত চারতলার তুলান মেডিক্যাল সেন্টার থেকে একবারের জন্যও নড়েনি। সারাক্ষণ রুমের বাইরে ছিল। জ্যাকের কী অবস্থা, কেমন আছে জানতে। দুশ্চিন্তায় ছিল যখন নিউরোলজিস্টরা জ্যাককে পরীক্ষা করে দেখছিল।

থিবোডক্সদের বোট থেকে জ্যাককে তুলে নেয়ার সময় সেও সাথে ছিল। ডাক্তারদেরকে বুঝিয়েছে সে কী ধরণের ট্রিটমেন্ট দিয়েছে। যদিও অনেক কিছুর ব্যাখ্যা সে চেপে গিয়েছিল, তবে জ্যাকের ব্যাপারে সব সত্য কথা বলেছে।

হসপিটালের প্রায় অর্ধেক ডিপার্টমেন্ট জ্যাকের রুমে যাওয়া-আসা করেছে। কোমা ধরে রাখার জন্য শিরায় প্রোপফল দেয়া হয়, ঘড়ি ধরে ওর EEG চেক করা হয়, শরীরে অসংখ্য যন্ত্রপাতি লাগানো আছে এখন।

কিন্তু আজকের দিনটা বেশ কঠিন। নিউরোলজিস্টরা জ্যাককে ধীরে ধীরে জাগানোর চেষ্টা করছে, EEG-র দিকে সতর্ক চোখ রেখেছে যাতে কোনও রকম গণ্ডগোল ধরা পড়ে কিনা। নাহ, এখন পর্যন্ত তেমন কিছু ধরা পড়েনি।

কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিলো।

জ্ঞান ফেরার পর, জ্যাকের কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে?

নিউরোলজিস্ট আশ্বস্ত হলো ব্রেইনে কোনো স্থায়ী ক্ষত নেই। তবে এধরনের আঘাতের পর কিছুই গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না। জ্যাক আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠবে, পুরোপুরি ভালোও হয়ে যাবে। তবু ডাক্তারেরা বলছে ফলাফল এই দুইয়ের মাঝামাঝি থাকতে পারে।

বাইরে র‍্যান্ডি বাবা-মায়ের সাথে বসে আছে। কাইল নীচের ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়েছে সবার জন্য আরও কফি আনতে। এই ক'দিনে সবারই যেন বয়স বেড়ে গিয়েছে।

এই ফাঁকে লোরনা সবাইকে টমির সাথে কাটানো সেই রাতের কথা বলল, তার বাচ্চা নষ্ট করার কথা, তাকে রেপ করার চেষ্টা, তাকে উদ্ধার করতে জ্যাকের ছুটে আসা সবশেষে সেই বিয়োগান্তক পরিণতি-সব, সব কিছু খুলে বলল সে। সবাই শুনল, এক সময় লম্বা শ্বাস ফেলল সবাই, যেন মুক্তি পেলো দায়বন্ধন থেকে।

“তুমি অনেক ছোট ছিলে সেই সময়।” লোরনার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলেন জ্যাকের মা, “এতোটা বছর নিজের ভেতরে যন্ত্রণা চাপা দিয়ে রেখে শুধু কষ্টই পেয়েছ তুমি।”

অবশেষে রুমের দরজা খুলে গেল। সাদা কোট পরা একদল ডাক্তার বেরিয়ে গেল, সাথে বেশ কয়েকজন নার্স। শেষে এলেন নিউরোলজিস্ট।

লোরনা সামনে গিয়ে দাঁড়াল, লোকটার মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করছে। জ্যাকের পরিবারও তার সাথে দাঁড়াল।

“আমরা তাকে ইনফিউশন থেকে বের করেছি।” নিউরোলিজস্ট ব্যাখ্যা করলেন, “তবে বেনজোডায়াজেপিন ড্রিপ চলতে থাকবে, এর সাথে তার EEG এবং শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর দিকেও মনিটরিং চলবে।”

“আমরা কি ওকে দেখতে পারি?” লোরনা জিজ্ঞেস করল।

“শুধু একবার।” ডাক্তার রুমের দিকে নির্দেশ করলেন, “তবে খুব অল্প সময়ের জন্য।”

লোরনা ঘুরে তাকাল জ্যাকের পরিবারের দিকে।

“তুমি আগে যাও,” লোরনার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন জ্যাকের মা। “তুমিও এখন আমাদের পরিবারের অংশ। তাছাড়া, জ্যাক যদি জেগে ওঠে তাহলে সে একটা সুন্দর চেহারা দেখতে পাবে।”

লোরনা কিছু বলতে চাইল কিন্তু মনে হলো এই মুহূর্তে সে একটু স্বার্থপর হলে এমন কিছু হবে না।

জ্যাকের মাকে জড়িয়ে ধরলো সে, তারপর ঘুরে দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। ভেতরে একজন নার্স ইকুইপমেন্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হেঁটে গিয়ে জ্যাকের বিছানার পাশে রাখা চেয়ারে বসলো। এর আগের কয়েক রাত সে এই চেয়ারে বসে কাটিয়েছে, জ্যাকের হাতটাকে নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখেছিল, প্রার্থনা করেছে মনে মনে।

“জ্যাক...”

ওর হাত লোরনার হাতের মধ্যে নড়ে উঠল। লোরনার হার্ট লাফিয়ে উঠল, সত্যি কি জ্যাকের হাত নড়ে উঠল নাকি আবার সেই কাঁপুনি দেখা দিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, জ্যাকের উপর ঝুঁকলো, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো তার দিকে।

ওর বুকটা জোরে উঠা-নামা করছে, জোরে শ্বাস ফেলল।

সামান্য একটু ফাঁক হলো চোখের পাতা।

“জ্যাক,” ফিসফিস করে বলল সে, ওর চিবুকে একটা হাত রাখলো, “প্লিজ...”

একবার, দুইবার পলক ফেলল জ্যাক, দেখলো ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"হেই..." দূর্বল কণ্ঠে বলল জ্যাক।

আস্তে করে জ্যাকের হাত চেপে ধরলো সে, "হেই।"

জ্যাকের ঠোঁটে চিকন হাসির রেখা দেখা দিলো। ওরা শুধু দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। জ্যাকের চোখ দু'টো যেন লোরনার চোখের সুধা পান করতে চাইছে। হঠাৎ আশ্চর্য রকমভাবে জ্যাকের আঙুলগুলো লোরনার আঙুলগুলোকে শক্ত করে চেপে ধরলো।

"আমি আগে যা বলেছিলাম...," নির্জীব কণ্ঠে বলতে গেল সে।

লোরনা তাকে থামিয়ে দিলো। বুঝতে পারল অতীতকে এখন আর টেনে আনার মানে নেই। সেই শব্দগুলোর সাথে অতীতকে ভুলে যাওয়ার সময় এখন।

টমি চলে গিয়েছে।

বছর দশেক আগের ঘটনাটা তাদের দু'জনের জীবনকে অন্ধকারময় করে তুলেছিল, কিন্তু এখন সেই অন্ধকারকে ঠেলে সরিয়ে আলোয় বেরিয়ে আসার সময়।

লোরনা আরও ঝুঁকল জ্যাকের উপর, আলতো করে নিজের ঠোঁট ছুঁয়ে দিলো জ্যাকের ঠোঁটের সাথে, "কিন্তু আমরা একসাথে আছি।"

তিন মাস পরের ঘটনা। জ্যাক তার কাজিনের এয়ারবোট নিয়ে ছুটে চলেছে। একমাত্র সঙ্গী বার্ট, নীচে বসে আছে সে। জিহ্বা বের করে আছে, কান দু'টো নড়ছে। শান্ত, ধীর-স্থির ভঙ্গিতে বোট নিয়ন্ত্রণ করছে সে পাইলটের সিটে বসে। সিটটা উঁচু, ঝোপ-জঙ্গলের উপর দিয়ে সামনে দেখা যাচ্ছে ভালোভাবে।

স্টেশন হাউজ আর শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মনটা ভালো লাগছে। হসপিটালের ড্রাগ, সূচ আর সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের ঠেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, অবশ্য এখনও তাকে স্বল্প মাত্রার অ্যান্টিকনভালসান্ট ট্যাবলেট খেতে হচ্ছে যাতে খিঁচুনি যেন না হয়। এখানে এসে মনে হচ্ছে এর চাইতে ভালো ট্রিটমেন্ট হতে পারে না। দুপুরের সূর্য মাথার উপর তাপ ছড়াচ্ছে, বুক ভরে বাতাস নিলো, লোনা গন্ধে ভরপুর, তাতে গ্রীষ্মকালীন ফুলের মিষ্টি সুবাস মেশানো।

যতই সামনে এগোল ততই সে জলাভূমির সীমাহীন সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল। ইঞ্জিনের গর্জনে সাদা রঙের লম্বা লেজের হরিণ দৌড়ে পালিয়ে গেল, অ্যালিগেটর ডুব দিলো পানির নীচে, র‍্যাকুন আর কাঠবিড়ালী তরতর করে গাছের মগডালে উঠে গেল।

একটা বাঁক ঘুরে এয়ারবোটটাকে স্লো করে দিলো, ইঞ্জিন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেলে।

নিজেকে ফিরে পাবার জন্য কিছুটা একা থাকা দরকার তার।

কান পেতে শুনছে নানান রকমের শব্দ, ব্যাঙের কোরাস, দূরে বুলগ্যাটরের ডাক আরও অনেক কিছু। আসলে এখানে এলে নিজের অনুভূতিগুলো অনেক শার্প হয়।

এগুলোর দরকার তার এই মুহূর্তে। ওদিকে লোরনা তার জন্য অপেক্ষা করছে আশেপাশেই। জ্যাকও আর চাইছে না তাকে অপেক্ষা করাতে। অবশ্য লোরনা নিজেও এখন অনেক ব্যস্ত। ACRES -র কন্সট্রাকশন কাজ চলছে, আর চলছে গোপন একটা অভয়ারণ্য তৈরির কাজ।

"তাহলে যাওয়া যাক, কী বলো?" বার্টের দিকে তাকিয়ে জ্যাক বলল।

লেজ নেড়ে সায় জানালো মেনার্ড পরিবারের হাউন্ডটা।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো, স্পীড বাড়াতেই ছুটে চললো আঁকাবাঁকা চ্যানেল দিয়ে। জায়গাটা ধাঁধার মতো , অপরিচিত কেউ এলে ভুল করবে নিশ্চিত। কিন্তু জ্যাক এই জায়গাটা অন্তর দিয়ে চেনে। ভুল হবার প্রশ্নই আসে না। আর লোরনা যে অপেক্ষা করছে সেখানে, ভুল হয় কী করে!

একেবারে জেটিতে এসে এয়ারবোট থামাল জ্যাক। ছোট্ট লাফ দিয়ে ডকে উঠল বার্ট, সামনে তাকিয়ে মাথা নোয়াল যেন অনেক দিনের পরিচিত কোনো বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছে।

"একেবারে সময়মতো চলে এসেছ, জ্যাক। দেখে মনে হচ্ছে তোমার ছোট যানটা ক্লান্ত, আপাতত ওটাকে জেটির সাথে বেঁধে রাখি।"

"ধন্যবাদ জোয়ি, ও কোথায়?"

"কোথায় থাকতে পারে বলে মনে হয় তোমার?" লগ হোমের দিকে নির্দেশ করল। লগ হোমটা যে এলাকায় অবস্থিত সেটা "আংকেল জো'র অ্যালিগেটর ফার্ম" নামে পরিচিত। "ওখানেই আছে, স্টেলা আর বাচ্চাদের সাথে গল্প করছে।"

অবজারভেশন ডেকে দাঁড়িয়ে আছে লোরনা। সামনে বেশ কয়েকটি পুকুর, আর তার ফাঁকে ফাঁকে ওয়াকওয়ে। হাতে লেমোনেডের গ্লাস, গ্লাসের গা বেয়ে ঠাণ্ডা ঘাম পড়ছে রেলিঙের উপর। সামনের খোলা জায়গাটায় বাচ্চারা খেলাধুলা করছে, কেউ কেউ আবার গাছের ডাল ধরে ঝুলছে। পুকুরগুলোতে আর অ্যালিগেটর নেই, সবগুলো অন্যখানে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এমনকি এলভিসকেও। এলভিস এখন অডুবন সিটি জু-র মূল আকর্ষণ। ওকে নিয়ে কাজ করছে একটা বড় মার্কেটিং ফার্ম। কিছুদিনের মধ্যেই গোটা নিউ অরলিয়েন্স জুড়ে বিলবোর্ড, বাস, ট্যাক্সিক্যাবগুলোতে একটা নাম শোভা পাবে - এলভিস বেঁচে আছে!

স্টেলা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে, কোলে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা। মাত্র তিন মাস বয়স, অল্প অল্প হাঁটতে শিখেছে কিন্তু কোলেই থাকতে পছন্দ করে বেশি।

"ইভ বড় হয়ে উঠছে," স্টেলা বলল।

"তাইতো দেখছি।"

"তোমার কথামতো বোতলে দুধ পান করানোর চেষ্টা করি কিন্তু একদম খেতে চায় না।"

"ওরা এমনই করে।" লোরনা হাসল, "তুমি আসলেই অনেক বড় দায়িত্ব পালন করছ, স্টেলা। বাচ্চারা অনেক আনন্দে আছে এখানে।"

"ওহ তোমাকে তো বলাই হয়নি বাচ্চারা এখানে ইগর, হিউয়ে অ্যান্ড ডিউয়ে আর বাঘীরাকে নিয়ে অনেক মজা করে। তারা ওদেরকে খাওয়ায়, খেলে।"

লোরনা হাসলো কিন্তু ভেবে অবাক হলো এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে প্রাণীগুলো এখানকার পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে নিয়েছে।

থিবোডক্সদের বোট ত্যাগ করার আগে সে সবার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিল বাচ্চাদের ব্যাপারটা কেউ যেন বাইরে প্রকাশ না করে। অন্তত যতদিন

পর্যন্ত তারা বড় না হয়ে ওঠে আর পৃথিবীবাসীও পুরো ব্যাপারটা বুঝতে সমর্থ না হয়। এরপর থিবোডক্সদের বলে দেয় তাদেরকে এমন কোনো গোপন জায়গায় নিয়ে যেতে যেখানে তাদের খোঁজ কেউ পাবে না। তার কথামতো থিবোডক্সরা দক্ষতার সাথে গোপনীয়তা রক্ষা করে বাচ্চাগুলোকে এখানে নিয়ে আসে।

ইউ এস-র তীরে পৌঁছেই বেনেট গভর্নমেন্ট অথরিটির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ব্যাবিলন প্রজেক্ট আর লস্ট ইডেন কে সম্পর্কিত সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে, শুধু ওয়াদা মতো বাচ্চাদের কথা প্রকাশ করেনি। আয়রন ক্রীকের ব্যালান্স শিট জমা দেয় অথরিটির কাছে, লস্ট ইডেন কে-র ল্যাবে মানবদেহ এবং অন্যান্য প্রাণীদের নিয়ে যেসব গবেষণা চলছিল, কী তাদের উদ্দেশ্য ছিল, কোথা থেকে কী পাওয়া গিয়েছিল সবকিছু খুলে বলে।

এরপর বেনেটকে হাই সিকিউরিটি ফ্যাসিলিটিতে স্থানান্তরিত করা হয় যতদিন না পর্যন্ত সে এসব ঘটনার সাথে জড়িত গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টরের পার্টিদের নাম বলে দেয়। তার স্বীকারোক্তি ওয়াশিংটনকে কাঁপিয়ে দেয়।

বেনেটের উদারতার এখানেই শেষ নয়, সে যেসব চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতো সেসব অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে ACRES-র কন্স্ট্রাকশন আর গোপন একটা অভয়ারণ্য তৈরির কাজে।

লোরনা বুঝতে পেরেছিল এর কারণ কী।

বেনেট প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

সেজন্য একদিন সে বাড়ির দরজায় একটা লেখা দেখতে পায় - ম্যাথিউ ১৯:১৪ বাইবেলের নির্দিষ্ট অংশটা খোলে সে। সেখানে লেখা আছে,
"শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিও না কারণ ওদের মাঝেই স্বর্গ বিরাজমান।"

মাঠে খেলারত বাচ্চাদের দিকে তাকাল, মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসি। হ্যাঁ, স্বর্গ এখানে না থাকলেও স্বর্গের ছোঁয়া আছে এখানে।

হঠাৎ পায়ের শব্দে পিছন ফিরল সে। দেখলো জ্যাক আসছে, পায়ে পায়ে বার্ট। কয়লা কালো স্যুট পড়েছে, চুলে জেল দেয়া যেন মাত্রই শাওয়ার নিয়েছে, ব্যাকব্রাশ করে রেখেছে চুল। অবাক চোখে তাকাল লোরনা তার দিকে।

"তুমি এখানে কী করছ?" জিজ্ঞেস করল লোরনা।

"এর চাইতে ভালো আর কোনো জায়গা আছে?" জ্যাকের উত্তর।

বুঝতে পারল না লোরনা, "কিসের জন্য?"

উত্তরে জ্যাক ওর সামনে এক হাঁটু গেড়ে বসলো।

শেষ কথা

বসন্তকাল
বাগদাদ, ইরাক

দুইজন তরুণ আল জাওয়ারা গার্ডেন দিয়ে বাগদাদ জু-র গেটের দিকে দৌড়াচ্ছে। কমবয়সী তরুণ অসহিষ্ণুভাবে তার বয়সে বড় তরুণকে বলল, "ইয়াল্লা, মাকিন, তাড়াতাড়ি করো।"

কিন্তু বয়সে বড় তরুণটার ইচ্ছে করছে না জু-তে আবার পা রাখতে। জায়গাটা এখন তার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো । যদিও অনেক বছর পার হয়ে গিয়েছে। এখন তার গার্লফ্রেন্ড আছে, একটা ভিডিও স্টোর আছে, স্বপ্ন দেখে একদিন টাকা জমিয়ে সে নিজের একটা গাড়ি কিনবে।

বারি তাড়াহুড়া করছে গেট দিয়ে ঢোকার জন্য। কারণ আজ তার ষোলোতম জন্মবার্ষিকী। আবার আগের মতো তারা আল জাওয়ারা গার্ডেনে পিকনিক করতে এসেছে। গোটা সপ্তাহ তাদের মা এইদিনটির জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে, তাদের বাড়ি আবার রুটি আর দারুচিনির সুগন্ধে ভরে উঠেছে।

আজও মাঝে মধ্যে মাকিন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে, বিছানার চাদর থাকে এলোমেলো, বালিশ ঘামে ভেজা।

গেটের কাছে পৌঁছে বারি মাকিনকে বলে, "তুমি তো দূর্বল উটের মতো হাঁটছ।"

মাকিন বুঝতে পারে না তার ভাই সারাবছর অন্য কোনো ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করলেও এই দিনটায় কেন যে করে! তারা দু'জন বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, ভাল্লুক, উটের খাঁচার পাশ দিয়ে হেঁটে শিম্পাঞ্জির খাঁচার দিকে এগিয়ে যায়। মনে মনে খুশি হয় তারা যে সিংহের খাঁচার সামনে তাদের পড়তে হয়নি।

সামনেই বানর আর বনমানুষের খাঁচা, ওগুলো আবার ঠিক করা হয়েছে। যুদ্ধের সময় কয়েকটা পালিয়ে গিয়েছিল, পরে আবার ধরে আনা হয়েছে। একটা শিম্পাঞ্জী বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, সেটাই এখন মিডিয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু, বাচ্চাটাকে অনেকেই আসছে শুভদিনের প্রতীক বলে মনে করছে।

"এখানে এসো মাকিন। না দেখলে বিশ্বাস করবে না।"

মাকিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাইয়ের কাছে এগিয়ে গেল, দেখে প্রথমে বুঝতে পারল না সবাই আসলে কী দেখছে। খাঁচার কাঝখানে একটা বিশালাকারের নকল গাছ লাগানো আছে, ডালপালা ঝুলছে তাতে, হঠাৎ টুপ করে কী যেন খসে পড়লো নীচে, তাকিয়ে দেখে ছোট্ট একটা প্রাণী, দেখতে বয়স্ক মানুষের মতো , চামড়ায়

অসংখ্য ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। হাতে একটা লাঠি। খাঁচার দেয়ালের কাছে এগিয়ে এল সেটা।

"দেখো মাকিন, কত কাছে চলে এসেছে। আগে এতো কাছ থেকে কখনই দেখতে পাইনি।"

"সরে এসো ওখান থেকে," ধমকে উঠল মাকিন।

বারি চোখ গোল গোল করে বলল, "এতো ভয় পাওয়ার কী হলো মাকিন!"

প্রাণীটা তাদেরকে পাত্তা না দিয়ে বালিতে গর্ত খুঁড়তে লাগল।

"চলো গার্ডেনের দিকে যাই। মা সেখানে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। সময়মতো না গেলে আবার না পাখিগুলো খাবার খেয়ে নেয়।"

"হুম, তাই চলো। এখানে এখন আর দেখার মতো কিছু নেই।"

মাকিন খাঁচার ছোট্ট শিম্পাঞ্জীর দিকে তাকাল। হাতের লাঠি দিয়ে বালি খুঁড়েই চলেছে। উঁকি মেরে দেখল কী করছে, আঁচড় কাটছে বালিতে, কী যেন লিখছে।

3,1415

ভ্রু কুঁচকে গেল তার, মনে পড়ল খবরের কাগজে সে এই প্রাণীদের সম্পর্কে পড়েছিল। এরা নাকি খুব দ্রুত বড় হয় আর এদের বুদ্ধিমত্তার স্তর নাকি অসাধারণ।

শিম্পাঞ্জীটা মাকিনের সন্দেহ টের পেলো যেন, সরাসরি মাকিনের চোখের দিকে চাইল। তারপর অসামান্য দক্ষতার সাথে গাছের ডাল ধরে দোল খেয়ে উপরে উঠে গেল। আবার চাইল মাকিনের দিকে। আতঙ্কে পিছিয়ে গেল মাকিন। হলুদ রঙের চোখে দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

নোংরা দাঁত বের করে হেসে উঠল সেটা।

পাঠকের প্রতি লেখকের বক্তব্যঃ গল্প নাকি সত্যি

আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তুগুলো যেন বাস্তবের সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখে। এখানে যেসব বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেগুলো কতখানি বাস্তবের সাথে সম্পৃক্ত চলুন দেখা যাকঃ

বাগদাদ-গল্পের গোড়াপত্তন যেখানে। ইরাকে যুদ্ধকালীন বাগদাদ জু-র চিত্র দেখানো হয়েছে। আমেরিকান ফোর্স আর রিপাবলিকান আর্মির মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল এখানে। পরবর্তীতে চলে লুটপাট। অনেক পশু পালিয়ে যায় শহরে। এ ব্যাপারে আরও জানতে চাইলে পড়তে পারেন লরেন্স অ্যান্থনি এবং গ্রাহাম স্পেন্সের লেখা ব্যাবিলনস আর্ক বইটি।

ACRES-লোরনার কর্মস্থল, The Audubon Centre for Research of Endangered Species, এ নামে আসলেই একটা ফ্যাসিলিটি আছে। মিসিসিপি নদীর ধারে নির্জন একটা এলাকায় অবস্থিত এটি। সাধারণ জনগণ এ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না তবে আপনি বইপত্র ঘাঁটলে জানতে পারবেন। এখানে বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষণের জন্য কাজ করা হয়। এখানে "ফ্রোজেন জু" নামে একটা জায়গা আছে যেখানে প্রাণীদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল স্টোর করে রাখা হয়। তবে উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলো কাল্পনিক। কিন্তু ফ্লোর প্ল্যান কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আংশিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছোট বড় বিভিন্ন ধরণের প্রাণী - এখানে বলা হয়েছে পশু-পাখিদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার কথা, বিশেষ করে প্যারটের। এটা সত্যি। এজন্য পড়তে পারেন জোয়ানা বার্গারের লেখা "দ্য প্যারট হু ওনস মি"। চমৎকৃত হবেন বইটি পড়লে। এছাড়াও জাগুয়ারের শিকার পদ্ধতির কথা যা বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত। তাছাড়াও মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের নিয়ে যা যা বলা হয়েছে তা সবই বাস্তবতার ভিত্তিতে। (তবে প্রতিদিনই আমরা নতুন কিছু না কিছু শিখছি)

জেনেটিকস - Chromosome সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তার সবই জেনেটিকসে আছে, এমনকি জাংক DNA পর্যন্ত। তবে "জেনেটিক প্রত্যাবর্তন" কী? আসলেই কি এটা সম্ভব? এ সম্বন্ধে বিস্তর মতো পার্থক্য থাকলেও পড়ে দেখতে পারেন একটা আর্টিকেল যেখানে চীনে একটা সাপের জন্ম হয়েছে যার দেহের দুইপাশে গিরগিটির মতো পা ছিল।

http://www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/6187320/Snake-with-foot-found-in-China.html

Fractals - এই বিষয়টা আমাকে বেশ হতবাক করেছে। আমি প্রচুর বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছি এ বিষয়ে আরও জানার জন্য। আপনি Fractals সবখানেই পাবেন। আরও জানার জন্য পড়তে পারেন "Fractals: Hunting the Hidden Dimension." এতে "Fractal antenna" সম্বন্ধেও জানতে পারবেন।

ব্রেইন সম্পর্কীয় - এটা সত্য যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী এমনকি মানুষেরও ব্রেইনে ম্যাগনেটাইট ক্রিস্টালের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে, পাখিদের ক্ষেত্রে এটা মাইগ্রেশনের ব্যাপারে সাহায্য করে। এছাড়া জ্যাকের অসুস্থতা যেটা রক্তে দেখা দিয়েছিলো সেটা বোভাইন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফালোপ্যাথি (ম্যাড কাউ রোগ) -র উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। তবে এধরনের নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরি করা প্রোটিন "প্রিওন" নামে পরিচিত। ব্রেইনে এর উপস্থিতি মানেই ব্রেইনের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ হয়।

অস্ত্র - যেসব অস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবে আছে। **যেমন** - ফ্লেশেট মাইন, AA12 কমব্যাট শটগান।

যুদ্ধ বিষয়ক - জ্যাসনসদের অস্তিত্ব আসলেই আছে, তারা **মিলিটারিদের** উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। তারা "হিউম্যান পারফরম্যান্স মডিফিকেশন" বিষয়ে পেপারওয়ার্ক করে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে উঁচু মানের সৈন্য তৈরির জন্য ড্রাগ, জেনেটিকস, এমনকি মানুষের ব্রেইনের গাঠনিক পরিবর্তনের জন্য কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, আর সেজন্য অর্থের ব্যবস্থাও করে থাকে। এছাড়া প্রাইভেট ডিফেন্স কন্ট্রাকটর - বাস্তবে এদেরও অস্তিত্ব আছে। এব্যাপারে এখন তদন্ত চলছে। তবে তারা তাদের এসব গবেষণা করার জন্য ইউ এস বর্ডারের সীমানা ঘেঁষে ল্যাব স্থাপন করে কাজ করে যাচ্ছে।

লোকেশন-নিউ অরলিয়েন্স আমার খুব পছন্দের একটা জায়গা। ক্যাটরিনার আগে-পরে আমি ডজনখানেকবার ভিজিট করেছি শহরটি। বইতে যতটুকু সম্ভব বর্ণনা দিয়েছি। এখানকার অ্যালিগেটর ফার্ম দেখেছি, এয়ারবোট আর ক্যানুতে করে জলাভূমিতে ঘুরে বেরিয়েছি, আইল্যান্ডে ঘুরে বেরিয়েছি, সেখানকার মানুষের সাথে কথা বলেছি, তাদের জীবনযাত্রার গল্প শুনেছি। ক্যাজুনদের সংস্কৃতি বেশ উন্নতমানের আর মজার। যতটুকু পেরেছি বইতে উল্লেখ করেছি তাদের সম্পর্কে।

তাই আমার মতো , আপনারা নিউ অরলিয়েন্সে একবারের জন্য হলেও ঘুরে আসুন। কমান্ডারস প্যালেসে ব্রাঞ্চ খান। উপভোগ করুন ক্যাফে ডু মন্ডের বেনেট্স এবং কফি। আশেপাশে ঘুরে বেড়ান, গার্ডেন ডিস্ট্রিক্ট বুকশপে একবার ঢুঁ মেরে আসুন (আমার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা)। জ্যাকসন স্কয়ারে মোমের আলোয় হাত দেখিয়ে নিন। আর অবশ্যই একবার Audubon Zoo ঘুরে আসবেন... এলভিসকে আমার পক্ষ থেকে একটা মার্স ম্যালো দেবেন। আর যাবেন অ্যামেরিকার বিখ্যাত ভূ-দৃশ্যাবলী দেখতে মিসিসিপির বুকে, এয়ারবোটে করে জলাভূমির বুক চিরে আঁকাবাঁকা চ্যানেল পার করবেন। কে জানে হয়তোবা স্প্যানিশ মস আর টাওয়ারের মতো উঁচু সাইপ্রেস গাছের আড়ালে কোনও অজানা রহস্য উদঘাটন করে ফেলতেও পারেন!